

بُرْخَانِ الدِّينِ

বুখারী শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (রং)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওহীর সূচনা অধ্যায়	
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কিভাবে ওহী তরু হয়েছিল	৩
ইমান অধ্যায়	
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : ইসলামের ভিত্তি পোচটি	১৫
ইমানের বিষয়সমূহ	১৭
প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে	১৭
ইসলামে কোনু কাজটি উত্তম	১৮
খবার খাওয়ানো ইসলামী শুণ	১৮
নিজের জন্য যা পসন্দনীয়, তাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করা ইমানের অংশ	১৯
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ভালবাসা ইমানের অংশ	১৯
ইমানের স্বাদ	১৯
আনসারকে ভালবাসা ইমানের লক্ষণ	২০
পরিষেবা	২০
ফিতনা থেকে প্রশ়ায়ন দীনের অংশ	২১
নবী করীম (সা)-এর বাণীঃ ‘আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ পাক সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী’	২১
কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগনে নিক্ষিপ্ত হবার ন্যায় অপসন্দ করা ইমানের অংশ	২২
আমলের দিক থেকে ইমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের তরঙ্গে	২২
লজ্জা ইমানের অংশ	২৩
যারা তওবা করে, সালাত কার্যে করে ও যাকাত দেয়	২৩
যে বলে, ‘ইমান আমলেরই নাম’	২৪
ইসলাম গ্রহণ করি বাটি না হয়	২৫
সালামের প্রচলন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত	২৬
বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা	২৬
পাপ কাজ জাহিলী যুগের স্বভাব	২৭
যুলুমের প্রকারভেদ	

বিষয়

মুন্ডিকের আলামত	পৃষ্ঠা
লায়লাতুল কদরে ইবাদতে রাতি জাগরণ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	২৯
জিহাদ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	২৯
রময়ানের রাতে নফল ইবাদত ঈমানের অংশ	৩০
সওয়াবের আশায় রময়ানের সিয়াম পালন ঈমানের অংশ	৩১
দীন সহজ	৩১
সালাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	৩১
উত্তমরূপে ইসলাম এহশ	৩৩
আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল সেটাই যা নিয়মিত করা হয়।	৩৩
ঈমানের বাড়া-কমা	৩৪
যাকাত ইসলামের অঙ্গ	৩৫
জানায়ার অনুগমন ঈমানের অঙ্গ	৩৬
অজ্ঞাতসাতে মু'মিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা	৩৭
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ঈমান, ইসলাম	৩৮
পরিষেদ	৩৯
দীন রক্কাকারীর ফর্মালত	৩৯
গুরীভূতের পরামাণ প্রদান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	৪০
আমল নিয়ত ও সওয়াবের আশা অনুযায়ী	৪১
মর্বী করীম (সা)-এর বাণী, 'দীন হল কল্যাণ কামনা করা আল্লাহর মেয়ামন্দীর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃত্বের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য।	৪০

ইলম অধ্যায়

'ইলমের ফর্মালত	৪৭
আলোচনায় মশতুল অবস্থায় ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা.....	৪৭
উক্তব্রহ্মে ইলমের আলোচনা	৪৮
মুহাম্মদের উক্তি : হাদ্দাসানা, আখবারানা ও আস্বাআনা	৪৯
শাগরিদসের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য উত্তাদের কোন বিষয় উত্থাপন করা	৪৯
হাদীস পড়া ও মুহাম্মদের কাছে পেশ করা	৫০
শাস্ত্র কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব শুনান এবং 'আলিম কর্তৃক 'ইলমের কথা লিখে	৫৩
বিভিন্ন দেশে প্রেরণ	৫৪
মজলিসের শেষ প্রাচ্ছে বসা এবং মজলিসের ভেতরে ফাঁক দেখে দেখানে বসা	৫৪
মর্বী করীম (সা)-এর বাণী, 'যাদের কাছে হাদীস পৌছানো হয় তাদের রখে অনেকে এমন আছে, যে প্রোতা (বর্ণনাকারীর) চাইতে বেশী মুখ্য রাখতে পারে	৫৫

বিষয়

কথা ও কামলের পূর্বে ইলম জরুরী	পৃষ্ঠা
রামসূলুয়াহ (সা) ওয়ায়-নসীহতে, ইলম শিক্ষাদানে উপরুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন,	৫৬
যাতে গোকৃতল বিবৃক্ত না হয়ে পড়ে	৫৭
ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা	৫৭
আস্তাহ যাব কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান সান বরণেন	৫৮
ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক অনুধাবন	৫৮
ইলম ও হিতমতের ক্ষেত্রে সমাতুল্য হওয়ার আগ্রহ	৫৯
সমুদ্রে বিশ্঵ (আ)-এর কাছে মৃস (আ)-এর যাওয়া	৫৯
মরী (সা)-এর উজিৎ হ হে আস্তাহ! আপনি তাকে কিন্তু বিক্ষা দিন	৬১
বালকদের কোন বয়সের শোনা কথা গ্রহণীয়	৬১
ইলম হাসিলের জন্য বের হওয়া	৬১
ইলম শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার ফর্মালত	৬৩
ইলমের বিশুষ্টি ও মূর্খতার প্রসার	৬৪
ইলমের ফর্মালত	৬৪
প্রাণী বা অন্য বাহনে আসীন অবস্থায় কঢ়োয়া দেওয়া	৬৫
হাত ও মাথার ইশারায় আসলালার জাগয়াব দান	৬৫
আবদুল কায়স পোত্রের প্রতিনিধি দলকে ইমান ও ইলমের হিসাব করা এবং পরবর্তীদেরকে	৬৭
তা অবহিত করার ব্যাপারে নরী (সা)-এর উৎসাহ দান	৬৮
উচ্চত আসলালার জন্য সফর করা এবং নিজের পরিজনদের শিক্ষা দেওয়া	৬৯
পালাত্রনে ইলম শিক্ষা করা	৭০
অপসন্ধনীয় কিছু দেখলে খোয়া-নসীহত বা শিক্ষাদানের সময় রাখ করা:	৭০
ইয়াম অথবা মুয়াদ্দিসের সামনে হাঁটু পেছে বসা	৭১
আগভাবে বুঝবার জন্য কোন কথা তিক বার বলা	৭১
অপন সাসী ও পরিচারবর্গকে শিক্ষা দান	৭২
অলিম কর্তৃক অহিলাদের নসীহত করা ও দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া	৭৩
হাদিসের প্রতি আগ্রহ	৭৩
কিভাবে ইলম তুলে নেয়া হবে	৭৪
ইলম শিক্ষার জন্য মহিলাদের ব্যাপারে কি আসাদা দিল নির্ধারণ করা যাব	৭৫
কোন কথা পুনে না বুঝলে জ্ঞানীর জন্য পুনরাবৃত্তিশোণ করা	৭৬
উপর্যুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে ইলম পৌছে দেবে	৭৬
—নরী কন্নীয় (সা)-এর উপর যিথায়োপ করার জন্য	৭৭
ইলম লিপিবক্ত করা	৭৯
যাতে ইলম শিক্ষাদান এবং খোয়া-নসীহত করা	৮১

বিষয়

রাতে ইলমের আলোচনা করা	পৃষ্ঠা
ইলম মুখ্য করা	৮১
আলিমদের কথা শোনার জন্য লোকদের চূপ করানো	৮২
আলিমের জন্য মুক্তাহাব এই যে, তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় : সবচাইতে জ্ঞানী কে?	৮৩
তখন তিনি ইহা আল্পাহর উপর ন্যাষ্ট করবেন	৮৪
আলিমদের বসা থাকা অবস্থায় দাঙ্গিয়ে প্রশ্ন করা	৮৭
কংকর মারার সময় কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা	৮৭
আল্পাহ তা'আলার বালী, 'তোমাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে অতি অল্পই'	৮৮
কোন কোন মুক্তাহাব কাজ এই আশঙ্কায় ছেড়ে দেওয়া যে, কিছু লোকে কূল বুকতে পারে	৮৮
এবং তারা এর চাইতে অধিকতর বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে	৮৮
বুকতে না পারার আশংকায় ইলম শিখায় কোন এক কণ্ঠ বাদ দিয়ে আর এক কণ্ঠ বেছে	
নেওয়া	৮৯
ইলম শিক্ষা করতে শজ্জাবোধ করা	৯০
নিজে শজ্জাবোধ করলে অন্যকে প্রশ্ন করতে বলা	৯১
মসজিদে ইলম ও মাসআলা-মাসাইলের আলোচনা করা	৯১
প্রশ্নকারীর প্রশ্নের চাইতে বেশী উত্তর দেওয়া	৯২

উৎ অধ্যায়

উৎসূর বর্ণনা	৯৫
পরিজ্ঞাতা ছাড়া সালাত কূল হয় না	৯৫
উৎসূর ফর্মালত এবং উৎসূর প্রভাবে যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হবে	৯৬
সন্দেহের কারণে উৎ করতে হয় না, যতক্ষণ না (উৎসূর ভঙ্গের) নিশ্চিত বিষ্ণাস জন্মে	৯৬
হালকাভাবে উৎ করা	৯৭
পূর্ণক্রমে উৎ করা	৯৮
এক আঁজলা পানি দিয়ে দু' হাতে মুখমণ্ডল ধোয়া	৯৮
সর্বীবস্থায়, এমনকি সহবাসের সময়েও বিসমিল্লাহ বলা	৯৯
শৌচাগারে সময় কী বলতে হয়	৯৯
শৌচাগারের কাছে পানি রাখা	১০০
মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলামূর্ত্তি হবে না, তবে ঘরের মধ্যে দেয়াল অথবা তেমন	
কোন আঁজল থাকলে ডিন্দু কথা	১০০
দুই ইটের উপর বসে মলমূত্র ত্যাগ করা	১০০
মহিলাদের বাইরে যাওয়া	১০১
ঘরে মলমূত্র ত্যাগ করা	১০২

বিষয়

	পৃষ্ঠা
পানি দ্বারা ইসতিনজ্ঞা করা	১০২
পবিত্রতা হাসিলের জন্য কারো সাথে পানি দিয়ে যাওয়া	১০৩
ইসতিনজ্ঞার জন্য পানির সাথে লাঠি দিয়ে যাওয়া	১০৩
ডান হাতে ইসতিনজ্ঞা করার নিষেধাজ্ঞা	১০৩
প্রস্তাৱ কৰাৰ সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধৰণে না	১০৪
পাথৰ দিয়ে ইসতিনজ্ঞা করা	১০৪
গোৰৱ দিয়ে ইসতিনজ্ঞা না কৰা	১০৪
উযুক্তে একবাৰ কৰে খোয়া	১০৫
উযুক্তে দু'বাৰ কৰে খোয়া	১০৫
উযুক্তে তিনবাৰ কৰে খোয়া	১০৫
উযুক্ত মধ্যে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কাৰ কৰা	১০৬
(ইসতিনজ্ঞার জন্য) বেজোড় সংখ্যক চিলা-কুলুখ ব্যবহাৰ কৰা	১০৭
দু' পা খোয়া এবং মসেহ না কৰা	১০৭
উযুক্তে কুলি কৰা	১০৮
পায়েৰ গোড়ালী খোয়া	১০৮
চফল পৰা অবস্থায় উভয় পা খোয়া কিন্তু চফলেৰ ওপৰ মসেহ না কৰা	১০৯
উয় এবং গোসলে ডান দিক থেকে তক্ষ কৰা	১১০
সালাতেৰ সময় নিকটবৰ্তী হলে উযুৰ পানি তালাশ কৰা	১১০
যে পানি দিয়ে মানুষেৰ চূল খোয়া হয়	১১১
কুকুৰ ঘদি পাত্ৰ থেকে পানি পান কৰে	১১২
সমূখ এবং পেছনেৰ রাস্তা দিয়ে কিছু নিৰ্গত হওয়া ছাড়া অন্য কাৰণে যিনি উযুৰ প্ৰয়োজন মনে কৰেন না	১১৩
আক্ষেয় জনকে কোন ব্যক্তিৰ উয় কৰিয়ে দেওয়া	১১৫
বিনা উযুক্তে কুৰআন প্ৰভৃতি পাঠ কৰা	১১৬
পূৰ্ণ বেহশী ছাড়া উয় না কৰা	১১৭
পূৰ্ণ মাথা মসেহ কৰা	১১৮
উভয় পা গিৰা পৰ্যন্ত খোয়া	১১৯
মানুষেৰ উযুৰ অবশিষ্ট পানি ব্যবহাৰ কৰা	১১৯
পৰিষেদ	১২০
এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি কৰা ও নাকে পানি দেওয়া	১২১
একবাৰ মাথা মসেহ কৰা	১২১
নিজ ঝীৰ সাথে উয় কৰা এবং ঝীৰ উযুৰ অবশিষ্ট পানি (ব্যবহাৰ কৰা)	১২২
বেহশ লোকেৰ ওপৰ নবী (সা)-এৰ উযুৰ পানি ছিটিয়ে দেওয়া	১২২
গামলা, কাঠ ও পাথৰেৰ পাত্ৰে উয়-গোসল কৰা	১২২

বিষয়	পৃষ্ঠা
গামলা থেকে উয়ু করা	১২৪
এক মূল (পানি) দিয়ে উয়ু করা	১২৫
উভয় মোজার ওপর মসেহ করা	১২৫
পরিগ্র অবস্থায় উভয় পা (মোজায়) প্রবেশ করানো	১২৬
বকরীর গোশত এবং ছাতু থেয়ে উয়ু না করা	১২৭
ছাতু থেয়ে উয়ু না করে কেবল কুলি করা	১২৭
দুধ পান করলে কি কুলি করতে হবে	১২৮
ঘুমের পরে উয়ু করা এবং 'দু' একবার বিমালে কিংবা মাথা ঝুকে পড়লে উয়ু না করা	১২৮
হানস ছাতু উয়ু করা	১২৯
পেশাবের অপরিগ্রতা থেকে সতর্ক না থাকা কবীরা গনাহ	১২৯
পেশাব ধোয়া সংস্কে যা বর্ণিত হয়েছে	১৩০
পরিষেদ	১৩০
এক বেদুইনকে মসজিদে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত নবী (সা) এবং অন্যান্য লোকদের পক্ষ থেকে অবকাশ দেওয়া	১৩১
মসজিদে পেশাবের উপর পানি চেলে দেওয়া	১৩১
শিশুদের পেশাব	১৩২
দাঁড়িয়ে এবং বসে পেশাব করা	১৩২
সঙ্গীর কাছে বসে পেশাব করা এবং দেয়ালের আড়াল করা	১৩৩
মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে পেশাব করা	১৩৩
রক্ত ধূয়ে ফেলা	১৩৪
বীর্য ধোয়া এবং ঘষে ফেলা এবং গ্রীলোক থেকে যা লেগে যায় তা ধূয়ে ফেলা	১৩৪
জানাবাতের নাপাকী বা অন্য কিছু ধোয়ার পর যদি ভিজা দাগ থেকে যায়	১৩৫
উট, চতুর্পদ জন্ম ও বকরীর পেশাব এবং বকরীর খোয়াড় প্রসঙ্গে	১৩৫
যি এবং পানিতে নাপাকী পড়া	১৩৭
হিয়ে পানিতে পেশাব করা	১৩৭
মুসল্লীর পিটের ওপর হয়লা বা মৃত জন্ম ফেললে তার সালাত নষ্ট হবে না	১৩৮
খুখু, প্রেৰা ইত্যাদি কাপড়ে লেগে গেলে	১৩৯
নারীয় (খেজুর, কিসমিস, মনাঙ্গা ইত্যাদি ভিজানো পানি) এবং নেশাকারক পানীয় দ্বারা উয়ু করা না-জায়েয়	১৪০
পিতার মুখমণ্ডল থেকে কন্যা কর্তৃক রক্ত ধূয়ে ফেলা	১৪০
মিসওয়াক করা	১৪১
বয়সে বড় ব্যক্তিকে মিসওয়াক প্রদান করা	১৪১
উয়ু সহ রাতে ঘুমাবার ফর্মালত	১৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
গোসল অধ্যায়	
গোসলের পূর্বে উয়ু করা	১৪৬
শামী-কীরির একসাথে গোসল	১৪৬
এক 'সা' বা অনুরূপ পাত্রের পানিতে গোসল	১৪৭
মাথায় তিলবার পানি ঢালা	১৪৮
একবার পানি ঢেলে গোসল করা	১৪৮
গোসলে ছিলাব বা খুশবু ব্যবহার করা	১৪৯
জানাবাতের গোসল কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া	১৪৯
পরিষ্কৃতার অন্য মাটিতে হাত ঘষা	১৫০
যখন জানাবাত ছাড়া হাতে কোন নাপাকী না থাকে, ফরয গোসলের আগে হাত না ধূয়ে পানির পাত্রে তা প্রবেশ করানো যায় কি?	১৫০
গোসলের সময় তান হাত থেকে বাম হাতের উপর পানি ঢালা	১৫১
গোসল ও উয়ুর অঙ্গ পৃথকভাবে ধোয়া	১৫২
একাধিকবার বা একাধিক কীরি সাথে সংগঠ হওয়ার পর একবার গোসল করা	১৫২
মহী বের হলে তা ধূয়ে ফেলা ও উয়ু করা	১৫৩
খুশবু লাগিয়ে গোসল করার পর খুশবুর তাসির থেকে গেলে	১৫৩
চুল খিলাল করা এবং চামড়া ভিজেছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পর তাতে পানি ঢালা	১৫৪
জানাবাত অবস্থায় যে উয়ু করে সমস্ত শরীর ধোয় কিন্তু উয়ুর প্রত্যঙ্গলো হিতীয়বার ধোয় না মসজিদের ভিতরে নিজের জানাবাতের কথা স্বরল হলে তখনই বেরিয়ে পড়বে, তায়ান্ত্রম করতে হবে না	১৫৪
জানাবাতের গোসলের পর দু'হাত আড়া	১৫৫
মাথার ডান দিক থেকে গোসল তরুণ করা	১৫৬
নির্জনে বিবর্জন হয়ে গোসল করা এবং পর্দা করে গোসল করা। পর্দা করে গোসল করাই উচ্চম	১৫৬
লোকের সামনে গোসলের সময় পর্দা করা	১৫৭
মহিলাদের ইহতিলাম (বংশদোষ) হলে	১৫৮
জুনুবী ব্যক্তির ঘাম, নিচয়ই মুসলিম অপক্রিয় নয়	১৫৯
জানাবাতের সময় বের হওয়া এবং বাজার ইত্যাদিতে চলাফেরা করা	১৫৯
জুনুবী ব্যক্তির গোসলের আগে উয়ু করে ঘরে অবস্থান করা	১৬০
জুনুবীর নিদ্রা	১৬০
জুনুবী উয়ু করে ঘুমাবে	১৬০
দু' লজ্জাস্থান পরম্পর মিলিত হলে	১৬১

বিষয়

শ্রী অস থেকে বিজ্ঞ লাগলে শুকে হেলা

পৃষ্ঠা

১৬১

হায় অধ্যায়

হায়ের ইতিকথা

১৬২

হায়ের সময় বাচীর মাঝে শুয়ে দেওয়া ও চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া
 ত্রীর হায় অবস্থায় তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিসা ওয়াত করা
 নিকাসকে হায় বলা

১৬৩

হায় অবস্থায় ত্রীর সাথে মেলাচেশা করা

১৬৪

হায় অবস্থায় সওয় ছেড়ে দেওয়া

১৬৫

হায় অবস্থায় কাঁৰার তাপদাফ ছড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ করা হায়
 ইসতিহাশা

১৬৬

হায়ের গুরু শুয়ে কেলা

১৬৭

মুসলিমাদের ইতিকাফ

১৬৮

হায় অবস্থায় পরিহিত পোশাকে সালাত আদন্ত করা যায় কি?

১৬৯

হায় থেকে পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার

১৭০

হায়ের পরে পবিত্রতা অর্জনের সময় দেহ থমা-মাজা করা, গোসলের পক্ষতি এবং
 মিশ্কযুক্ত বস্ত্রের দিয়ে রক্তের চিহ্ন পরিষ্কার করা

১৭১

হায়ের গোসলের বিবরণ

১৭২

হায়ের গোসলের সময় চুল আঁচড়ানো

১৭৩

হায়ের গোসলে চুল খোলা

১৭৪

আল্লাহর বাণী, 'পূর্ণকৃতি ও অপূর্ণকৃতি প্রেরণপিণ্ড' এসলে

১৭৫

খন্দুবতী কিউবে হজ্ব ও উমরায় ইহরাম বাধনে

১৭৬

হায় গুরু ও শেষ হওয়া

১৭৭

হায়মকালীন সালাতের কায়া মেই

১৭৮

খন্দুবতী মহিলাদের সঙ্গে হায়ের কাপড় পরিহিত অবস্থায় একত্রে শয়ন

১৭৯

হায়ের জন্যে স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান করা

১৮০

খন্দুবতী মহিলাদের উভয় ঈল ও মুসলিমানদের দু'আর সমাবেশে উপস্থিত হওয়া এবং

উদ্দোহ থেকে দৃঢ়ে অবস্থান করা

১৮১

একই মাসে তিন হায় হলে। সজ্বা হায় ও পর্ণধারণের ধ্যাপারে ক্রীলোকের

কথা প্রয়োগ

হায়ের দিনগুলো হজ্ব এবং মেটে রং দেখা

১৮২

ইসতিহাশাৰ পিলা

১৮৩

তাওয়াকে ঘঘারতের পুর ক্রীলোকের হায় গুরু হওয়া

১৮৪

ইসতিহাশাৰ নামীর পবিত্রতা দেখা

১৮৫

বিষয়

নিজাম অবস্থায় মৃত স্ত্রীলোকের সামাজিক জ্ঞানায়া ও তার প্রকৃতি
পরিষেবা

পৃষ্ঠা
১৮২
১৮৩
১৮৪

তারাশুম অধ্যায়

আক্ষয় তা'আলার বাবী	১৮৫
গমি ও হাটি না পাওয়া গেলে	১৮৭
মুক্তি অবস্থায় পানি না পেলে এবং নামায ছুটে যাওয়ার ওপর থকলে তারাশুম করা	১৮৭
তারাশুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর হজরতে ঝুঁ দেওয়া	১৮৮
মুখমণ্ডলে ও হজরতে তারাশুম করা	১৮৮
পাক মাটি মুসলিমদের উজ্জ্বল পানির ছলবর্তী, পবিত্রতার জন্য পানির পরিবর্ত্তে এটাই যথেষ্ট	১৯০
ভুনুবী ব্যক্তির রোগ বৃক্ষির, মৃত্যুর বা ত্বক্ষার্ত থেকে যাওয়ার আশংকা বেঁধ হলে তারাশুম করা	১৯৩
তারাশুমের জন্য মাটিতে একবার হাত মারা	১৯৪
পরিষেবা	১৯৫

সালাত অধ্যায়

মির্বাকে কিভাবে সালাত করতে হলো	১৯৯
সালাত আদায়ের সময় কাপড় পরার প্রয়োজনীয়তা	২০২
সালাতে কাঁধে ক্ষমতা দ্বারা	২০৩
এক কাপড় পায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করা	২০৪
কেট এক কাপড়ে সালাত আদায় করলে সে যেন উভয় কাঁধের উপরে কিছু অংশ আছে তাপড় থাসি সংকীর্ণ হবে	২০৫
শামী ছুকা পরে সালাত আদায় করা	২০৭
সালাতে ও তার বাইরে বিবন্দ হওয়া অসম্ভবীয়	২০৭
আয়া, পারজামা, আসিয়া ও কাষ্টা পরে সালাত আদায় করা	২০৮
সরকারী ঢাকা	২০৯
চান্দর শায়ে না দিয়ে সালাত আদায় করা	২১০
উক্ত সম্পর্কে বর্ণনা	২১১
হাইলারা সালাত আদায় করতে কয়তি কাপড় পরবে	২১২
কার্যবার্তা ঘটিত কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং ঐ কার্যকার্যে দ্রষ্টি পড়া ফুশ বা ছবিযুক্ত কাপড়ে সালাত ফাসিদ হবে কিনা এবং এ সমস্তে নিষেধাজ্ঞা	২১৩
	২১৩

ବିଷୟ

ରେଶମୀ ଜୁବରା ପରେ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରା ଓ ପରେ ତା ଖୁଲେ ଫେଲା	୨୧୪
ଲାଲ କାପଡ଼ ପରେ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରା	୨୧୫
ଛାନ୍ଦ, ମିହର ଓ କାଠେର ଉପର ସାଲାତ ଆଦାୟ କରା	୨୧୬
ମୁସକ୍ତୀର କାପଡ଼ ସିଙ୍ଗଳା କରାର ସମୟ ଶ୍ରୀର ଗାୟେ ଲାଗା	୨୧୭
ଚାଟାଇଁଯୋର ଉପର ସାଲାତ ଆଦାୟ କରା	୨୧୭
ଛେଟ ଚାଟାଇଁଯୋର ଉପର ସାଲାତ ଆଦାୟ କରା	୨୧୮
ବିହାନ୍ୟ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରା	୨୧୯
ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଗରମେର ସମୟ କାପଡ଼ରେ ଉପର ସିଙ୍ଗଳା କରା	୨୧୯
ଜୁଡା ପରେ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରା	୨୧୯
ମୋଜା ପରେ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରା	୨୧୯
ସିଙ୍ଗଳା ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ନା କରିଲେ	୨୨୦
ସିଙ୍ଗଳାର ବାହ୍ୟମୂଳ ଖୋଲା ରାଖା ଏବଂ ଦୁ'ପାଶ ଆଲଗା ରାଖା	୨୨୦
କିବଲାମୁଖୀ ହୁଣ୍ଡାର ଫ୍ରୀଲିଙ୍	୨୨୧
ମନୀନା, ସିରିଆ ଓ (ମନୀନାର) ପୂର୍ବ ଦିକେର ଅଧିବାସୀଦେର କିବଲା	୨୨୨
ମହନ ଆଶ୍ରାତର ବାଣୀ, 'ମାକାମେ ଇବରାହୀମକେ ସାଲାତେର ଝାନକ୍ରମରେ ଶାହଙ୍କ କର	୨୨୨
ଯେବାନେଇ ହୋକ (ସାଲାତେ) କିବଲାମୁଖୀ ହୁଣ୍ଡା	୨୨୪
କିବଲା ସମ୍ପର୍କେ ବର୍ଣ୍ଣନା	୨୨୫
ମସଜିଦେ ଥୁରୁ ହାତେର ସାହାଯ୍ୟେ ପରିକାର କରା	୨୨୭
କାକର ଦିଯେ ମସଜିଦ ଥେକେ ନାକେର ଶ୍ରେଷ୍ଠା ପରିକାର କରା	୨୨୮
ସାଲାତେ ଡାନଦିକେ ଥୁରୁ ଫେଲିବେ ନା	୨୨୮
ଥୁରୁ ଯେଳ ବା ଦିକେ ଅଥବା ବା ପାଯେର ନୀଚେ ଫେଲେ	୨୨୯
ମସଜିଦେ ଥୁରୁ ଫେଲାର କାଷକାରା	୨୨୯
ମସଜିଦେ କଷ ପୁଣ୍ଟେ ଫେଲା	୨୨୯
ଥୁରୁ ଫେଲାତେ ବାଧ୍ୟ ହଲେ ତା କାପଡ଼ରେ କିନାରେ ଫେଲିବେ	୨୩୦
ସାଲାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାର ଓ କିବଲାର ବ୍ୟାପାରେ ଲୋକଦେରକେ ଇମାମେର ଉପଦେଶ ଦାନ	୨୩୦
ଅମୁକ ପୋତର ମସଜିଦ ବଳୀ ଯାଇ କି?	୨୩୧
ମସଜିଦେ କୋନ କିଛି ଭାଗ କରା ଓ (ଖେଜୁରେର) ଛଡ଼ା ଖୁଲାନୋ	୨୩୧
ମସଜିଦେ ଯାକେ ଖାନ୍ଦାର ଦାନ୍ତାତ ଦେଖିଯା ହୁଯ ଆର ଯିନି ତା କରୁଣ କରେନ	୨୩୨
ମସଜିଦେ ବିଚାର କରା ଓ ନାରୀ-ପ୍ରକରଷେର ମଧ୍ୟ 'ଲି'ଆନ' କରା	୨୩୩
କାରୋ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଯେବାନେ ଇଞ୍ଚା ବା ଯେବାନେ ନିର୍ଦେଶ କରା ହୁଯ ଦେଖାନେଇ ସାଲାତ	୨୩୩
ଆଦାୟ କରିବେ । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ବେଳୀ ଖୋଜାଯୁଜି କରିବେ ନା	୨୩୩
ଘରେ ମସଜିଦ ତୈରି କରା	୨୩୩
ମସଜିଦେ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଜ ଡାନ ଦିକେ ଥେକେ ଆରକ୍ଷ କରା	୨୩୩

বিষয়

	পৃষ্ঠা
জাহিলী যুগের মুশর্রিকদের কবর খুড়ে ফেলে মসজিদ নির্মাণ করা	২৩৫
ছাপল থাকার স্থানে সালাত আদায় করা	২৩৭
উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা	২৩৭
চূল, আনন বা এমন কোন বস্তু ধার ইবাদত করা হয়, তা সামনে রেখে কেবল আল্লাহর সম্মতি হাসিল করারই উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা	২৩৮
কবরস্থানে সালাত আদায় করা মাকজ্ঞহ	২৩৮
আল্লাহর গথবে বিধৃত ও আফাবের স্থানে সালাত আদায় করা	২৩৮
পিরীয় সালাত আদায় করা	২৩৯
পরিষেব	২৩৯
নবী (সা)-এর উক্তি : আমার জন্য যদীনকে সালাত আদায়ের স্থান ও পরিচাতা হাসিলের উপায় করা হয়েছে	২৪০
মসজিদে মহিলাদের মুমানো	২৪১
মসজিদে পুরুষদের মুমানো	২৪২
সকর থেকে কিরে আসার পর সালাত	২৪৩
তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে দেন বসার পূর্বেই দু'রাকআত সালাত আদায় করে নেয়	২৪৩
মসজিদে হাদস হওয়া (উষ্ণ নষ্ট হওয়া)	২৪৪
মসজিদ নির্মাণ করা	২৪৪
মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করা	২৪৫
কাঠের মিথর তৈরী ও মসজিদ নির্মাণে কাঠমিঠী ও রাজমিঠীর সাহায্য প্রাপ্ত করা	২৪৬
যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে	২৪৬
মসজিদ অতিক্রমকালে তীরের ফলক ধরে রাখবে	২৪৭
মসজিদ অতিক্রম করা	২৪৭
মসজিদে কবিতা পাঠ	২৪৭
বর্ণ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ	২৪৮
মসজিদের মিথরে ঝর-বিজয়ের আলোচনা	২৪৮
মসজিদে অল পরিশোধের তাগাদা দেওয়া ও চাপ সৃষ্টি করা	২৪৯
মসজিদে আচু দেওয়া এবং ন্যাকড়া আবর্জনা ও কাঠ-খড়ি কুড়ানো	২৫০
মসজিদে ঘদের ব্যবসা হারায় ঘোষণা করা	২৫০
মসজিদের জন্য খাদিম	২৫০
কয়েদী অথবা ক্ষণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা	২৫১
ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা এবং কয়েদীকে মসজিদে বাঁধা রোগী ও অন্যদের জন্য মসজিদে তাঁরু ছাপন	২৫১
	২৫২

বিষয়

প্রয়োজনে উট নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা	পৃষ্ঠা
পরিষেব	২৫২
মসজিদে ছোট দরজা ও পথ বানানো	২৫৩
বায়বত্তাহ শরীরে ও অন্যান্য মসজিদে দরজা রাখা ও তাপা লাগানো	২৫৩
মসজিদে মূশরিকের প্রবেশ	২৫৫
মসজিদে আওয়ায ঝুক করা	২৫৫
মসজিদে হালকা বাধা ও বসা	২৫৭
মসজিদে চিত হয়ে শোয়া	২৫৮
লোকের অসুবিধা না হলে রাস্তায় মসজিদ বানানো বৈধ	২৫৮
বাজারের মসজিদে সালাত আদায়	২৫৯
মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলে প্রবেশ করানো	২৫৯
মনীনার রাস্তার মসজিদসমূহ এবং যে সকল স্থানে নবী (সা) সালাত আদায় করেছিলেন	২৬২
ইমামের সুতরাই মুকতাদীর অন্য ঘরেটি	২৬৫
মুসল্লী ও সুতরার মাঝখানে কি পরিমাণ দ্রব্য থাকা উচিত	২৬৬
বর্ণ সামনে রেখে সালাত আদায়	২৬৬
লৌহযুক্ত ছাড়ি সামনে রেখে সালাত আদায়	২৬৭
মুক্তা ও অন্যান্য স্থানে সুতরা	২৬৭
ক্ষণ সামনে রেখে সালাত আদায়	২৬৮
জামা আত ব্যক্তিত ক্ষমতসমূহের মাঝখানে সালাত আদায় করা	২৬৮
পরিষেব	২৬৯
উটনী, উট, গাছ ও হাতুদা সামনে রেখে সালাত আদায় করা	২৭০
চৌকি সামনে রেখে সালাত আদায় করা	২৭০
সমুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে মুসল্লীর বাধা দেয়া উচিত	২৭১
মুসল্লীর সমুখ দিয়ে গমনকারীর উনাহ	২৭২
কারো নিকে মুখ করে সালাত আদায়	২৭২
ঘুমক্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায়	২৭৩
মহিলার পেছনে থেকে নফল সালাত আদায়	২৭৩
কোন কিছু সালাত নষ্ট করে না বলে যিনি হত পোষণ করেন	২৭৩
সালাতে নিজের ঘাড়ে কোন ছোট মেয়েকে ঢুলে নেয়া	২৭৪
এমন বিছানা সামনে রেখে সালাত আদায় করা যাতে ক্ষতুবত্তি মহিলা রয়েছে	২৭৪
সিজদার সুবিধার্থে নিজ স্ত্রীকে সিজদার সময় শৰ্প করা	২৭৫
মুসল্লীর দেহ থেকে মহিলা কর্তৃক নাপাকী পরিষ্কার করা	২৭৫

সঞ্চাদনা পরিষদ

প্রথম সংকরণ

১.	মাতৃলাভ টেবিয়াচুল ইব	সভাপতি
২.	মাতৃলাভ কাণ্ডী শুভামিম বিহুজ	সদস্য
৩.	মাতৃলাভ ক্লিনিক কর্মীয় ইসলাবাদী	"
৪.	মাতৃলাভ মুহাম্মদ আবদুল সালাম	"
৫.	ডায়ির খাজী মৌল মুহাম্মদ	"
৬.	মাতৃলাভ কর্মী আবিন ধান	"
৭.	মাতৃলাভ এ.কে.এস, আবসুদ, সশাম	"
৮.	মাতৃলাভ ফর্মাই টেক্নিক মাসফিদ	সদস্য সচিব

সঞ্চাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংকরণ

১.	মাতৃলাভ মোহাম্মদ কামিলুল ইসলাম	সভাপতি
২.	মাতৃলাভ মুহাম্মদ কর্মসূলীয় আহার	সদস্য
৩.	মাতৃলাভ এ.কে.এস, আবদুল সালাম	"
৪.	মাতৃলাভ ক্লিনিক কর্মীয় ইসলাবাদী	"
৫.	মাতৃলাভ ইমামাদুল হক	"
৬.	মাতৃলাভ আবাদুল ষাফীয়া	"
৭.	আবদুল মুকীত গোপুরী	সদস্য সচিব

অনুবাদকগণের তালিকা

- ১। মাওলানা কাজী মুতাসিম বিন্দাহ
- ২। " আবদুল জালিল
- ৩। " মোশাররফ হোসাইন
- ৪। " আবুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহিরা
- ৫। " সিরাজুল হক
- ৬। " মুহাম্মদ ইসমাইল
- ৭। " খালিদ সাইফুল্লাহ
- ৮। " ইসহাক ফার্সী
- ৯। " আবদুর রব
- ১০। " আবু তাহের মেসবাহ
- ১১। " মাহবুব রহমান কুওরা
- ১২। " কুষ্ণল আমিন খান
- ১৩। " আবদুল মোমিন
- ১৪। " কুফুর উকীল
- ১৫। " মুজাক আহমদ
- ১৬। " আবদুল মতিন
- ১৭। " কাজী আবু হরায়রা
- ১৮। " আবদুল নূর
- ১৯। " আবুল কাশাম
- ২০। " রফিকুল্লাহ নেছুরাবাদী
- ২১। " মুহাম্মদ ফাতেক

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে ব্যাকত হাদীসহাত্মির মূল নাম হচ্ছে — ‘আল-জামেউল মুসলিমুস সহীহ আল-মুখতাসাৱ মিন সুনানে ঝাসুলিগ্রাহে সাল্লাল্লাহু অল্লাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়ায়মিহি।’ হিজরী তৃতীয় খ্রতান্নীৰ মাঝামার্কি সময়ে এই হাদীসহাত্মি থিনি সংকলন করেছেন, তাৰ নাম ‘আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী’। মুসিম পশ্চিমগণ বলেছেন, পথিকুলআনের পৰি সবচেয়ে কুকুত্পূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ, যম হিজরী শতান্নীৰ বিষ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশেৱ নিচে এবং মাটিৰ উপরে ইমাম বুখারীৰ ঢাইতে বড় কোন মুহাদিসেৰ জন্ম হয়নি; কাজাকিস্তানেৰ বুখারা অঞ্চলে জন্মলাভ কৰা এই ইমাম সত্তিহ অভুলমীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণৰ ক্ষেত্ৰে অগুণ্য অনুধাবন কৰে বহু দুর্গম্য পথ পাঢ়ি দিয়ে অযানুষ্ঠিক কষ্ট দ্বীপাতাৰ কৰে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংযোহ কৰেন এবং দীৰ্ঘ ১৬ বছৰ মহলবী (সা)-এৰ বাজায়ে আবদাসেৰ পাশে বসে প্রতিটি হাদীস প্রতিকৃতি কৰাৰ পূৰ্বে মোগ্রাফাবাৰ মাধ্যমে মহলবী (সা)-এৰ সম্মতি লাভ কৰতেন। এতাবে তিনি প্রায় সাত হাজাৰ হাদীস চৱন কৰে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি ছৃত্তি কৰেন। তাৰ বিদ্যুক্ত প্রয়োগ পুরণশক্তি, অগাধ পঞ্চিত্য ও সুগভীৰ আন্তরিকতা থাকাৰ কাৰণে তিনি এই অসাধাৰণ কাজটি সম্পূর্ণ কৰতে পোৰেছেন।

মুন্সিম বিশ্বেৰ এমন কোন জ্ঞান-গবেষণৰ দিক কৈত যেখানে এই প্রস্তুতিৰ ব্যবহাৰ কৈই। পৃথিবীৰ প্রায় দে৖শ জীৱত ভাষায় এই প্রস্তুতি অনুদিত হয়েছে। মুসলিম আহানেৰ অন্যান্য দেশেৰ মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অঙ্গৰূপ দেশেৰ কামিল পৰ্যায়েৰ মদ্রাসা ও বিশ্বিদ্যালয়সমূহেৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই প্রস্তুতি পাঠ্যতালিকাভূক্ত। তবে এই প্রস্তুতিৰ বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলৰে। এ ধৰনেৰ প্রামাণ্য প্রয়োহ অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হৰণ্যা আৰশাক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বাৰা এৰ বাংলা অনুবাদেৰ কাজ সম্পন্ন কৰে একটি উচ্চ পৰ্যায়েৰ সম্পাদনা পৰিষদ কৰ্তৃক যথোৱাতি সম্পাদনা কৰে প্রকাশেৰ উদ্যোগ হৰণ কৰে। ১৯৮৯ সালে প্রস্তুতিৰ প্ৰথম দণ্ড প্ৰকাশিত হৰাৰ পৰি পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে থাই এবং অল্পকালেৰ মধ্যেই দুঃখিত যায়। ছিতোয় মুদ্ৰণেৰ গাঙ্কালে এ প্ৰয়োহ অনুবাদ আৱো ইঞ্জ ও মূলানুগ কৰাৰ জন্য দেশেৰ বিশ্বেষজ্ঞ আলিমগণেৰ সমৰয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটিৰ মাধ্যমে সম্পাদনা কৰা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদাৰ প্ৰেক্ষিতে আমৰা এবাৰ এৰ পঞ্চম সংক্ৰমণ প্ৰকাশ কৰলাম। আশা কৰি প্রস্তুতি আগেৰ মতো সৰ্বমহলে সমাদৃত হৰে।

মহান আল্লাহু আমাদেৱকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এৰ সন্মান অনুসৰণ কৰে চোৱাৰ প্ৰেৰণিক দিন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপৰিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশ্বকৃতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পরিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌল সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পরিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হকুম-আহ্কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পরিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিঘিজয়ীগণ ইসলামের দোষ্যাত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট দ্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্পর্ক একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিষেবার সুবিন্যস্ত এ এন্ট্রটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাগার।

বাংলাদেশের মদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পরিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলিমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহু সিন্তাহু ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও তা প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। প্রবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংক্রণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভূল-ক্ষতি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভূল-ক্ষতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা প্রবর্তী সংক্রণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাঅল্লাহ।

আল্লাহ, তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পরিত্র সুন্নাহ জ্ঞান ও মানার তাৎক্ষিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রহম
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিষ্ণুজাহানের প্রতিপালক আল্লাহু তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর হিয়ে নবী
হাদীস মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর।

হাদীস শরীক মুসলিম হিস্তাতের এক অংশে সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং
ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবহৃত মৌলনীতি
পেশ করে, হাদীস সেখানে এ মৌল নীতির বিজ্ঞারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পদ্ধা বলে দেয়।
কুরআন ইসলামের আলোকস্তুত, হাদীস তাঁর বিজ্ঞারিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন ফেল হৃৎপিণ্ড,
আর হাদীস এ হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধর্মনী। জ্ঞানের বিশ্লাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তৎশ শোণিতধারা
প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যাক্ষকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সজিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেহেন কুরআনুল
আবীমের নির্মূল ব্যাখ্যা দান করে, অনুজ্ঞপ্রভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক নবী করীম (সা)-
এর পরিত্র জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিজ্ঞারিত
বিবরণ। এজনাই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহু তা'আলা জিবরাইল আবীনের মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর উপর যে ওহী নায়িল করেছেন, তা
হলো হাদীসের মূল উৎস। ওহী-এর শাব্দিক অর্থ 'ইশ্রারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা।' ওহী দু প্র
কার। প্রথম প্রকার প্রত্যক্ষ ওহী (وَحْيٌ مُّتَلَوٌ) যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব,
ভাষা উভাই মহান আল্লাহর। রাসূলুল্লাহ (সা) তা ছবছ প্রকাশ করেছেন। বিত্তীয় প্রকার পরোক্ষ ওহী
(وَحْيٌ غَيْرٌ مُّتَلَوٌ) এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহর, তবে নবী (সা) তা নিজের
ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্বতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর সরাসরি নায়িল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকজন তা উপলক্ষ্য করতে
পারত। কিন্তু বিত্তীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রক্ষেপভাবে নায়িল হত এবং অন্যরা তা উপলক্ষ্য করতে
পারত না।

অন্যেরী নবী ও রাসূল হয়রত মুহাম্মদ (সা) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নায়িল হয়।
আল্লাহু তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জ্ঞাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের
নির্বেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বিজ্ঞারিত বিবরণ দান করেন নি। এর ভাব ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর
উপর। তিনি নিজের কথা-কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পদ্ধা ও
১. উমদাহূল 'কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪

নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ বাতিল, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী (সা) যে পছন্দ অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস। হাদীসও যে ওইর সূত্রে প্রাণ্ড এবং তা শরীর আত্মের অন্যতম উৎস কুরআন ও মহানবী (সা)-এর বাধীর মধ্যেই তার প্রমাণ বিদ্যমান। মহান আল্লাহু
তার প্রিয় নবী (সা) সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

আর “তিনি (নবী) মনগড়া কথা বলেন না, এ তো ওই যা তাঁর প্রতি প্রভাদেশ হয় (৫৩ : ৩-৪)।

وَلَوْتَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَا خَذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ -

“তিনি (নবী) যদি আমার নামে কিছু রচনা তালাতে চেষ্টা করতেন আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে লইতাম তার জীবনধর্মনী” (৬৯ : ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “কহল কুদস (জিবরাইল) আমার মানসপ্রটে এ কথা ফুঁকে দিলেন—নির্ধারিত পরিমাণ বিধিক পূর্ণ মাজায় ধ্বনি না করা পর্যন্ত এবং নিশ্চিট আযুক্তি শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় না”—(বারহাকী, শারহস সুন্নাহ)। “আমার নিকট জিবরাইল (আ) এ লেন এ বং আমার সংহারীণণকে উচ্চস্থরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন”(নাইলুল আওতার, ৫ম খত, পৃ. ৫৬)। “জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুকরণ আরও একটি জিনিস”—(আবু মাউজ, ইবন মাজা, দারিদ্রী)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনুল কর্মান্বয়ে নির্দেশ দিয়েছেন :

وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُ فَخْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -

“রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।” (৫৯ : ৭)

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বনকুলীন আইনী (র) লিখেছেন “দুনিয়া ও আবিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।” আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, “কুরআনের প্রসকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বজ্ঞতা, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্মে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর ইচ্ছা-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।”

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حدیث) মানে নতুন, প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যে সব কথা, কাজ ও বন্ধু পূর্বে ছিল না, এখন অঙ্গিত্ব লাভ করেছে—তাই হাদীসের আরেক অর্থ হলো কথা। ফর্কীহ গণের পরিভাষায় নবী (সা) আল্লাহর রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীস বলা হয়। কিছু মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর কৃণাবর্ণী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ

হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা বিধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (বালী সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়। হিতীয়ত, মহামূর্ত্তী (সা)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-অচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিদ্বি-বিধান ও জীবনীতি পরিস্কৃট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্ম সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যে সব কথা বা কাজ নবী করীম (সা)-এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ (سنّة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পশ্চাৎ শীতি নবী করীম (সা) অবলম্বন করতেন তাকে সুন্নাত বলা হয়। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ (সা) প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই সুন্নাত। কুরআন মজীলে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বোঝানো হয়েছে। ফিক্‌হ পরিভাষায় সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যাতীত ইবাদত কাপে যা করা হয় তা বোঝায়, যেহেন সুন্নাত সালাত। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিকেই বোঝায়।

আসার (إسْأَار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আসার-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীগণ থেকে শরী'আত সম্পর্কে যা কিছু উল্কৃত হয়েছে তাকে আসার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবীগণের নিজস্থ ভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উল্কৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্কৃতি। কিন্তু কোন কারণে তত্ত্বত তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম উল্লেখ করেন নি। উস্তুলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আসারকে বলা হয় 'শাওকুফ হাদীস'।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী (صحابی) : যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়ি ওয়া সাল্লাহু মের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ইমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী বলে।

তাবিদি (تابعی) : যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিদি বলে।

মুহাদ্দিস (محدث) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খ (شیخ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

শায়খায়ন (شیخین) : সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

কিন্তু হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিকহ-এর পরিভাষায় ইমাম আবু হাদীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাকিম (حافظ) : যিনি সনদ ও মতনের বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীস আয়ত করেছেন তাঁকে হাকিম বলা হয়।

হজ্জাত (حجّة) : অনুরপভাবে যিনি তিনি লক্ষ হাদীস আয়ত করেছেন তাঁকে হজ্জাত বলা হয়।

হাকিম (حاكم) : যিনি সব হাদীস আয়ত করেছেন তাঁকে হাকিম বলা হয়।

রিজাল (رجال) : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর-রিজাল (اسماء الرجال) বলা হয়।

রিওয়ায়ত (رواية) : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়ত বলে। কথনও কথনও মূল হাদীসকে রিওয়ায়ত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়ত (হাদীস) আছে।

সনদ (سند) : হাদীসের মূল কথাটিকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রহণ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম এবের পর এক সজ্জিত ধারকে।

মতন (متن) : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

মরফু' (مرفوع) : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) বাস্তুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছে, তাকে মরফু' হাদীস বলে।

মাওকুফ (موقوف) : যে হাদীসের বর্ণনা-সূত্র উর্ক দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছে, অর্থাৎ যে সনদ-সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আসার (أثر)।

মাকতু' (مقطوع) : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিজ পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে মাকতু' হাদীস বলা হয়।

তা'লীক (تعليق) : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাস দিয়ে কেবল মূল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এক্ষেপ করাকে তা'লীক বলা হয়। কখনো কখনো তা'লীকজুলে বর্ণিত হাদীসকেও 'তা'লীক' বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এক্ষেপ বহু 'তা'লীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুস্তাসিল সনদ রয়েছে। অনেক সংকলনকারী এই সমস্ত তা'লীক হাদীস মুস্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস (مدلّس) : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপর শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপর শায়খের নিকট তা জনেছেন অথবা তিনি তাঁর নিকট সেই হাদীস জনেন নি—সে হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এই ঝুঁক করাকে 'তাদালীস', আর যিনি এই ঝুঁক করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়। মুদাল্লিসের হাদীস ইহগ্রহণ নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র ছিকাহ রাবী থেকেই তাদালীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট জনেছেন বলে পরিকারভাবে উল্লেখ করেন।

মুয়তারাব (مختصر ب) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুয়তারাব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনোক্ষণ সমস্ত সাধন সম্বন্ধের হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে অপেক্ষা করতে হবে অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্রাজ (مدرج) : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উভিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সে হাদীসকে মুদ্রাজ এবং এইরূপ করাকে ‘ইন্দ্রাজ’ বলা হয়। ইন্দ্রাজ হারাম। অবশ্য যদি এর দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্সের অর্থ প্রকাশিত হয়, তবে দৃষ্টব্য নয়।

মুতাসিল (متصل) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণক্ষেত্রে রক্ষিত আছে, কোন ক্ষেত্রেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুতাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতি’ (منقطع) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন এক ক্ষেত্রে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে ‘মুনকাতি’ হাদীস, আর এই বাদ পড়াকে ‘ইনকিতা’ বলা হয়।

মুরসাল (مرسل) : যে হাদীসের সনদের ‘ইনকিতা’ শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিজি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

মুতাবি’ ও শাহিদ (متابع و شاهد) : এক রাবীর হাদীসের অনুক্রম যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে বিভীষণ রাবীর হাদীসকে প্রথম রাবীর হাদীসের মুতাবি’ বল হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ ইওয়াকে মুতাবি’আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে বিভীষণ ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ বলে। আর এইরূপ ইওয়াকে শাহাদত বলে। মুতাবি’আত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃক্ষি পায়।

মু’আল্লাক (معلق) : সনদের ‘ইনকিতা’ প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু’আল্লাক হাদীস বল হয়।

মা’জফ ও মুনকার (المعروف و منكر) : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মকবুল (এ হগয়োগ) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে মুনকার বলা হয় এবং মকবুল রাবীর হাদীসকে মা’জফ বলা হয়। মুনকার হাদীস এহগয়োগ নয়।

সাহীহ (صحيح) : যে মুতাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত্তা-গুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষক্রটি মুক্ত তাকে সাহীহ হাদীস বলে।

হাসান (حسن) : যে হাদীসের কোন রাবীর যারতঙ্গে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলা হয়। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সাহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে শরী’আতের বিধান নির্ধারণ করেন।

যাইফ (ضعيف) : যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যাইফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় নবী করীম (সা)-এর কোন কথাই যাইফ নয়।

মাওয়া’ (موضوع) : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওয়া’ হাদীস বলে। এইরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস এহগয়োগ নয়।

মাতকক (متوك) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজে-কর্মে হিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে ব্যাক, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতকক হাদীস বলা হয়। এক্ষেপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিচ্ছায়।

মুবহাম (مبهم) : যে হাদীসের রাবীর উন্নতমরপে পরিচয় পাওয়া যায় নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুলি বিচার করা যেতে পারে—এক্ষেপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির (متواتر) : যে সাহীহ হাদীস অতোক যুগে এক অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস ধারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) পাও হয়।

ব্যবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) : অতোক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে ব্যবরে ওয়াহিদ বা আখবারকল আহাদ বলা হয়। এই হাদীস তিন প্রকার :

মাশহুর (مشهور) : যে সাহীহ হাদীস অতোক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহুর হাদীস বলা হয়।

আর্থীয (عزيز) : যে সাহীহ হাদীস অতোক যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আর্থীয বলা হয়।

গরীব (غريب) : যে সাহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব হাদীস বলা হয়।

হাদীসে কুদসী (حديث قدسي) : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে যেমন আল্লাহ তাঁর নবী (সা)-কে ইলহাম কিংবা ইস্পায়োগে অথবা জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী (সা) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

মুত্তাফাক আল্লাহহ (متفق عليه) : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আল্লাহহ হাদীস বলে।

আদালত (عدالت) : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উচুক করে তাকে আদালত বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভ্যন্তরিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্য পানাহার করা বা রাঙ্গা-ঘাটে পেশাব-পার্যবানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ও বোকায়।

যাবত (ضبط) : যে স্থৃতিশক্তি ধারা মানুষ শক্ত বা লিখিত বিষয়কে বিস্তৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করাতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্থরণ করতে পারে তাকে যাবত বলা হয়।

ছিকাহ (ثبات) : যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবত উভয় তথ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে ছিকাহ ছাবিত (ثبت) বা ছাবাত (ثبات) বলা হয়।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পক্ষতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর

কতিপয় পক্ষতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. আল-জামি' (الجامع) : যে সব হাদীসগুলো (১) আর্বাদ-বিশ্বাস, (২) আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), (৩) আখলাক ও আদাব, (৪) কুরআনের তাফসীর, (৫) সীরাত ও ইতিহাস, (৬) ফিতন ও আশৰাত অর্থাৎ বিশ্বজ্ঞান ও আলামতে কিয়ামত, (৭) রিকাক অর্থাৎ আবাদকি (৮) মানাকিব অর্থাৎ ফর্মিলত ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে আল-জামি' বলা হয়। সাহীহ বুখারী ও জামি' তিরিয়ী এর অন্তর্ভূত : সাহীহ মুসলিমে ঘেরে তাফসীর ও কিবারাত সংজ্ঞান হাদীস খুবই কম, তাই কেন কোন হাদীসবিশারদের মতে 'তা জামি' শ্রেণীর অন্তর্ভূত নয়।

২. আস-সুনান (السنن) : যেসব হাদীসগুলো কেবলমাত্র শরীআতের হকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধগুলক হাদীস একত্রিত করা হয় এবং ফিক্‌হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুক্ষেতে সজ্ঞিত হয় তাকে সুনান বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নসাই, সুনান ইবন মাজা ইত্যাদি। তিরিয়ী শরীফও এই হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভূত।

৩. আল-মুসনাদ (المسندة) : যে সব হাদীসগুলো বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাকর অনুযায়ী অথবা তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্‌হের পক্ষতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ বা আল-মাসানাদ (المسانيد) বলা হয়। যেমন ইবন আয়িশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সহজ হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্রিত করা হলে। ইমাম আহমদ (র)-এর আল-মুসনাদ ঘৰ্ষ, মুসলিম আবু দাউদ তা যালিসী (র) ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

৪. আল-মু'জাম (المعجم) : যে হাদীসগুলো মুসনাদ গ্রন্থের পক্ষতিতে এক একজন উল্লাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যাপ্তভাবে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মু'জাম বলে। যেমন ইবাম তাবরানী (র) সংকলিত আল-মু'জামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক (المستدرك) : যেসব হাদীস বিশেষ কেন হাদীসগুলো শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট ইছকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উন্নীত হয়, সে সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক বলা হয়। যেমন ইবাম হাকিম নিশাপুরী (র)-এর আল-মুসতাদরাক ঘৰ্ষ।

৬. রিসালা (رسالة) : যে ক্ষেত্রে কিভাবে মাঝ এক বিষয়ের অথবা এক রাবীর হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা বা জুড় (جز) বলা হয়।

৭. সিহাহ সিতাহ (صحاح سنّة) : বুখারী, মুসলিম, তিরিয়ী, আবু দাউদ, নসাই ও ইবন মাজা-এই ছয়টি ঘৰ্ষকে একত্রে সিহাহ সিতাহ বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইবন মাজার পরিবর্তে ইবাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কিছু স্বত্যাক আলিম সুনানুদ-দারিয়ীকে সিহাহ সিতাহ অন্তর্ভূত করেছেন। শায়খ আবুল হাসান সিক্কী (র) ইবাম তাহাবী (র) সংকলিত মা'আমীল আসার (তাবরী শরীফ) ঘৰ্ষকে সিহাহ সিতাহ অন্তর্ভূত করেছেন। এমনকি ইবন হায়ম ও আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) তাহাবী শরীফকে নাসারী ও আবু দাউদ শরীফের স্তরে গণ্য করেছেন।

৮. সাহীহায়ন (صحيحين) : সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমকে একত্রে সাহীহায়ন বলা হয়।

৯. সুনানে আরবাজা (سنن أربع) : সিহাহ সিতাহ অপ্র চারটি ঘৰ্ষ-আবু দাউদ, তিরিয়ী, নসাই এবং ইবন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাজা বলা হয়।

হানীসের কিভাবসমূহের ক্রমবিজ্ঞাপ

হানীসের কিভাবসমূহকে মোটায়ুটিভনে পাঁচটি ধর বা কিভাব করা হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাম্মদ দেহলবী (ৱ) তর ক্রজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিভাবে একপ পাঁচ করে ভাগ করাচ্ছে।

প্রথম ধর

এ ধরের কিভাবসমূহে কেবল সহীহ হানীসই রয়েছে। এ ধরের কিভাব যাত্র তিনটি : মুওয়াত্তা ইমাম খালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ, সকল হানীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে অবস্থত যে, এ তিনটি কিভাবে সমস্ত হানীসই নিচিতকাপে সহীহ।

বিজ্ঞের ধর

এ ধরের কিভাবসমূহ প্রথম ধরের মুখ কাছ কাছি। এ ধরের কিভাবে সাধনেশ্বর সহীহ ও হাসান হানীসই রয়েছে। যষ্টফ হানীস একে দুব কয়েই আছে নামাই শরীফ, কাবু দাউদ শরীফ ও তিরমিয়ী শরীফ এ প্রথেরই কিভাব। সুনন দারিয়ী, সুনান ইবন মাজা এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ (ৱ)-এর মতে মুসলান ইমাম আহমদকেও এ ধরে শুনিল করা যেতে পারে। এই দুই ধরের কিভাবের উপরই সকল যাহহবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় ধর

এ ধরের কিভাবে সহীহ, হসান, ইউফ, যাত্রক ও মুনকার সকল কক্ষের হানীসই রয়েছে মুসলিম আবী ইয়ালা, মুসলান আবদুর রায়হান, বয়হারী, তাহারী ও তুরানানী (ৱ)-এর কিভাবসমূহ এ ধরেরই অস্তর্ভুক্ত

চতুর্থ ধর

হানীস বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যক্তিত এস কল কিভাবের হানীস প্রতিটি ক্ষেত্রে হয় না, এ ধরের কিভাবসমূহে দাখারণত্ব যদিক হানীসই রয়েছে। ইবন হিলের কিভাব মুআম, ইবনুল-আজীজের কামিল ও বক্তীর বগদানী, আবু নুআম-এর কিভাবসমূহ এই ধরের কিভাব

পঞ্চম ধর

উপরিউক্ত ধরে যে সকল কিভাবের ছান নই তে সকল কিভাবই এ ধরের কিভাব।

সহীহসমূহের বাইরেও সহীহ হানীস রয়েছে

বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহীহ হানীসের কিভাব। বিস্তু সমস্ত নইহ হানীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (ৱ) বলেছেন : 'আমি আমার এ কিভাবে সহীহ ব্যক্তিত কোন হানীসকে ছান দেই নাই এবং বহু সহীহ হানীসকে আমি বাদও দিয়েছি।'

এইজাপে ইমাম মুসলিম (ৱ) বলেন : 'আমি এ কথা বলি না যে, এর ১৫টে যে সকল হানীস রয়েছে সংজ্ঞি সমস্ত যন্তেক'। কাজেই এ দুই কিভাবের বাইরেও সহীহ হানীস ও সহীহ কিভাব রয়েছে। আধুনিক আবদুল হক মুহাম্মদ দেহলবীর (ৱ) মতে সিহাই সিন্নাহ, মুওয়াত্তা ইয়াম মাসিক ও সুনান দারিয়ী ব্যক্তিত নিম্নোক্ত কিভাবসমূহও সহীহ (যানিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নহ)।

১. সহীহ ইবন খুমায়া—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসহক (৩১১ হি.)

২. সহীহ ইবন হিকোন—আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিকোন (৩৫৪ হি.)
৩. আল-মুস্তাসরাক—হাকিম-আবু 'আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)
৪. আল-মুখতারা—যিয়াউজ্বীন আল-মাকদিসী (৭০৪ হি.)
৫. সহীহ আবু 'আ'জ্যানা—ইয়াকুব ইবন ইসহাক (৩১১ হি.)
৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জাকান আবদুল্লাহ ইবন 'আলী।

এতদ্বারা তৃতীয় মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ রাজা সিক্ষী (২৮৬ হি.) এবং ইবন হায়ম জাহিরী (৪৫৬ হি.)-ও এক একটি সহীহ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাবিসগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কि না বা কোথাও এগুলির পাতুলিপি বিদ্যমান আছে কি না তা জানা যায় নাই।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হাথলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুৎপন্ন কৃতি (তাকবার) সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকবার' বাস ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ 'আলী মুত্তাকী' জৌনপুরীর 'মুনতাখাৰু কানখিল উম্মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানখুল উম্মাল-এ (তাকবার বাস) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অর্থ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাদীস আহমদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিস্তেনের আসারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবু 'আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহু সিন্তান মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাকু আলায়ছি। তবে যে বলা হয়ে থাকে : হাদীসের বড় বড় ইয়ামের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে। এমনকি তখন নিয়াত সম্পর্কীয় (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে—তাদৰীন, ৫৪ পৃ।] অর্থ আমাদের মুহাবিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীসের সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (সা)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে তুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূচক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। বাসুলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হকুম দিতেন, তেমনি তা স্বরণ রাখতে এবং অন্যান্য মানব জাতির কাছে পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চৰ্চাকারীর জন্য তিনি নির্জোক্ত দু'আ করেছেন :

نَصْرَ اللَّهِ امْرٌ، سَمِعَ مِنَ حَدِيثِ رَبِيعٍ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرُهُ اللَّغْ

"আল্লাহ সেই বাক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্বুল করে রাখুন, যে আমার কথা তনে স্মৃতিতে ধরে রাখুন, তার পূর্ণ হিমায়ত করাল এবং এমন লোকের কাছে পৌছে দিল, যে তা তুনতে পায়নি।" (তিরমিয়ী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০)

মহানবী (সা) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন : "এই

କଥାଗୁଲୋ ତୋମରା ପୂରୋପୁରି ଅରଣ ରାଖବେ ଏବଂ ଯାରା ତୋମାଦେର ପେଛନେ ରହେଛେ ତାଦେର କାହେ ପୌଛେ ଦେବେ” (ବୁଝାରୀ) । ତିନି ସାହାବୀଗଣକେ ସମୋଧନ କରେ ବଲେଛେ : “ଆଜ ତୋମରା (ଆମର ନିକଟ ଦୀନେର କଥା) ତନ୍ତ୍ର, ତୋମାଦେର ନିକଟ ଥେକେ ଓ (ତା) କଲା ହବେ”—(ମୁସତାଦରାକ ହାକିମ, ୧ ଖ, ପୃ. ୯୫) । ତିନି ଆରା ବଲେନ : “ଆମାର ପରେ ଲୋକେରା ତୋମାଦେର ନିକଟ ହାନୀସ ତଳତେ ଚାଇବେ । ତାରା ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୋମାଦେର ନିକଟ ଏଲେ ତାଦେର ଶ୍ରଦ୍ଧି ସମୟ ହେଲୋ ଏବଂ ତାଦେର ନିକଟ ହାନୀସ ବର୍ଣନା କରୋ ।” (ମୁସନାଦ ଆହମଦ) । ତିନି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଲେଛେ : “ଆମାର ନିକଟ ଥେକେ ଏକଟି ବାକ୍ୟ ହଲେଓ ତା ଅନ୍ୟେର କାହେ ପୌଛେ ଦାଓ ।” (ବୁଝାରୀ) ୮୩ ହିଜରୀତେ ମଙ୍କା ବିଜୟର ପରେ ଦିନ ଏବଂ ୧୦୩ ହିଜରୀତେ ବିଦ୍ୟାଯ ହଜ୍ରେର ଭାବରେ ମହାନବୀ (ସା) ବଲେନ : “ଉପଞ୍ଚିତ ଲୋକେରା ଯେବେ ଅନୁପଞ୍ଚିତଦେର ନିକଟ ଆମାର ଏ କଥାଗୁଲୋ ପୌଛେ ଦେବେ ।” (ବୁଝାରୀ)

ରାମ୍‌ଲୁହାହ (ସା)-ଏର ଉପଞ୍ଚିତ ବାଣୀର ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଉପଲବ୍ଧି କରେ ତାର ସାହାବୀଗଣ ହାନୀସ ସଂରକ୍ଷଣେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହନ । ପ୍ରଧାନତ ତିନଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟେ ମହାନବୀ (ସା)-ଏର ହାନୀସ ସଂରକ୍ଷିତ ହୁଏ : (୧) ଉତ୍ସତେର ନିୟମିତ ଆମଲ, (୨) ରାମ୍‌ଲୁହାହ (ସା)-ଏର ଲିଖିତ ଫରମାନ, ସାହାବୀଦେର ନିକଟ ଲିଖିତ ଆକାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହାନୀସ ଓ ପୁଣିକା ଏବଂ (୩) ହାନୀସ ମୁଖ୍ୟ କରେ ସ୍ଥିତିର ଭାବରେ ସରିତ ରାଖା, ଅତଃପର ବର୍ଣନ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନେର ମାଧ୍ୟମେ ଲୋକ ପରମପାଦ ତାର ପ୍ରଚାର ।

ତଦାନୀନ୍ତନ ଆରବଦେର ଅରଣଶକ୍ତି ଅସାଧାରଣଭାବେ ପ୍ରଥର ଛିଲ । କୋନ କିଛୁ ଶୁଭିତେ ଧରେ ରାଖାର ଜନ୍ୟ ଏକବାର ଶ୍ରବଣଇ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଛିଲ । ଅରଣଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ଆରବବାସୀରା ହାଜାର ବର୍ଷ ଧରେ ତାଦେର ଜାତୀୟ ଐତିହାକେ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ଆସଛିଲ । ହାନୀସ ସଂରକ୍ଷଣେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରାଥମିକ ଉପାୟ ହିସାବେ ଏହି ମାଧ୍ୟମଟି ଶୁଭଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଛିଲ । ମହାନବୀ (ସା) ଯଥନଇ କୋନ କଥା ବଲନ୍ତେନ, ଉପଞ୍ଚିତ ସାହାବୀଗଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ ତା ବଲନ୍ତେନ, ଅତଃପର ମୁଖ୍ୟ କରେ ନିତେନ । ତଦାନୀନ୍ତନ ମୁସଲିମ ସମାଜେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାମ୍‌ଲୁହାହ (ସା)-ଏର ବାଣୀ ଓ କାଜେର ବିବରଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରେଛେ ଏବଂ ଶୁଭିତେ ଧରେ ରେଖେଛେ । ଆବଦୁଲ୍‌ହାନ ଇବନ୍ ଆବରାସ (ରା) ବଲେନ, “ଆମରା ରାମ୍‌ଲୁହାହ (ସା)-ଏର ହାନୀସ ମୁଖ୍ୟ କରତାମ ।” (ସହିହ ମୁସଲିମ, ଜ୍ଞମିକା, ପୃ. ୧୦)

ଉତ୍ସତେର ନିରବଜିନ୍ଦୁ ଆମଲ, ପାରମପାଦିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ଶିକ୍ଷାଦାନେର ମାଧ୍ୟମେ ହାନୀସ ସଂରକ୍ଷିତ ହୁଏ । ରାମ୍‌ଲୁହାହ (ସା) ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଇ ନିତେନ, ସାହାବୀଗଣ ସାଥେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତ କରନ୍ତେନ । ତାମା ମସଜିଦ ଅତିବା କୋନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ଏକତ୍ର ହଜେନ ଏବଂ ହାନୀସ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତେନ । ଆନାସ ଇବନ୍ ମାଲିକ (ରା) ବଲେନ, “ଆମରା ମହାନବୀ (ସା)-ଏର ନିକଟ ହାନୀସ ତନତାମ । ତିନି ଯଥିବ ମଜଲିସ ଥେକେ ଉଠେ ଚଲେ ଯେତେନ, ଆମରା ଶ୍ରଦ୍ଧି ହାନୀସଙ୍ଗେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରତାମ । ଆମାଦେର ଏକ ଏକଜନ କରେ ସବାଇ ହାନୀସଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟ ତନିଯେ ଦିତେନ । ଏ ଧରନେର ପ୍ରାୟ ବୈଠକେଇ ଅନ୍ତତ ଘାଟ-ସନ୍ତରଜନ ଲୋକ ଉପଞ୍ଚିତ ଥାକନ୍ତେନ । ବୈଠକ ଥେକେ ଆମରା ସଥି ଉଠେ ଯେତାମ ତଥନ ଆ ମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟୋକେରଇ ସବକିଛୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଁ ଯେତ”—(ଆଲ-ମାଜମାଉଇ-ଯାଓୟାଇଦ, ୧୬, ପୃ. ୧୬୧) ।

ମସଜିଦେ ନର୍ବାକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ସଥି ନବୀ କରୀମ (ସା)-ଏର ଜୀବନଶାୟ ଯେ ଶିକ୍ଷାଯତନ ଗଡ଼େ ଉଠେଛିଲ ଦେଖାନେ ଏକଦଲ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହାବୀ (ଆହ୍ଲୁସ ସୁଫରା) ସାର୍ବକଲିକଭାବେ କୁରାଅନ-ହାନୀସ ଶିକ୍ଷାଯ ରତ ଥାକନ୍ତେନ ।

ହାନୀସ ସଂରକ୍ଷଣେର ଜନ୍ୟ ସଥାସମଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣେ ଲେଖନୀ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇବା ହୁଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ହାନୀସେର ବିରାଟି ସମ୍ପଦ

ଲିପିବନ୍ଧ ହାତେ ଥାକେ । 'ହାନ୍ଦୀସ ନବୀ କରୀମ (ସା)-ଏର ଜୀବନଶାୟ ଲିପିବନ୍ଧ ହୟନି, ବରଂ ତାର ଇଞ୍ଜିକାଲେର ଶଙ୍କାବୀ କାଳ ପର ଲିପିବନ୍ଧ ହରେହେ' ବଲେ ଯେ କୁଳ ଧାରଣା ପ୍ରଚଲିତ ଆହେ ତାର ଆମୋ କୋନ ଭିତ୍ତି ନେଇ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଠିକ ଯେ, କୁରାନ୍‌ଦେର ସଙ୍ଗେ ହାନ୍ଦୀସ ମିଶ୍ରିତ ହଯେ ଜଟିଲ ପରିଷ୍ଠିତିର ଉତ୍ସବ ହାତେ ପାରେ—କେବଳ ଏହି ଆଶ୍ରକ୍ତ୍ୟ ଇସଲାମୀ ଦାଓୟାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନୀ ରାସ୍‌ମୁହର୍ରାହ (ସା) ବଲେଛିଲେନ : "ଆମାର କୋନ କଥାଇ ଲିଖ ନା । କୁରାନ୍ ସାହିତ ଆମାର ନିକଟ ଥିଲେ କେଉଁ ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଲିଖେ ଥାକଲେ ତା ଯେବେ ମୁହଁ ଫେଲେ ।" (ମୁସଲିମ) କିନ୍ତୁ ଦେଖାନେ ଏହିପରି ବିଭାଗିର ଆଶ୍ରକ୍ତ ଛିଲ ନା ମହାନବୀ (ସା) ଦେ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରେ ହାନ୍ଦୀସ ଲିପିବନ୍ଧ କରେ ରାଖିବେ ବିଶେଷଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ କରେନ । ଆବଦୁର୍ରାହୁ ଇବନ୍ ଆମର (ରା) ର ରାସ୍‌ମୁହର୍ରାହ (ସା)-ଏର ନିକଟ ଉତ୍ସାହିତ ହୟେ ବଲେନ, "ହେ ଆଜ୍ଞାହୁ ରାସ୍‌ମୁଲ ! ଆମି ହାନ୍ଦୀସ ବର୍ଣନା କରାନ୍ତେ ଚାଇ । ତାଇ ଯଦି ଆପଣି ଅନୁମତି ଦେନ, ତାହାଲେ ଆମି କୁରାନ୍‌ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରେ ସାଥେ ସାଥେ ଲେଖନୀରେ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାନ୍ତେ ଇଚ୍ଛାକ ।" ତିନି ବଲେନ : "ଆମାର ହାନ୍ଦୀସ କଠିନ୍ କରାର ସାଥେ ସାଥେ ଲିଖେବେ ରାଖାନ୍ତେ ପାର ।" (ଦାରିମୀ) ଆବଦୁର୍ରାହୁ ଇବନ୍ ଆମର (ରା) ଆରା ବଲେନ, "ଆମି ରାସ୍‌ମୁହର୍ରାହ (ସା)-ଏର ନିକଟ ଯା କିନ୍ତୁ ତମତାମ, ମନେ ରାଖାର ଅନ୍ୟ ତା ଲିଖେ ନିତାମ । କତିପର ସାହାବୀ ଆମାକେ ତା ଲିଖେ ରାଖାନ୍ତେ ନିଯେଥେ କରଲେନ ଏବଂ ବଲେନ, ରାସ୍‌ମୁହର୍ରାହ (ସା) ଏକଜନ ମାନୁଷ, କଥନେ ଓ ଧାର୍ଵିକ ଅବହ୍ୟ ଆବାର କବନ୍ତି ରାଗାହିତ ଅବହ୍ୟ କଥା ବଲେନ ।" ଏକଥା ବଲାର ପର ଆମି ହାନ୍ଦୀସ ଲେଖା ଥେକେ ବିରାତ ଥାକଲାମ, ଅତଃପର ତା ରାସ୍‌ମୁହର୍ରାହ (ସା)-କେ ଜାନାଲାମ । ତିନି ନିଜ ହାତେର ଆସୁଲେର ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ମୁଖେର ଦିକେ ଇଚ୍ଛିତ କରେ ବଲେନ : "ତୁମି ଲିଖେ ରାଖ । ସେଇ ସନ୍ତାର କିମ୍ବ, ଯୀର ହାତେ ଆମାର ପ୍ରାପ, ଏହି ମୁସି ଦିଯେ ସତ୍ୟ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବେବେ ହୟ ନା" (ଆବୁ ଦୁଇଦ, ମୁସନାଦ ଆହମଦ, ଦାରିମୀ, ହାକିମ, ବାଯହାକୀ) । ତାର ସଂକଳନେର ନାମ ଛିଲ 'ସହିକାରେ ସାନ୍ଦିକା' । ଏ ସମ୍ପର୍କେ ତିନି ବଲେନ, "ସାନ୍ଦିକା ହାନ୍ଦୀସେର ଏକଟି ସଂକଳନ—ସା ଆମି ନବୀ (ସା)-ଏର ନିକଟ ଉଲ୍ଲେଖି" — (ଉଲ୍ଲୁଳ ହାନ୍ଦୀସ, ପୃ. ୪୫) । ଏହି ସଂକଳନେ ଏକ ହାଜାର ହାନ୍ଦୀସ ଲିପିବନ୍ଧ ଛିଲ ।

ଆବୁ ହରାୟରା (ରା) ବଲେନ, ଏକ ଆନନ୍ଦାବୀ ସାହାବୀ ରାସ୍‌ମୁହର୍ରାହ (ସା)-ଏର କାହେ ଆରା କରଲେନ, ହେ ଆଜ୍ଞାହୁ ରାସ୍‌ମୁଲ ! ଆପଣି ଯା କିନ୍ତୁ ବଲେନ, ଆମାର କାହେ ବୁବହି ଭାଲୋ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରାଖାନ୍ତେ ପାରି ନା । ନବୀ କରୀମ (ସା) ବଲେନ : "ତୁମି ଡାନ ହାତେର ସାହାଯ୍ୟ ନାଓ ।" ତାରପର ତିନି ହାତେର ଇଶାରାଯ ଲିଖେ ରାଖାର ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛିତ କରଲେନ—(ତିରମିଯି) ।

ଆବୁ ହରାୟରା (ରା) ବଲେନ, ମର୍କା ବିଜ୍ଞାଯେ ମିନ ରାସ୍‌ମୁହର୍ରାହ (ସା) ଭାଷ୍ପ ଦିଲେନ । ଆବୁ ଶାହ ଇଯାମାନୀ (ରା) ଆରା କରଲେନ, ହେ ଆଜ୍ଞାହୁ ରାସ୍‌ମୁଲ । ଏ ଭାଷ୍ପ ଆମାକେ ଲିଖେ ଦିନ । ନବୀ କରୀମ (ସା) ଭାଷ୍ପଟି ତାକେ ଲିଖେ ଦେଇଯାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେନ—(ବୁଝାରୀ, ତିରମିଯି, ମୁସନାଦେ ଆହମଦ) । ହାସାନ ଇବନ୍ ମୁନାବିହ (ର) ବଲେନ, ଆବୁ ହରାୟରା (ରା) ଆମାକେ ବିପୁଲ ସଂଖ୍ୟକ କିତାବ (ପାତୁଲିପି) ଦେଖାଲେନ । ତାତେ ରାସ୍‌ମୁହର୍ରାହ (ସା)-ଏର ହାନ୍ଦୀସ ଲିପିବନ୍ଧ ଛିଲ (ଫାତହଲ ବାରୀ) । ଆବୁ ହରାୟରା (ରା)-ର ସଂକଳନେର ଏକଟି କପି (ଇମାମ ଇବନ୍ ତାଇମିଯାର ହତ୍ତଲିଖିତ) ଦାମେଶ୍କ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତିନେର ଲାଇଟ୍ରେରୀତେ ସମ୍ପର୍କିତ ଆହେ ।

ଆନାମ ଇବନ୍ ମାଲିକ (ରା) ତାର (ସହନ୍ତ ଲିଖିତ) ସଂକଳନ ବେବେ କରେ ଛାତ୍ରଦେର ଦେଖିଯେ ବଲେନ, ଆମି ଏସବ ହାନ୍ଦୀସ ନବୀ କରୀମ (ସା)-ଏର ନିକଟ ତନେ ତା ଲିଖେ ନିଯେଛି । ପରେ ତାକେ ତା ପଡ଼େ ଉନିଯେଛି (ମୁସତାଦରାକ ହାକିମ, ତୃତୀୟ ଖ, ପୃ. ୫୭୩) । ରାମି' ଇବନ୍ ଖାନୀଜ (ରା)-କେ ସହାୟ ରାସ୍‌ମୁହର୍ରାହ (ସା) ହାନ୍ଦୀସ ଲିଖେ ରାଖାର ଅନୁମତି ଦେନ । ତିନି ପ୍ରତିରୋଧ ହାନ୍ଦୀସ ଲିଖେ ରାଖିଲେନ (ମୁସନାଦେ ଆହମଦ) ।

ଆଲୀ ଇବନ୍ ଆବୁ ତାଲିବ (ରା)-ଓ ହାନ୍ଦୀସ ଲିଖେ ରାଖିଲେନ । ଚାମଢ଼ାର ଥିଲେର ମଧ୍ୟେ ରକ୍ଷିତ ସଂକଳନଟି ତାର

সঙ্গেই থাকত ; তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নিকট থেকে এ সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যক্তিত আর কিছু লিখিনি । সংকলনটি ব্যাং রাসূলুল্লাহ (সা) লিখিয়ে ছিলেন । এতে থাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয়ে সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুধারী, ফাতহল বারী) । আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাতুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইবন মাসউদ (রা)-এর স্বত্ত্বে লিখিত (জামি' বায়ানিল ইলম, ১খ, পৃ. ১৭) ।

ব্যাং নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনায় পৌছে বিভিন্ন জাতির সময়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে ব্যাক), হৃদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সক্ষি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারি করেন, বিভিন্ন গোত্র-প্রধান ও রাজন্যবর্গের কাছে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কৃষ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসকর্পে গল্প্য ।

এসব ঘটনা থেকে পরিকারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (সা)-এর সময় থেকেই হাদীস সেখার কাজ শুরু হয় । তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই জনতেন, তা লিখে নিতেন । রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে অনেক সাহাবীর নিকট স্বত্ত্বে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল । উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুয়ায়রা (রা)-র সংকলন সমাধিক খ্যাত ।

সাহাবীগণ যেভাবেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন তাতে মনিভাবে হাজার হাজার তাবিদি সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন । একমাত্র আবু হুয়ায়রা (রা)-র নিকট আটশত তাবিদি হাদীস শিক্ষা করেন । সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব, উরওয়া ইবনু মুহাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবন সিরীন, নাফি', ইমাম যায়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কায়ি তোহাই, মাসরুক, মাকতল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকামা, ইবরাহীম নাথউ (র) প্রযুক্ত প্রবীণ তাবিদির প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন । অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন । এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিদিগণ সাহাবীগণের নীর্ধ সাহচর্য লাভ করেন । একজন তাবিদি বহু সংখ্যক সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাত করে নবী করীম (সা)-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাধী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের প্রবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে-তাবিদিনের নিকট পৌছে দেন ।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কমিষ্ট তাবিদি ও তাবিদি-তাবিদিনের এক বিবাট নল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিদিদের বর্ণিত ও লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন । তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সম্প্রতির মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন । এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইবন আবদুল আয়ীষ (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজধানী ফুরমান প্রেরণ করেন । ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামেশক পৌছতে থাকে । খলীফা সেগুলোর একধিক পাতুলিপি তৈরী করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন । এ কালের ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কৃষায় এবং ইমাম মালিক (র) তাঁর মুওয়াত্তা ঘূর্ষ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার বিওয়ায়াতগুলো একত্র করে

'কিতাবুল আসার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে : জামি' সুফিয়ান সাওরী, জামি' ইবনুল মুবারক, জামি' ইমাম আওয়াই, জামি' ইবন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম—বুখারী, মুসলিম, আবু দিসা তিবারিয়া, আবু দাউদ সিজিজ্ঞানী, নাসাই ও ইবন মাজা (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অঙ্গুলি পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যাবসায়ের ফলশ্রূতিতে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয়খনি হাদীস এস্থ (সিহাহ সিজ্ঞাহ) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিউ (র) তাঁর কিতাবুল উপ ও ইমাম আহমদ (র) তাঁর আল-মুসনাস এস্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসলিমদের হাকিম, সুনানু দারি কৃতনী, সহীহ ইবন হিজৰান, সহীহ ইবন খুয়ায়মা, তাবরানীর আল-মু'জাম, মুসল্লাহুত-তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস এস্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাবীর সুনানু কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এ পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক একটুগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য এস্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন এস্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে জাজুরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারবীর ওয়াত তারহীব, আল-মুহাফ্তা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

উপমহাদেশে হাদীস চর্চা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রারম্ভ (৭১২ খ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণী বাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাম্মদ শরফুক্বীন আবু তাওয়ামা (মৃ. ৭০০ খি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেজা সমবেত হন এবং ইলামে হাদীসের জ্ঞান এতদক্ষলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাধাহিকল উলূম সাহারানপুর, মদ্রাসা-ই-অলিয়া, ঢাকা, মুইনুল ইসলাম হাটহাজারী, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ প্রভৃতি হাদীস কেন্দ্র বর্তমানে ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চা ও গবেষণা করে চলেছে। এভাবে যুগ ও বৎশ পরম্পরার মহানবী (সা)-এর হাদীস ভাগের আমদের কাছে পৌছেছে এবং ইনশাআল্লাহ, অব্যাহতভাবে তা অনন্ত মানব সভ্যতার কাছে পৌছতে থাকবে।

ইয়াম বুখারী (র)

নাম : মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল। কৃতিত্ব : আবু আবদুল্লাহ। শক্তি : শায়খুল ইসলাম ও আর্মিজ্জল মু'মিনীন ফীল হাদীস।

বৎশ পরিচয় : মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা ইবন বারদিয়বাহ, আল জু'ফী আল বুখারী (র)। ইয়াম বুখারী (র)-এর উর্ধ্বতন পুরুষ বারদিয়বাহ ছিলেন অল্লিপূজক। 'বারদিয়বাহ' শব্দটি ফরাসী। এর অর্থ কৃষক। তাঁর পুত্র মুগীরা বুখারার গৃহের ইয়ামান আল-জু'ফী-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এজন্য ইয়াম বুখারীকে আল-জু'ফী আর বুখারার অধিবাসী হিসেবে বুখারী বলা হয়।

ইমাম বুখারীর প্রশিক্ষিত মুসলিম এবং পিতামহ ইবরাহিম সরকে ইতিহাসে বিশেষ কোন স্থায় পাওয়া যায় না। অবশ্য আনা যায় যে, তাঁর পিতা ইসমাইল (র) একজন মুহাদ্দিস ও বুয়ুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম মালিক, হাফ্বাদ ইবন যায়দ ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের কাছে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তিনি জীবনে কখনও হারাম বা সন্দেহজনক অর্থ উপার্জন করেন নি। তাঁর জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল ব্যবসায়বিজ্ঞ। তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল সম্মত।

জন্ম ও মৃত্যু : ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমার আর সালাতের কিছু পরে বুখারায় জন্ম গ্রহণ করেন। এবং ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল শনিবার ঈদের রাতে ইশার সালাতের সময় সমরকন্দের নিকটে খারতাঙ্গ পল্লীতে ইনতিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩ দিন কম বাষ্পটি বছর। খারতাঙ্গ পল্লীতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম বুখারী (র)-এর শিত কালেই পিতা ইসমাইল (র) ইনতিকাল করেন। তাঁর মাতা ছিলেন পরহেয়গার ও বৃক্ষিমতী। বামীর বেথে যাওয়া বিরাটি ধনসম্পত্তির ভারা তিনি তাঁর দুই পুত্র আহমদ ও মুহাম্মদকে লালন-পালন করতে ধাকেন। শৈশবে রোগে আক্রান্ত হলে মুহাম্মদের চোখ নষ্ট হয়ে যায়, অনেক চিকিৎসা করেও যথন তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি কিছুতেই ফিরে এল না, তখন তাঁর মা আল্লাহর দরবারে শুব কান্নাকাটি ও দু'আ করতে ধাকেন। এক রাতে তিনি বংশে দেখেন যে, এক বুয়ুর্গ ব্যক্তি তাঁকে এই বলে সাধুনা দিয়েছেন যে, তোমার কান্নাকাটির ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। বংশেই তিনি জানতে পারলেন যে, এই বুয়ুর্গ হযরত ইবরাহিম (আ)। সকালে ঘূম থেকে উঠে দেখতে পেলেন যে, সত্যই তাঁর পুত্রের চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। বিশয় ও আনন্দে তিনি আল্লাহর দরবারে দুর্বাকআত শোকবানা সালাত আদায় করেন।*

পাঁচ বছর বয়সেই মুহাম্মদকে বুখারার এক প্রাথমিক মাদরাসায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। মুহাম্মদ বাল্যকাল থেকেই প্রথম সৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়সেই তিনি কুরআন মজীদ হিফজ করে ফেলেন এবং দশ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দশ বছর বয়সে তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বুখারার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম দাখিলী (র)-এর হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। সে যুগের নিয়মানুসারে তাঁর সহপাঠীরা খাতা-কলম নিয়ে উজ্জ্বল থেকে শুভ হাদীস লিখে নিতেন, কিন্তু ইমাম বুখারী (র) সাধারণত খাতা-কলম কিছুই সঙ্গে নিতেন না। তিনি মনোযোগের সাথে উজ্জ্বলের বর্ণিত হাদীস তন্তেন। ইমাম বুখারী (র) বয়সে সকলের ছেয়ে ছোট ছিলেন। সহপাঠীরা তাকে প্রতিদিন এই বলে ভর্তসনা করত যে, খাতা-কলম ছাড়া জুমি অনর্থক কেন এসে বস! একদিন বিরাজ হয়ে তিনি বললেনঃ তোমাদের লিখিত খাতা নিয়ে এস। এতদিন তোমরা যা লিখেছ তা আমি মুখ্য অনিয়ে নেই। কথামত তারা খাতা নিয়ে বসল আর এত দিন শুভ কয়েক হাতার হাদীস ইমাম বুখারী (র) হবহ ধারাবাহিক কুনিয়ে দিলেন। কোথা ও কোন ভূল করলেন না। বরং তাদের লেখায় ভুল-কুটি হয়েছিল, তারা তা তনে সংশোধন করে নিল। বিশয়ে তারা হতবাক হয়ে গেল। এই ঘটনার পর ইমাম বুখারী (র)-এর প্রথম সৃতিশক্তির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

যেলো বছর বয়সে ইমাম বুখারী (র) বুখারা ও তার আশেপাশের শহরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ থেকে বর্ণিত প্রায় সকল হাদীস মুখ্য করে নেন। সেই সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারক ও খ্যাতী ইবনুল-আরবাহ (র)-এর সংকলিত হাদীস ঘৃষ্ণস্মৃহ মুখ্য করে ফেলেন। এরপর তিনি মা ও বড়

ভাই আহসনের সঙ্গে হচ্ছে গমন করেন। হজু শেষে বড় ভাই ও মা ফিরে আসেন। ইমাম বুখারী (র) মুকাররমা ও হাদীনা তাইয়োবায় কয়েক বছর অবস্থান করে উভয় স্থানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি 'কায়ায়াস-সাহাবা ওয়াত-তাবিইন' শীর্ষক তাঁর প্রথম এক রচনা করেন। এর পর মদীনায় অবস্থানকালে টাঁদের আলোতে 'তারীখে কবীর' লিখেন।

ইমাম বুখারী (র) হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র কৃষ্ণ, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, খুরাসান প্রভৃতি শহরে বার বার সফর করেন। সেই সকল স্থানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের থেকে তিনি হাদীস শিক্ষালাভ করেন। আর অন্যদের তিনি হাদীস শিক্ষাদান করতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক রচনায়ও ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'জামি' সহীহ বুখারী শরীফ সর্বপ্রথম মুকাররমা মসজিদে হারামে প্রণয়ন করে করেন এবং দীর্ঘ ঘোল বছর সময়ে এই বিরাট বিত্তন ঘৃত রচনা সমাপ্ত করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (র) অসাধারণ শৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, একলাখ সহীহ ও দুই লাখ গায়ের সহীহ হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর এই অব্যাভাবিক ও বিশ্বায়কর শৃতিশক্তির ব্যাপ্তি সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন শহরের মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে তাঁর এই শৃতিশক্তির পরীক্ষা করে বিশ্বায়ে হত্যাক হয়ে গোছেন এবং সকলেই শীকার করেছেন যে, হাদীসশাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এ সম্পর্কে তাঁর জীবনী ঘৃহে বহু চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যাত্র এগার বছর বয়সে বুখারার বিখ্যাত মুহাদ্দিস 'দারিলী'র হাদীস বর্ণনা কালে যে তুল সংশোধন করে দেন, হাদীস বিশারদগণের কাছে তা সত্যিই বিশ্বায়কর।

ইমাম বুখারী (র) এক হায়ারেরও বেশী সংখ্যাক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মাঝী ইবন ইবরাহীম, আবু আসিম, ইমাম আহমদ ইবন হাসল, আলী ইবনুল মাদানী, ইসহাক ইবন রাহগ্যাসহ, হমায়নী, ইয়াহীয়া, উবায়নুল্লাহ ইবন মূসা, মুহাম্মদ ইবন সালাম আল বারকানী ও মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল ফারাইয়ারী (র) প্রমুকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর উক্তাদনের অনেকেই তাবিইনের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার তিনি তাঁর বয়়স্কনিষ্ঠদের থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণকারীর সংখ্যা নবরই হায়ারেরও অধিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর জ্ঞানসংখ্যা বিপুল। তাঁদের মধ্যে ইমাম মুসলিম, ইমাম তিবিমিয়ী, আবু হাতিম আর-রারী (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের নাম সর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইমাম বুখারী (র) যখন চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। দান-ব্যবহারত করা তাঁর ব্যভাবে পরিষ্ঠিত হয়ে পিয়েছিল। উক্তরাধিকারসূত্রে তিনি পিতার বিরাট ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর সবই গরীব দুর্ঘৰী ও হাদীস শিক্ষার্থীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে অতি সামান্য আহার করতেন। কখনও কখনও যাত্র দুই তিনটি বাদাম খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিয়েছেন। বহু বছর তরকারী ছাড়া কৃতি খাওয়ার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ইমাম বুখারী (র)-এর সতত জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। প্রসঙ্গত এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। আবু হাফস (র) একবার তাঁর কাছে বহু মূল্যবান পণ্ডিত্য পাঠান। এক ব্যবসায়ী তা পাঁচ হাতের দিরহাম মুনাফা দিয়ে খরিদ করতে চাইলে তিনি বললেনঃ তুমি আজ চলে যাও, আমি চিন্তা করে দেবি। পরের দিন সকালে আরেক মূল ব্যবসায়ী এসে মূল হায়ার দিরহাম মুনাফা নিতে চাইলে তিনি বললেনঃ

ଗତରାତେ ଆମି ଏକଦଳ ସ୍ୟାବସାୟୀଙ୍କେ ଦିବାର ନିୟାୟକ କରେ ଫେଲେଛି; କାଜେଇ ଆମି ଆମାର ନିୟାୟର ଖେଳକ କରାତେ ଚାଇ ନା । ପରେ ତିନି ତା ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସ୍ୟାବସାୟୀଙ୍କେ ପାଁଚ ହାତର ଦିରହାମେର ମୁନାଫା ହେଡ଼େ ଦିତେ ତିନି ବିଧାବୋଧ କରେନ ନି । ଇମାମ ବୁଖାରୀ (ର) ବଲେନଃ ଆମି ଜୀବନେ କୋନ ଦିନ କାରୋ ଶୀବତ ଶିକ୍ଯାତ କରିଲି । ତିନି ରାମାୟାନ ମାସେ ପୁରୋ ତାରାୟୀତେ ଏକ ଥତମ, ପ୍ରତିଦିନ ଦିବାଭାଗେ ଏକ ଥତମ ଏବଂ ପ୍ରତି ତିନ ରାତେ ଏକ ଥତମ କୁରାଅନ ଯ ଜୀବ ତିଳାଓୟାତ କରାନେ । ଏକବାର ନଫଳ ସାଲାତ ଆଦାୟ କାଳେ ତାକେ ଏକ ବିକ୍ରୁ ଘୋଲ ସତେରୋ ବାର ଦଂଶନ କରେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଯେ ଶୂରା ପାଠ କରିଛିଲେ ତା ସମାପ୍ତ ନା କରେ ସାଲାତ ଶୈଘ କରେନ ନି । ଏଭାବେ ତାକ ଓୟା-ପରହେୟଗାୟୀ, ଇବାଦତ-ବନ୍ଦେଶୀ ଦାନ-ବୟାପରାତେ ବହ ଘଟନା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀକାରଗଣ ବର୍ଣନ କରେଛେ, ଯା ଅସାଧାରଣ ଓ ବିଶ୍ଵରକର ।

ଇମାମ ବୁଖାରୀ (ର)-କେ ଜୀବନେ ବହ ବିପଦ ଓ କଟିମ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ହେଁଥେ । ହିସ୍କୁଦେର ସତ୍ତ୍ୱଯତ୍ରେ ଶିକାର ହେଁ ତିନି ଅବର୍ଣ୍ଣିଯ ଦୁଃଖ-କଟ ଭୋଗ କରେନ । ବୁଖାରାର ଗତର୍ନର ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରକେ ପ୍ରାସାଦେ ଗିଯେ ବିଶେଷଭାବେ ହାନୀମ ଶିକ୍ଷାଦାନେର ଆଦେଶ କରେନ । ଏତେ ହାନୀମେର ଅବମାନନ୍ତ ମନେ କରେ ଇମାମ ବୁଖାରୀ (ର) ତା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେନ । ଏ ଶୁଯୋଗେ ଦରବାରେର କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ହିସ୍କୁକେର ଚକାନ୍ତେ ତାକେ ଶୈଘ ବୟାସେ ଜନ୍ମଭୂମି ବୁଖାରା ତାଙ୍କ କରାତେ ହେଁଥିଲି । ଏ ସମୟ ତିନି ସମ୍ରକ୍ଷକନ୍ଦରାମୀର ଆହବାନେ ସେଥାନେ ଯା ଓୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଖାନା ହନ । ପଥିମଧ୍ୟ ଖାରତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚିତେ ତାଙ୍କ ଏକ ଆଖ୍ତୀଯେର ବାଢ଼ିତେ ଗିଯେ ଉଠିଲେ । ସେଥାନେ ତିନି ଅସୁନ୍ଦର ହେଁ ପଡ଼େନ ଏବଂ ପଯଳା ଶାଓଯାଳ ଶନିବାର ୨୫୬ ହିଜରିତେ ଇତିକାଳ କରେନ । ଦାକନେର ପର ତାଙ୍କ କବର ଥେକେ ସୁଗଢ଼ି ବିକ୍ଷୁରିତ ହତେ ଥାକେ । ଲୋକେ ଦଲେ ଦଲେ ତାଙ୍କ କବରର ମାଟି ନିତେ ଥାକେ । କୋନଭାବେ ତା ନିର୍ବୃତ କରାତେ ନା ପେରେ ପରେ କାଁଟା ଦିଯେ ଥିବେ ତାଙ୍କ କବର ରକ୍ଷା କରା ହୟ । ପରେ ଜାନେକ ଓଳୀଆଜ୍ଞାହ ମାନୁଷେର ଆର୍ଦ୍ଦା ନଟ ହେଁଥାର ଆଶକ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ସୁତ୍ରାଙ୍ଗ ବକ୍ଷ ହେଁଥାର ଜନ୍ୟ ଦୁ'ଆ କରେନ ଏବଂ ତାରପର ତା ବକ୍ଷ ହେଁଥେ ଯାଏ ।

ବୁଖାରୀ ଶରୀକ

ବୁଖାରୀ ଶରୀକେର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଲ ଜାମିଉଲ ମୁସନାଦୁସ ସହିତି ମୁଖତାସାକ୍ଷ ମିନ ଉମ୍ରି ରାସୁଲିଜ୍ଜାହ ସାଜ୍ଜାଜ୍ଜାହ ଆଲାଯାହି ଓୟା ସାଜ୍ଜାମ ଓୟା ସୁନାନିହି ଓୟା ଆଯ୍ୟାମିହି । ହାନୀମେର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟମୁହଁ ସର୍ବଲିତ ବଳେ ଏକେ 'ଜୀମି' ବା ପୂର୍ଣ୍ଣକ ବଳେ ହେଁଥାର । କେବଳ ମାତ୍ର ସହିତ ହାନୀମ ସନ୍ନିବେଶିତ ବଳେ 'ସହିତ' ଏବଂ 'ମାରଫ୍ତ' 'ଶୁଭାସିଲ' ହାନୀମ ବର୍ଣିତ ହେଁଥାର ଏବଂ ମୁସନାଦ ନାମକରଣ କରା ହେଁଥା ।

କେବଳ ମୁହାନ୍ଦିମେର ସର୍ବସମ୍ଭବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ଯେ, ସମ୍ମନ ହାନୀମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଖାରୀ ଶରୀକେର ମର୍ଦିନା ସବାର ଉର୍ଧ୍ଵେ ଏବଂ କୁରାଅନ ମଜୀଦେର ପରେଇ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ବିତନ୍ତ ଏହି । ଏକ ଲାଖ ସହିତ ଓ ଦୁ'ଲାଖ ଗାୟେର ସହିତ ମୋଟ ତିନ ଲାଖ, ହାନୀମ ଥେକେ ଯାଚାଇ-ବାହାଇ କରେ ତିନି ଦୀର୍ଘ ଘୋଲ ବର୍ଷରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟାମିନ ସଂକଳନ କରେନ । ବୁଖାରୀ ଶରୀକେ ସର୍ବମୋଟ ସାତ ହାଜାର ତିଲଶତ ସାତାନକରିଟି ହାନୀମ ସଂକଳିତ ହେଁଥା । 'ଭାକରାତ' ବା ପୁନରାସ୍ତି (ଯା ବିଶ୍ଵେର ପ୍ରଯୋଜନେ କରା ହେଁଥା) ବାଦ ଦିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ଦୁଇ ହାଜାର ପାଁଚଶତ ତେର-ତେ ନାଡାଯ । ମୁ'ଆଜ୍ଜାକ ଓ ମୁ'ତାବା'ଆତ ଯେବେ କରିଲେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପୌଜାଯ ନୟ ହାଜାର ବିରାଳିତ । ବୁଖାରୀ ଶରୀକେର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ବର୍ଣନାକାରୀ ଫାରାବରୀ (ର)-ଏର ବର୍ଣନା ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାତ ଭାଷ୍ୟକାର ହାକିଯ ଇବନ ହାଜାର (ର) କର୍ତ୍ତ୍ତକ ଗନ୍ଧନର ସଂଖ୍ୟା ଏଥାନେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଁଥା । ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣନାକାରୀ ଓ ଗନ୍ଧନାକାରୀଦେର ଗନ୍ଧନା ଏ ସଂଖ୍ୟାର ତାରକମ୍ ପରିଲଙ୍ଘିତ ହୟ ।

ଉପରେ ବର୍ଣିତ ସୂଚ୍କ ଯାଚାଇ-ବାହାଇ ଛାଡ଼ା ଓ ପ୍ରତିଟି ହାନୀମ ସଂକଳନେର ଆଗେ ଇମାମ ବୁଖାରୀ ଗୋପନ କରେ

দু'রাকআত সালাত আদায় করে ইসতিখারা করার পর এক-একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। একপ কঠোর সংরক্ষণ অবলম্বনের ফলে অন্যান্য হাদীসগুহের তুলনায় সারা মুসলিম জাহানে বুখারী শরীফ হাদীসগুহ হিসেবে সর্বাপেক্ষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে। জামছুর মুহান্দিসের বুখারী শরীফকে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস নিঃসন্দেহে সহীহ ও এহণযোগ্য। আল্লাহর দরবারে বুখারী শরীফের মকবুলিয়াতের আলাদাত হিসেবে উল্লেখযোগ্য যে, আলিমগণ ও বুয়ুর্গানে দীন বিভিন্ন সময়ে কঠিন সমস্যায় ও বিপদাপদে বুখারী শরীফ বক্তব্য করে দু'আ করে ফল লাভ করে আসছেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

বুখারী শরীফ সংকলনের জন্য ইমাম বুখারী (র)-এর উত্তুক্ষ হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর বিখ্যাত উল্লাস ইসহাক ইবন রাহওয়াহ (র) পরোক্ষভাবে তাঁকে উদ্বেশ্য করে বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন নেই, যে 'গায়ের সহীহ হাদীস' থেকে 'সহীহ হাদীস' বাছাই করে একখানি এহু সংকলন করতে পারে!

ইমাম বুখারী (র) একবার ঘন্টে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেহ মুৰারকের উপর মাছি এসে বসছে, আর তিনি পাখা লিয়ে সেগুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁরীর বর্ণনাকর্তী আলিমগণ এর ব্যাখ্যা দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহীহ হাদীসসমূহ 'গায়ের সহীহ' হাদীস থেকে বাছাইয়ের কার্য থেকে দ্রুত দ্বারা সম্পাদিত হবে। তখন থেকেই ইমাম বুখারীর মনে একপ একটি এহু সংকলনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে এবং তিনি দীর্ঘ যোগ বছরের অন্তর্ভুক্ত সাধনার পর তা সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। এই এহু প্রণয়নে তাঁর মুখ্য উদ্বেশ্য ছিল সহীহ হাদীসের একখানি উচ্চাপের এহু রচনা করা এবং তাঁর সে উদ্বেশ্য নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে। এ ঘণ্টের হাদীস সংগ্রহের পর তিনি চিন্তা করলেন যে, অধ্যয়নের সাথে সাথে যাতে লোকে এর তাৰার্থ ও নিমেশিত বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত ও উপরূপ হতে পারে তজন্য হাদীসসমূহ তিনি বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিকল্পনে বিন্যস্ত করে 'তরজমাতুল বাব' বা শিরোনাম কার্যম করেন। যেহেতু দীন-ই- ইসলামের শিক্ষা ব্যাপক ও বিস্তৃত, তাই এর বিধানাবলীর পরিসীমা নির্ধারণ করা দুর্কর। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক সংকলিত হাদীসগুলির সংখ্যা সীমিত। এই সীমিত সংখ্যাক হাদীস দ্বারা দীন-ই- ইসলামের ব্যাপক ও বিস্তৃত শিক্ষার দঙ্গীল-প্রমাণ উপস্থাপন দুর্কর। তাই ইমাম বুখারী (র) সংকলিত হাদীসগুলি দ্বারা ব্যাপক বিধানাবলীর দঙ্গীল কার্যম করতে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে ইশারা বা ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। ফলে বুখারী শরীফ অধ্যয়নে তরজমাতুল বাব ও বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা আলিমদের দৃষ্টিতে একটি কঠিন সমস্যা ও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বুখারী শরীফ প্রণয়নের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে মুহান্দিস, ফকীহ ও আলিম সমাজকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শিরোনামের এই রহস্য তেল করতে প্রয়োকেই ঝীয় জ্ঞান-বিবেকের তুণ থেকে তীর নিষ্কেপে কোন কসুর করেন নি, তবুও মুহাজিক আলিমদের ধারণায়, আজও কারো নিষ্কিঙ্গ তীর লক্ষ্যস্থূল তেলে সরক্ষেতে পুরোপুরি সমর্প হয় নি। এজন্য বলা হয়ে থাকে 'ফিকহল বুখারী ফী তারজিমিই' অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র)-এর জ্ঞান-গবিন্দা ও বুদ্ধি-চাতুর্য তাঁর প্রাপ্তের তরজমা বা শিরোনামের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। প্রবর্তীকালের মনীষীগণ এই লুকায়িত বাস্তু যথার্থ উচ্চারে সর্বশক্তি ও শ্রম ব্যয় করেও পূর্ণভাবে সফলকাম হতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বুখারী শরীফ সংকলনের পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশের সকল শেণীর মুসলিম মনীষিগণ যেভাবে এর প্রতি উর্ম্মারোপ করে আসছেন আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ ছাড়া আর কোন প্রাপ্তের প্রতি

একল ঝুঁকে পড়েন নি। একমাত্র ইমাম বুখারী (র) থেকে নথুই হাজারেরও অধিক সংখ্যক লোক এ ধৰ্মের হাদীস শুব্ধণ করেছে। তাৰপৰ প্রজেক যুগেই অসংখ্য হাদীস শিক্ষার্থী এ ধৰ্ম অধ্যয়ন কৰে আসছে। এ ধৰ্মের ভাষ্য পৃষ্ঠকের সংখ্যাও অগণিত। সে সবের মধ্যে হাফিয় ইবন হাজার আসকালানী (র) (জন্ম, ৭৭৩ হি. মৃ. ৮৫২ হি.)-এর 'ফতহল বাৰী', শায়খ বদরন্দীন আইনী হানাফী (র) (জ. ৭৬২ হি. মৃ. ৮৫৫ হি.)-এর 'উমদাহুল-কাৰী' ও আল্লামা শিহাবুন্নীন আহমদ কাসতালানী (র) (জ. ৮৫১ হি. মৃ. ৯২৩ হি.)-এর 'ইরশাদুস-সাৰী' সমধিক প্রসিদ্ধ। এৱা তিনজনই মিসরের অধিবাসী ছিলেন। এ ছাড়া বৰ্তমান যুগে সহীহ বুখারী অধ্যায়নের ক্ষেত্ৰে ব্যাখ্যা ভাষ্য হিসেবে মাওলানা রশীদ আহমদ গাসুই (র) (জ. ১২৪৪ হি. মৃ. ১৩২৩ হি.) কৃত 'শামেউদ দারারী' এবং মাওলানা সৈয়দ আলোয়ার শাহ কাশীবী (জ. ১২৯২ হি. মৃ. ১৩৫২ হি.) কৃত 'ফয়যুল বাৰী' বিশেষভাৱে সমাদৃত। ইমাম বুখারী (র) ও তাঁৰ সংকলিত বুখারী শৰীকেৰ যে উচ্চসিত প্ৰশংসা ও এৱ উপৰে যে ব্যাপক 'ইলৰী চৰ্তা হয়েছে তাৰ সহস্র ভাগেৰ এক ভাগ বৰ্ণনা কৰাও এ বৰ্তমান পৰিসমেৰ সভ্যপৰ নয়।

মুসলিম জাহানেৰ সৰ্বত্র সমাদৃত এই পৰিজ্ঞ হাদীসগৰ্হ থেকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক যাতে সৱাসিৰ উপকৃত হতে পাৰে সে লক্ষ্যেই এ সংকি঳িত ভূমিকা সহ সৱল বঙানুবাল পেশ কৰা হল। মহান আল্লাহৰ রাকুল-আলামীন এ থেকে আমাদেৱ উপকৃত হওয়াৰ তত্ত্বাত্মক দান কৰুন। আমীন।

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞানসম্পদ

১. সনদেৱ ক্ষেত্ৰে প্ৰথম রাবী এবং শেষে সাহাবীৰ নাম উল্লেখ কৰা হয়েছে। যেমন মুহাম্মদ ইবন মুসাল্লা (র) - - আবু হুৱায়ুরা (রা) থেকে। - - - - -

২. সনদেৱ যেৰানে তাহবীল (تحويل) রয়েছে সেখানে প্ৰথম রাবীৰ সন্দেহৈ এই তাহবীলকৃত রাবীৰ নাম উল্লেখ কৰা হয়েছে।

৩. আৱবী, ফাসী, উর্দু বানানেৱ ক্ষেত্ৰে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্ৰকাশিত প্ৰতিবৰ্ণায়ণ নিৰ্দেশিকায় অনুমোদিত কৃপটি যথোচিতৰ এহণ কৰা হয়েছে।

৪. সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামেৱ ক্ষেত্ৰে (সা), আলায়হিস সালাম-এৱ ক্ষেত্ৰে (আ), রামীআল্লাহ তা'আলা আলহ, আলহম ও আলহা-ৱ ক্ষেত্ৰে (রা) এবং রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আলায়হিম, আলায়হা-এৱ ক্ষেত্ৰে (র) পাঠ সংকেত এহণ কৰা হয়েছে।

৫. একাধিক রাবীৰ নাম একত্ৰে এলে সৰ্বশেষ নামেৱ সন্মে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখ কৰা হয়েছে, যেমন-আলাস, আকবাস, আবু হুৱায়ুরা (রা)।

৬. কুরআন মজীদেৱ আয়াতেৱ ক্ষেত্ৰে প্ৰথমে সূরা নথৰ, পৰে আয়াত নথৰ উল্লেখ কৰা হয়েছে। যেমন-২ : ১৩৮ অৰ্থাৎ সূরা বাকারার ১৩৮ নং আয়াত।

পৰিশ্ৰেহে সম্পাদনা পত্ৰিকাদেৱ পক্ষ থেকে ধৰ্ম মন্দিৰগালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক মুৰৰকবাদ জাপন কৰাই যে, তাৰা এমন একটি মহান কাজেৰ পদক্ষেপ এহণ কৰেছেন। এই মহাপ্ৰয়াসেৱ সন্মে জড়িত সকল পৰ্যায়েৱ আলিম-উলামা-সুবী, কৰ্মকৰ্তা ও কৰ্মচাৰীগণেৱ জন্য দু'আ কৰি—তিনি যেন এই ওয়াসীলায় তাদেৱ ও আমাদেৱ সকল গুনাহ-খাতা মাফ কৰে দেন এবং নেক জায়া দেন।

সম্পাদনা পত্ৰিকা

كتاب بدء الوحى

ওইর সূচনা অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

গৱাম দয়াময় জীব দয়ালু আজ্ঞাহৰ নামে।

۱. بَابٌ : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْىٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالثَّبِيْبِينَ مِنْ بَعْدِهِ .

১. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর প্রতি কিভাবে ওই শক্ত হয়েছিল, এ ব্যাপারে আর্দ্ধাঙ্গ তা'আলার ইরশাদ

"আমি আপনার নিকট ওই প্রেরণ করেছি যেমন নূহ (আ) ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।" (৪ : ১৬৩)

١ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْيَدِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ الْتَّيْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا إِلَامْرِيزُ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَ مِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهُوَ جُرْتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

১ দুয়ারী (১).....'আলকামা ইবন উয়াকাস আল-লায়াসী (১) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাতুব (১)-কে মিথরের ওপর দাঢ়িয়ে বলতে উনেছি : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ইরশাদ করতে উনেছি : অতোক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তাঁর নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যাত্র হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা কোন নারীকে বিয়ে করবে উদ্দেশ্যে—সেই উদ্দেশ্যই হবে তাঁর হিজরতের প্রাপ্তি।

٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُوْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيَكَ الْوَحْىُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْيَيْنَا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُهُ عَلَى فِيْفِصِمْ عَنِّيْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنِّيْ مَا قَالَ وَأَحْيَيْنَا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيَكْتُمُنِي فَاعْيَ مَا يَقُولُ . قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَرَلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرِدِ فَيَقْصِمُ عَنِّيْ وَإِنْ جَيْنَهُ لِيَتَقْصِمَ عَرْقًا .

২ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, হারিস ইবন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন কোন সময় তা ঘটাখানির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর এটি-ই আমার উপর সবচাইতে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত হতেই ফিরিশতা যা বলেন আমি তা মুখ্য করে নিই, আবার কখনো ফিরিশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখ্য করে ফেলি। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে ওহী নায়িলর অবস্থা তাঁকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর কপাল থেকে ঘাম করে পড়ত।

٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْثُ عنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَاهَا قَاتَ أَوْلَى مَا بُدِئَ بِهِ بِعِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ رَبِّكُمْ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحةُ فِي النُّورِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حَبِّ الْيَمِّ الْخَلَاءِ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ فَيَتَحَسَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعْبُدُ الْلَّيَابِيُّ نَوَافِ الدَّعَدِ قَبْلَ أَنْ يُنْزَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَرَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَرَوَّدُ لِمِثْلِهِ حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَحَمَّادُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَاقْرَأْ فَأَخْذَنِي فَفَطَنَيْ حَتَّى بَلَغَ مِنِ الْجَهَدِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخْذَنِي فَفَطَنَيْ الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِ الْجَهَدِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخْذَنِي فَفَطَنَيْ الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ اقْرَأْ وَرَبِّكَ الْأَكْرَمَ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ رَبِّكُمْ يَرْجُفُ فَوَادَهُ فَنَدَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمْلَوْنِي زَمْلَوْنِي فَرَمَّلَهُ حَتَّى ذَفَنَ عَنْهُ الرُّوْءُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ لَقَدْ خَشِبَتْ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةَ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخَذِّبُ اللَّهَ أَبْدًا إِنَّكَ لَتَصِيلُ الرُّجُمَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَنْقِرِي الصَّيْفَ وَتَعْيَنِي عَلَى نَوَافِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةَ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنِ تَوْفِلِ بْنِ أَسْمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَمِ خَدِيجَةِ وَكَانَ أَمْرًا شَهَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبَرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْأَنْجِيلِ بِالْعِبَرَانِيَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُكْتَبَ وَكَانَ شَيْخًا كَثِيرًا قَدْ عَيِّ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةَ يَا ابْنَ عَمِ اسْعِمْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةَ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ رَبِّكُمْ خَبْرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةَ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَّعًا يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِّكُمْ أَوْ مُخْرِجِي هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ يُمَثِّلُ مَا جَئَتْ بِهِ إِلَّا عَوْدِي وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمَكَ

أَنْصَرُكَ نَصْرًا مُّزَّرًا لَمْ يَنْشِبْ وَرْقَةٌ أَنْ تُوْفَىٰ وَفَتْرُ الْوَحْيٍ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ يَبْيَأُ أَنَّا أَمْشَيْنَا إِذْ سَمِعْنَا صَوْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَرَقَعْتُ بَصَرِيْ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحَرَامٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعَبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقَلَّتْ زَمَلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الْمُدْبِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَحَمِّي الْوَحْيُ وَتَتَابِعْ تَابِعَةً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو مَالِحٍ وَتَابِعَهُ هِلْلُ بْنُ رَدَادٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ بِوَادِرَهُ .

৩ ইয়াহুয়া ইবন বুকায়ের (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সর্বজ্ঞতম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য অপ্রকৃতে। যে ক্ষণই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি ‘হেরা’র গহায় নির্জনে থাকতেন। আপনি পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্ৰী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া—এইভাবে সেখানে তিনি একাধাৰে বেশ কয়েক বাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তারপর খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে এসে আবার অনুৰূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্ৰী নিয়ে যেতেন। এমনভাবে ‘হেরা’ গহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফিরিষতা এসে বললেন, ‘পড়ুন’। রাসূলুল্লাহ ﷺ-বলেন : “আমি বললাম, ‘আমি পড়ি না।’ তিনি বলেন : তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘পড়ুন’। আমি বললাম : আমি তো পড়ি না।” তিনি হিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : ‘পড়ুন’। আমি জবাব দিলাম, ‘আমি তো পড়ি না।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ-বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমাবিত।’” (৯৬ : ১-৩)

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাপছিল। তিনি খাদীজা বিনত খুওয়ায়লিদের কাছে এসে বললেন, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও’, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।’ তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা)-র কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজের ওপর আশীর্বাদ বোধ করছি। খাদীজা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, কথ্যনো না। আল্লাহ আপনাকে কথ্যনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আর্যায়-হজনের সাথে সম্মানহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্থকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিল ইবন ‘আবদুল আসাদ ইবন ‘আবদুল ‘উয়য়ার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে ‘ইসারী ধর্ম গ্রহণ ক রেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তৎক্ষণ অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃক এবং অক্ষ হয়ে পিয়েছিলেন।

খানীজা (রা) তাকে বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা অনুন।' ওয়ারাকা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাকে বললেন, 'ইনি সে দৃষ্টি যাকে আল্লাহ মুসা (আ)-র কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস। আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস। আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কণ্ঠে তোমাকে বের করে দেবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অঙ্গীতে যিনিই তোমার মতো কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শক্রতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলজ্ববে সাহায্য করব।' এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা (রা) ইতিকাল করেন। আর ওহী স্থগিত থাকে।

ইবন শিহাব (রা)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) ওহী স্থগিত ইওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : একদা আমি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়ায় অনন্তে পেয়ে চোখ খুলে তাকালাম। দেখলাম, সেই ফিরিশতা, যিনি হেরায় আমার কাছে এসেছিলেন, আসমান ও যামীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ফিরে এসে বললাম, 'আমাকে বক্রান্ত কর, আমাকে বক্রান্ত কর।' তারপর আল্লাহ তাঁ'আলা নায়িল করলেন, "হে বক্রান্তাদিত! উচ্চন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পরিত্ব রাখুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।" (৭৪ : ১-৮)। এরপর ব্যাপকভাবে পর পর ওহী নায়িল হতে লাগল।

আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ও আবু সালেহ (র) অনুকূল বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইবন রাসূলাদ (র) যুহরী (র) থেকেও অনুকূল বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মাঝার ফুরাদ -এর স্থলে **بَوَارِدَة** শব্দ উল্লেখ করেছেন।

٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ جَبَّابَرَةَ عَنْ أَبِي عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَحْرِكْ بِمِ لِسَانَكَ لِتُعْجِلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يُعَالِجُ مِنَ التَّقْرِيرِ شَدَّدَهُ وَكَانَ مِمَّا يُحِرِّكُ شَفَقَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبَّاسٍ فَإِنَّ أَحْرِكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يُحِرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَحْرِكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ يُحِرِّكُهُمَا فَحَرَكَ شَفَقَتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعْجِلَ بِهِ إِنْ عَلِيَّنَا جَمْعَةُ وَقُرْآنُهُ قَالَ جَمْعَةُ لَكَ صَدَرُكَ وَتَقْرَأُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأَشْبَعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَأَسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِبْ ثُمَّ إِنْ عَلِيَّنَا بَيَانٌ ثُمَّ إِنْ عَلِيَّنَا أَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلَ إِسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ التَّبِيِّنُ كَمَا قَرَأَهُ .

৫ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... ইবন 'আকবাস (র) থেকে বর্ণিত, যদ্বান আল্লাহর বাণী : 'তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত করার জন্য আপনার জিহ্বা তার সাথে নাড়বেন না' (৭৫ : ১৬)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী নায়িলের সময় তা আয়ত করতে বেশ কষ্ট হীকার করতেন এবং প্রায়ই তিনি তাঁর উভয় ঢোঁট

ନାଡ଼ିତେନ । ଇବନ 'ଆକବାସ (ରା) ବଳେନ, 'ଆମି ତୋମାକେ ଦେଖାନୋର ଜନ୍ୟ ଠୋଟ ଦୂଟି ନାଡ଼ିଛି ଯେଭାବେ ରାସ୍ତୁଲୀଆହୁ
ତା ନାଡ଼ିତେନ ।' ସା'ଈଦ (ର) (ତାର ଶାପରିଦିନଦେର) ବଳେନ, 'ଆମି ଇବନ 'ଆକବାସ (ରା)-କେ ଯେଭାବେ ତାର
ଠୋଟ ଦୂଟି ନାଡ଼ିତେ ଦେଖେଛି, ସେଭାବେଇ ଆମାର ଠୋଟ ଦୂଟି ନାଡ଼ାଇଛି ।' ଏହି ବଳେ ତିନି ତାର ଠୋଟ ଦୂଟି ନାଡ଼ିଲେନ ।
ଏ ମଞ୍ଚକେ ଆଶ୍ରାହ ତା 'ଆଳା ନାଥିଲ କରିଲେନ : "ଆଢ଼ାତାଡି ଓହି ଆଯାତ କରାର ଜନ୍ୟ ଆପଣି ଆପନାର ଜିହବା
ତାର ସାଥେ ନାଡ଼ିବେଳ ନା । ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପାଠ କରାନୋର ଦୟାଇତ୍ତ ଆମାରଇ ।" (୭୫ : ୧୬-୧୮) ଇବନ 'ଆକବାସ
(ରା) ବଳେନ, 'ଏହି ଅର୍ଥ ହଲେ : ଆପନାର ଅନ୍ତରେ ତା ସଂରକ୍ଷଣ କରା ଏବଂ ଆପନାର ଦ୍ୱାରା ତା ପାଠ କରାନୋ ।
ମୁହର୍ରାହ ଯଥନ ଆମି ତା ପାଠ କରି ଆପଣି ସେ ପାଠରେ ଅନୁସରଣ କରିଲ (୭୫ : ୧୯) । ଇବନ 'ଆକବାସ (ରା) ବଳେନ
ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋଧୋଗ ସହକାରେ ତମନୁ ଏବଂ ହୃଦ ଥାବୁନ । ଏହିପର ଏହି ବିଶଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଦୟାଇତ୍ତ ଆମାରଇ (୭୫ : ୧୯) ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣି ତା ପାଠ କରିବେଳ, ଏଟାଓ ଆମାର ଦୟାଇତ୍ତ । ତାରପର ଯଥନ ରାସ୍ତୁଲୀଆହୁ
-ଏର କାହେ ଜିବରାଇଲ (ଆ) ଆସିଲେ, ତଥନ ତିନି ସମୋଧେଗ ସହକାରେ କେବଳ ତମିତେନ । ଜିବରାଇଲ ତଳେ ଗେଲେ ତିନି ସେଇନ
ପଡ଼ୁଛିଲେନ, ରାସ୍ତୁଲୀଆହୁ
- ଓ ଠିକ ତେମନି ପଡ଼ିଲେନ ।

٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَفْعُورٌ تَحْوِةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى أَجْوَدُ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ
جِئْرِيلٌ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيَدَرِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ
الرَّبِيعِ الْمُرْسَلِ .

୫ ଆବଦାନ (ର).....ଓ ବିଶର ଇବନ ମୁହାସନ (ର).....ଇବନ 'ଆକବାସ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଳେନ,
ରାସ୍ତୁଲୀଆହୁ
-ଛିଲେନ ସର୍ବତ୍ରେଷ୍ଠ ଦାତା । ରମ୍ୟାନେ ତିନି ଆରୋ ବେଳୀ ଦାନଶୀଳ ହାତେନ, ଯଥନ ଜିବରାଇଲ (ଆ) ତାର
ସାଥେ ସାଙ୍କାଳ କରିଲେ । ଆର ରମ୍ୟାନରେ ପ୍ରତି ରାତରେ ଜିବରାଇଲ (ଆ) ତାର ସାଥେ ସାଙ୍କାଳ କରିଲେ ଏବଂ ତାର
ପରମପର କୁରାଅନ ତିଳାଓୟାତ କରେ ଶୋନାଇଲେ । ନିଚ୍ୟାଇ ରାସ୍ତୁଲୀଆହୁ
- ରହମତେର ବାତାମ ଥେକେଓ ଅଧିକ ଦାନଶୀଳ ଛିଲେନ ।

୬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي
رَكْبِهِ مِنْ قُرْيَشٍ وَكَانُوا تُجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمَدْحَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى مَادِ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكَافَّارَ
قُرْيَشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِشْلَيَا، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عَظِيمًا السُّرُورُ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَاهُ تَرْجُمانَهُ فَتَالَ
أَيْكُمْ أَقْرَبَ نَسْبًا بِهِذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَرْعِمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَقْتُ أَنَا أَقْرَبَهُمْ نَسْبًا فَقَالَ أَنَّهُ مِنِّي
وَقَرِيبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهَرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمانَهِ قُلْ لَهُمْ أَيْنَ سَائِلُ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَتَبْنَ

تكذبوا فوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاةُ مِنْ أَنْ يُاَثِرُوا عَلَىٰ كَذِبَاتِهِ عَنْهُمْ كَانَ أَوْلَىٰ مَا سَأَلْتُنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبَهُ فِيهِمْ قَلْتُ هُوَ فِينَا نُوَسِّبُ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قَلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ أَبْيَانِهِ مِنْ مَلِكٍ قَلْتُ لَا قَالَ فَأَشَرَّافُ النَّاسِ يَتَبَعَّوْنَهُ أَمْ ضَعَافُهُمْ فَقَلْتُ بَلْ ضَعَافُهُمْ قَالَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قَلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرِتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ قَلْتُ لَا قَالَ كَتَنْ تَهْمِئَهُ بِالْكِتَبِ قَبْلَ أَنْ يُقُولَ مَا قَالَ قَلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قَلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدْرَبٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا قَالَ وَلَمْ تُمْكِنْ كُلَّهُ أَنْخُلِ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قَلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قَاتَلُوكُمْ إِيَّاهُ قَلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنْالُ مِنْا وَنَنْالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قَلْتُ يَقُولُ اعْبُدُ وَاللَّهُ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْرُكُوا مَا يَقُولُ أَبْوَكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَّيِّ فَقَالَ لِلْتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسِيمِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيهِمْ دُوَسِّبٌ فَكَذَلِكَ الرَّسُولُ ثَبَّعَهُ فِي نَسِيمِ قَوْمِهِمَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلُ فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا فَقَلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ قَبْلَهُ لَقْتُ رَجُلًا يَأْسِي بِقُولِّهِ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ أَبْيَانِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا فَقَلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ أَبْيَانِهِ مِنْ مَلِكٍ قَلْتُ رَجُلًا يَطْلُبُ مَلِكَ أَيْشِهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَهْمِئَهُ بِالْكِتَبِ قَبْلَ أَنْ يُقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي ذَرَّ الْكِتَبِ عَلَى النَّاسِ وَيَكْتُبُ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعَافُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضَعَافَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ اتَّبَاعُ الرَّسُولِ وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتَمَّ وَسَأَلْتُكَ أَيْرَتَدَ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَتَهُ الْقُلُوبُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِنَهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسِيمَكَ مُوضِعَ قَدْمِيْهِ مَاهِيَّنَ وَقَدْ كُنْتَ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظَنْ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَتَيْتُ أَعْلَمَ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لِتَجْشَعَ مِنْ لِقَاءِهِ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسْلَتُ عَنْ قَدْمِيْهِ لَمْ دَعَا بِكِتابِ رَسُولِ اللَّهِ مَكِّيَّهُ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ رِحْمَةِ الْكَلِمَيْنِ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى إِلَى هِرْقَلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقَلَ عَظِيمِ الرُّؤْمِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدَ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَائِي

الإسلام أسلم سلم يوئد الله أجرك مررتين فان توليت فيان عليك اثم الاريسين ويا أهل الكتاب
 تعالوا إلى كلمة سواء بينتنا وبينكم أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشرك به شيئاً ولا
 يشخذ بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بإننا مسلمون
 قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثراً عنده الصحب فارتقت الأصوات وأخرجنا
 نقلت لأصحابي حين أخرجنا لقى أمير ابن أبي كعبه ابن يخافه ملك بنى الأنصار فما زلت موقعاً أنه
 سيظهر حتى انخل الله على الإسلام ، وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقا على نصارى الشام
 يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوماً خبيث النفس فقال بعض بطريقته قد استذكرنا هبنتك قال ابن
 الناطور وكان هرقل حزاء يتنظر في النجوم فقال لهم حين سأله ابن رأيت الليلة حين نظرت في النجوم
 ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمك شأنهم وأكتب إلى
 مذابن ملك فليقتلوا من فيهم من اليهود فيبيتهم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر
 عن خبر رسول الله ﷺ فلما استخبره هرقل قال إنهم فانظروا أمحقين هوأم لا فنظروا إليه فحدثوه
 أنه مُحْقَّق وسأله عن العرب فقال لهم يختتنون فلما ملك هذه الأمة قد ظهر لهم كتب هرقل إلى
 صاحب له بروميه وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص قلم يرم حمص حتى آتاه كتاباً من
 صاحبم يوافق رأي هرقل على خروج النبي ﷺ وأنه نبي فاذن هرقل لعظماء الروم في دمشق له يحيص
 ثم أمر بابواها فلقيت ثم اطلع فقال يا معاشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتابعوا
 هذا النبي ﷺ فخاصوا حيصة حمر الوحش إلى الآباء فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نقرتهم
 وأليس من الإيمان قال ردواهم على وقال أين قلت مقالتي إنما أخْتَرْبِهَا شيشتم على دينكم فقد رأيت
 فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك أخر شأن هرقل قال أبو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويوس وعمرو
 عن الزهري .

6 آবুল ইয়ামান হাকাম ইবন নাফি' (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'আকবাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে,
 আবু সুফিয়ান ইবন হরব তাকে বশেছেন, বাদশাহ হিরাকল একবার তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি
 কুরাইশদের কাফেলায় তখন বাবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফিয়ান ও
 ওগ্রেই শরীফ (১)-২

কুরাইশদের সাথে নিশ্চিট সময়ের জন্য সক্ষিবক্ত ছিলেন। আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীদের সহ হিরাকলের কাছে এলেন এবং তখন হিরাকল জেরুয়ালেমে অবস্থান করছিলেন। হিরাকল তাদেরকে তাঁর দরবারে ভাকলেন। তাঁর পাশে তখন রোমের নেতৃত্বাধীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিল। এরপর তাদের কাছে ডেকে নিলেন এবং দোভার্যীকে ভাকলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই যে ব্যক্তি নিজাতে নবী বলে দাবী করে—তোমাদের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে নিকটাধীয় কে?’ আবু সুফিয়ান বললেন, ‘আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমি তাঁর নিকটাধীয়।’ তিনি বললেন, ‘তাঁকে আমার খুব কাছে নিয়ে এস এবং তাঁর সঙ্গীদেরও কাছে এনে পেছনে বসিয়ে দাও।’ এরপর তাঁর দোভার্যীকে বললেন, ‘তাদের বলে দাও, আমি এর কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব, সে যদি আমার কাছে মিথ্যা বলে, তবে সাথে সাথে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রকাশ করবে।’ আবু সুফিয়ান বললেন, ‘আল্লাহর কসম! তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে—এ লজ্জা যদি আমার না থাকত, তবে অবশ্যই আমি তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।’ এরপর তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করেন তা হচ্ছে, ‘তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশমর্যাদা কেমন?’ আমি বললাম, ‘তিনি আমাদের মধ্যে অতি সন্তুষ্ট বংশের।’ তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে এর আগে আর কখনো কি কেউ একথা বলেছে?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কি কেউ বাদশাহ ছিলেন?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘সন্তান লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোকেরা?’ আমি বললাম, ‘সাধারণ লোকেরা।’ তিনি বললেন, ‘তারা কি সংখ্যায় বাড়ছে, না কমছে?’ আমি বললাম, ‘তারা বেড়েই চলেছে।’ তিনি বললেন, ‘তাঁর দীন প্রচলন করার পর কেউ কি নারায় হয়ে তা পরিভ্যাগ করে?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘নবৃত্যাতের দাবীর আগে তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন?’ আমি বললাম, ‘না। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নিশ্চিট সময়ের চুক্তিতে আবক্ষ আছি। জানি না, এর মধ্যে তিনি কি করবেন।’ আবু সুফিয়ান বললেন, ‘এ কথাটুকু ছাঢ়া নিজের পক্ষ থেকে আর কোন কথা সংযোজনের সুযোগই আমি পাইনি।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা কি তাঁর সাথে কখনো যুক্ত করেছ?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, ‘তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুক্ত কেমন হয়েছে?’ আমি বললাম, ‘তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুক্তের ফলাফল কুয়ার বালতির ন্যায়।’ কখনো তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনো আমাদের পক্ষে আসে।’ তিনি বললেন, ‘তিনি তোমাদের কিসের আদেশ দেন?’ আমি বললাম, ‘তিনি বলেনঃ তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করো না এবং তোমাদের বাপ-দাদার আন্তর্গত কর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করো না এবং তোমাদের আদায় করার, সত্তা কথা বলার, নিষ্কল্প থাকার এবং আধীয়দের সাথে সম্বৰহার করার আদেশ দেন।’ তারপর তিনি দোভার্যীকে বললেন, ‘তুমি তাকে বল, আমি তোমার কাছে তাঁর বৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তুমি তার জ্ঞানাবে উল্লেখ করেছ যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সন্তুষ্ট বংশের। প্রকৃত পক্ষে বাসূল-গণকে তাঁদের কওমের উক্ত বংশেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, এ কথা তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেছে কিনা? তুমি বলেছ, ‘না।’ তাই আমি বলছি যে, আগে যদি কেউ এ কথা বলে থাকত, তবে অবশ্যই আমি বলতে পারতাম, এ এমন এক ব্যক্তি, যে তাঁর পূর্বসূরীর কথারই অনুসরণ করছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কোন বাদশাহ ছিলেন কি না? তুমি তার

জবাবে বলেছ, 'না।' তাই আমি বলছি যে, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কোন বাদশাহ থাকতেন, তবে আমি বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর বাপ-দাদার বাদশাহী ফিরে পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি—এর আগে কখনো তোমরা তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছে কিনা? তুমি বলেছ, 'না।' এতে আমি বুঝলাম, এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করবে অথচ আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, শরীফ লোক তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকই তাঁর অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এরাই হল রাসূলগণের অনুসরী। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ইমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যবেক্ষণ এ রকমই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর দীনে দাখিল হওয়ার পর নারায় হয়ে কেউ কি তা ত্যাগ করে? তুমি বলেছ, 'না।' ইমানের শ্রিষ্টতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে ইমান এতুপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, 'না।' প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এতুপই, চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের এক আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করার নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদের নিষেধ করেন মৃত্তি পূজা করতে আর তোমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে, সত্য কথা বলতে ও কল্যাণযুক্ত থাকতে। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্ৰই তিনি আমার এ দু'পারের নীচের জায়গার মালিক হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্জন হবে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য থেকে হবেন, এ কথা ভাবিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর কাছে পৌছতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোন কষ্ট দ্বীপার করতাম। আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর দু'খানা পা ধূয়ে দিতাম। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই পঞ্জানি আনতে বললেন, যা তিনি দিহ্যাতুল কালবীর মাধ্যমে বসরার শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিলঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (দয়াল্য পরম দয়ালু আল্লাহর নামে)। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে রোম স্ট্রাট হিরাকল-এর প্রতি। —শাস্তি (বর্ষিত হোক) তার প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিতীয় পুরক্ষার দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সব প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! এস সে কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যক্তিত আর কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যক্তিত রব কলে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, 'তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম' (৩: ৬৪)।

আবু সুফিয়ান বলেন, 'হিরাকল যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং পঞ্চ পাঠও শেষ করলেন, তখন সেখানে শোরগোল পড়ে গেল, চীৎকার ও হৈ-হৃতা তুঙ্গে উঠল এবং আমাদের বের করে দেওয়া হলো। আমাদের বের করে দিলে আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, আবু কাবশাৰ ছেলেৰ বিষয় তো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বনু আসফার (রোম)-এর বাদশাহও তাকে ভয় পাছে! তখন থেকে আমি বিশ্বাস করতে লাগলাম, তিনি শীঘ্ৰই জয়ী হবেন। অবশ্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তওঁফীক দান করলেন।

ইব্রন নাতুর ছিলেন জেরুয়ালেমের শাসনকর্তা এবং হিরাকলের বক্তু ও সিরিয়ার খৃষ্টানদের প্রাণী। তিনি বলেন, “হিরাকল যখন জেরুয়ালেম আসেন, তখন একদিন তাঁকে অত্যন্ত বিমর্শ দেখাইল। তাঁর একজন বিশিষ্ট সহচর বলল, ‘আমরা আপনার চেহারা আজ বিবর্ণ দেখতে পাইছি’, ইব্রন নাতুর বলেন, হিরাকল ছিলেন জ্যোতিষী, জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের বললেন, ‘আজ রাতে আমি আরকারাজির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, খননাকারীদের বাদশাহ আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমান মুম্ব কোনু জাতি খননা করে?’ তারা বলল, ‘ইয়াহুদী ছাড়া কেউ খননা করে না। কিন্তু তাদের ব্যাপার যেন আপনাকে মোটেই চিন্তিত না করে। আপনার রাজ্যের শহরগুলোতে শিখে পাঠান, তারা যেন সেখনকার সকল ইয়াহুদীকে হত্যা করে ফেলে।’ তারা যখন এ ব্যাপারে বাতিবাত ছিল, তখন হিরাকলের কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, যাকে গাস্সানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছিল। সে রাসূলুরাহ রাসূল-এর সম্পর্কে ব্যব দিল্লি। হিরাকল তার কাছ থেকে ব্যব জেনে নিয়ে বললেন, ‘তোমরা একে নিয়ে শিয়ে দেখ, তার খননা হয়েছে কি-না।’ তারা তাকে নিয়ে দেখে এসে সংবাদ দিল, তার খননা হয়েছে। হিরাকল তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে জওয়াব দিল, ‘তারা খননা করে।’ তারপর হিরাকল তাদের বললেন, ‘ইনি রাসূলুরাহ রাসূল। এ উপত্যকের বাদশাহ। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।’ এরপর হিরাকল রোমে তাঁর বক্তুর কাছে লিখলেন। তিনি জানে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। পরে হিরাকল হিমস চলে গেলেন। হিমসে ধাক্কাতেই তাঁর কাছে তাঁর বক্তুর চিঠি এলো, যা নবী রাসূল-এর আবির্ভাব এবং তিনিই যে প্রকৃত নবী, এ ব্যাপারে হিরাকলের মতকে সমর্থন করাইল। তারপর হিরাকল তাঁর হিমসের প্রাসাদে রোমের নেতৃত্বানীয় বাসিন্দাদের ডাকলেন এবং প্রাসাদের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। দরজা বন্ধ করা হলো। তারপর তিনি সামনে এসে বললেন, ‘হে রোমবাসী ! তোমরা কি কল্যাণ, হিমায়ত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও ? তাহলে এই নবীর বায় ‘আত এহল কর’।’ এ কথা তনে তারা জংলী গাধার মত উর্ধ্বস্থাসে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তারা তা বন্ধ অবস্থায় পেল। হিরাকল যখন তাদের অনীহা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ইমান থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন বললেন, ‘ওদের আমার কাছে ফিরিয়ে আন।’ তিনি বললেন, ‘আমি একটু আগে যে কথা বলেছি, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের দীনের উপর কঠটুকু অটল, কেবল তার পরীক্ষা করেছিলাম। এখন আমি তা দেখে নিলাম।’ একথা তনে তারা তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর প্রতি সম্মুষ্ট হলো। এই ছিল হিরাকল-এর শেষ অবস্থা।

আবু ‘আবদুল্লাহ [বুখারী (১)] বলেন, সালেহ ইব্রন কায়সান (১), ইউনুস (১) ও মামার (১) এ হাদীস যুহুরী (১) থেকে বিশ্বায়ত করেছেন।

كتابُ الإيمانِ
ঈমান অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়ালু অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে ।

كتاب الإيمان ঈমান অধ্যায়

২. بَابُ : قَوْلُ النَّبِيِّ مَرْكَبَتِهِ بَيْنَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسِ

২. পরিষেব : রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর বাণী : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি

وَهُوَ قُولٌ وَفِعْلٌ وَبِزَيْدٍ وَيَنْقُصُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَزَدَادُوا إِيمَانًا مُعَ اِيمَانِهِمْ وَزَوَّاهُمْ
هُدًى وَبِزَيْدٍ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادُهُمْ هُدًى وَأَنَّهُمْ نَقْوَاهُمْ
وَبِزَادَ الدَّيْنَ أَمْنَوْا إِيمَانًا وَقُولَهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّكُمْ زَادَهُمْ هَذِهِ إِيمَانًا فَإِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا
فَزَادُهُمْ إِيمَانًا وَقُولَهُ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا وَقُولَهُ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَشْلِيشًا
وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ . وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّزِيزِ إِلَى عَدَيِّ بْنِ عَدَيِّ إِنَّ الْإِيمَانَ
فِرَائِصَ وَشَرَائِعَ وَحَدَّوْدَةً وَسُنْنَةً فَمَنْ أَسْتَكَلَهَا إِسْتَكَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكَلْهَا لَمْ يَسْتَكَلِ الْإِيمَانَ فَإِنَّ
أَعْشَ فَسَابِيَّهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوْهَا وَإِنْ أَمْتَ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبِتِكُمْ بِحَرَيْصٍ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَلِكِنْ لَيْطَمِنْ فَلَبِيْ ، وَقَالَ مُعاذُ إِجْلِسْ بِنَ نُؤْمِنْ سَاعَةً ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ ،
وَقَالَ ابْنُ عَمَرَ لَا يَتَّلَعَّ الْعَبْدُ حَقْيَقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدْعَ مَا حَانَ فِي الصُّدُورِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ كُوْرَعَ لَكُمْ مِنَ
الَّذِينَ مَا وَصَّى بِهِ شُوَّحًا أَوْ مُصَيَّبَاتِكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِيْنًا وَاحِدًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
شِرْعَةٌ وَمِثْهاجًا سِيَّلًا وَسَنَةٌ وَدُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর বাণী : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি : মৌখিক শীকৃতি (ইয়াকীনসহ) এবং কর্মই ঈমান
এবং তা বাঢ়ে ও করে । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

যাতে তারা তাদের ইমানের সাথে ইমান দৃঢ় করে নেয় (৪৮ : ৪)। আমরা তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম (১৮ : ১৩)। এবং যারা সৎপথে চলে আস্তাহ তাদের অধিক হিন্দায়ত দান করেন (১৯ : ৭৬)। এবং যারা সৎপথ অবলম্বন করে আস্তাহ তাদের হিন্দায়ত বাড়িয়ে দেন এবং তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দেন (৪৭ : ১৭), যাতে মু'মিনদের ইমান বেড়ে যায় (৭৪ : ৩১)। আস্তাহ তাঁআলা আরো ইরশাদ করেন, এটা তোমাদের মধ্যে কার ইমান বাড়িয়ে নিল ? যারা মু'মিন এ তো তাদের ইমান বাড়িয়ে দেয়। (৯ : ১২৪) এবং তাঁর বাণী, “সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর ; আর এটা তাদের ইমান বাড়িয়ে দিয়েছিল” (৩ : ২৭৩) “আর এতে তাদের ইমান ও আনুগত্যাই বাড়লো।” (৩৩ : ২২)। আর আস্তাহর জন্য তালবাসা ও আস্তাহর জন্য ঘৃণা করা ইমানের অংশ।

উমর ইবন 'আবদুল 'আয়ীহ (র) 'আদী ইবন 'আদী (র)-র কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন, ‘ইমানের কতকগুলো ফরয, কতকগুলো হকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ এবং সুন্নাত রয়েছে। যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে তার ইমান পূর্ণ হয়। আর যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে না, তার ইমান পূর্ণ হয় না। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে অচিরেই এগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করব, যাতে তোমরা তার ওপর ‘আমল করতে পার। আর যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের সাহচর্যে থাকার জন্য আমি লালায়িত নই।’

ইবরাহীম ('আ) বলেন, 'তবে এ তো কেবল চিঠি প্রশান্তির জন্য' (২ : ২৬০)। মু'আয় (রা) বলেন, 'এসো আমাদের সঙ্গে বস, কিছুক্ষণ ইমানের আলোচনা করি।' ইবন মাসউদ (রা) বলেন, 'ইয়াকীন হল পূর্ণ ইমান।' ইবন 'উমর (রা) বলেন, 'বাস্তা প্রকৃত তাকওয়ায় পৌছতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে, যন্তে যে বিষয়ে খটকা আগে, তা ত্যাগ না করে।' মুজাহিদ (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ শরع لكم من الدين ما وصى به نوحـ। আমি আপনাকে এবং নৃহকে একই দীনের নির্দেশ দিয়েছি। ইবন আকবাস (রা) বলেন, 'অর্থাৎ শরعـ و منهاجاـ مـ شـ رـ عـ ؎' এবং তোমাদের দু'আ অর্থাৎ তোমাদের ইমান।

حَدَّثَنَا عَبْيُودُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَكْرِمَةَ أَبْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرٍونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكُوْنَ ، وَالْحُجَّ ، وَصِنْوُمُ رَمَضَانَ .

^১ 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (রা)..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পৌঁছতি । ১. আস্তাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আস্তাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান । ২. সালাত কার্যেম করা । ৩. যাকাত দেওয়া । ৪. ইজ্জ করা এবং ৫. রমদান-এর সিয়াম পালন করা ।

۲. بَابُ أَمْرِهِ وَأَيْمَانِهِ

وَقُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَئِسَ الْبِرُّ أَنْ تُؤْلِمَا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرُّ مِنْ
أَمْنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالثَّبَيْتِينَ وَأَشَّ الْمَالَ عَلَى حِبْسِ
ذَوِي الْقُرْبَى وَالْبَيْتَامِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ . وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَأَشَّ الزَّكْوَةَ . وَالْمُؤْمِنُونَ يَعْمَدُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَشَاءِ
وَالضُّرِّاءِ وَحِبْسِ الْبَأْسِ . أَوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُنْتَقُونَ . قَدْ أَفْلَعَ
الْمُؤْمِنُونَ الْآيَةَ .

৩. পরিচেদ : ইমানের বিষয়সমূহ

আল্লাহ তা'আলার বাণী : "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন কল্যাণ নেই, কিন্তু কল্যাণ আছে কেউ আল্লাহ তা'আলার উপর ইমান আনলে, আধিক্যাত, ফিরিশতা-গণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর ইমান আনলে এবং আল্লাহর মুহক্মতে আজীব-স্বজন, ইয়াতীয়-অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্য-প্রার্থীদের এবং দাসত্ত মোচনের জন্য সম্পদ দান করলে, সালাত কার্যেম করলে ও যাকাত দিলে এবং ওয়াদা দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থসংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য ধারণ করলে। তারাই সত্যপরায়ণ ও তারাই মুন্তাকী" (২: ১৭১)

....."অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুহিমগণ, যারা বিনয়-ন্যূন নিজেদের সালাতে" ... (২৩: ১-২)

৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بَلَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بَيْتَارِ عَنْ أَبِي حَالِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ نَعَّلَهُ قَالَ الْأَيْمَانُ بِضَعْفٍ وَسِتُّونَ شَعْبَةً وَالْحَيَاةُ
شَعْبَةٌ مِنَ الْأَيْمَانِ .

৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জুফী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইবশাদ
করেন, ইমানের শাখা রয়েছে যাটের কিছু বেশী। আর লজ্জা ইমানের একটি শাখা।

৫. بَابُ الْمُسْلِمِ مِنْ سَلِيمِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

৬. পরিচেদ : প্রকৃত মুসলিম সেই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে
..... حَدَّثَنَا أَبْدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفِيرِ وَسِعْدِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ نَعَّلَهُ قَالَ الْمُسْلِمُ مِنْ سَلِيمِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
বুখারী শরীফ (৮)

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ مَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعْوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوَى بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوَى عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৯ আদম ইবন আবু ইয়াস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ তা'আলার নিবিজ্ঞ কাজ ত্যাগ করে। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আবু মু'আবিয়া (র) বলেছেন, আমর কাছে দাউদ ইবন আবু হিন্দ (র) 'আমির (র) সূচে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হানীস বর্ণনা করতে চেনেছি এবং আবদুল আল্লা (র) দাউদ (র) থেকে, দাউদ (র) আমির (র) থেকে, আমির (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে তিনি নবী ﷺ থেকে, হানীস বর্ণনা করেছেন।

৫. بَابُ أَئِ الْإِسْلَامُ أَفْضَلُ

৫. পরিষেব : ইসলামে কোন কাজটি উত্তম

১০ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمْوَى الْقَرْشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي بَرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُقْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَالْأُولَى يَارَسُولُ اللَّهِ أَئِ الْإِسْلَامُ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِيمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

১০ سা'ঈদ ইবন ইয়াহৈয়া ইবন সা'ঈদ আল উমারী আল কুরাশী (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসলামে কোন কাজটি উত্তম? তিনি বললেন : যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।

৬. بَابُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

৬. পরিষেব : খাবার খাওয়ানো ইসলামী ত্রু

১১ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ أَئِ الْإِسْلَامُ خَيْرٌ قَالَ تَعْلِيمُ الطَّعَامِ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرَفْ .

১১ আমর ইবন খালিদ (র).... আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ

—কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কেন্দ্ৰ কাজটি উচ্চমা? তিনি বললেন, তুমি আবার খাওয়াবে ও পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম করবে।

৭. بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لِأَخْيَهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

৭. পরিষেদ : নিজের জন্য যা পসন্দনীয়, ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করা ইমানের অংশ
[۱۶] حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شَعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الشَّيْءِ تَعْلَمُ حَتَّى حَنْسَيْنَ
الْمُعْلَمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ عَنِ الشَّيْءِ تَعْلَمَ قَالَ لَأَيْمَنِ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخْيَهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

[۱۷] ۱۲. মুসাকাদ (র) ও হসাইন আল মু'আলিম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কর্তৃত ইরশাদ
করেন : তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পসন্দ করবে, যা
নিজের জন্য পসন্দ করে।

৮. بَابُ حُبِ الرَّسُولِ تَعَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ

৮. পরিষেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ —কে ভালবাসা ইমানের অংশ
[۱۷] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَيْنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَلَّمَ قَالَ فَوَالذِّي نَفْسِي بِيَدِمْ لَأَيْمَنِ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالْدِمْ وَوَلَدِمْ .

[۱۸] ۱۵. আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : সেই
পবিত্র সন্তান কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি
তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।

[۱۹] ۱۶. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهِيبٍ عَنْ أَنْسِ عَنِ الشَّيْءِ
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي آيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَلَّمَ لَأَيْمَنِ أَحَدُكُمْ
حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالْدِمْ وَوَلَدِمْ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ .

[۲۰] ۱۸. ইয়া-কুব ইবন ইবরাহীম ও আদম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :
তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের
চেয়ে বেশী প্রিয় হই।

৯. بَابُ حَلَقَةُ الْإِيمَانِ

৯. পরিষেদ : ইমানের স্বাদ
[۲۱] ۱۰. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَشِلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهَبِ التَّقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْيَضُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنْسٍ عَنْ

الشِّرْكَ^{تَكْفِيرٌ} قَالَ ثَلَاثُ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ حَلَوةً الْإِيمَانِ أَنْ يُكْفِرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ
الْمُرْءَ لِأَيْحَيْةِ إِلَّهٍ وَأَنْ يُكْرِهَ أَنْ يُعَذَّبَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يُكْرِهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ .

১৫ মুহাম্মদ ইবনুল মুসাম্মান (র).....আনসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ~~ত~~ ইরশাদ করেন : তিনটি
গুণ যার মধ্যে ধাকে, সে ঈমানের স্থান পায় ১। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয়
হওয়া; ২। কাউকে খালিস আল্লাহর জন্মই মুহূর্বত করা; ৩। কুফ্রজীতে ফিরে যাওয়াকে আনন্দে নিষিদ্ধ
হওয়ার মত অপসন্ধ করা।

১০. بَابُ مَلَمَةِ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

১০. পরিচ্ছেদ : আনসারকে ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ

১৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ جَبَرٍ قَالَ سَعَيْتُ أَنَسَّ بْنَ
مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ^ت قَالَ أَيْهَا الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَأَيْهَا النِّيَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ -

১৭ আবুল ওয়ালিদ (র).....আনসা ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ~~ত~~ ইরশাদ করেন : ঈমানের
চিহ্ন হ'ল আনসারকে ভালবাসা এবং মুনাফিকীর চিহ্ন হল আনসারের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করা।

১১. بَابُ

১১. পরিচ্ছেদ

১৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْإِيمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ادْرِيسَ عَائِدَ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
عَبَادَةَ بْنَ الصَّاعِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِيدًا بِدَرَنَ وَهُوَ أَحَدُ التَّقِيَّاَ لِيَلَةَ الْعَقْدَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ^ت قَالَ
وَحْتَلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ بِإِعْنَانِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُشْرِقُوا وَلَا تُقْسِطُوا أَوْ لَا يَكُونُ
وَلَا تَأْتُوا بِيَهْمَنَ تَقْتُلُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا تَعْصُمُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَاجْرَهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ
أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوَّبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كُفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ
إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبِإِعْنَانِهِ عَلَى ذَلِكَ .

১৯ আবুল ইয়ামান (র).....'আয়িনুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (র) বলেন, বন্দর যুক্তে অশ্বগ্রহণকারী ও লায়লাতুল
'আকাবার একজন নকীব 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ~~ত~~-এর পার্শ্বে একজন
সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি ইরশাদ করেন : তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায় 'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর
সঙ্গে কিছু শরীক করবে না, ছুরি করবে না, দিনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কাউকে

বিদ্যা অপবাদ দেবে না এবং নেক কাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহর কাছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিঙ্গ হয়ে পড়লে এবং মুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফ্ফার। আর কেউ এর কোন একটিতে লিঙ্গ হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহর ইস্ত্রাহীন। তিনি যদি চান, তাকে মাফ করে দেবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি দেবেন। আমরা এর উপর বায়া'আত শহীদ করলাম।

۱۲. بَابُ مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْقِنْ

۱۲. পরিষেদ : ফিতনা থেকে পলায়ন দীনের অংশ

۱۸ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يُؤْشِكُ أَنْ يُكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَمًّا يَتَبَعُ بِهَا شَفَعُ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعُ الْقَطْرِ يَغْرِي بِبِئْرِهِ مِنَ الْقِنْ

۱۸ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : সেদিন দূরে নয়, যেদিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের ছায়ায় অথবা বৃষ্টিপাতের ছানে চলে যাবে। ফিতনা থেকে সে তার দীন নিয়ে পালিয়ে যাবে।

۱۲. بَابُ قُولُ التَّبَرِيِّ يَعْلَمُ أَنَا أَعْلَمُ بِاللَّهِ فَإِنَّ الْمُعْرِفَةَ فِي الْقُلُوبِ لِقُولِ اللَّهِ ثَمَّا لِكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبِكُمْ -

۱۳. পরিষেদ : নবী করীম ﷺ – এর বাণী, ‘আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। আর মারেফাত (আল্লাহর পরিচয়) অন্তরের কাজ

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : **وَلِكُنْ يَدِيْأَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبِكُمْ**
‘কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকলের জন্য দায়ী করবেন।’ (২ : ২২৫)

۱۹ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا أَمْرَمْتُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهْبِتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مَنْ غَفَرَكَ مَا تَقْدُمْ مِنْ نَذْنِكَ وَمَا تَأْخُرَ فَيَقْضِبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْفَضْبَ فِي رَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَنْقَاصَكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا .

۲۰ مুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....‘আবিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাহাবীদের যখন কোন ‘আমলের নির্দেশ দিতেন, তখন তাঁরা যতটুকুর সামর্থ্য রাখতেন, ততটুকুরই নির্দেশ দিতেন। একবার তাঁরা বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা তো আগন্তর মত নই। আল্লাহ তা'আলা আগন্তর পূর্ববর্তী এবং

পরবর্তী সকল ক্ষমতা যাক করে দিয়েছেন।' একথা তখন তিনি রাগ করলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকে রাগের ছিল প্রকাশ পাইল। এরপর তিনি বললেন : তোমাদের চাইতে আল্লাহকে আমিই বেশী ভয় করি ও বেশী জানি।

- ١٤. بَابُ مِنْ كُرْبَةِ أَنْ يُعَودَ فِي الْكُفُرِ كَمَا يَكْرُهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الْإِيمَانِ -

১৪. পরিষেদ : কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগনে নিষিদ্ধ হবার ন্যায় অপসন্দ করা ইমানের অঙ্গ
 ২০. حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَاتِدَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ ثَلَاثَةُ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ حَلَوةَ الْإِيمَانِ مِنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمِنْ أَحَبُّ عِبَادًا لِأَيْمَانِهِ إِلَّهٌ - وَمِنْ يُكْرَهُ أَنْ يُعَودَ فِي الْكُفُرِ بَعْدَ أَذْنَقَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرُهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ -

২০. সুলায়মান ইবন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) বলেন : তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ইমানের স্বাদ পায়—(১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় ; (২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কেন বাস্তাকে মুহক্মত করে এবং (৩) আল্লাহ তাঁর কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফর-এ ফিরে যাওয়াকে আগনে নিষিদ্ধ হওয়ার মতোই অপসন্দ করে।

- ١٥. بَابُ تَفَاهُمُ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ -

১৫. পরিষেদ : আমলের দিক থেকে ইমানদারদের প্রেরিতের জরুরদে
 ২১. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمِيرِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ الْخْطَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوهُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالٌ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا فَدِ اشْوَوْنَ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَاةِ شَكْ مَالِكٍ فَيُبَثِّقُونَ كَمَا تَبَثَّتُ الْحَيَاةُ فِي جَانِبِ السَّبِيلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفَرَاءَ مُلْتَقِيَةً قَالَ وَهُنَّ بِهِ حَدَّثُنَا عَنْ رُوْسُ الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلٌ مِنْ خَيْرٍ -

২১. ইসমা'ইল (র).....আবু সাঈদ বুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন : জাহানাতীগণ জাহানে এবং জাহানামীরা জাহানামে প্রবেশ করবেন। পরে আল্লাহ তাঁর সামাজিক সম্পর্কে একটি সরিষা পরিমাণও ইমান রয়েছে, তাকে দোষৰ থেকে বের করে নিয়ে আস। তারপর তাদের দোষৰ থেকে বের করা হবে এমন অবস্থায় যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। এরপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক (র) শব্দ মু'টের কোনটি এ সম্পর্কে সম্বেদ পোষণ করেছেন] নদীতে ফেলা হবে। কলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর পাশে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো

কেমন ইস্লাম রচনের হয় ও যন হয়ে গজায় ? উহাইব (র) বলেন, 'আমর (র) আমাদের কাছে এর জ্ঞান এবং জীবন হলে খুলে খুলি মন খুবি করেছেন ।

২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِيهِ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَتَّيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ أَنَا نَاهِمُ رَأْيَ النَّاسِ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ وَطَعْنُهُمْ قُمْصٌ مِّنْهَا مَا يَبْلُغُ الشَّرِيْقَيْ وَمِنْهَا مَادُونَ ذَلِكَ وَعَرَضَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَطَعَنَهُ قَبِيْصٌ يَجْرِيْ فَقَالَ فَمَا أَوْلَىٰ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينُ .

২২ মুহাম্মদ ইবন উবায়ানুত্তাহ (র).....আবু উয়ামা ইবন সাহল ইবন হনাইফ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু সাইদ খুদরী (রা)-কে বলতে তানেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একবার আমি দুষ্প্র অবস্থায় (হঁপ্রে) দেখলাম যে, শোকদেরকে আমার সামনে হাযির করা হচ্ছে । আর তাদের পরাণে রায়েছে জামা । কারো জামা বুক পর্যন্ত আর কারো জামা এর নীচ পর্যন্ত । আর উমর ইবনুল খাতাব (রা)-কে আমার সামনে হাযির করা হল এমন অবস্থায় যে, তিনি তাঁর জামা (এত লম্ব যে) টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন । সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ । আপনি এর কী তা'বীর করেছেন ? তিনি বললেন : (এ জামা মানে) দীন ।

১৬. بَابُ الْحَيَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ -

১৬. পরিচ্ছেদ : লজ্জা ঈমানের অঙ্গ

২২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى ذَمَّهُ فَإِنَّ الْحَيَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ .

২৩ আবদুত্তাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবদুত্তাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি তাঁর ভাইকে তখন (অধিক) লজ্জা ত্যাগের জন্য নদীহত করছিলেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : ওকে ছেড়ে দাও । কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ ।

১৭. بَابُ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوْنَةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ -

১৭. পরিচ্ছেদ : যদি তারা ত শুবা করে, সালাত কাঠেম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে । (৯ : ৫)

২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَعْوَةِ الْحَرْمَيْ بْنِ عَمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ

وَقَدْ بَنْ مُحَمَّدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَمَّدَ عَنْ أَبِينِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَمْرَتُ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهُدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَيَّمُوا الصَّلَاةَ وَرَقِّيَّا الرُّكَّاةَ فَإِذَا فَعَلُوْ ذَلِكَ عَصَمُوا مِنْ يَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .

২৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-মুসনাদী (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আমি লোকদের সাথে যুক্ত চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেন ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কার্যম করে ও যাকাত দেয়। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা শান্ত করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে হতক্রু কথা। আর তাদের হিসাবের ভাব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।

۱۸. بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْأَيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ -

لِتُقْتَلُ اللَّهُ تَعَالَى وَتِلْكَ الْجِنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَوْمِ بَعْلَى نَوْرِيْكَ لَنْسَنَتُهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَى لِمَيْتِلْ هَذَا فَلَيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ -

১৮. পরিষেদ : যে বলে 'ঈমান আমলেরই নাম'

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর পরিথেক্ষিতে :

وَتِلْكَ الْجِنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ (৪৩ : ৭২)

فَوَرِيكَ لَنْسَنَتُهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

সুতরাং কসম আপনার ববের। আমি তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই সে বিষয়ে, যা তারা করে (১৫ : ৯০)। আল্লাহ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে আলিমদের এক দল বলেন, - লা إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - এর স্থীকারোভি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : **لِمَيْتِلْ هَذَا فَلَيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ** -

এজপ সাফল্যের জন্য আমলকারীদের উচিত আমল করা। (৩৭ : ৬১)

২৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونَسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسْتَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَيَّلَ أَيَّ الْعَمَلِ أَفْخَلَ فَقَالَ أَيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ .

قَيْلَ لَمْ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَيْلَ لَمْ مَاذَا قَالَ حَجَجَ مِبْرَدٌ .

২৫ আহমদ ইবন ইউসুস ও মুসা ইবন ইসমা'ইল (র).....আবু হুয়াবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজাসা করা হল, 'কোনু আমলটি উত্তম ?' তিনি বললেন : 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ইমান আনা।' অশু করা হল, 'তারপর কোনটি ?' তিনি বললেন : 'আল্লাহর রাজ্যাধির জিহাদ করা।' অশু করা হল, 'তারপর কোনটি ?' তিনি বললেন : 'মক্কাল হজ্জ।'

١٩. بَابٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ أَوْ الْخَفْدِ مِنَ الْفَتْلِ لِقُولِّهِ تَعَالَى قَاتَلَ الْأَغْرَابَ أَمْنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قُولِّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ أَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - الْأُبَيْ

১৯. পরিচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণ যদি খাটি না হয় বরং বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বা হত্যার ভয়ে হয়, তবে তার ইসলাম গ্রহণ মহান আল্লাহর এ বাণী অনুযায়ী হবে :

قَاتَلَ الْأَغْرَابَ أَمْنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا -

"আরব মরবাসিগণ বলে, আমরা ইমান আনলাম; আপনি বলে দিন, "তোমরা ইমান আননি; কর তোমরা বল, 'আমরা বাহ্যিক মুসলিম হয়েছি।'" (১৯ : ১৪)

আর ইসলাম গ্রহণ খাটি হলে তা হবে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী অনুযায়ী :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।" (৩ : ১৯)

২৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَاصِرٍ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى أَعْطَى رَهْبَانَيْ رَهْبَانَيْ وَسَعْدَ جَالِسَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىٰ فَقْتَلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَالِكَ عَنْ فَلَانِ فَوْاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْمَسْلِمًا فَسَكَتَ قَيْلَلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ بِهِ فَعُدْتُ لِمَقَاتَلَتِي فَقْتَلَ مَالِكَ عَنْ فَلَانِ فَوْاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْمَسْلِمًا فَسَكَتَ قَيْلَلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ بِهِ فَعُدْتُ لِمَقَاتَلَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدَ إِنِّي لَأَعْطِيَ الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ أَحْبَ إِلَيْهِ خَشِيَّةً أَنْ يُكَبِّهَ اللَّهُ فِي النَّارِ فَرَوَاهُ يَئِسٌ وَصَالِحٌ وَمَغْرِبٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

২৬ আবুল ইয়ামান (র)...সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে কিছু দান করলেন। সাদ (রা) সেখানে বসে ছিলেন। সাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এক বাতিকে কিছু দিলেন না। বুদ্ধী শরীফ (১) — ৪

সে ব্যক্তি আমার কাছে তাদের চেয়ে অধিক পদচন্দনীয় ছিল। তাই আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ। অনুক ব্যক্তিকে আপনি বাস দিলেন কেন? আপ্তাহের কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন : (মু'মিন) না মুসলিম। তখন আমি কিছুক্ষণ চূপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম, আপনি অনুককে দানের ব্যাপারে বিরত রাখিলেন। আপ্তাহের কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন : 'না মুসলিম।' তখন আমি কিছুক্ষণ চূপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারও সেই জবাব দিলেন। তারপর বললেন : 'সা'দ। আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্য লোক আমার কাছে তার চাইতে বেশী প্রিয়। তা এ আশঙ্কায় যে (সে ইহান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে), আপ্তাহ তাঁ'আলা তাকে অধোমুখে জাহান্নামে ফেলে দেবেন।

এ হাদীস ইউনুস, সালিহ, মামার এবং যুহুরী (র)-এর ভাতিজা যুহুরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٠. بَابُ إِنْقَادِ السُّلْطَنِ مِنَ الْإِسْلَامِ -

وَقَالَ عَمَّارٌ ثَلَاثَةٌ مِنْ جَمِيعِهِنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانُ الْإِنْصَافَ مِنْ تَقْسِيْكَ وَبَذَلُ السُّلْطَنِ لِلْعَالَمِ. فِي الْإِنْقَادِ
مِنَ الْأَقْتَارِ -

২০. পরিচ্ছেদ : সালামের প্রচলন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত আপ্তার (রা) বলেন, 'তিনটি গুণ যে আয়ত্ত করে, সে (পূর্ণ) ইমান স্বাক্ষর করে : (১) নিজ থেকে ইনসাফ করা, (২) বিশ্বে সালামের প্রচলন, এবং (৩) অভাবগ্রস্ত অবস্থায়ও দান করা

حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتْمَىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَيْثَمٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ قَلِيلًا أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَعْطِيمُ الطَّعَامِ . وَتَقْرَأُ السُّلْطَنَ عَلَى مَنْ عَرَفَتْ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

২৭

২৭ | কুতায়বা (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাস করল, 'ইসলামের কোনু কাজ সবচাইতে উত্তম?' তিনি বললেন : তুমি লোকদের আহার করাবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষ সকলকে সালাম করাবে।

٢١. بَابُ كُفَّارِ الْعَشِيرَةِ وَكُفَّارِ بُونَ كُفَّارِ فِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَيِّ عَنْ النَّبِيِّ -

২১. পরিচ্ছেদ : স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা। আর এক কুফ্র অন্য কুফ্র থেকে ছোট। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু সাইদ যুসুরী (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَشْلُمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ

أَرَيْتَ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءَ يَكْفُرُنَّ قَبْلَ أَيْكُفُرُنَّ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرُنَّ الْعَشِيرَةُ وَيَكْفُرُنَّ الْإِحْسَانَ

২৮

لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَا مِنْ الْمُهْرَمَ رَأَيْتَ مِنْكَ شَيْئاً قَاتَ مَا رَأَيْتَ مِنْكَ خَيْرًا فَطَ

২৮ [আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র)..... ইবন 'আকবাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইবশাদ করেন : আমাকে জাহানাম দেখানো হয়। ('আমি দেবি), তার অধিবাসীদের অধিকাংশই ঝীলোক; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারা কি আল্লাহ'র সঙ্গে কুফরী করে?' তিনি বললেন : 'তারা বাহীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান অঙ্গীকার করে।' তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, 'আমি কখনো তোমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাইনি।'

۲۲. بَابُ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ -

وَلَا يَكُفُرُ صَاحِبُهَا بِإِرْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشَّرِكِ لِقُولُ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ أَمْرُنِي بِهِ كَمَا جَاءَكُمْ وَلَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَلَا يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَانِ -

২২. পরিচ্ছেদ : পাপ কাজ জাহিলী যুগের স্বভাব

আর শিরীক ব্যক্তীত অন্য কোন পাপে লিঙ্গ হওয়াতে ঐ পাপীকে কাফির বলা যাবে না। যেহেতু নবী করীম ﷺ [আবু যুব (রা)-কে লক্ষ্য করে] বলেছেন : তুমি এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে জাহিলী যুগের স্বভাব রয়েছে। আর আল্লাহ'র বাণী :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَلَا يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَانِ -

"আল্লাহ' তার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইস্ক্র ক্ষমা করেন।" (৪ : ৪৮)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُقْرِنِينَ افْتَلَوْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا -

"মু'মিনদের দুদল দ্বন্দ্বে লিঙ্গ হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে।" (৪৯ : ৯)। (সংস্কৃতের পাপে লিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও) তাদের তিনি মু'মিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادَ أَبْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَيُونُسُ عَنْ الْحَسْنِ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ نَهَيْتُ لِأَنْصَرُ مَذَا الرَّجُلُ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصَرُ مَذَا الرَّجُلُ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمُانِ يُسْتَقِيمُهُمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ -

২৯ 'আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক (র)..... আহনাফ ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (সিফার্ফীনের যুক্ত) এ ব্যক্তিকে [আলী (রা)-কে] সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম। আবু বাকরা (রা)-এর সাথে

ଆମାର ସାକ୍ଷାତ ହଲେ ତିନି ବଲଲେନ : 'ତୁମି କୋଥାଯ ଯାଏ' ଆମି ବଲଲାମ, 'ଆମି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରାତେ ଯାହିଁ' । ତିନି ବଲଲେନ : 'ହିରେ ଯାଓ । କାରଣ ଆମି ରାସୂଲୁଆହ, ﷺ -କେ ବଲାତେ ଉନ୍ନେହି ଯେ, ମୁ'ଜନ ମୁସଲମାନ ତାଦେର ତରବାରି ନିଯେ ମୁଖୋମୁଖୀ ହଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟେ ଜାହାନାମେ ଯାବେ ।' ଆମି ବଲଲାମ, 'ଇହା ରାସୂଲୁଆହ ! ଏ ହତ୍ୟାକାରୀ (ତୋ ଅପରାଧୀ), କିମ୍ବୁ ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତିର କି ଅପରାଧ ? ତିନି ବଲଲେନ, (ଲିଚ୍‌ଯାଇ) ସେ ତାର ସଂଦ୍ରିକେ ହତ୍ୟା କରାର ଜନ୍ୟ ଉଦ୍ଦୟୀବ ଛିଲ ।'

୨୦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ قَالَ لَقِيَتْ أَبَا ذَرَ بِالرَّبِيعَةِ وَعَلَيْهِ حَلَّ وَعَلَى غَلَامِ حَلَّ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَيْنَ سَابَقَ رَجُلًا قَعِيرَةً يَأْمِنُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرِ أَعْيُنْتُهُ يَأْمِنُ إِنَّكَ أَشَدُّ فِينَكَ جَاهِلَةً إِخْرَانَكُمْ خَوْلَكُمْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخْفَهُ تَحْتَ يَدِمْ فَلَيَطْعَمْهُ يَأْكُلُ وَلَيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلْفْتُمُوهُمْ فَأَعْيُنْهُمْ .

୩୦ ମୁଲ୍ୟମାନ ଇବନ୍ ହାରବ (ର).....ମାର୍କର (ର) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆହେ, ତିନି ବଲଲେନ : ଆମି ଏକବାର ରାବାଯା ନାମକ ଙ୍କାଳେ ଆବୁ ଯର (ରା)-ଏର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ କରଲାମ । ତଥବ ତାର ପରାନେ ଛିଲ ଏକ ଜୋଡ଼ା କାପଡ଼ (ଲୁଙ୍ଗ ଓ ଚାଦର) ଆର ତାର ଚାକରେର ପରାନେଓ ଛିଲ ଠିକ ଏକଇ ଧରନେର ଏକ ଜୋଡ଼ା କାପଡ଼ । ଆମି ତାଙ୍କେ ଏର (ସମଜାର) କାରଣ ଜିଜାମା କରଲାମ । ତିନି ବଲଲେନ : ଏକବାର ଆମି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଗାଲି ନିଯୋହିଲାମ ଏବଂ ଆମି ତାକେ ତାର ମା ସମ୍ପର୍କେ ଲଜ୍ଜା ଦିଯୋହିଲାମ । ତଥବ ରାସୂଲୁଆହ, ﷺ ଆମାକେ ବଲଲେନ : 'ଆବୁ ଯର ! ତୁମି ତାକେ ତାର ମା ସମ୍ପର୍କେ ଲଜ୍ଜା ଦିଯେଇ । ତୁମି ତୋ ଏମନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୋମାର ମଧ୍ୟେ ଏଥିନେ ଜାହିଲୀ ଯୁଗେର ସ୍ଵଭାବ ରହେଇ । ଜେଣେ ରେଖେ, ତୋମାଦେର ଦାସ-ଦାସୀ ତୋମାଦେଇ ଭାଇ । ଆଜ୍ଞାହୁ ତା 'ଆଲା ତାଦେର ତୋମାଦେର ଅଧୀନଷ୍ଟ କରେ ଦିଯୋହେନ । ତାଇ ଥାର ଭାଇ ତାର ଅଧୀନେ ଥାକବେ, ସେ ଯେଣ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଯା ଥାଏ ତାକେ ତା-ଇ ଖାଗ୍ୟାଯ ଏବଂ ନିଜେ ଯା ପରେ, ତାଙ୍କେ ତା-ଇ ପରାଯ । ତାଦେର ଉପର ଏମନ କାଜ ଚାପିଯେ ଦିଓ ନା, ଯା ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଶୁବ୍ର ବେଶୀ କଟକର । ଯଦି ଏମନ କଟକର କାଜ କରାତେ ଦାଓ, ତାହଲେ ତୋମରାଓ ତାଦେର ସେ କାଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ ।

୨୨. بَابُ ظَلَمٌ دُونَ ظَلَمٍ

୨୩. ପରିଚେଦ : ହୁଲୁମେର ପ୍ରକାରରେ

୨୪ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشَرٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شَعْبَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتِ الْأَذْيَنُ أَمْنَوْا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظَلَمٍ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الشَّرِكَ لَظَلَمٌ عَظِيمٌ .

୩୧ ଆବୁଲ ଉୟାଲୀଦ ଏବଂ ବିଶ୍ଵର (ର).....ଆବଦୁଲୁଆହ (ଇବନ୍ ମାସିଉଦ) (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ :
الَّذِينَ أَمْنَوْا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظَلَمٍ -

“যারা ইমান এনেছে এবং তাদের ইমানকে যুলুম থারা কল্পিত করেনি” (৬ : ৮২) এ আয়াত নাযিল হলে
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবিগণ বললেন, ‘আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুলুম করে নি’ তখন আস্ত্রাহ
তা’আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

— إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ —

“নিচ্যাই শিশুক চরম যুলুম।” (৩১ : ১৩)

২৪. بَابُ مَلَمَةِ الْمُنَافِقِ -

২৪. পরিষেদ : মুনাফিকের আলামত
 ২২. حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ أَبْوَ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِشْعَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ بْنُ مَالِكٍ بْنُ أَبِي عَامِرٍ أَبْوَ
 سَهْيَلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيْهَا الْمُنَافِقِ ثَلَاثَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا
 أَوْتَمَنَ خَانَ .

৩২. **সুলায়মান আবুর রাবী**’ (১).....আবু হুরায়রা (১) থেকে বর্ণন করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ
করেন : মুনাফিকের আলামত তিনটি : ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ; ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে ;
এবং ৩. আমানত রাখা হলে খোন্দক করে ।

২২. حَدَّثَنَا قَيْصِمَةُ بْنُ عَقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَقِيَانُ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي اللَّهِ
 بْنِ عَشْرَبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرَبِعَ مَنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَسْلَةً مِنْهُنْ كَانَ فِيهِ
 خَسْلَةً مِنَ السِّنَاقِ حَتَّى يَدْعُهَا إِذَا أَوْتَمَنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ غَيْرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ تَابِعَةً
 شَعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ -

৩৩. **কাবীসা ইবন উকবা** (১).....আবদুল্লাহ ইবন আমর (১) থেকে বর্ণিত, নবী কর্তৃম বলেন :
 চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে সে হবে বীটি মুনাফিক । যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা
 পরিভ্যাল না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায় । ১. আমানত রাখা হলে খোন্দক
 করে ; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে ; ৩. ঘৃঞ্জ করলে ভঙ্গ করে ; এবং ৪. বিবাদে লিঙ্গ হলে অঙ্গীল গালি দেয় ।
 তুর্বা আ’মাশ (১) থেকে হানীস বর্ণনায় সুফিয়ান (১)-এর অনুসরণ করেছেন ।

২৫. بَابُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنِ الْإِيمَانِ -

২৫. পরিষেদ : লায়লাকুল কন্দুরে ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ইমানের অঙ্গুরজ

২৬. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَقْمِنْ بِكُلِّ الْفَتْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفْرَةً مَا تَقْدِمْ مِنْ ذَنبٍ .

৩৪ আবুজ ইয়ামান (র).....আবু হুয়ায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সম্মতিবের আশার লাভলাভুল কদম-এ ইবাদতে অক্ষুণ্ণ জাগুরপ করবে, তার অভীতের উন্নাশ মাঝ করে দেওয়া হবে।

২৬. بَابُ الْهُبَادَةِ مِنَ الْإِيمَانِ -

২৬. পরিষেদ : জিহাদ ইমানের অন্তর্ভুক্ত

৩৫ حَدَّثَنَا حَرْبِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاهِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْوَرْدَعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنَ حَبْرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ السُّبْرِ بَرَّ بَرَّ قَالَ إِنْتَبِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لِيَقْرِبَ إِيمَانَ بْنِ وَتَصْبِيقَ بِرْسَلِيْنَ أَنَّ أَنْجِحَةَ بِمَا قَاتَلَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةَ أَوْ الْأَخْلَاءَ أَجْلَى أَنْ أَشْقَى عَلَى أَمْنِيْنَ مَا قَعَدَتْ حَلْفَ سَرِيْرَةٍ وَالْبَرِدَتْ أَنْسَ اَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُمْ أَحْسَنَ ثُمَّ أَخْلَى ثُمَّ أَتَلَ .

৩৫ হারমীজহ ইবন হাফ্স (র).....আবু যুব'আ ইবন আমর ইবন জয়ীর (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি হযরত আবু হুয়ায়ারা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে আনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি আল্লাহর রাজ্ঞীর বের হয়, যদি সে তধু আল্লাহর উপর স্মান এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তাঁরালা মোগো দেন যে, আমি তাকে ঘৃণিয়ে আসব তার সম্মান বা গৌরীত (ও সংগ্রাম) সহ কিংবা তাকে জালাতে সাহিল করব।

আর আমর উম্মতের উপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে আ করতাম তবে কোন সেনাদশের সাথে না গিয়ে বসে থাকতাম না। আমি অবশ্যই এটা পসন্দ করি যে, আল্লাহর রাজ্ঞীর শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

২৭. بَابُ شَفَاعَةِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ -

২৭. পরিষেদ : রামাযানের রাতে নকল ইমানের অঙ্গ

৩৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ هِبَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفْرَةً مَا تَقْدِمْ مِنْ ذَنبٍ .

৩৬ ইসমাইল (র).....আবু হুয়ায়ারা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি রমাযানের রাতে ইমানসহ সম্মতিবের আশায় রাত জোগে ইবাদত করে, তার পূর্বের উন্নাশ মাঝ করে দেওয়া হয়।

۲۸. بَابٌ صَفْرٌ رَمَضَانٌ إِحْتِسَابًا مِنَ الْإِيمَانِ -

২৮. পরিষেদ : সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন ইমানের অঙ্গ

۲۷ [حَتَّىٰ ابْنُ سَلَامَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ فَضِيلٍ قَالَ حَتَّىٰ يَحْسَنَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَإِحْتِسَابًا غَيْرَهُ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبٍ .]

৩৭ [ইবন সালাম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাস্তুজ্ঞাদ ইরশাদ করেন : যে বাক্তি ইমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের তুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।]

۲۹. بَابٌ الدِّينِ يُسْرٌ -

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَئِمَّةِ السُّنْنَةِ -

২৯. পরিষেদ : দীন সহজ

নবী করীম ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট সবচাইতে পসন্দনীয় হল দীন-ই-হানীফিয়া যা সহজ সরল

২৮ [حَتَّىٰ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطْهَرٍ قَالَ حَتَّىٰ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَيُغَلَّبُ مَقْارِبُهُ وَيَبْشِرُهُ وَيُشَقِّقُهُ بِالْفُتْنَةِ وَالرُّوحَةِ وَشَرِّهِ مِنَ الدُّلُجَةِ .]

৩৮ [আবদুস সালাম ইবন মুতাহর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ইরশাদ করেন : নিশ্চয়ই দীন সহজ-সরল। দীন নিয়ে যে বাড়াবাঢ়ি করে দীন তার উপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপদ্ধতি অবলম্বন কর এবং (মধ্যপদ্ধতি) নিকটবর্তী থাক, আশাবিত্ত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের তিকু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।]

۳۰. بَابٌ الْمُسْلَةُ مِنَ الْإِيمَانِ -

وَقَدْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضْنِعَ إِيمَانَكُمْ يَعْنِي مَلَائِكَتُكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

৩০. পরিষেদ : সালাত ইমানের অন্তর্কৃত

আর আল্লাহর বাণী : আবু হুরায়রা একপ নন যে তোমাদের ইমান ব্যর্থ করবেন। (২ : ১৪৩) অর্থাৎ বায়তুল মুকাবসমূর্থী হয়ে) আদায় করা তোমাদের সালাতকে তিনি নষ্ট করবেন না।

[۲۹]

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْنِيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوْلَى مَا قَبِيلَ الْمُبَيِّنَاتِ نَزَلَ عَلَى آجَدَادِمْ لَوْ قَالَ أَخْوَاهُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا لَوْ سِبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَتُهُ قَبْلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْلَى صَلَاتِهِ مُسْلِمًا صَلَاتَ الْقُصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمً فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ صَلَّى مَعَهُ قَوْمً عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَفِيمَ رَأَكُمْ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَنَذْهَبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَكَّةَ فَذَارُوا كَتَامَمَ قَبْلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ فَدَعَ عَجَبَهُمْ إِذْ كَانُ يُصَلِّيَ قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّ وَجْهُهُ قَبْلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ قَالَ زَيْنِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تَحُولَ رِجَالٌ وَفَتَّلُوْ فَلَمْ تَمْرِ مَا تَنْقُلُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُخْسِيَ اِيمَانَكُمْ .

[۳۰] 'আমার ইবন খালিদ (র).....বারা (ইবন 'আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মদিনায় ইজরাত করে সর্বপ্রথম আনসারদের মধ্যে তাঁর নামাদের গোত্র [আবু ইসহাক (র) বলেন] বা মামাদের গোত্রে এসে ওঠেন। তিনি ঘোল-সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেন। কিন্তু তাঁর পসব ছিল যে, তাঁর কিবলা বায়তুল্লাহর দিকে হোক। আর তিনি (বায়তুল্লাহর দিকে) প্রথম যে সালাত আদায় করেন, তা ছিল আসরের সালাত এবং তাঁর সঙ্গে একদল লোক উক্ত সালাত আদায় করেন। তাঁর সঙ্গে যারা সালাত আদায় করেছিলেন তাঁদের একজন লোক বের হয়ে এক মসজিদে মুসল্লীদের কাছ দিয়ে যাওয়া হচ্ছিলেন, তাঁরা তখন কম্ভুর অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বললেন : "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, এইমাত্র আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সঙ্গে মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করে এসেছি। তখন তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থায়ই বায়তুল্লাহর দিকে ঘুরে গেলেন। রাসূলে করীম ﷺ যখন বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে সালাত আদায় করতেন তখন ইয়াহুদীদের ও আহলি-কিতাবদের কাছে এটা খুব ভাল লাগত ; কিন্তু তিনি যখন বায়তুল্লাহর দিকে (সালাতের জন্য) তাঁর মুখ ফিরালেন তখন তাঁরা এর প্রতি চুরম অসন্তুষ্ট হল।

মুহায়ার (র) বলেন, 'আবু ইসহাক (র) বারা' (রা) থেকে আমার কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁতে এ কথা ও রয়েছে যে, কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে বেশ কিছু লোক ইতিকাল করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে আমরা কি বলব, বুঝতে পারছিলাম না, তখন আল্লাহ তা'আলা নাহিল করেন :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُخْسِيَ اِيمَانَكُمْ .

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সালাতকে (যা বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে আদায় করা হয়েছিল) বিনষ্ট করবেন না।

২১. بَابُ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمُرْءَ

قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ إِذَا أَشْلَمَ الْعَبْدَ فَحَسِنَ إِسْلَامُهُ يَكْفِرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلْفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعْشَرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ شَيْفِيًّا سَيِّئَةٍ بِعِشْتَهَا إِلَآنَ يُتَجَادِلُ اللَّهُ عَنْهَا -

৩১. পরিচ্ছেদ : উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ

মালিক (র).....আবু সাইদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, বাস্তা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম উত্তম হয়, আল্লাহু তা'আলা তার আগের সব জ্ঞান মাফ করে দেন। এরপর শুরু হয় প্রতিদান; একটি সৎ কাজের বিনিময়ে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত; আর একটি মন্দ কাজের বিনিময়ে ঠিক ততটুকু মন্দ প্রতিফল। অবশ্য আল্লাহু যদি মাফ করে দেন তবে ভিন্ন কথা।

৪. حَدَّثَنَا إِشْلَحُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا أَحْسَنَ أَهْدَكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعْشَرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِيقَفِ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعِشْتَهَا .

৪০ ইসহাক ইবন মানসুর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশাপাশ করেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরূপে ইসলামের উপর কায়েম থাকে তখন সে যে নেক আমল করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত (সওয়াব) লেখা হয়। আর সে যে মন্দ কাজ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য ঠিক ততটুকুই মন্দ লেখা হয়।

২২. بَابُ أَحَبِ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْوَمَةٌ -

৩২. পরিচ্ছেদ : আল্লাহু তা'আলাৰ কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল সেটাই যা নিয়মিত করা হয়

৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ تَعَالَى نَهَىٰ عَنْهَا وَعَنْهُمْ اِمْرَأَةٌ مَنْ هَذِهِ فَلَاتَ تَذَكَّرْ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَنْ هَذِهِ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطْبِقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَأْمُلُ اللَّهُ حَتَّىٰ تَمْلَأُوا وَكَانَ أَحَبُ الدِّينِ إِلَيْهِ مَارَادَمْ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

৪১ মুহাম্মদ ইবনুল মুসাম্মা (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী কর্তৃম একবার তাঁর কাছে আসেন, তাঁর নিকট তখন এক মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-জীজাসা করলেন: 'ইনি কে?' আয়িশা (রা) উত্তর দিলেন, অস্তুক মহিলা, এ বলে তিনি তাঁর সালাতের উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: 'থাম, বুখারী শরীফ (১)-৫

তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখ, ততটুকুই তোমাদের করা উচিত। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত (সওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা ক্ষান্ত হয়ে পড়। আল্লাহর কাছে সবচাইতে পদচন্দনীয় আমল তা-ই, যা আমলকর্তী সিয়মিত করে থাকে।

۲۲. بَابُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنَفْسَاتِهِ -

وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَرِزْنَهُمْ هُدًى - وَيُزَدَّادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ .

৩০. পরিষেদ : ঈমানের বাড়া—কমা

আল্লাহ তা'আলার বাণী : আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম (১৮ : ১৩) যাতে মুমিনদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। (৭৪ : ৩১) তিনি আরও ইরশাদ করেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। (৫ : ৩) পূর্ণ জিনিস থেকে কিছু বাদ দেওয়া হলে তা অসম্পূর্ণ হয়।

٤٢ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَنِيْ قَلْبِهِ وَذَنَنْ شَعِيرَةً مِنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَنِيْ قَلْبِهِ ذَنَنْ بُرْءَةً مِنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَنِيْ قَلْبِهِ وَذَنَنْ ذَرَةً مِنْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبْيَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ النَّبِيِّ قَالَ مِنْ إِيمَانِ مَكَانٍ مِنْ خَيْرٍ .

৪২ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণন করেন, নথি ~~যে~~ ইরশাদ করেন : যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অঙ্গেরে একটি যব পরিমাণও নেকী থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অঙ্গেরে একটি গম পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অঙ্গেরে একটি অগু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

ইযাম আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, আবুল আবুল (র).....কাতাদা (র).....আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ ~~যে~~ থেকে নেকী 'ঈমান' শব্দটি রিওয়ায়ত করেছেন।

٤٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنَى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمِيسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيْهَا فِي كِتَابِكُمْ تَقْرُونَهَا لَوْ عَلِمْتُمْ مِعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلتْ لِتُخْتَنُنَا ذَلِكَ الْيَوْمِ عِنْدَمَا قَالَ أَيْهَا فِي الْيَوْمِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

وَأَنْتَمُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتٌ وَرَحْمَةٌ لِكُمُ الْإِسْلَامُ دِينُنَا . قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَقِيمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي
نَزَّلْتَ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ رَبِّكَهُ وَهُوَ قَائِمٌ بِعِرْفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ .

৪৩ হাসান ইবনুস সাকরাহ (রা).....“উমর ইবনুল খাতুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ইয়াহুনী তাকে
বলল : হে আমীরুল মু’মিনীন ! আপনাদের কিভাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন,
তা যদি আমাদের ইয়াহুনী জাতির উপর নথিল হত, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে ইন হিসেবে পালন
করতাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত ? সে বলল :

الْيَقِيمَ أَكْتَلْتُ لَكُمْ رِيْنَكُمْ وَأَنْتَمُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتٌ وَرَحْمَةٌ لِكُمُ الْإِسْلَامُ دِينُنَا .

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণসং করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম
এবং ইসলামকে তোমাদের দীন ঘনেলীভূত করলাম।” (৫ : ৩)

‘উমর (রা) বললেন, এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নবী কর্তৃম ইসলাম এর উপর নথিল হয়েছিল তা আমরা
জানি; তিনি সেদিন ‘আরাফাত সেঁড়িয়েছিলেন এবং তা ছিল জুম’আর দিন।

২১. بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْإِسْلَامِ

وَقَاتَلَهُ تَعَالَى وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ حُنَفَاءُ وَيَقْتِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكُوَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ .

৩৪. পরিষেব : ধাকাত ইসলামের অঙ্গ

আল্লাহ তা’আলার বাণী : “তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্য বিশ্বচিত্ত হয়ে
একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে, ধাকাত দিতে। আর এ-ই
সঠিক দীন।” (৯৮ : ৫)

৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ عَمِّ أَبِي سَهِيلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَانِي الرَّأْسِ نَسْمَعُ نَوْيَ صَوْتَهُ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ
حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خَمْسُ صَلَوةٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى
غَيْرِهِ مَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوِعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوِعَ
قَالَ وَذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوِعَ قَالَ فَأَدِبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ
وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اقْتَلْ إِنْ صَنَقَ .

88. ইসমাইল (র)..... তালহা ইবন উবায়াসুল্টাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, নাজুদুস্সৌ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কথার মূল আওয়ায় তলতে পাঞ্চিলাম, কিন্তু সে কি বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে অপ্র করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'দিন-রাতে পাঁচ খণ্ড সালাত'। সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো সশাত আছে?' তিনি বললেন : 'না, তবে নফল আদায় করতে পার'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'আর রম্যানের সিয়াম'। সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো সওয়ে আছে?' তিনি বললেন : 'না, তবে নফল আদায় করতে পার'।' বর্ণনাকারী বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো দেয় আছে?' তিনি বললেন : 'না; তবে নফল হিসেবে দিতে পার।'

বর্ণনাকারী বললেন, 'সে ব্যক্তি এই বলে চলে গেলেন; 'আল্লাহর কসম! আমি এর চেয়ে বেশীও করব না এবং কমও করব না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'সে সফলকাম হবে যদি সত্তা বলে থাকে।'

٢٥. بَابُ اِتِّبَاعِ الْجَنَانِ مِنَ الْاِيْثَانِ

35. পরিষেদ : জানায়ার অনুগমন ইমানের অঙ্গ

45. حَدَّسْتَا أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ الْمَنْجُونِيِّ قَالَ حَدَّسْتَا رُوحًّا قَالَ حَدَّسْتَا عَوْفًّا عَنِ الْحَسْنِ وَمُحَمَّدٌ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ مَنْ أَتَبَعَ جَنَانَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصْلِلَ عَلَيْهَا وَفَرَغَ مِنْ دُفْنِهَا فَإِنَّهُ يُرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحَدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يُرْجِعُ بِقِيرَاطٍ تَابِعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤْذِنِ قَالَ حَدَّسْتَا عَوْفًّا عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَعَالَى نَحْوَهُ .

45. আহমদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আল-মানজুফী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাম করেন : যে ব্যক্তি ইমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানায়ার অনুগমন করে এবং তার সালাত-ই-জানায়ার আদায় ও নাফল সম্পর্ক পর্যন্ত সাথে থাকে, সে দুই কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হল উচ্চ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি তখন জানায়ার আদায় করে, তারপর দাফন সম্পর্ক হওয়ার আগেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে।

'উসমান আল-মুয়াব্যিন (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী কর্মী ইবন খেকে অনুকূল হাসিস বর্ণন করেছেন।

٢٦. بَابُ خَرْفُ الْمُلْمِنِ مِنْ أَنْ يُخْبِطَ عَمَّلَهُ رَمْوَلَ يَشْعُرُ -

رَقَّانٌ إِبْرَاهِيمُ الثَّئِيْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَلْبِيَ عَلَى عَمَلِيِّ الْأَخْشِيْبَتُ أَنَّ أَكْفَنَ مَكْتَبًا وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مَلِيْكَةَ أَدْرَكَتُ ثَلَاثَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ الثَّئِيْمِيِّ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلِ

لَمْ يُكَانِ لَهُ وَيُذَكَّرُ مِنَ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ الْأَمْلَقُ وَمَا يُحْذِرُ مِنَ الْأَمْرَ أَرْعَى النَّفَاثَ
وَالْعِصَمَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِّقُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

৩৬. পরিচেদ : অজ্ঞাতসারে মু'মিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা

ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন : আমার আমলের সাথে যখন আমার কথা তুলনা করি, তখন
আশঙ্কা হয়, আমি না মিথ্যাবাদী হই। ইব্ল আবু মুলায়কা (র) বলেন, আমি নবী করীম
- এর এমন ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছি, যারা সবাই নিজেদের সম্পর্কে নিষ্ফাকের ভয়
করতেন। তারা কেউ এ কথা বলতেন না যে, তিনি জিবরীল (আ) ও মীকাইল (আ) - এর
তুল্য ঈমানের অধিকারী। হাসান (বসরী) (র) থেকে বর্ণিত, নিষ্ফাকের ভয় মু'মিনই করে
থাকে। আর কেবল মুনাফিকই তা থেকে নিশ্চিত থাকে। তওবা না করে পরম্পর লড়াই
করা ও পাপাচারে লিঙ্গ হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। কারণ আল্লাহু তা'আলা কলেন :

وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

"এবং তারা (মুনাফিক) যা করে ফেলে, জেনে তবে তার (গুনাহর) পুনরাবৃত্তি করে না।" (৩ : ১৩৫)

٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ زَيْدٍ قَالَ سَأَتْ أَبَا وَائِلَّا عَنِ الْمُرْجِيَّةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي

عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ تَعَالَى قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُورٌ .

৪৬ সুহায়দ ইব্ল 'আব'আরা (র). যুবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবু হোয়াইল (র)-
কে মুরজিজা^১ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ (ইব্ল আব'উদ) আমার কাছে বর্ণন
করেছেন যে, নবী ^২ ইব্লাস করেছেন : মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা
কুফরী।

৪৭ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ سَعْيِدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِبَادَةُ بْنُ الصَّابِيتِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى خَرَجَ يُخْبِرُ بَلِيلَةَ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرُكُمْ بِبَلِيلَةِ
الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَاحِي فَلَدُنِّي وَفَلَدُنِّي فَرَفِعْتَ وَعَسْتَ أَنْ يُكَوِّنَ خَيْرًا لَكُمْ إِنْتُسِرُهَا فِي السَّبِيعِ وَالْيَتْمَعِ وَالْخَسْرِ .

৪৮ কৃতায়ারা ইব্ল সাইদ (র). উবালা ইব্ল সামিত (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ^৩
সায়লাতুল কদৰ সম্পর্কে ব্যবহ দেওয়ার জন্য বের হলেন। তখন দু'জন মুসলমান পরম্পর বিবাল করছিল।
তিনি বললেন : আমি তোমাদের সায়লাতুল কদৰ সম্পর্কে ব্যবহ দেওয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম; কিন্তু তখন
অনুক অনুক বিবাদে লিঙ্গ ধাকায় তা (নিশ্চিত তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর হয়তো বা
এটাই তোমাদের জন্য কল্পাগকর হবে। তোমরা তা অনুসর্কাল কর ২৭, ২৯ ও ২৫তম বার্তে।

১. একটি বাতিল ফিরকা, যাদের যাত হল, তাল হোক বা মুল কেস আমলের মুল্য দেই এবং ইয়ান আনার পর কেন
জনাহ করিবো নহ।

২৭. باب سؤال جبريل الشيب عن الأيمان، وأ الإسلام و الإحسان و علم الساعة -

وبيان النبأ فَلَمْ يَكُنْ لِّجَارِهِ مُؤْمِنٌ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعْلَمُكُمْ وَيَعْلَمُ كُمْ فَيَعْلَمُ اللَّهُ كُلُّهُ دِينَكُمْ وَمَا بَيْنَ أَنفُسِكُمْ
كُلُّهُ لِوَلِدِ مُهِمَّ الظَّاهِرِ مِنَ الْإِيمَانِ وَتَعْلِيمِ تَعَالَى وَمَنْ يُتَّقْعِدُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ .

৩৭. পরিষেবা : জিবরীল (আ)। কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর কাছে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন আর টাকে দেওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর উত্তর। তারপর তিনি বললেন :

জিবরীল (আ) তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে প্রসেছিলেন। তিনি এসব বিষয়কে দীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঈমান সম্পর্কে আবদুল কামিন গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিবরণ দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা ইন্দুশাদ করেছেন :

وَمَنْ يُتَّقْعِدُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ .

"কেউ ইসলাম ব্যক্তি অন্য কোন দীন এবং করতে চাইলে তা কখনো কষুন করা হবে না" (৩:৪৫)

১৮ فَلَمْ يَكُنْ مُّسْكِنًا قَالَ حَذَّلَةُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ الشَّيْسَيِّ عَنْ أَبِي ذِئْنَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَهُ قَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا لَكُمْ
وَلِقَائِمِ وَرَسُلِهِ وَتَعْمِلُنَّ بِالْمُبْتَدَعِ ، قَالَ مَا الْإِسْلَامُ ، قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ ، وَتَقْبِيمُ الصَّلَاةِ ،
وَتَنْوِيَ الرِّكَابَ الْمُغْرُورَةَ ، وَتَصْوِيمُ رَمَضَانَ ، قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَائِنَ ثَرَاءً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
ثَرَاءً فَإِنَّهُ يَرَانَ ، قَالَ مَنِ السَّاعَةُ ، قَالَ مَا الْمُسْأَلُ عَنْهَا يَا عَلَمُ مِنَ السَّاعَاتِ وَسَأَخْبُرُكَ عَنْ اشْرَاطِهَا إِذَا
وَلَمْتَ الْأَقْمَةَ رَبِّهَا وَلَمْ تَطْلُبْ رَعْأَةَ الْأَبْلَى إِلَيْهِمْ فِي الْبَيْتَانِ فَيُنْ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ، لَمْ تَلِدْ النَّبِيُّ صَلَّى
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْأُولَى ، لَمْ أَدْبِرْ فَقَالَ رَبُّهُمْ قَالَ شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعْلِمُ النَّاسَ
بِيَتِهِمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ .

৪৮ মুসাল্লদ (ব).....আবু হুরায়রা (বা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ জনসমক্ষে বসা
ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'ইসলাম কি?' তিনি বললেন : 'ইসলাম হল,
আপনি বিশ্বাস করবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ক্ষেত্রে আপনি আপনার পুনর্জীবনের প্রতি।' তিনি জিজ্ঞাসা
করলেন, 'ইসলাম কি?' তিনি বললেন : 'ইসলাম হল, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে

শর্হীক করবেন না, সালাত কার্যেম করবেন, ফরয যাকাত আসায করবেন এবং রমজান-এর সাওয় পালন করবেন।' ঐ বাকি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইহসান কি?' তিনি বললেন : 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে), তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ বাকি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিয়ামত কবে?' তিনি বললেন : 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞাসাকারী অশেক্ষা বেশী জানেন না। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিব: বাঁশী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অটোলিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের বিষয়া) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।' এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলিম এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ.....
الْأَيْمَانُ

'কিয়ামতের জন্ম কেবল আল্লাহরই নিকট.....' (৩১ : ৩৪)

এরপর ঐ বাকি চলে গেলে তিনি বললেন : 'তোমরা তাঁকে ফিরিয়ে আন।' তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি জীবরীল (আ)। লোকদেরকে তাঁদের মৌল শেখাতে এসেছিলেন।'

আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলিম এসব বিষয়কে ইমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২৮. بَابٌ

৩৮. পরিচ্ছেদ :

٤٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَخْبَرَتِي أُبُو سَعْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَائِنَكَ هَلْ يَرِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ يَرِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتَمَّ . وَسَائِنَكَ هَلْ يَرِيدُ أَحَدٌ سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتَهُ الْقُلُوبُ لَا يُسْخَطَهُ أَحَدٌ .

৪৯ ইবরাহীম ইবন হাম্মদা (র).....আবদুল্লাহ ইবন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু সুফিয়ান ইবন হাম্মদ আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, হিরাক্ল তাঁকে বলেছিল, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁরা (ইমানসরণগল) সংখ্যায় বাড়ছে না করছে। তুমি উভয় নিয়েছিলে, তাঁরা সংখ্যায় বাড়ছে। অকৃতপক্ষে ইমানের ব্যাপার একপই থাকে যতক্ষণ না তা পূর্ণতা লাভ করে। আবু আব্দুল্লাহ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেউ তাঁর মৌল এহল করে পর তা অপসন্দ করে মুরতাদ হয়ে যায় কি-না? তুমি জীব নিয়েছ, 'না।' অকৃত ইমান একপই, ইমানের সাথে মিশে গোলে কেউ তা অপসন্দ করে না।

২৯. بَابُ فَضْلٍ مِنِ اسْتِبْرَا لِدِينِهِ

৩৯. পরিচ্ছেদ : মৌল রক্তকারীর ফরাঈলত

৫٠ حَدَّثَنَا أَبُو نَعْيَمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاً عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ الْحِرَامِ بَيْنَ وَبِيَتِهِمَا مُشْتَهَيَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشْتَهَيَاتِ إِسْتَبَرَأَ لِيَتَهُ وَعَرَضَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّهَيَاتِ كَرَأَعَ يَدْعُ عَلَى حَوْلِ الْحِمْنِ يُؤْشِكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمْنَ إِنْ حِمْنَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمٌ أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضَفَّةٌ إِذَا صَلَحَتْ مَلَحَّ الْجَسَدِ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلُوبُ .

৫০ | আবু নু'আয়াম (৩).....নু'আম ইবন বশীর (বা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে উন্মেষ যে, 'হালাল ও স্পষ্ট এবং হারাম ও স্পষ্ট'। আর এ দু'মের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয় - যা অনেকেই জানে না। যে বাকি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিঙ্গ হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার গুণ বাসিশাহুর সংরক্ষিত চারগুভূমির আশেপাশে চুরায়, অটিলেই সেগুলোর সেখানে চুকে পড়ার আশ্চর্য রয়েছে। জেনে রাখ যে, অতোক বাসিশাহুরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিয়ন্ত কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল কলৰ।

১. بَابُ أَدَاءِ الْخُمُسِ مِنَ الْإِيمَانِ -

৪০. পরিষেদ : গনীমতের পক্ষমাংশ প্রদান ঈমানের অঙ্গরূপ

৫ | حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ أَبْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقْمِ عَيْدِنِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَاقْتَطَعَ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنْ وَقَدْ عَيْدَ الْقَيْشَ لَمَّا أَتَوْا النِّسَاءَ كَلَّتْ قَالَ مِنْ الْقَوْمِ أَوْ مِنْ الْوَقْدِ قَالُوا رَبِيعَةً قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَقْدِ غَيْرَ خَرَايَا وَلَا نَدَامِي ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحِرَامِ بَيْتَنَا وَبَيْتَكَ هَذَا الْحِرَامُ مِنْ كُلِّ الْمُضَرِّ فَعَرَفْنَا بِأَمْرِكَ فَصَلِّ تَخْبِيرٌ بِمِنْ وَرَاءِ نَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْأَشْرِيَةِ فَأَمْرَهُمْ بِأَرْبِيعِ وَنَهَامِ عَنِ أَرْبِيعِ أَمْرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، قَالَ أَنْتُمْ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ شَهادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقامَ الصَّلَاةِ ، وَآتَيْنَا الرِّزْكَ ، وَصَيَّامَ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تَعْظِمُوا مِنَ الْمُغْنِمِ الْخُمُسَ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ أَرْبِيعِ ، عَنِ الْحَنْثَمِ وَالْبَيْأَ وَالنَّقِيرِ وَالْمَعْزَفَ ، وَرَبِّيَّا قَالَ الْمَعْقِيرُ ، وَقَالَ

إِحْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنْ مَنْ فَدَاهُ كُمْ .

৫১। আলী ইবনুল জান (র).....আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি ইব্ল আকবাস (রা)-র সঙ্গে বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসাতেন। একবার তিনি বললেন : তুমি আমার কাছে থেকে যাও, আমি তোমাকে আমার সম্পদ থেকে কিছু অংশ দেব। আছি সু' মাস তাঁর সঙ্গে অবস্থান করলাম। তাহপর একদিন তিনি বললেন, আবদুল কায়স-এর একটি প্রতিনিধি দল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কোন্ কওমের? অথবা বললেন, কোন্ প্রতিনিধিদলের? তারা বলল, 'রানী'আ পোতের।' তিনি বললেন : মারহাবা সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপসর্ত ও সজ্জিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! নিষিক্ষ মাসসমূহ ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। (করণ) আমাদের এবং আপনার মাঝখানে মুহার শোগ্রীয় কাফিরদের বাস। তাই আমাদের কিছু স্পষ্ট হস্ত দিন, যাতে আমরা যাদের পিছনে রেখে এসেছি তাদের জানিয়ে দিতে পারি এবং যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা পানীয় সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি তাদের চারটি জিনিসের নির্দেশ এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর প্রতি ইয়াম আনা কিভাবে হয় তা কি তোমরা জান ?' তাঁরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন : 'তা হল এ সাক্ষ দেখো যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহায়দ রাসুল আল্লাহর রাসুল এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রময়ানের সিয়াম পালন করা; আর তোমরা গৌমাত্রের মাল থেকে এক-পক্ষমাশ প্রদান করবে। তিনি তাদেরকে চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তা হলো : সবুজ কলসী, উকলো লাউয়ের খোল, খেজুর গাছের ঠিঁ থেকে তৈরীকৃত পদ্ম এবং আলকাতরার পালিশকৃত পদ্ম।^১ রানী বললেন, বর্ণনাকৰী এবং স্বীকৃত পদ্ম (মরফত) কখনও উৎপন্ন করেছেন (উভয় শব্দের অর্থ একই)। তিনি আরো বললেন, তোমরা এগুলো ভালো করে আয়ত করে নাও এবং অন্যদেরও এগুলি জানিয়া নিও।

- ৪১. بَابٌ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ -

وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَقَى فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُفُوْمُ وَالصُّلَّا وَالزُّكَّاةُ وَالنُّجُجُ وَالصُّمُومُ وَالْحُكَّامُ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ - عَلَى نِيَّتِهِ نَقَّالَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَعْتَسِبُهُ صَدَقَةً - وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ .

৪১. পরিচ্ছেদ : আমল নিয়ত ও সওয়াবের আশা অনুযায়ী

১. এ পাতাগুলিতে সে সময় মদ জন্মুক্ত করা হত।

প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্তি তার নিয়ত অনুযায়ী। অতএব ইমান, উষ্ণ, সালাত, যাকাত, হজ, সাঁওম এবং অন্যান্য আহকাম সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ .

বলুন প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। (১৭ : ৮৪)

شَاكِلَتِهِ অর্থাৎ নিয়ত অনুযায়ী। মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যা খরচ করে, তা সদক।
নবী ﷺ বলেন, (এখন মোগ থেকে হিজরত সেই) তবে কেবল জিহাদ ও নিয়ত বাস্তী আছে।

৫১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِرٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّتْيَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نُوِيَ فَمَنْ كَانَ هِجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَ هِجَرَتْهُ لِدُنْهَا يُصِيبُهَا أَوْ أَمْرَأَةٌ يُتَرَوْجِهَا فَهِيَ هِجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

৫২ آবসুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র)..... ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ বলেন : কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্তি তার নিয়ত অনুযায়ী। অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হয় সুনিয়া হাসিলের জন্য যা কেমন নারীকে বিদেয় করার জন্য, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

৫৩ حَدَّثَنَا حَجَاجٌ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدَىٰ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرُّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْسِبُهُ فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ .

৫৪ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ تَافِعَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقْ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتْ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فِيمَا أَمْرَأْتَكَ .

৫৫ حাকাম ইবন নাফি' (র)..... সামুদ্র ইবন আবু উয়াকাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ বলেন : ‘তুমি আল্লাহর সম্মতি লাভের আশায় যা-ই খরচ কর মা কেন, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেওয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার ক্ষীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।’

٤٢. بَابُ قِولُ النَّبِيِّ مُكَفَّلَدِينَ التَّصْبِيحَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا نَمْأُلُ الْمُسْلِمِينَ وَعَامِتُمُهُمْ فَقُولُهُ تَعَالَى
إِذَا تَصْبِحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

٤٣. পরিষেব : নবী কর্তৃত মুসলিম - এর বাণীঃ 'দীন হল কল্যাণ কামনা করা' আল্লাহর রেজামন্দীর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃত্বের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

إِذَا تَصْبِحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের অবিভিন্ন অনুরাগ থাকে। (১ : ৯১)

٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْلَمَ عَنْ أَشْعَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْبَجْلِيِّ قَالَ بَأْيَقُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيمَانِ الرُّكَّةِ وَالْتَّصْبِيحِ لِكُلِّ مُشْلِمٍ .

৫৫ মুসাকান (১).....জারীর ইবন আবদুল্লাহ আল-বাজলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি
রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ - এর হাতে বায়'আত এহণ করেছি সালাত কামনা করার, যাকাত দেওয়ার এবং সকল
মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার।

৫৬ حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ
مَاتَ الْعَقِيرَةُ بْنُ شَعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَشَّلَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ يَا تَقَارِبَ اللَّهِ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَالْقَارِبُ وَالسُّكْنَيَةُ
حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمْ أَمْبَرٌ فَإِنَّا يَأْتِيَكُمْ أَلَّا نَمُّ قَالَ إِسْتَغْفِرُونِي لَا يُمْرِرُكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ لَمَّا قَالَ أَمْمًا بَعْدَ فَإِنَّي
أَتَيْتُ النَّبِيِّ تَعَالَى ثُلَّتْ أَبْأِيَكُمْ عَلَىِ الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَىِ وَالْتَّصْبِيحِ لِكُلِّ مُشْلِمٍ فَبَأْعَثْتُهُ عَلَىِ هَذَا وَدَبَّ هَذَا
الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِبُكُمْ لَمَّا اسْتَغْفَرْتُ وَنَزَلَ .

৫৭ আবু নুরাম (১).....যিজ্ঞাদ ইবন ইলামা (১) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মুগীরা ইবন ত'বা (রা)-
যেনিন ইতিকাল করেন সেদিন আমি জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছ থেকে উন্নেছি, তিনি (মিথরে)
দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, তোমরা ভায় কর এক আল্লাহকে যাঁর কোন শক্তি নাই,
এবং নতুন কোন আশীর না আসা পর্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখ, অনতিবিলম্বে তোমাদের আশীর আসবেন।
এরপর জারীর (রা) বললেন, তোমাদের আশীরের জন্য মাঝেফিরাত কামনা কর, কেননা তিনি কমা করা

১. বিখ্যাত সাহাবীঃ তিনি কৃষ্ণার আশীর ছিলেন।

ଭାଲକାସତେନ । ତାରପର ସମ୍ପଦନ, ଏକବାର ଆମି ରାମୁଜାହ ~~ପାତ୍ର~~-ଏର କାହେ ଏସେ ସମ୍ପଦାମ, ଆମି ଆପନାର କାହେ ଇମ୍ବଲାମେର ବାଯ'ଆତ ଏହଣ କରତେ ଚାଇ । ତିନି (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟେର ସାଥେ) ଆମର ଉପର ଶର୍ତ୍ତ ଆଶ୍ରୋପ କରାଲେନ । ଆର ସକଳ ମୁସଲମାନେର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିବେ । ତାରପର ଆମି ତୀର କାହେ ଏ ଶର୍ତ୍ତର ଉପର ବାଯ'ଆତ ଏହଣ କରାନାମ । ଏ ହସଜିନେର ରାବେର କମ୍ପ । ଆମି ତୋମାଦେର କଲ୍ୟାଣକାମୀ । ଏହପର ତିନି ଆଜାହୁର କାହେ ଯାଗଫିରାତ କାମନା କରାଲେନ ଏବଂ (ମିଥର ଥେକେ) ବେମେ ଗେଲେନ ।

كتابُ الْعِلْمِ
ইলম অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كتابُ الْعِلْمِ

ইلম অধ্যায়

٤٣. بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ فَقَدْ أَرْفَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ، وَقَدْ أَرْفَعَ رَبُّكَ عَنْهُ جَلَّ رَبُّ زَادَنِي عِلْمًا ।

৪৩. পরিষেদ : 'ইলমের ফয়েলত

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সরিশেষ অবহিত।" (৫৮ : ১১)

মহান আল্লাহর বাণী :

رَبِّ زَادَنِي عِلْمًا

হে আমার রব! আমার জ্ঞানের বৃক্ষি সাধন কর। (২০ : ১১৪)

٤٤. بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَدِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَاهُ الْعَدِيقَةُ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ -

৪৪. পরিষেদ : আলোচনায় মশতুল অবস্থায় ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আলোচনা শেষ করার পর প্রশ্নকারীর উত্তর প্রদান

٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَلْبَيْهُ حَقَّ قَالَ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْتَهِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَلْبَيْهِ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبْيَانٌ قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَنْجِلٍ
يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ مَنِ السَّاعَةِ فَعَصَمَيْتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ
فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَنِيكَةَ قَالَ أَيْنَ أَرَأَءُ السَّائِلِ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا

أَنَّا يَارْسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا حَسِّيْعَتِ الْأَمَانَةُ فَاتَّنْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ أَسْاعُّهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاتَّنْتَظِرِ السَّاعَةَ .

٥٧ مুহাম্মদ ইবন সিনান (র) ও ইবরাহীম ইবনুল মুনয়ির (র).....আবু হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিসে লোকদের সামনে কিছু আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে একজন কেন্দ্রীয় এসে প্রশ্ন করলেন, 'কিয়ামত করবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আলোচনায় বর্ত রাখিলেন। এতে কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা উন্মেছেন কিছু তার কথা পুনর্ব করেন নি। আর কেউ কেউ কেউ বললেন বরং তিনি উন্মেছেই পান নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচনা শেষ করে বললেন : 'কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?' সে বলল, 'এই যে আমি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ!' তিনি বললেন : 'যখন আমানত নষ্ট করা হয় তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।' সে বলল, 'কিভাবে আমানত নষ্ট করা হয়?' তিনি বললেন : 'যখন কেমন কাজের দায়িত্ব অনুপযুক্ত লোকের প্রতি ন্যাত হয়, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।'

٤٥. بَابُ مِنْ رَفِيعِ صَوْتَهِ بِالْعِلْمِ -

٤٥. পরিচ্ছেদ : উচ্চস্বরে 'ইলমের আলোচনা

٤٨ حدثنا أبو النعمان عاصم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر بن عمرو قال ثنا عائشة عن النبي ﷺ في سفرة سافرناها فادركتنا وقد أرققنا الصلاة ونحن متوضأ فجعلتنا نمسح على أرجلنا فنادى باغلى صوته ويل للذاقاب من النار مررتين أولئك .

٤٨ আবু নুমান নুমান (র).....আবুসুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পেছনে রয়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের কাছে পৌছলেন, এদিকে আমরা (আসেরের) সালাত আদায় করতে দেরী করে ফেলেছিলাম এবং আমরা উৎকৃষ্ট করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনমতে পানি দিয়ে ডিজিয়ে নিছিলাম। তিনি উচ্চস্বরে বললেন : 'পায়ের গোড়ালিঙ্গলোর (গুরুতর) জন্ম জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার এ কথা বললেন।'

٤٦. بَابُ قُولِ الْمُحْدِثِ حَدَّثَنَا أَخْبَرْنَا وَأَنْبَانَ وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ كَانَ عِنْدَ أَبِنِ عُيْنَةِ حَدَّثَنَا أَخْبَرْنَا وَأَنْبَانَ قَسْمَيْتُ وَاحِدًا وَقَالَ أَبِنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ وَقَالَ شَفِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَتِ النَّبِيِّ تَعَالَى كَلِمَةً كَذَا وَقَالَ حَدِيفَةً حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى حَدِيفَيْنِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَّةِ عَنْ أَبِنِ عَيْسَى عَنِ النَّبِيِّ تَعَالَى فِيمَا يَقُولُ عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ تَعَالَى يَقُولُ عَنْ رَبِّهِ عَنْ دِجْلُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَعَالَى يَقُولُ عَنْ رَبِّكُمْ ثَبَارَكَ وَتَعَالَى .

୪୬. ପରିଚେଦ : ମୁହାଦିସେର ଉତ୍କି : ହାନ୍ଦାସାନା, ଆଖବାରାନା ଓ ଆଖା'ଆନା ମୁହାଦିସେର ଉତ୍କି : ^د حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، أَنْبَانَا : حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، أَنْبَانَا : حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، أَنْبَانَا ^و سمعت ^ع : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ^ص وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصْدِيقُ 'ରାସ୍‌ଲୂଲ୍ହାହ' ^ع ଆମାଦେର କାଛେ ହାନ୍ଦିସ ବର୍ଣନ କରେଛେନ ; ଆର ତିନି ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କାପେ ସ୍ଥିରତ । 'ଶାକୀକ' (ରା) ଆବଦୁଲ୍ଲାହ (ରା) ଥିକେ ବର୍ଣନ କରେନ କାହିଁ କିମ୍ବା 'ଆମି ନବୀ ^ص ଥିକେ ଏକପ ଉତ୍କି ଶୁଣେଛି'..... । 'ହ୍ୟାଯକା' (ରା) ବଲେନ, 'ରାସ୍‌ଲୂଲ୍ହାହ' ^ع ଆମାଦେର କାଛେ ଦୁଟି ହାନ୍ଦିସ ବର୍ଣନ କରେଛେନ । 'ଆବୁ'ଲ 'ଆଲିଆ' (ରା) ଇବନ 'ଆକାସ' (ରା) ଥିକେ ବର୍ଣନ କରେନ, 'ନବୀ ^ص' ଥିକେ, ତିନି ତୋର ରବ ଥିକେ ବର୍ଣନ କରେନ 'ନବୀ ^ص' ^ع ଥିକେ, ତିନି ବର୍ଣନ କରେନ 'ନବୀ ^ص' ^ع ଥିକେ, 'ନବୀ ^ص' ^ع ଥିକେ, ତିନି ବର୍ଣନ କରେନ ତୋର ରବ ଥିକେ'..... । 'ଆବୁ ହ୍ୟାଯକା' (ରା) ବଲେନ, 'ନବୀ ^ص' ^ع ଥିକେ, ତିନି ତୋମାଦେର ମହିମମୟ ଓ ସୁମହାନ ରବ ଥିକେ ବର୍ଣନ କରେନ'..... ।

^{٥٩} حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ سَعْيَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْلَمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ^ص إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ النَّسْلِيمِ فَحَدَّثَنِي مَا هِيَ فَوْقَ النَّاسِ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النُّخْلَةُ فَاسْتَخْبَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدَّثَنَا مَا هِيَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ هِيَ النُّخْلَةُ .

^{٥٩} କୁତାଯବା ଇବନ 'ସାଈଦ' (ରା)..... ଇବନ 'ଉମର' (ରା) ଥିକେ ବର୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ, 'ରାସ୍‌ଲୂଲ୍ହାହ' ^ع ଏକବାବ ବଲଜେନ : ଗାଛପାଳର ମଧ୍ୟେ ଏହନ ଏକଟି ଗାଛ ଆହେ ଯାର ପାତା କରେ ନା । ଆର ତା ମୁସଲିମେର ଉପରେ । ତୋମରା ଆମାକେ ବଲ 'ସେଟି କି ଗାଛ ?' ରାଖି ବଲେନ, ତଥବ ଲୋକେରା ଜଙ୍ଗଲେର ବିଭିନ୍ନ ଗାଛ-ପାଳର ନାମ ଚିତ୍ର କରାନ୍ତେ ଲାଗଇ । 'ଆବଦୁଲ୍ଲାହ' (ରା) ବଲେନ, 'ଆମାର ମନେ ହଳ, ସୋଟି ହବେ ଖେଜୁର ଗାଛ ।' କିମ୍ବୁ ଆମି ତା ବଲକେ ଶଜାବେଥ କରିଲାମ । ତାରପର ସାହାବାରେ କିରାମ (ରା) ବଲଜେନ, 'ଇହା ରାସ୍‌ଲୂଲ୍ହାହ ! ଆପଣି ଆମାଦେର ବଲେ ଦିନ ସେଟି କି ଗାଛ ?' ତିନି ବଲଜେନ : 'ତା ହଳ ଖେଜୁର ଗାଛ ।'

୪୭. بَابُ طَرْكِ الْإِمَامِ الْمُسْتَأْنَدُ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيُخْتَبِرُ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ -

୪୭. ପରିଚେଦ : ଶାଗରିଦିଗଙ୍କେର ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ଉତ୍କାଦେର କୋନ ବିଷୟ ଉପାପନ କରା

୧. ଇହାମ ବୁଦ୍ଧାରୀର ମଧ୍ୟେ ଏକଟେ ହାନ୍ଦିସ ରିଗ୍ୟାରାତର ସମାର୍ଥକ ପାରିଭାବିକ ଶବ୍ଦ ; ମୁହାଦିସଗଙ୍କେର ମଧ୍ୟେ ଏ ସବ୍ବରେ ମତଜେନ ଆହେ ।

٦٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخْلَدٍ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ يَلَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَيْتَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرْقَهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثَنِي مَا هِيَ قَالَ فَوْقَ النَّاسِ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوْقَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النُّخْلَةُ فَاسْتَحْيَتْ ثُمَّ قَالُوا حَدَّثَنَا يَارَسُولُ اللَّهِ ، مَا هِيَ ، قَالَ مِنَ النُّخْلَةِ .

৬০ আলিম ইবন মাখলিল (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একবার বললেন : 'গাছ-পালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উপর। তোমরা আমাকে বল দেখি, সেটি কি গাছ?' রাবী বললেন, তখন লোকেরা জঙ্গের বিভিন্ন গাছপালার নাম চিন্তা করতে শাগল। 'আবদুল্লাহ' (রা) বললেন, 'আমার মনে হল, সেটা হবে খেজুর গাছ।' কিন্তু তা বলতে আমি লজ্জাবোধ করহিলাম।' তারপর সাহাবায়ে কিবাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই আমাদের বলে দিন সেটি কি গাছ?' তিনি বললেন : 'তা হল খেজুর গাছ।'

٤٨. بَابُ التِّرَاءِ مَعَ الْمُرْخَنِ عَلَى الْمُحْدِثِ وَدَائِي الْحَسَنِ وَالْئَبْرِيِّ فِي مَاكَ الْتِرَاءِ مَجَانِزَةً وَاحْتَجَ بِعَصْبَتِهِمْ فِي التِّرَاءِ عَلَى الْعَالَمِ بِعَدِيْتِ خِبَامَ بْنِ تَعْلِبَةَ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ كَيْفَ أَمْرَكَ أَنْ تُصْلِيَ الْعَلَوَاهِ الْفَقِسَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ كَيْفَ أَخْبَرَ خِبَامَ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَانِيهِ وَاحْتَجَ مَاكَ بِالصَّكَ يَقْرَأُ عَلَى الْقُفْنِ فَيَقْرَأُونَ أَشْهَدَنَا فَلَانَ وَيَقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِبِيِّ فَيَقْرَأُ الْقَارِيِّ أَقْرَأَنِي فَلَانَ .

৪৮. পরিষেদ : হাদীস পড়া ও মুহাদ্দিসের কাছে পেশ করা হাসান (বসরী), সাউদী এবং মালিক (র)- এর মতে মুহাদ্দিসের সামনে পাঠ করা জাতোয়। কোন কোন মুহাদ্দিস উত্তোলের সামনে পাঠ করার সংক্ষে যিমাম ইবন সালাবা (রা)-র হাদীস পেশ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলেন, 'আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহ কি আগনাকে নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ।' রাবী বললেন, এতেো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পাঠ করা। যিমাম (রা) তাঁর কাওমের কাছে এ নির্দেশতেলো জানান এবং তাঁরা তা শুন করেন। (ইয়াম) মালিক (র) তাঁর মতের সমর্থনে লিখিত দলীলকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, যা লোকদের সামনে পাঠ করা হলে তাঁরা বলে, 'অস্মুক আমাদের সাক্ষী বানিয়েছেন'। শিক্ষকের সামনে পাঠ করে পাঠক বলে, 'অস্মুক আমাকে পড়িয়েছেন।'

٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا يَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ

عَلَى الْعَالَمِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سَقِيَانَ قَالَ إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا يَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَتَّى
قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِيرَ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسَقِيَانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالَمِ وَقِرَاءَةُ سَوَاءٌ .

৬১ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উজ্জাদের সামনে শাশবিদের পাঠ করতে কোন বাধা নেই। 'উবায়াসুল্লাহ ইবন মূসা (র) সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন মুহাম্মদের সামনে (কেবল হাদীস) পাঠ করা হয় তখন (তিনি আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করছেন) বলায় কোন আপত্তি নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু 'আসিমকে মালিক ও সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণনা করতে গুরুতর হচ্ছি যে, 'উজ্জাদের সামনে পাঠ করা এবং উজ্জাদের নিজে পাঠ করা একই পর্যায়ের।'

৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّبِيْثُ عَنْ سَعِيدِ هُوَ الْمَقْبِرِيُّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
ثَعْبَانَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جَلوْسٌ مَعَ الشَّبِيْرِ كَلْمَةً فِي الْمَسْجِدِ تَخَلَّ رَجُلٌ عَلَى جَمْعِ
فَاتَّاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَطَّلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُّحَمَّدٌ ، وَالشَّبِيْرُ كَلْمَةً مُّتَكَبِّرٌ بَيْنَ ظَهَرَائِيهِمْ ، فَقَاتَهُ هَذَا الرَّجُلُ
الْأَيْضَنُ الْمُتَكَبِّرُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَقَالَ لَهُ الشَّبِيْرُ كَلْمَةً قَدْ أَجْبَيْكَ فَقَالَ الرَّجُلُ الشَّبِيْرُ كَلْمَةً
يَا سَائِلَكَ فَمَتَّهِدُ عَلَيْكَ فِي الْمَسْتَقْبَلِ فَلَا تَجِدُ عَلَى فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سَلِّ عَمًا بِدَائِكَ فَقَالَ أَسْتَكَ بِرِبِّكَ وَرَبِّ
مَنْ قَبْلَكَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كَلْمَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشَدْتَكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ
الْخَمْسَ فِي الْيَمِينِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشَدْتَكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تُصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ
اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ أَنْشَدْتَكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَتَسْبِيمُهَا عَلَى فَقَرَائِنَا فَقَالَ
الشَّبِيْرُ كَلْمَهُ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَمْتَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَإِنَّا رَسُولُ مَنْ وَدَانَنِي مِنْ قَوْمِيْنِ وَإِنَّا خَيْرٌ بْنَ ثَعْلَبَةَ
لَخُوَّبِيْنِ سَعْدٌ بْنُ بَكْرٍ دَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ ثَابِتٍ أَنْسِرَ عَنْ الشَّبِيْرِ كَلْمَهُ بِهِذا .

৬৩ 'আবসুল্লাহ ইবন ইটসুক (র).....আবাস ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার
আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে স্বাস্থিদে বসা হিলাম। তখন এক বাকি সভার অবস্থায় চুক্কল। স্বাস্থিদে
(আসলে) সে আর টোকটি বসিয়ে বেঁধে রাখল। এরপর সাধারণীয়ের লক্ষ্য করে বলল, 'জেসাদের শখে
চুক্কল কে ?' রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে বসা হিলাম। আমরা বললাম, 'এই
হেলান দিয়ে বসা কর্তা রাখলে বাকি হলেন তিনি।'

অরপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে আবসুল স্বাস্থিদের পুত্র !' নথি কর্তীয় ﷺ-তাঁকে বললেন :
'আমি জেসাদের জওয়াব দিবিই।' লোকটি বলল, 'আমি আপনাকে কিছু ধন্দ করব এবং সে ধন্দ করার বাপারে
কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি রাগ করবেন না।' তিনি বললেন, 'জেসাদের যেমন ইচ্ছা ধন্দ কর !'

সে বলল, ‘আমি আপনাকে আপনার রব এবং আপনার পূর্ববর্তীদের রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহই কি আপনাকে সকল মনুষের প্রতি ঝাসুলজনে পাঠিয়েছেন?’ তিনি বললেন: ‘আল্লাহ সার্ফী, হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে দিনজ্ঞতে পাঁচ শয়াত সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেন: ‘আল্লাহ সার্ফী, হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রম্যাম) সাওয়ে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেন: ‘আল্লাহ সার্ফী, হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সদকা (যাকাত) উসূল করে গরীবদের মধ্যে ভাগ করে দিতে?’ নবী ﷺ বললেন: ‘আল্লাহ সার্ফী, হ্যাঁ।’ এরপর শোকটি বলল, ‘আমি ঈমান আনলাম আপনি যা (যে শব্দ ‘আত’) এনেছেন তার উপর। আর আমি আমার কওমের বেথে আসা শোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম দিয়াম ইব্রান সা’লাবা, বনী সাল ইব্রান বকর গোত্রের একজন।’

মুসা ও আলী ইবন আবদুল হামিদ (র).....আনাস (আ) সন্দেশ একান্ধ বর্ণন করেছেন।

٦٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ الْمُغَيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَعِيْنَا فِي الْقُرْآنِ أَنَّ شَرِّ النَّبِيِّ مُحَمَّدَ وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يُعِيْنَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْأَبَادِيَّةِ الْعَاقِلُ فَيُشَرَّأَ إِلَيْهِ وَيَنْهَى نَسْمَعُ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْأَبَادِيَّةِ فَقَالَ أَنَّا نَسْأَلُكَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَرْعَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدِيقٌ فَقَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا الْعِنَافَعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فِي الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْعِنَافَعَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَواتٍ وَذَكْرَوْنَ فِي أَمْوَالِنَا قَالَ صَدِيقٌ قَالَ فِي الَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمٌ شَهْرٌ فِي سَبْتَنَا قَالَ صَدِيقٌ قَالَ فِي الَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطْعَامِ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدِيقٌ قَالَ فِي الَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فِي الَّذِي بَعَدَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ أَنَّ صَدِيقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ .

୬୩ ମୂସା ଇବନ ଇସମା'ଟ୍ରୀ (ର).....ଆମାଦେ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ, ନରୀ କରୀମଙ୍ଗ-କେ ପ୍ରକ୍ଷଳ କରାର ବ୍ୟାପରେ କୁରାଅନୁଲ କରୀମେ ଆମାଦେର ନିଷେଧ କରା ହୋଇଲି । ଆମରା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତାମ, ଏହା ଥେକେ କୋଣ ବୁଝିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସେ ତୀର କାହେ ପ୍ରକ୍ଷଳ କରୁଥିଲା ଆର ଆମରା ତା ଓନି । ତାରଙ୍ଗର ଏକଦିନ ଏହା ଥେକେ ଏକଜନ ଲୋକ ଏସେ ବଲଲ, 'ଆମାଦେର କାହେ ଆପନାର ଏକଜନ ଦୃଢ଼ ଗିଯୋଛେ । ମେ ଆ ମାଦେର ଖଦର ଦିଯୋଛେ ଯେ, ଆପଣି ବଲେନ, ଆଶ୍ରାହ ତା'ଆଳା ଆପନାକେ ରାତ୍ରରଥେ ପାଠିଯୋଛେ ।' ତିନି ବଲଲେନ: 'ମେ ସତ୍ୟ ବଲେହେ ।' ମେ ବଲଲ, 'ଆସମାନ କେ ସୃଷ୍ଟି କରେହେ ।' ତିନି ବଲଲେନ: 'ମହିମମୟ ଆଶ୍ରାହ ତା'ଆଳା ।' ମେ ବଲଲ, 'ପୃଥିବୀ ଓ ପର୍ବତମାଳା କେ ସୃଷ୍ଟି

করেছেন ?' তিনি বললেন : 'মহিমময় আল্লাহ তা'আলা !' সে বলল, 'এসবের মধ্যে উপকারী বন্দুসজ্জ কে গ্রেচেছে ?' তিনি বললেন : 'মহিমময় আল্লাহ তা'আলা !' সে বলল, 'তাহলে যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন, যর্মীন সৃষ্টি করেছেন, পর্বত স্থাপন করেছেন এবং তার মধ্যে উপকারী বন্দুসজ্জ গ্রেচেছেন, তাঁর কসম, সেই আল্লাহই কি আপনাকে রাসূলকাপে পাঠিয়েছেন ?' তিনি বললেন : 'হ্যা !' সে বলল, 'আপনার দৃত বলেছেন যে, আমাদের উপর পৌঁচ ঘণ্টাক সালাত আদায় করা এবং আমাদের মাঝের বাকাত দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন : 'সে সত্য বলেছে !' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহই কি আপনাকে এবং আমের দিয়েছে ?' তিনি বললেন : 'হ্যা !' সে বলল, 'আপনার দৃত বলেছেন যে, আমাদের উপর পাঠিয়েছে এবং আমাদের সাধারণ পালন অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন : 'সে সত্য বলেছে !' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহই কি আপনাকে এবং নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন : 'হ্যা !' সে বলল, 'আপনার দৃত বলেছেন যে, আমাদের মধ্যে যার যাত্যাতের সামগ্র্য আছে, তার উপর বায়তুল্লাহ হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন : 'সে সত্য বলেছে !' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহই কি আপনাকে এবং নির্দেশ দিয়েছে ?' তিনি বললেন : 'হ্যা !' শোকটি বলল, 'যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আমি এতে কিছু বাঢ়াবোও না, কমাবোও না। নবী ﷺ বললেন : 'সে যদি সত্য বলে থাকে তবে অবশ্যই সে জাতীয়তে দাখিল হবে।'

٤٩. يَأَبِي مَا يُذْكُرُ فِي الْمُنَوَّلِ وَكِتَابٌ أَفْلَلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْهُدَىٰ إِنَّ رَبَّكَ لَشَانٌ لِّلْمُحَاجِدِ
فَبَثَثَهَا إِلَى الْأَقْنَافِ فَدَاهِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَيَعْنَى بَنُو سَعِيدٍ وَمَا لَكَ ذَلِكَ جَانِبُ رَاحِمَتِهِ بِعِصْمِ أَهْلِ الْعِيَازِ
فِي الْمُنَوَّلِ وَبِحَدِيثِ النَّبِيِّ تَعَالَى حِبْطَ كِتَابَ الْإِمَامِ السَّرِيرِ كِتَابَ رَفَعَ لَا تَفْرَأْ هُنْ تَلْقَعُ مَكَانَ كَلَّا وَكَلَّا
لَلَّمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ رَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ تَعَالَى

৪৯. পরিচ্ছেন : শাস্তি কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব প্রদান এবং 'আলিম কর্তৃক ইলমের কথা লিখে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ

আমাস (ৱা) বলেন, 'উসমান (বা) কুরআন কর্মের বন্ধ কণি তৈরী করিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রাঠান।' 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (বা), ইবাহিয়া ইবন সাইদ ও মালিক (বা) এটাকে জাহেয মনে করেন। কোন কোন হিজায়বাসী ছাত্রকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ — এর এ হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন যে, তিনি একটি সেমানদের প্রধানকে একখানি পত্র দেন এবং তাঁকে বলে দেন, অমুক অমুক স্থানে না পৌছা পর্যন্ত এটা পড়ো না। এরপর তিনি ঘৰন সে স্থানে পৌছলেন, তখন লোকের সামনে তা পড়ে শোনান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ — এর নির্দেশ জাদেরকে জানান।

٦٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعْثَ بِكِتَابٍ رَجُلًا وَأَمْرَهُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِشْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرْقَهُ فَخَسِبَ أَنَّ ابْنَ الْمُسِيْبِ قَالَ فَدَمَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ بَعْثَ أَنْ يُمْزِقُوْ كُلُّ مُعْزَقٍ .

٦٤ ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবদুল্লাহ ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বাতিকে তাঁর চিঠি মিয়ে পাঠালেন এবং তাঁকে বাহরায়দের গভর্নর-এর কাছে তা পৌছে দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর বাহরায়দের গভর্নর তা কিস্রা (পারস্য স্ট্রাট)-এর কাছে দিলেন। প্রতিটি পজুর পর সে হিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। [বর্ণনকারী ইবন শিঘাব (র) বলেন] আমার ধরণে ইবন মুসায়াব (র) বলেছেন, (এ ঘটনার ব্যবর পেয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য বদনু'আ করেন যে, তাদেরকেও হেন সম্পূর্ণপে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।

٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقاَتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ الشَّيْءَ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يُكْتَبَ فَقِيلَ لَهُ أَنَّهُمْ لَا يَقْرَئُونَ وَنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتَرَى فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ تَفَشَّى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بَعْثَ كَانَىَ انْظَرَ إِلَى بَيَاضِهِ فَنِيَّ يَدِمَ فَلَقْتُ لِقَاتَةً مِنْ قَالَ تَفَشَّى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَنْسٌ .

٦٦ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র).....আলাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সবু করীম ইবন একবাণি পত্র লিখলেন অথবা একবাণি পত্র লিখতে মনস্ত করলেন। তখন তাঁকে বলা হল যে, তারা (রোমানী ও অন্যান্য) সীলমোহরযুক্ত ছাড়া কেবল পত্র পড়ে না। এরপর তিনি কৃপার একটি আটি (মোহর) তৈরী করালেন যার নকশা ছিল $\text{مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ}$ আমি যেন তাঁর হাতে সে আটির উজ্জ্বল (এখনো) সেখাতে পাইছি। [ত'বা (র) বলেন] আমি কাতসা (র) কে বললাম, কে বলেছে যে, তাঁর নকশা $\text{مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ}$ হিল? তিনি বললেন, 'আলাস (রা)।

٥٠. يَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِ بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا -

٥٠. পরিষেব : মজলিসের শেষ প্রাণে বসা এবং মজলিসের ভেতরে ঝোক দেখে দেখানে বসা
٦٦ حَدَّثَنَا إِسْطَعْبِيلٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ اسْلَحْقَبِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مَرْدَةَ مَوْلَى عَقِيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ الْلَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعْثَ بِنِيَّ بَيْنَهُ هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذَا أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرُ فَأَقْبَلَ إِثْنَانٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بَعْثَ وَدَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بَعْثَ فَإِمَّا أَخْدَهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَإِمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَإِمَّا الثَّالِثُ فَأَدَبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ

قَالَ إِنَّمَا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الظَّاهِرِ، أَمَا أَخْبَرْتُمْ فَأُولَئِي إِلَى اللَّهِ قُلُوبَهُ، وَأَمَا الْآخِرُ فَأَنْسَخْتُمْ فَانْسَخْتُمْ
اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَا الْآخِرُ فَأَعْرَضْتُمْ فَأَعْرَضْتُمُ اللَّهَ عَنْهُ۔

٦٦ ইসমাইল (র).....আবু উয়াকিদ আল-জায়েসী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-একবারে মসজিদে বসেছিলেন; তাঁর সঙ্গে আরও লোকজন ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনজন লোক এলেন। তন্মধ্যে সুজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃ এগিয়ে এলেন এবং একজন চলে গেলেন। আবু উয়াকিদ (রা) বলেন, তাঁরা সুজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছুক্ষণ দাঢ়িয়ে রাখিলেন। এরপর তাঁদের একজন অজলিসের ঘട্টে কিছুটা জ্বরণা দেখে সেখানে বসে পড়লেন এবং অন্যজন তাঁদের শেহলে বসলেন। আর তৃতীয় বাতি কিন্তে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিস পোষ করে (সাহাবারে কিমায়কে সজ্জ করে) বললেন: আমি কি জোরামেরকে এই তিন বাতি সম্পর্কে কিছু বলব? তাঁদের একজন অন্যান্যের দিকে এগিয়ে এসেছে তাই আল্লাহু তাকে দ্বান দিয়েছেন। অন্যজন (ভৌত ঠেলে অগ্রসর হয়ে অথবা কিন্তে যেতে) লজ্জাবোধ করেছে, তাই আল্লাহু তাঁর ব্যাপারে (তাকে শান্তি দিকে এবং রহমত থেকে বাধিত করতে) লজ্জাবোধ করেছেন। আবু অপরজ্ঞ (মজলিসে হায়ির হওয়া থেকে) সুখ ফিরিয়ে দিয়েছে, তাই আল্লাহু তাঁর থেকে সুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

٥١. يَابُّنَّ النَّبِيِّ زَكَرَ رَبُّ مُبْلِغٍ أَعْلَى مِنْ سَاعِيرٍ

৫১. পরিচ্ছদ: নবী করীম ﷺ-এর বাণী: যাদের কাছে হানীস পৌছান হয় তাদের মধ্যে
অনেকে এমন আছে, যে শ্রোতা (বর্ণনাকারী-র) চাইতে বেশী সুখসূ রাখতে পারে

٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَهِيمُ عَوْنَى عَنْ أَبْنِي سَيِّدِينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةِ عَنْ أَبِيهِ نَكْرِ الشَّبِّيِّ تَرَكَهُ قَدَّمَ عَلَى بَعْشِرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانًا بِعِصَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ أَيُّ بَعْضُهُمْ هَذَا شَكَّنَتْ حَتْلَهُ أَنَّهُ سَيِّسَيْهُ سَوْيَ إِسْبِرِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمُ النُّشُرِ قَلْنَا بَلِي قَالَ فَلَمَّا شَهَرَ هَذَا شَكَّنَتْ حَتْلَهُ أَنَّهُ سَيِّسَيْهُ بِغَيْرِ إِسْبِرِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمُ الْجَمْعِ قَلْنَا بَلِي قَالَ فَإِنْ دِيَاءَكُمْ قَمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ بِيَنْكُمْ حِرَامٌ كُحْرَمَةٌ بِيَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلِيَكُمْ هَذَا لِيَكُنَّ الشَّاهِدُ الْفَاعِلُ فَإِنْ الشَّاهِدُ عَلَى أَنْ يُلْتَغِي مِنْ هُوَ أَعْلَى لَأْمَةٍ.

৬৭ মুসালিদ (র).....আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার নবী করীম ﷺ-এর কথা উচ্চে করে বলেন, (যিসায়) তিনি তাঁর উটের উপর বসেছিলেন। একজন লোক তাঁর উটের লাগাম ধরে রেখেছিল। তিনি বললেন: 'আজ কোন দিন?' আমরা চুপ থাকলাম এবং ধূরণা করলাম যে, এ দিনটির আলাদা ক্ষেত্র নাম তিনি দেখেন। তিনি বললেন: 'এটা কুরবানীর দিন নয় কিন্তু 'আমরা বলশাম, 'কী হ্যাঁ।' তিনি বললেন: 'এটা খেন্ম মস' আমরা চুপ থাকলাম এবং ধূরণা করতে লাগলাম যে, তিনি দুর্যোগ এবং (প্রচলিত) সাম

ছাড়া অন্য কোন নাম দিবেন। তিনি বললেন : 'এটা যিশুজ্জ নয় কি ?' আমরা বললাম, 'জী হ্যা।' তিনি বললেন : (জনে রাখ) 'তোমাদের জন, তোমাদের মাল, তোমাদের স্থান তোমাদের পরম্পরার জন্য হারাম, যেমন আজকের এ মাস, তোমাদের এ শহর, আজকের এ দিন সম্মানিত। এখানে উপস্থিত বাত্তি (আমার এ বাণী) যেস অনুপস্থিত বাত্তির কাছে পৌছে দেয়। কারণ উপস্থিত বাত্তি হ্যাত এমন এক বাত্তির কাছে পৌছাবে, যে এ বাণীকে তার থেকে বেশী মুখ্য রাখতে পারবে।'

٤٢. بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقُرْبَى وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَبَدَا بِالْعِلْمِ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ مُمْرِنَةً لِلْأَنْتِيَامِ - وَدَلُّوا الْعِلْمَ مِنْ أَخْذِهِ أَخْذَ بِحَظِيرَاهُ فَإِنِّي، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلَبُ بِهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاؤُ وَقَالَ وَمَا يَعْقِلُهُ إِلَّا الْعَالَمُونُ، وَقَالَ وَقَالُوا لَوْكُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السُّعْدِ، وَقَالَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ يُبَدِّلُ اللَّهَ بِمَا خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ وَأَنَّمَا الْعِلْمُ بِالثَّلْمَ وَقَالَ أَبُو ذِئْرٍ لَوْنَ ضَعَثْتُمُ الصِّنْعَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَنَامَهُ طَنَّتْ أَنِّي الَّذِي كُلِّيَّةَ سَيْعَثُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُنَا عَلَى لَانْتِدَاثِهَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْقَافِبَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ كُونَوْ رَبِّيَّيْنِ حُكْمَاءَ عُلَمَاءَ فُقَهَاءَ، وَيَقُولُ الرَّبِّيَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّيَ النَّاسَ بِصِفَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ -

৫২. পরিচ্ছেদ : কথা ও আমলের পূর্বে ইলম জরুরী

আল্লাহু তা'আলাৰ ইৱশাদ : "سُرْتَرَأْتَ جَنَّةً رَّاَخَ، أَلَّا لِلَّهِ إِلَّا جَنَّةٌ" فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" জনে রাখ, আল্লাহু বাত্তিত অন্য কোন ইলাহ নেই। (৪৭ : ১৯)

এখানে আল্লাহু তা'আলা ইলমের কথা আগে বলেছেন। অলিমগণই নবীগণের ওয়ারিস। তারা ইলমের ওয়ারিস হয়েছেন। তাই যে ইলম হাসিল করে সে বিরাট অংশ লাভ করে। আর যে বাত্তি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহু তা'আলা তার জন্য জাল্লাতের পথ সহজ করে দেন। আল্লাহু তা'আলা ইৱশাদ করেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহুর বান্দাদের মধ্যে অলিমগণই তাকে জ্ঞ করে (৩৫ : ২৮)। আল্লাহু তা'আলা আরো ইৱশাদ করেন : "আলিমগণ ছাড়া তা কেউ বুঝে না।" অন্যত্র ইৱশাদ হয়েছে :

وَقَالُوا لَوْكُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السُّعْدِ

তারা বলবে, 'যদি আমরা তুমতাম অথবা বিবেক-বৃক্ষি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামী হতাম না (৬৭ : ১০)। আরো ইৱশাদ করেন :

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

”বল, যাদের ইলম আছে এবং যাদের ইলম নেই তারা কি সমপর্যায়ের ?“ (৩৯ : ১৯)

নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইলম অর্জিত হয়। আবু যর (রা) তার ঘাড়ের দিকে ইশারা করে বলেন, যদি তোমরা এখানে তরবারী ধর, এরপর আমি বুঝতে পারি যে, তোমরা আমার ওপর সে তরবারী চালাবার আগে আমি একটু কথা বলতে পারব, যা নবী করীম ﷺ থেকে শনেছি, তবে অবশ্যই আমি তা বলে ফেলব। নবী করীম ﷺ—এর বাণী : উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার বাণী) পৌছে দেয়। ইবন ‘আকাস (রা) বলেন, কুণ্঵া রিবানীয় (তোমরা রক্খানী হও)। এখানে মানে প্রজ্ঞাবান, আলিম ও ফকীহগণ। আরো বলা হয় রিবানীয় সে ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন।

٥٢ . بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ رَبِّيَّ يَتَحَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كُنْ لَا يَتَلَقَّبُوا -

৫৩. পরিষেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ায়—নসীহতে ও ইলম শিক্ষা দানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে লোকজন বিরক্ত না হয়ে পড়ে

[٦٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَفِيَّانُ عَنْ أَبِيهِ وَأَيْلِهِ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ رَبِّيَّ يَتَحَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةً السَّامَّةِ عَلَيْنَا .

[৬৮] মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....ইবন মাস’উল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট দিনে ওয়ায়—নসীহত করতেন, আমরা যাতে বিরক্ত না হই।

[৬৯] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التِّبَاعِ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ رَبِّيَّ قَالَ يَسِرُّوْا وَلَا تُعْسِرُوْا وَيَشِرُّوْا وَلَا تَتَنَقِرُوْا .

[৬৯] মুহাম্মদ ইবন বাশুশার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণন করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা (দীনের বাস্তবারে) সহজ পছন্দ অবলম্বন করবে, কঠিন পছন্দ অবলম্বন করবে না, মানুষকে সুসংবেদ শোনবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবে না।

٥٤ . بَابُ مِنْ جَمِيلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مُعْلَمَةٌ -

৫৪. পরিষেদ : ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা

[৭০] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيهِ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَيْلِهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنْكَرُ النَّاسُ بُوكারী শরীফ (১)۔

فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْدِتُ أَنْكَ ذَكْرُتَنَا كُلُّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَتَعَنَّى مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُمْ وَأَنِّي أَتَخْوِلُكُمْ بِالْمُؤْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةُ السُّامَةِ عَلَيْنَا .

৭০ [উসমান ইবন আবু শায়খা (র).....আবু ওয়াইল (র)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইবন মাসউদ (রা) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের শয়ায়-নসীহত করতেন। তাঁকে একজন বলল, 'হে আবু 'আবদুর রহমান ! আমার মন চায়, দেন আপনি প্রতিদিন আমাদের সন্সীহত করোন। তিনি বললেন : এ কাজ থেকে আমাকে যা বিষয়ত রাখে তা হল, আমি তোমাদের ক্লান্ত করতে পদচন্দ করি না। আবু আবি নসীহত করার ব্যাপারে তোমাদের (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য রাখি, যেমন নবী ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন আমাদের ক্লান্তির অশ্বকায়।

٥٥. بَابُ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُ فِي الدِّينِ -

৫৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহু যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন
৭১ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 سَمِعْتُ مُعاوِيَةَ خَطِيبَنَا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ
 وَاللَّهُ يُعْطِيُ، وَلَنْ تَرَأَنَ مَذِيَّ الْأُمَّةِ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفُهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ .

৭১ [সাদিদ ইবন 'উফায়ার (র).....হামাদ ইবন 'আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সু'আবিয়া (রা)-কে বক্তৃতারত অবস্থার বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী কর্তৃম বলতে শুনেছি, আল্লাহু যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো কেবল বিজ্ঞানকারী, আল্লাহই সামকারী। সর্বদাই এ উপাত্ত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হস্তমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিজ্ঞানকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٥٦. بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ -

৫৬. পরিচ্ছেদ : ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক অনুধাবন
৭২ حَدَّثَنَا عَلَىٰ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّاً قَالَ قَالَ لِي أَبْنُ أَبِي نَجِيْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِّحْتُ أَبْنَ
 عَمْرٍ إِلَى التَّعْدِيَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا حَدِيثًا وَحْدَهُ قَالَ كَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ تَعَالَى فَأَتَى بِجُمَارٍ
 فَقَالَ إِنَّمَا مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ مُتَلِّهٌ كَمِيلُ الْمُسْلِمِ فَأَرْتَهُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنْصَغَ الرَّقْمُ فَسَكَتَ
 فَقَالَ النَّبِيُّ تَعَالَى هِيَ النَّخْلَةُ .

৭২ [আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সফতে অসীম পর্যন্ত

ইবন 'উমর (রা)-এর সঙে ছিলাম। এ সময়ে তাঁকে আসুন্নাহু^১ থেকে একটি সাত হাস্তি রেঙাহেত করতে দেনেছি। তিনি বলেন, আমরা একবার সবী কর্তৃত এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর নিকট খেজুর গাছে শাখি আনা হল। তারপর তিনি বললেন : গাজপালের মধ্যে এমন একটি গাছ আছে, যার দৃষ্টান্ত মুসলিমের ন্যায়। তখন আমি বলতে চাইলাম যে, তা হল খেজুর গাছ, কিন্তু আমি ছিলাম উপর্যুক্ত সবার চাইতে বয়সে হেটি। তাই চূপ করে রাখলাম। তখন নবী^২ বললেন : 'গাছটি হলো খেজুর গাছ।'

৫৭. بَابُ الْأَغْتِيَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، وَقَالَ عُمَرُ تَنَاهَىٰ قَبْلَ أَنْ تُسَوِّدَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْدَ أَنْ تُسَوِّدَا
وَقَدْ تَعْلَمَ أَصْحَابُ الشَّرِيفِ^৩ بَعْدَ كِبْرِ سَيْئِمْ -

৫৭. পরিষেদ : ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়ার আগ্রহ 'উমর (রা) বলেন, তোমরা নেতৃত্ব লাভের আগেই জ্ঞান হাসিল করে নাও। আবু 'আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, আর নেতো বানিয়ে দেওয়ার পরও, কেননা নবী^১ – এর সাহারীগণ বয়োবৃক্কালেও ইলম শিক্ষা করেছেন

৭৩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِشْعَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَىٰ غَيْرِ مَا حَدَّثَنَا الرَّهْمَنِيُّ قَالَ
سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ الشَّيْخُ^২ لَكُلَّهُ لَا حَسْدَ إِلَّا فِي اثْتَنِينِ رَجُلٍ
أَنَّهُ اللَّهُ مَالًا فَسْلُطْنَةً عَلَىٰ هُنْكَمْ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ أَنَّهُ اللَّهُ الْحِكْمَةُ فَهُوَ يَقْضِيُ بِهَا وَيَعْلَمُهَا .

৭৩ হয়ায়নী (১).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী^১ বলছেন : কেবলমাত্র দু'টি ব্যক্তিকেই দীর্ঘ করা যায়; (১) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন, এরপর তাকে হক পথে অকাতরে ব্যার করার ক্ষমতা দেন; (২) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ তা'আলা হিকমত দান করেছেন, এরপর সে তার সাহায্যে ফারসালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।

৫৮. بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْفَضِيرِ وَقَتْلِهِ تَعَالَى هُلْ أَشْبِعْتُ عَلَى
أَنْ تُعْلِمَنِ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا -

৫৮. পরিষেদ : সম্মদ্রে ধিয়ুর (আ)– এর কাছে মুসা (আ)– এর শাওয়া আর আল্লাহ তা'আলার বাণী (আমি কি আপনার অনুসরণ করব এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন)। (১৮ : ৬৬)

৭৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْرِ الرَّهْمَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِمٍ يَعْنِي أَبِي
كِيَسَانَ عَنْ أَبِي شَهَابٍ حَدَّثَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْسٍ أَنَّهُ ثَمَارِيٌّ هُوَ وَالْعَرْبُ بْنُ قَيْسٍ

بَنْ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَضِيرٌ فَتَرَ بِهِمَا أَبْنَى كَعْبٌ فَدَعَاهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَبْنَى تَمَارِيْتُ أَنَا وَصَاحِبِيْ هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السُّبْيَلَ إِلَيْهِ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ يَذَكُّرُ شَانَةً قَالَ نَعَمْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي قَالَ مُوسَى لَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ مُوسَى بِالْعِلْمِ خَبَرَنَا خَضِيرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السُّبْيَلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ أَيْهَا وَقَيْلَ لَهُ أَذَا فَقَدَتِ الْحُوتَ فَأَرْجِعَ فَإِنَّكَ سَلَّقَاهُ وَكَانَ يَتَبَعَ أَثْرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوْيَنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَإِنَّنِي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسِيْتُ إِلَّا الشَّيْطَنَ أَنْ لَكُرْهَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارِتَدَ عَلَى أَثْرِهِمَا قَصْصَمَا فَوَجَدَا حَضِيرًا فَكَانَ مِنْ شَانِيهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ غَرْوَجَلُ فِي كَتَابِمِ .

৭৪ মুহাম্মদ ইবন কুরায়ের আয়-বুহরী (৩).....ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এবং তার ইবন কায়স ইবন হিসন আল-ফায়ারী মৃসা (আ)-এর সঙ্গে সম্পর্কে বাদামুবাদ করছিলেন। ইবন আকবাস (রা) বললেন, তিনি ছিলেন বিয়র : ঘটনাক্রমে তখন তাদের পাশ দিয়ে উবাস ইবন কাব (রা) যাওয়াছিলেন। ইবন 'আকবাস (রা) তাঁকে ডেকে বললেন : আমি ও আমার এ ভাই মতবিরোধ পোষণ করছি মৃসা (আ)-এর দেই সঙ্গীর ব্যাপারে যথে সাথে সাক্ষাত করার জন্য মৃসা (আ) আল্লাহ'র কাছে পথের সফান চেয়েছিলেন—আপনি কি নথি —কে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে অনেকেন ; তিনি বললেন, হ্যা, আমি নথি —কে বলতে জনেছি, একবার মৃসা (আ) বলি ইসরাইলের কোন এক মজলিসে হায়ির ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আপনি কাউকে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী বলে জানেন কি ?' মৃসা (আ) বললেন, 'না।' তখন আল্লাহ'র তা'আলা মৃসা (আ)-এর কাছে ওষ্ঠি পাঠালেন : হ্যা, আমার বান্দা বিয়র !' অতঃপর মৃসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করার রাস্তা জানতে চাইলেন। আল্লাহ'র তা'আলা মাছকে তাঁর জন্য নিশানা বানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বলা হল, তুমি যখন মাছটি হারিয়ে ফেলবে তখন ফিরে আসবে। কারণ, কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি তাঁর সাক্ষাত পাবে। তখন তিনি সমুদ্রে সে মাছের নিশানা অনুসরণ করতে লাগলেন। মৃসা (আ)-কে তাঁর সঙ্গী মুবক বললেন, (কুরআন মজিদের ভাষায় ১)

أَرَأَيْتَ إِذَا أَوْيَنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَإِنَّنِي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسِيْتُ إِلَّا الشَّيْطَنَ أَنْ لَكُرْهَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارِتَدَ عَلَى أَثْرِهِمَا قَصْصَمَا .

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন পাথরের কাছে বিশ্রাম নিছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে দিয়েছিলাম ; শয়তান তার কথা আমাকে ভুলিয়া দিয়েছিলমৃসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসর্কান করছিলাম। এরপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। (১৮ : ৬৩-৬৪)

তাঁরা বিয়রকে পেশেলেন। তাদের ঘটনা তা'ই, যা আল্লাহ'র তা'আলা তাঁর কিভাবে বর্ণনা করেছেন।

- ৫৯. بَابُ قَوْلِ الشَّرِيفِ تَعَالَى اللَّهُمَّ مَلِئْهُ الْكِتَابَ -

৫৯. পরিষেদ : নবী ﷺ – এর জড়ি ৪ হে আয়াত । আপনি তাকে কিতাব শিক্ষা দিন
৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاوِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنَى عَيَّاْسِ قَالَ ضَمَّنَنِي رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ اللَّهُمَّ مَلِئْهُ الْكِتَابَ .

৭৫ আবু মামুর (র).....ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে শর্ষিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাকে
 জড়িয়ে ধরে বললেন : 'হে আয়াত ! আপনি তাকে কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দিন '

- ৬০. بَابُ مَنْ يَصْبِحُ سَيِّعَ الصَّفَرِ -

৬০. পরিষেদ : বালকদের কোন বয়সের শোনা কথা গ্রহণীয়
৭৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبْيَانِ الْقَسْرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبْنَى شَهَابٍ عَنْ مُعَيْنِ الدَّهْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْمَارٍ قَالَ أَتَيْتُ رَأْيَكُمْ عَلَى جَمَارِ اثْنَانِ وَأَنَا يَوْمًا ذِي دَفَعَةٍ قَدْ نَاهَرْتُ الْإِعْتَلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يُصَلِّي بِعَيْنِي إِلَى غَيْرِ جَدَارِ فَمَرَرْتُ بِهِنْ يَدِي بَعْضَ الصَّفِرِ وَأَرْسَلْتُ الْأَثَاثَ قَرْيَعَ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِيرِ فَلَمْ يَنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ .

৭৬ ইসমাইল (র).....'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে শর্ষিত, তিনি বলেন : আমি বলিগ হবার
 নিকটবর্তী বয়সে একবার একটি মাদী গাধার উপর সজ্জার হয়ে এলাম । আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন কোন
 মেঝেয়াল সামনে না রেখেই মিনায় মালাত আসায় করছিলেন । তখন আমি কেবল এক কাতারের সামনে নিয়ে
 গেলাম এবং মাদী গাধাটিকে চারে শাওয়াল জন্য ছেড়ে দিলাম । আমি কাতারের ভেতর দুকে পড়লাম কিন্তু
 এতে কেউ আমাকে বিষেধ করলেন না ।

৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الرَّبِيعِيُّ عَنْ الرَّمْرَمِيِّ عَنْ
 مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ عَلِّتَ مِنَ النَّبِيِّ تَعَالَى مَجْهَةً مَجْهَةً فِي وَجْهِي وَأَنَا أَبْنَى خَمْسَ سِينَيْنَ مِنْ دَلْوِي .

৭৭ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....মাহমুদ ইবনুর-রায়ী (রা) থেকে শর্ষিত, তিনি বলেন, আমার মহে
 আছে, নবী ﷺ একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে আমার মুখমণ্ডলে কুশি করে দিয়েছিলেন, তখন আমি
 হিলাম পাঁচ বছরের বালক ।

- ৬১. بَابُ الْغَرْبَوْ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ -

فَرَأَلْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرًا شَهَرًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْثِيَرِ فِي حَدِيدَ وَاجْدِ

৬১. পরিষেদ : ইলম হাসিলের জন্য বের হওয়া

জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) একটি মাত্র হাদীসের জন্য 'আব্দুল্লাহ ইবন উনাস (রা) – এর
 কাছে এক মাসের পথ সফর করে গিয়েছিলেন ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْفَاقِلِ خَالِدُ بْنُ خَلِيرٍ قَاضِي حِيمَصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحَرْبُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الْقَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَمَرَّ بِهِمَا أَبْنُ بْنِ كَعْبٍ فَدَعَاهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَبْنُ تَمَارَى إِنَّا وَصَاحِبِينَ هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السُّبْلَيْلَ إِلَى لَقِيَةِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَذَكُّرُ شَانَهُ فَقَالَ أَبْنُ نَعْمَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَذَكُّرُ شَانَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْتَمْ أَحَدًا أَعْلَمْ مِنِّي قَالَ مُوسَى لَا فَإِنِّي أَعْلَمُ إِلَى مُوسَى بَلِّي عَبْدُنَا خَضِيرٌ فَسَأَلَ السُّبْلَيْلَ إِلَى لَقِيَةِ نَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ أَيْهَا وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَفَاهُ فَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَسِعُ أَنْرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَّى مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ أَذْ أَوْيَنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَأَتَى نَسِيَتُ الْحُوتِ وَمَا أَنْسَنَتِهِ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ اذْكُرْهُ . قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْشِرُ فَأَرْتَدَ عَلَى أَثْارِهِمَا قَصْصَمَا فَوْجَدَا خَضِيرًا فَكَانَ مِنْ شَانِيهِمَا مَا قَصَنَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ .

٧٨ হিমস নগরের কার্যী আবুল কাসিম বালিদ ইবন খালিড (য).....ইবন 'আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি এবং হর ইবন কাসিম ইবন হিসল আল-ফায়ারী মুসা (আ)-র সঙ্গীর ব্যাপারে বালান্সুল করছিলেন। তখন উবাই ইবন কা'ব (রা) তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইবন 'আকবাস (রা) তাঁকে জেকে বললেন: 'আমি ও আমার এ ভাই মুসা (আ)-র সেই সঙ্গীর ব্যাপারে মজবিবোধ করছি, যার সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি পাশের সকান চেয়েছিলেন—আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর স্বত্বে কিছু বলতে অনেকেন?

উবাই (রা) বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর প্রসাদে বলতে অনেকি যে, একবার মুসা (আ) বনী ইসরাইলের কোন এক সভাসিদে হাতিয়ি ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক বাতি এসে বলল, 'আপনি কাউকে আপনার ভূলবায় অধিক জানী বলে জানেন?' মুসা (আ) বললেন, 'না।' তখন আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ)-র কাছে তাঁই পাঠালেন: 'হ্যাঁ, আমার বান্ধা বিষয়।' এসপর তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য জানতে চাইলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য যাইকে তাঁর নিশানা বানিয়ে দিলেন, তাঁকে বলে দেওয়া হল, 'যখন তুমি সাহচর্য হারিয়ে ফেলবে তখন তুমি প্রত্যাবর্ত্ত করবে। তাহলে কিন্তুক্ষণের অধোই তুমি তাঁর সাক্ষাত পাবে।' তিনি সম্মত সে যাহের নিশানা অনুসর্কল করতে শাললেন: যা হোক, মুসা (আ)-কে তাঁর সঙ্গী যুবকটি বললেন: (পরিজ্ঞ কুরআনের তাবায়):

أَرَأَيْتَ أَذْ أَوْيَنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَأَتَى نَسِيَتُ الْحُوتِ وَمَا أَنْسَنَتِهِ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ اذْكُرْهُ .

"আপনি কি শক্ত করেছেন আমরা যখন পাথরের কাছে বিশ্রাম করলে আমি যাহের কথা (বলতে) কুলে পিয়েছিলাম। আর শক্তজন তার কথা আমরাকে কুলিয়ে দিয়েছিল" (১৮ : ৬০).....মুসা

(আ) বললেন : إِنَّمَا كُنَّا نَسْعَى فَارْتَدْنَا عَلَى أَثَارِهِمَا قَصْنَصًا ।”
(১৮ : ৬৪)

তারপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। শেষে তাঁরা খিয়র (আ)-কে পেয়ে গেলেন। তাঁদের (পরবর্তী) ঘটনা আল্লাহ তাঁ'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণন করেছেন।

۶۲. بَابُ فَشْلٍ مِنْ عِلْمٍ وَعِلْمٍ -

৬২. পরিছেদ : ইসলাম শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার ফায়লত

৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أَسَمَّةَ عَنْ بُرْيَدَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلُ مَا يَعْتَقِدُ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنَ الْهُدَى وَالْغَيْرِ كَثِيرٌ الْغَيْرُ أَصْبَابُ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَفِيَّةٌ قَبْلُ الْمَاءِ فَأَنْتَبَتِ الْكَلَأَ وَالْعَشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَابِ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَتَنَعَّمَ اللَّهُ بِهَا النَّاسُ فَشَرِبُوْا وَسَقَوُا وَنَدَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةُ أَخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيَعَانٌ لَا تَنْسِكُ مَا مَاءٌ وَلَا تَنْتَبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مِثْلُ مِنْ فَقَهَ فِي بَيْنِ اللَّهِ وَنَفْعِهِ مَا يَعْتَقِدُ اللَّهُ يَعْلَمُ فَعْلَمَ وَعِلْمٌ وَمِثْلُ مِنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِشْحَقُ عَنْ أَبِيهِ أَسَمَّةَ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبْلُ الْمَاءِ قَاعٌ يَعْلَمُهُ الْمَاءُ وَالصَّفَصَفُ الْمُسْتَوَى مِنَ الْأَرْضِ ।

৭২ সুহায়দ ইবনুল-আলা (র).....আবু মূসা (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তাঁ'আলা আমাকে যে হিসায়ত ও ইসলাম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টিত হল যদিনের উপর প্রতিত প্রথম বৃটির ন্যায়। কেন কেন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি তথে নিয়ে শারুর পরিসারে যাসগাতা এবং সমুজ তরুণতা উৎপাদন করে। আর কেন কেন ভূমি থাকে কঢ়িন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তাঁ'আলা তা নিয়ে আনুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পত্তালকে) পান করায় এবং তার ঘরে চাষাবাস করে। আবার কেন কেন অমি আছে যা একেবারে সম্পূর্ণ ও সম্পত্তি; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কেন ঘাসগাতা উৎপাদন করে। এই হল সে ব্যক্তির দৃষ্টিত যে নীলের জল লাভ করে এবং আল্লাহ তাঁ'আলা আমাকে যা নিয়ে প্রেরণ করেছেন আজে সে উপর্যুক্ত হয়। কলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টিত -যে সে নিকে মাঝে ভূলে তাঁকেই না এবং আল্লাহর যে হিসায়ত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা এহণও করে না।

আবু 'আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন : ইসহাক (র) আবু উসামা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি قَبْلَتْ أَبْرَاجَ (আটকিয়ে রাখে) ব্যবস্থা করেছেন। এই হল এমন ভূমি যার উপর পানি জমে থাকে। আর সে প্রক্রিয়া সম্পত্তি ভূমি।

٦٢. بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظَهُورِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيعَةُ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْئٌ مِّنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضْطَعِنَ نَفْسَهُ -

୬୩. ପରିଚେଦ : ଇଲମେର ବିଲୁଣ୍ଡି ଓ ମୂର୍ଦ୍ବତାର ପ୍ରସାର ରାବୀ'ଆ (ର) ବଲେନ, 'ଯାର କାହେ କିଛିମାତ୍ର ଇଲମ ଆହେ, ତାର ଉଚିତ ନଯ ନିଜେକେ ଅପମାନିତ କରା

୮୦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مَيْسِرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِيهِ التَّيَّابِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُبَيَّنَ الْجَهْلُ ، وَيُشَرَّبَ الْخَمْرُ وَيَظْهُرَ الرِّزْنَا .

୮୧ 'ଇମରାନ ଇଲମ ମାଯାମାରା (ର).....ଆମାର (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ, ରାସ୍‌ଲୁଗାହ କୁଳ୍ପିତ ବଲେହେଲେ ଯେ, କିମାମଟେର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ହଲ : ଇଲମ ଲୋପ ଯାବେ, ଅଜତାର ବିଞ୍ଚିତ ଘଟରେ, ମଦପାନ ବ୍ୟାପକ ହବେ ଏବଂ ବ୍ୟାଭିଚାର ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ବେ ।

୮୧ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شَعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ لَا حَدَّثَنَا لَا يَحْدَثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، أَنْ يُقْلَلُ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ . وَيُشَرَّبَ الْخَمْرُ . وَيَظْهُرَ الرِّزْنَا . وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقُولُ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينِ امْرَأَةً أَقْيَمَ الْوَاحِدُ .

୮୨ ମୁସାକ୍ବାଦ (ର).....ଆମାର (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ, ଆମି ତୋମାଦେର ଏମନ ଏକଟି ହାତୀସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଯା ଆମାର ପର ତୋମାଦେର କାହେ ଆର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାବେ ନା । ଆମି ରାସ୍‌ଲୁଗାହ କୁଳ୍ପିତ -କେ ବଲାତେ ଅନେହି ଯେ, କିମାମଟେର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ହଲ : ଇଲମ କମେ ଯାବେ, ଅଜତାର ପ୍ରସାର ଘଟରେ, ବ୍ୟାଭିଚାର ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ବେ, ଶ୍ରୀଲୋକେର ସଂଖ୍ୟା ବେଢ଼େ ଯାବେ ଏବଂ ପୁରୁଷେର ସଂଖ୍ୟା କମେ ଯାବେ, ଏମନକି ପ୍ରତି ପକ୍ଷାଶଜଳ ଶ୍ରୀଲୋକେର ଜନ୍ୟ ମାତ୍ର ଏକଜନ ପୁରୁଷ ହବେ ତତ୍ତ୍ଵାବସ୍ଥାଯକ ।

୬୪. بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ -

୬୪. ପରିଚେଦ : ଇଲମେର କରୀଲତ ୮୨ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ هُمَزةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ يَبْيَأُنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِيَقْدَحٍ لِبَنِ فَهَرِيتُ حَتَّى لَأَرَى الرَّبِّ يُخْرُجُ فِي أَطْفَارِي ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ . قَاتَلُوا فَمَا أَوْلَهُ يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ .

୮୨ ସା'ଇଦ ଇଲମ 'ଉକ୍ତାଯାର (ର).....ଇଲମ 'ଓମର (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ, ଆମି ରାସ୍‌ଲୁଗାହ କୁଳ୍ପିତ -କେ ବଲାତେ ଅନେହି, ଏକବାର ଆମି ଯୁଦ୍ଧିଯେ ହିଲାମ । ତଥାନ (ହଙ୍ଗେ) ଆମାର କାହେ ଏକ ପିଯାଳା ଦୁଖ ଆନା ହଲ । ଆମି ତା ପାନ କରିଲାମ (ତାର ପରିତ୍ରଣ ଆମାର ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲ ।) ଏମନକି ଆମାର ମନେ ହତେ ଲାଗିଲ ଯେ,

সে পরিভৃতি আমার নখ দিয়ে বের হচ্ছে। এরপর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা আমি 'উমর ইবনুল-খাতাবকে দিলাম। সাহাবায়ে কিয়াম জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এ হাতের কী তা 'বীর করেন? তিনি জওয়াবে বললেন: তা হল 'ইলম'।

٦٥. بَابُ الْفُتْنَىٰ وَهُوَ إِلَكٌ عَلَىٰ طَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْ غَيْرِهَا -

৬৫. পরিষেদ: প্রাণী বা অন্য বাহনে আসীন অবস্থায় ফতোয়া দেওয়া

٨٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ شِهَابٍ عَنْ عِيسَىٰ بْنِ مُلْحَظَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَعْنِي لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ قَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَلَقِطْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ أَتَبْحَثُ لَا حَرْجَ فَجَاءَ أَخْرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَلَقِطْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَى قَالَ أَرْمِ

وَلَا حَرْجَ فَمَا سِئَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أَخْرُ أَلْقِلْ وَلَا حَرْجَ .

৮৩ | ইসমাইল (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিদ্যা হজ্জের দিনে মিনায় মাসুমের (প্রশ়্নের উত্তর দানের) জন্য (বাহনের উপর) বসা হিলেন। লোকে তাঁর কাছে বিডিল মাসআলা জিজ্ঞাসা করছিল। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমি ভুলবশত কুরবানী করার আগেই মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন: যবেহ কর, কোন ক্ষতি নেই। আর এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ভুলবশত কঙ্কর নিক্ষেপের আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন: কঙ্কর ঝুঁড়ো, কোন অসুবিধা নেই।

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (র) বলেন, 'নবী ﷺ-কে দে দিন আগে বা পরে করা যে কাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল, তিনি একথাই বলছিলেন: কর, কোন ক্ষতি নেই।

٦٦. بَابُ مِنْ أَجَابَ الْفُتْنَىٰ بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ -

৬৬. পরিষেদ: হাত ও মাথার ইশারায় মাসআলার জওয়াব দান

٨٤ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْلَمْعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبِينِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِئَلَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ تَبَحْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي فَأَلْقِمْ بِيَدِهِ فَقَالَ وَلَا حَرْجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْمَأْ بِيَدِهِ وَلَا حَرْجَ .

৮৫ | মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, হজ্জের সময় নবী ﷺ-কে (নানা বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হল। কোন একজন বলল: আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে যবেহ করে ফেলেছি। ইবন 'আবাস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন: কোন অসুবিধা নেই। আর এক ব্যক্তি বলল: আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন: কোন অসুবিধা নেই (যেহেতু ভুলবশতঃ করা হয়েছে)।

٨٥ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سَفِيَّانَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقْبِضُ الْعِلْمُ ، وَيُظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْغَفْلَةُ ، وَيُكْثَرُ الْبَرْجُ ، قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا بَرْجُ ، فَقَالَ مَكَارًا يَدْرِهُ فَعَرَفَهَا كَانَ يُرِيدُ الْقَتْلَ .

٨٦ | ৮৫ | মাঝি ইবন ইবনাইর (রা).....আবু ছহায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কর্তৃত্ব বলেন : (শেষ যাম-নাম) ইলম কুসুম নেওয়া হবে, জজ্ঞা ও গিজ্ঞাসা প্রসাৱ ঘটিবে এবং 'হোক্স' বেড়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া আমুলগাহ। 'হোক্স' কী ? তিনি শাক দিয়ে ইশারা করে বললেন : 'এ গুৰুত্ব'। যেন তিনি এর আবা 'ইত্তা' বুঁধিয়েছিলেন

٨٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَنِّي عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقَاتَتْ مَا هَذَا النَّاسُ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَيَّمٌ فَقَالَتْ سَبِّحْنَاهُ لِلَّهِ قَلَّتْ إِذَا . فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعْمَ قَفَّمَتْ حَتَّى تَجَلَّنِي الْفَقْسُ فَجَعَلَتْ أَصْبَحَ عَلَى رَأْسِ النَّاسِ فَخَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَبَرٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيَتْهُ إِلَّا رَأَيْتَهُ فِي مَقَامِهِ هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ . فَأَرْجِعْ إِلَى أَنَّكُمْ تَقْتَصِرُونَ فِي قَبْوِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لَا أَنْتُ أَيْ ذَلِكَ قَاتَ أَسْمَاءَ مِنْ فَتَّةِ الْمَسِيحِ الدِّجَالِ . يَقُولُ مَا عِلْمُكَ بِهِذَا الرُّجُلِ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ لَا أَنْتُ يَرَيْهُمَا قَاتَ أَسْمَاءَ فَيَقُولُ مَوْلَى مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهَدِيَّ فَأَجِبْنَا وَأَبْيَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَيَقُولُ نَعَّمْ صَالِحًا فَدَعَاهُنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا بِهِ . وَلَمَّا أَمْتَأْنِي أَوْ أَمْرَقَابَ لَا أَنْتَ أَيْ ذَلِكَ قَاتَ أَسْمَاءَ فَيَقُولُ لَا أَنْتُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَبَرًا نَفَاتَهُ .

٨٧ | ৮৬ | মুসা ইবন ইসমাইল (রা).....আসমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-এর কাছে এসাম, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি বললাম, মানুষের কি হয়েছে ? তিনি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন (দেখ, সূর্য খেলে গেছে)। তখন মক্কা লোক (সালাতে কুসুম আদায়ের জন্য) দাঁড়িয়ে যায়েছে। আয়িশা (রা) বললেন, সুবহানাল্লাহ। আমি বললাম, এটা কি কোন নির্দর্শন ? তিনি মাথা দিয়ে ইশারা করলেন, 'হ্যা !' এরপর আমি (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলাম। এবলকি (সালাত এক সীর্ব ছিল যে,) আমার বেঁচে হয়ে পদ্ধার উপকূল হল। তাই আমি মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। পরে (সালাত শেষে) নবী কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতুল ও নানা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন : যা কিছু আমাকে ইতি পূর্বে দেখানো হয়েছি, তা অন্তি আমার এ জ্ঞানেই দেখতে পেয়েছি। এমনকি জ্ঞান্ত এবং জ্ঞান্ত মণ্ড দেখেছি। এরপর আল্লাহ ত'আলা আমার কাছে শুরী প্রেরণ করারেল, 'তোমাদেরকে কবজ্জের মধ্যে পর্যাপ্তা করা হবে দাঙ্গালেহ ন্যায় (কঠিন) প্রীক্ষ। অথবা তার কাছাকাছি।'

ফাতিমা (রা) বলেন, আসমা (রা) (মুক্তি) শব্দ বলেছিলেন, না (কাজাকাছি) শব্দ, তা ঠিক অস্থান যন্তে নেই। (কবজ্জের মধ্যে) বলা হবে, 'এ বাকি সম্পর্কে কুমি কি জান?' তখন মুম্বিন বাক্সি বা মু'কিন

(বিশ্বাসী) ব্যক্তি [ফাতিমা (রা) বলেন] আসমা (রা) এর কোনু শৰ্পটি বলেছিলেন ঠিক আমার মনে নেই, বলবে, 'তিনি মুহাম্মদ ﷺ, তিনি আল্লাহর রসূল। আমাদের কাছে মু'জিয়া ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। তিনি মুহাম্মদ।' তিনবার একপ বলবে। তখন তাকে বলা হবে, আরামে ঘুমাও, আমরা জানতে পারলাম যে, তুমি (দুনিয়ায়) তাঁর ওপর বিশ্বাসী ছিলে। আর মুনাফিক অথবা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) ফাতিমা বলেন, আসমা কোনুটি বলেছিলেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না – বলবে, আমি কিছুই জানি না। মানুষকে (তাঁর সশ্পর্কে) কি যেন বলতে শুনেছি, তাই আমিও তাই বলেছি।

٦٧. بَابُ تَحْرِيْفِ النَّبِيِّ ﷺ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مِنْ وِرَاءَهُمْ
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْمُؤْبِرِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِذْ جَعَلْتُمْ إِلَيْهِ أَهْلِيْكُمْ فَعَلِمْتُمُّمْ -

৬৭. পরিষেদ : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও ইলমের হিফায়ত করা এবং পরবর্তীদেরকে তা অবহিত করার ব্যাপারে নবী ﷺ – এর উৎসাহ দান।

মালিক ইবনুল ছওয়াইরিস (র) বলেন, নবী ﷺ আমাদের বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের কাওমের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে শিক্ষা দাও।

حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وقد عبد القيس أتوا النبي ﷺ فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة فقال متربحا بالقوم أو بالوفد غير خزابا ولا ندايس ، قالوا أنا ناتيك من شعبة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحد من كفار مصر ولأنستطيع أن ناتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر تحير به من وراءنا ندخل به الجنة فامرهم بأربع وتهاهم عن أربع ، أمرهم بالإيمان بالله عزوجل وحده قال هل ترون ما الإيمان بالله وحده ، قالوا الله ورسوله أعلم ، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأقام الصلاة ، وأيتاء الزكوة ، وصوم رمضان ، وتعطوا الخمس من المغنم ، وتهاهم عن الدباء والحنتم والمعزف ، قال شعبة ربما قال التغافر ربما قال العفيف قال احفظوه واحببوه من وراءكم .

৮৭ 'মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র).....আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আকবাস (রা) ও লোকদের মধ্যে দোভাসীর কাজ করতাম। একদিন ইবন আকবাস (রা) বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ এর কাছে এলে, তিনি বললেন : তোমরা কোনু প্রতিনিধি দল ? অথবা বললেন : তোমরা কোনু গোত্রের, তারা বলল, 'রাবী'আ গোত্রে, তিনি বললেন : 'আরহাবা', এ গোত্রের প্রতি অথবা

এ প্রতিনিধি দলের প্রতি, এরা কোনভাবে অপদৃষ্ট ও সাহিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, 'আমরা বহু দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। আর আমাদের ও আপনার মাঝে রয়েছে কাফিরদের এই 'মুয়ার' গোত্রের বাস। আমরা শাহুর-ই-হারাম ছাড়া আপনার কাছে আসতে সক্ষম নই। সুতরাং আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দিন, যা আমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের কাছে পৌছাতে এবং তার ওসীলায় আমরা জানুরাতে দাখিল হতে পারি।' তখন তিনি তাদের চারটি কাজের নির্দেশ দিলেন এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর উপর ইমান আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন : এক আল্লাহর উপর ইমান আনা কিন্তু পে হয় জান। তারা বলল : 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভল জানেন।' তিনি বললেন : 'তা হল এ সাক্ষ দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, সালাত করেও করা, যাকাত দেওয়া এবং রমজান-এর সিয়াম পালন করা আর তোমরা গন্নামাতের মাল থেকে এক-পরমাণু দান করবে।' আর তাদের নিষেধ করলেন তখনে লাউয়ের খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতার পালিশকৃত পত্র ব্যবহার করতে। তব্বি বলেন, কর্বনও (আবু জামরা) খেজুর গাছ থেকে তৈরী পাতার কথা ও বলেছেন আবার তিনি কর্বনও-এর স্থলে (العقير)-এর স্থলে (العقير) বলেছেন। রাসূল ﷺ বললেন : তোমরা এগুলো মনোযোগ সহকারে শরণ রাখ এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের পৌছে দাও।

٦٨- بَابُ الرِّخْلَةِ فِي الْمَسْتَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَفْلِهِ-

৬৮. পরিচ্ছেদ : উত্তৃত মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজের পরিজনদের শিক্ষা দেওয়া

[٨٨]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسِنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي حُسْنِي قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَلِيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لَأْيَيْ إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَاسْتَأْمَنَهُ امْرَأً فَقَالَتْ إِيَّيْ قَدْ أَرْضَعْتَ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجُ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنِّي أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي فَرَبَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَهُ زَوْجًا غَيْرَهُ .

৮৮ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র).....উকবা ইবনুল হারিস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি আবু ইহাব ইবন আয়ীয (র)-এর কন্যাকে বিবাহ করলে তাঁর কাছে একজন শ্রীলোক এসে বলল, আমি উকবা (রা)-কে এবং সে যাকে বিয়ে করেছে তাকে (আবু ইহাবের কন্যাকে) দুধ পান করিয়েছি। উকবা (রা) তাকে বললেন : আমি জানি না যে, তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছ। আর (ইতিপূর্বে) তুমি আমাকে একথা জানাও নি। এরপর তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ কথার পর তুমি কিভাবে তার সঙ্গে সংসার করবে? এরপর উকবা তাঁর শ্রীকে আলাদা করে দিলেন এবং সে মহিলা অন্য হামীর সঙ্গে বিবাহ বকলে আবক্ষ হল।

٦٩. بَابُ التَّنَاهُرِ فِي الْعِلْمِ -

৬৯. পরিষেদ : পালাক্রমে ইলম শিক্ষা করা

৮৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبُ عَنِ الزُّفْرَى حَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْيَرِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْنِ مُؤْدِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتِ أُمِّيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَابُ النَّزْولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَّلَ جِئْنَتُهُ بِخَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَّلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَّلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَخَرَبَ بَابِيْ ضَرِبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَتَمْ هُوَ فَقِيرُتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَّثَ أَمْرٌ فَنَزَّلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَخَرَبَ بَابِيْ ضَرِبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَتَمْ هُوَ فَقِيرُتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قَالَ فَنَخَلَتْ عَلَى حَفْصَةَ قَدْ أَنَا هِيَ فَقِيرُتُ أَطْلَقْتُكُنْ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتْ لَا أَدْرِي لَمْ نَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ تَعَالَى فَقِيرُتُ وَأَنَا قَانِمٌ أَطْلَقْتُ بِسَائِكَ قَالَ لَا فَقِيرُتُ اللَّهُ أَكْبَرُ .

৮৯ 'আবুল ইয়ামান (র) ও ইবন ওহুব (র).....উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী বনি উমায়া ইবন যায়দের মহস্তায় বাস করতাম। এ মহস্তাটি হিল মদীনার উচু এলাকায় অবস্থিত। আমরা দু'জনে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হায়ির হতাম। তিনি একদিন আসতেন আর আমি একদিন আসতাম। আমি যেদিন আসতাম, সেদিনের ওহী প্রভৃতির ঘৰে নিয়ে তাকে পোছে দিতাম। আর তিনি যেদিন আসতেন সেদিন তিনি অনুরূপ করতেন। এরপর একদিন আমার আনসারী সঙ্গী তাঁর পালার দিন এলেন এবং (সেখান থেকে ফিরে) আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করতে লাগলেন। (আমার নাম নিয়ে) বলতে লাগলেন, তিনি কি এখানে আছেন? আমি ঘাবড়ে শিয়ে তাঁর দিকে গোলাম। তিনি বললেন, এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে [রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ক্রীগণকে তালাক দিয়েছেন]। আমি তখনি (আমার কন্যা) হাফসা (রা)-এর কাছে গোলাম। তিনি তখন কান্দছিলেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন? তিনি বললেন, 'আমি জানি না।' এরপর আমি নবী ﷺ-এর কাছে গোলাম এবং দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম: আপনি কি আপনার ক্রীদের তালাক দিয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন: 'না।' আমি তখন 'আল্লাহ আকবার' বলে উঠলাম।

٧٠. بَابُ الْفَسْبِ فِي الْمُعْنَاطَةِ وَالْتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ -

৭০. পরিষেদ : অপসন্ধনীয় কিছু দেখলে ওয়াষ—নসীহত বা শিক্ষাদানের সময় রাগ করা

৯০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَكَادُ أُتْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطْوِلُ بِنَا فَلَانٌ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ تَعَالَى فِي

مُوْعِظَةٌ أَشَدُّ غَصْبًا مِنْ يَوْمِنَا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنْكُمْ مُنْقَرِضُونَ فَمَنْ صَلَى بِالنَّاسِ فَلَيَخْفِفْ فَإِنْ فِيهِمْ
الْعَرِيضُ وَالضَّعِيفُ وَذَا الْحَاجَةِ .

৯০ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র).....আবু মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, একবার এক
বাতিক বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি সালাতে (জামাতে) শামিল হতে পারি না। কারণ অমুক বাতিক আমাদের
নিয়ে খুব লঢ়া করে সালাত আদায় করেন। [আবু মাস'উদ (রা) বললেন,] আমি নবী ﷺ-কে কোন ওয়াহের
মজলিসে সেদিনের তুলনায় বেশী রাগাভিত হতে দেখিনি। (রাগত হবে) তিনি বললেন : হে লোক সকল !
তোমরা মানুষের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি কর। অতএব যে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে সে যেন
সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকও থাকে।

৯১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بَلَالٍ الْعَدَيْنِيُّ عَنْ رَبِيعَةِ
بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَبَعِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهْنَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَلَّمَ رَجُلٌ عَنِ الْقُلْقَةِ
فَقَالَ أَعْرِفُ وِكَاهَهَا أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاقَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَعْتَمَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبِيعَهَا فَأَرْبَهَا إِلَيْهِ قَالَ
فَضَالَّةُ الْأَيْلِ فَفَضَبَ حَتَّى احْمَرَتْ وِجْنَتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرَ وِجْهَهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوَهَا وَحِذَاوَهَا تَرِدُ
الْعَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرُ فَذَرَهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبِيعًا . قَالَ فَضَالَةُ الْأَقْنَمُ قَالَ لَكَ أَوْ لَأَخْبِكَ أَوْ لِلَّذِينَ .

৯১ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....যাতে ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বাতিক
নবী করীম ﷺ-কে হারানো বন্ধু প্রাণি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : তার বাঁধনের রশি অথবা
বললেন, খলে-কুলি ভাল করে চিনে রাখ। এরপর এক বছর পর্যন্ত তার ঘোঁষণা দিতে থাক। তার পর (মালিক
পাওয়া না গেলে) তুমি তা বাবহার কর। এরপর যদি এর মালিক আসে তবে তাকে তা দিয়ে দেবে। সে
বলল, ‘হারানো উট পাওয়া গেলে ?’ এ কথা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন রেশে গেলেন যে, তার চেহারা
মুবারক লাল হয়ে গেল। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন : ‘উট নিয়ে
তোমার কি হয়েছে ? তার তো আছে পানির মশক ও শক্ত পা। পানির কাছে যেতে পারে এবং গাছের লতা-
পাতা খেতে পারে। তাই তাকে ছেড়ে দাও, যাতে তার মালিক তাকে পেয়ে যায়।’ সে বলল, ‘হারানো বকরী
পাওয়া গেলে?’ তিনি বললেন, ‘সেটি তোমার, নয়ত তোমার ভাইয়ের, নয়ত বাঘের।’

৯২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةٍ عَنْ بُرِيزِدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَلِيلُ
النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا قَلَمًا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضَبٌ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلَوْنِي عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَبِي مُوسَى قَالَ
أَبُوكَ حَدَّافَةَ فَقَامَ أَخْرَى فَقَالَ مِنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ قَلَمًا رَأَى عُمَرَ مَا فِي
وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَتَوَبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৯২ মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র).....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ-কে কয়েকটি অপসন্দনীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। প্রশ্নের সংখ্যা যথন বেশী হয়ে গেল, তখন তিনি রেখে শিয়ে লোকদের বললেন : 'তোমরা আমার কাছে যা ইত্য প্রশ্ন কর !' এক ব্যক্তি বলল, 'আমার পিতা কে ?' তিনি বললেন : 'তোমার পিতা হ্যাফা !' আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলজ্ঞাহ ! আমার পিতা কে ?' তিনি বললেন : 'তোমার পিতা হল শায়বার মাওলা (আয়াদকৃত গোলাম) সালিম !' তখন হয়রত 'উমর (রা) রাসূলজ্ঞাহ ﷺ-এর চেহারার অবস্থা দেখে বললেন : 'ইয়া রাসূলজ্ঞাহ ! আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে তওরা করছি !'

٧١. بَابُ مِنْ بَرَكَاتِ عَلَى رَبِّكُنَا إِنَّ الْإِمَامَ أَوِ الْمُحْدِثَ -

৭১. পরিচ্ছেদ : ইমাম বা মুহান্দিসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা

৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَعْنَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبُ عَنِ الزُّهْرَىٰ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَذَافِهَ فَقَالَ مَنْ أَبْيَ فَقَالَ أَبْوُكَ حَذَافِهَ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولُ سَلَوْنِيْنَ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رَبِّكُنَا فَقَالَ رَضِيَّنَا بِاللَّهِ رَبِّنَا وَبِالْإِسْلَامِ دِينُنَا وَبِمُحَمَّدٍ رَّبِّنَا نَبِيًّا مُّلَكًا فَسَكَنَ .

৯৩ আবুল ইয়ামান (র)....আবাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলজ্ঞাহ ﷺ-বের হলেন। তখন আবদুজ্জাহ ইবন হ্যাফা দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার পিতা কে?' 'তিনি বললেন : 'তোমার পিতা হ্যাফা !' এরপর তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর !' 'উমর (রা) তখন হাঁটু গেড়ে বসে বললেন : 'আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে সত্ত্বে চিঠ্ঠে গ্রহণ করে নিয়েছি !' তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তখন রাসূলজ্ঞাহ ﷺ নীরব হলেন।

٧٢. بَابُ مِنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثَةِ لِيَفْهَمُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا وَقُولُ النَّوْبَرِ فَمَا زَالَ يَكْرِدُهَا وَقَالَ أَبْنُ عَمْرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ بَلْغَتُ ثَلَاثَةِ .

৭২. পরিচ্ছেদ : ভালভাবে বুঝবার জন্য কোন কথা তিনবার বলা নবী করীম ﷺ-বলেন : 'মিথ্যা কথা থেকে সাবধান !' এ কথাটি তিনি বারবার বলতে লাগলেন। ইবন 'উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ (বিদায় হজ্জে) বলেছেন : অমি কি পৌছে দিয়েছি? একথা তিনি তিনবার বলেছেন।

৯৪ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُعْتَشِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثَةَ وَإِذَا نَكَّلَمْ يَكْتِمْ أَعَادَهَا ثَلَاثَةَ .

৯৪ 'আবদা (র).....আমাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাম করতেন, তিনবার সালাম করতেন। আর যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন।

৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُتْنِي قَالَ حَدَّثَنَا ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ تَعَالَى أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَكَمَ يَكْتُمُ أَعْدَاهَا ثُلَاثًا حَتَّى تَفَهَّمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُلَاثًا ।

৯৬ 'আবদা ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....আমাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন যাতে তা শুকে নেওয়া যায়। আর যখন তিনি কোন কওয়ের নিকট এসে সালাম করতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম করতেন।

৯৭ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِيهِ يَشْرِيْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى فِي سَفَرٍ سَافَرْنَا فَادْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةً الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلَنَا نَتَسَحَّ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَبِلَلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرْتَبَيْنِ أَوْ ثُلَاثَيْنِ ।

৯৮ মুসাফিদ (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'আমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছনে রয়ে গেলেন। এরপর তিনি আমাদের নিকট এমন সহয় পৌছলেন যখন আমাদের সালাতুল আসরের প্রতুলিতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওয় করতে গিয়ে আমাদের পা মোটামুটিভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চতরে ঘোষণা নিলেন : 'পায়ের গোড়াগী তকনে ধাকার জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।' তিনি একথা দু'বার কিংবা তিনবার বললেন।

৭৩. بَابُ تَعْلِيمِ الرُّجُلِ أَمْتَهُ وَأَهْلَهُ

৭৩. পরিষেদ : আপন দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান

৯৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْنَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى ثُلَاثَةُ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَقْلِ الْكِتَابِ أَمْنٌ بِنَيْهِ وَأَمْنٌ بِحُمْدِهِ، وَالْعَبْدُ الْمَعْلُوكُ إِذَا أَدْعَى حَقَّ اللَّهِ وَحْقَ مَوَالِيهِ، وَدَجْلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمْمَةٌ يَطَّاها، هَا فَادْبِهَا فَاحسَنْ تَدْبِيبَهَا وَعَلِمْهَا فَاحسَنْ تَعْلِيمَهَا لَمْ أَعْنَتْهَا فَنَزَّجْهَا اللَّهُ أَجْرَانِ، لَمْ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَا كَمَا يُغْتَبِرُ شَيْئِنَ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ ।

১০১ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....আবু বুরদা (র), তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনি ধরনের লোকের জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে : (১) আহলে কিঞ্চিৎ--যে ব্যক্তি তাঁর নবীর ওপর

ইমান এনেছে এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর উপরও ইমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও (আদায় করে)। (৩) যার একটি বাঁদী ছিল, যার সাথে সে মিলিত হত। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদৰ-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালভাবে দীনী ইলম শিক্ষা দিয়েছে, এরপর তাকে আয়াদ করে বিয়ে করেছে; তার জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী আমের (র) (তাঁর ছাত্রকে) বলেন, তোমাকে কোন কিছুর বিনিয়ম ছাড়াই হাদীসটি শিক্ষা দিলাম, অথচ আপে এর চাইতে ছোট হাদীসের জন্যও লোকে (দূর-দূরাত্ত থেকে) সওয়াব হয়ে মদ্দীনায় আসত।

৭৪. بَابُ مِظَاهِرِ الْأَيَّامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

৭৪. পরিষেদ : আলিম কর্তৃক মহিলাদের নসীহত করা ও দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া
 ১৮ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَيُوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً بْنَ أَبِي رَبَّاعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسَ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَطَاءً أَشْهَدُ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَعَهُ بِلَلَّامَ فَقَطْ أَنَّهُ لَمْ يُشْعِمِ النِّسَاءَ فَوَعَظُهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُقْرِنُ الْفَرْطَ وَالْخَاتِمَ وَبِلَلَامَ يَأْخُذُ فِي طَرْفِ نَوْبَهِ وَقَالَ أَشْعَعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٌ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১৮ সুলায়মান ইবন হারব (র)..... ইবন আবুস রামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে সাক্ষাৎ রেখে বলছি, অথবা পরবর্তী বর্ণনাকারী 'আতা (র) বলেন, আমি ইবন আবুসকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, নবী কর্তীমুন্ন (দীনের দিন পুরুষের কাতার থেকে) বের হলেন আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ-র মনে করলেন যে, দূরে থাকার কারণে তাঁর ওয়ায় মহিলাদের কাছে পৌছে নি। তাই তিনি (পুনরায়) তাঁদের নসীহত করলেন এবং দান-খরাকাত করার উপদেশ দিলেন। তখন মহিলারা কানের দূল ও হাতের আঁটি দিয়ে দিতে লাগলেন। আর বিলাল (রা) সেগুলি তাঁর কাপড়ের ওঁচলে নিতে লাগলেন। ইসমাইল (র) 'আতা (র) সূত্রে বলেন যে, ইবন আবুস রামান (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ-কে সাক্ষী রেখে বলছি।

৭৫. بَابُ الْعِرْضِ عَلَى الْحَدِيثِ

৭৫. পরিষেদ : হাদীসের প্রতি আগ্রহ
 ১৯ حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِي وَبْنِ أَبِي عَشْرَبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْعَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أُولَئِكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ .

৯৯ আবদুল 'আয়ীয় ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কিয়ামতের দিন আপনার শাফা'আত শাড়ে কে সবচাইতে বেশী ভাগ্যবান হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবু হুরায়ারা! আমি ধারণা করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আপে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারণ আমি দেখেছি হাদীসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত শাড়ে সবচাইতে ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে খালিস দিলে শা ইলাহা ইস্ত্রাত্তাহ (পূর্ণ কালেমা তাইয়োবা) বলে।

৭৬. بَابُ كَيْفَ يَقْبَخُ الْعِلْمُ ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى أَبِيهِ بَكْرِ بْنِ حَمْزَةَ أَنْظَرَهُ مَذَابِحَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَكْتَبَهُ فَإِنَّ خَلَتْ دُرُجَاتُ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعِلْمِ وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ تَعَالَى وَلَيَقْبَلُهُ الْعِلْمُ وَلَيَجْلِسُوا حَتَّى يُعْلَمُ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهِلْكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًا .

৭৬. পরিষেব : কিভাবে 'ইলম তুলে নেওয়া হবে

'উমর ইবন আবদুল 'আয়ীয় (র) মদীনায় আবু বকর ইবন হায়ম (র)-এর কাছে এক পত্রে লিখেন : খোজ কর, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যে হাদীস পাও তা লিখে নাও। আমি ইলম লোপ পাওয়ার এবং আলিমদের বিদ্যায় নেওয়ার আশংকা করছি এবং জেনে রাখ, নবী কর্তৃম তা - এর হাদীস ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না এবং প্রত্যেকের উচিত ইলমের অচার-প্রসার করা, আর তারা যেন একত্রে বসে (ইলমের চর্চা করে), যাতে যে জানে না সে শিক্ষা লাভ করতে পারে। কারণ ইলম গোপনীয় বিষয় না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না।

১০০ حدَثَنَا العَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَارِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ يَمَانٍ بِذَلِكَ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى قَوْلِهِ ذَهَابُ الْعِلْمَاءِ .

১০০ 'আলা' ইবন 'আবদুল জব্বার (র).....আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতে উমর ইবন আবদুল 'আয়ীয় (র)-এর উপরোক্ত হাদীসে 'আলিমগণের বিদ্যায় নেওয়া' পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

১০১ حدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ قَالَ حَدَثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْ يَتَزَعَّمَ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنَّ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعِلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَقْعُدْ عَالَمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤْسًا جُهُلًا فَسَلَّمُوا فَاقْتُلُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَخْلَقُوا قَالَ الْفَرِيرِيُّ حَدَثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَثَنَا فَتِيَّةٌ حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ .

১০১ ইসমাইল ইবন 'আবু উরায়াস (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শনেছি যে, আল্লাহ তাঁ'আলা বাদ্দার অন্তর থেকে ইলম বের

করে উঠিয়ে নেবেন না ; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। যখন কোন আলিম থাকবে না তখন লোকেরা জাহিলদেরই নেতা হিসেবে এহণ করবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা না জেনেই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে, আর অপরাকেও গোমরাহ করবে।

ফিরাবরী (র) বলেন, আকুস (র)..... হিশাম সূত্রেও অনুকূল বর্ণিত আছে।

٧٧. بَأْبُ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ -

৭৭. পরিচেদ : ইলম শিক্ষার জন্য মহিলাদের ব্যাপারে কি আলাদা দিন নির্ধারণ করা যায় ?

١٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْأَصْبَهَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ زَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَاتَ النِّسَاءُ لِنَبِيِّنَا مَكَفَةً غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدْنَاهُ يَوْمًا لَقِيهِنَّ فِيهِ فَوَعَظْنَاهُ وَأَمْرَاهُنْ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنْ مَا مِنْكُنْ امْرَأَةٌ تَقْدِمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَاتَ امْرَأَةٌ وَأَنْتَنِينَ فَقَاتَ وَأَشْتَقَنِ .

১০২ আদম (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মহিলারা একবার নবী কর্তীম ~~কর্তৃত~~-কে বলল, পুরুষেরা আপনার কাছে আমাদের চাইতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন ধৰ্য্য করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের ওয়াদা করলেন; সে দিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের ওয়াদা-নসীহত করলেন ও নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের যা যা বলেছিলেন, তার মধ্যে একধা ও ছিল যে, তোমাদের মধ্যে যে ক্রীলোক তিনটি সন্তান আগেই পাঠাবে,^৩ তারা তার জন্য জাহান্নামের পর্দাবর্জন হচ্ছে থাকবে। তখন এক ক্রীলোক বলল, আর দু'টি পাঠালো? তিনি বললেন : দু'টি পাঠালেও।

١٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ زَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَكَفَةً بِهَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةَ لَمْ يَلْفُغُوهُ الْحِكْمَةُ .

১০৩ মুহাম্মদ ইবন বাশার (র)..... আবু সাঈদ (র) সূত্রে নবী ~~কর্তৃত~~ থেকে অনুকূল বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান আল-আসবাহানী (র)..... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এমন তিনি সন্তান, যারা সাবালক হয়নি।

٧٨. بَابُ مَنْ سَمِعَ هَيْثَنَا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ -

৭৮. পরিষেস : কোন কথা জনে না বুঝলে জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করা
 ১০৪ [] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي مُلِيقَةَ أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ
 الشَّيْرِيَّ تَكَفَّهَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ ، وَإِنَّ الشَّيْرِيَّ تَكَفَّهَ قَالَ مَنْ حَوْسِبَ
 عَذِيبَ قَالَتْ عَائِشَةَ فَقَطْتَ أَوْ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يُسِيرًا ، قَاتَ فَقَالَ
 إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ تُؤْقِسَ الْحِسَابَ يَهْكُ .

১০৪ [] سাইদ ইবন আবু মারযাম (র)..... ইবন আবু মুলায়ক (রা) বলেন, নবী করীম ص এর সহধরিণী 'আয়িশা (রা) কোন কথা জনে বুঝতে না পারলে তালভাবে না বুঝা পর্যন্ত বার বার প্রশ্ন করতেন। একবার নবী করীম ص বললেন, "(কিয়ামতের দিন) যার হিসাব নেওয়া হবে তাকে আয়ার দেওয়া হবে।" 'আয়িশা (রা) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আব্দুল্লাহ তাঁআলা কি ইবশাদ করেন নি, فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يُسِيرًا (তাঁর হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে) (৮৪ : ৮)। তখন তিনি বললেন : তা কেবল হিসাব পেশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুর্ণানুপূর্ণভাবে নেওয়া হবে সে খাস হবে।

৭৯. بَابُ لِيُبَلِّغُ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ تَكَفَّهَ -

৭৯. পরিষেস : উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে ইলম পৌছে দেবে
 ইবন আকাস (রা) নবী করীম ص থেকে তা বর্ণনা করেন।

১০৫ [] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي شُرَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَشْرِيِّ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَسْعَثُ الْبَعْوَثَ إِلَى مَكَّةَ إِنْذَنَ لِنِي أَيْهَا الْأَمْرِ أَحْدِثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ الشَّيْرِيَّ تَكَفَّهَ الْفَدْ مِنْ يَوْمِ الْفَطْحِ
 سَعِيدٌ وَهُوَ يَسْعَثُ الْبَعْوَثَ إِلَى مَكَّةَ إِنْذَنَ لِنِي أَيْهَا الْأَمْرِ أَحْدِثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ الشَّيْرِيَّ تَكَفَّهَ الْفَدْ مِنْ يَوْمِ الْفَطْحِ
 سَعِيدٌ وَهُوَ يَسْعَثُ الْبَعْوَثَ إِلَى مَكَّةَ إِنْذَنَ لِنِي أَيْهَا الْأَمْرِ أَحْدِثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ الشَّيْرِيَّ تَكَفَّهَ الْفَدْ مِنْ يَوْمِ الْفَطْحِ
 سَعِيدٌ وَهُوَ يَسْعَثُ الْبَعْوَثَ إِلَى مَكَّةَ إِنْذَنَ لِنِي أَيْهَا الْأَمْرِ أَحْدِثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ الشَّيْرِيَّ تَكَفَّهَ الْفَدْ مِنْ يَوْمِ الْفَطْحِ
 سَعِيدٌ وَهُوَ يَسْعَثُ الْبَعْوَثَ إِلَى مَكَّةَ إِنْذَنَ لِنِي أَيْهَا الْأَمْرِ أَحْدِثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ الشَّيْرِيَّ تَكَفَّهَ الْفَدْ مِنْ يَوْمِ الْفَطْحِ
 شَجَرَةٌ ، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ تَكَفَّهَ فِيهَا فَقَوْلُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ يَأْذِنْ لَكُمْ ، وَإِنَّمَا
 أَذِنَ لِنِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ عَادَتْ حَرْمَتَهَا الْيَوْمَ كَحَرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ ، فَقِيلَ لِأَبِي
 شُرَيْبٍ مَا قَالَ عَنِّي ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْبٍ لَا تُعِيدُ عَاصِيَا وَلَا فَارِّا بِدِرْ وَلَا فَارِّا بِخَرِيَا .

১০৫ [] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু আয়হু (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আমর ইবন সাইদ (মদীনার গভর্নর)-কে বললেন, যখন তিনি মকাব সেলাবহিনী প্রেরণ করছিলেন—'হে আমীর! আমাকে

অনুমতি দিন, আমি আপনাকে এমন একটি হাস্তীস তন্দুর, যা মুক্তা বিজয়ের পরের দিন রাসূলুল্লাহ শাৰীর বলেছিলেন। 'আমার দু' কান তা শব্দেছে, আমার অস্তুর তা শব্দেছে, আর আমার দু' চোখ তা দেখেছে। তিনি আল্লাহর প্রশ়াস্তা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন : মুক্তাকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, কোন মানুষ তাকে হারাম করেনি। তাই যে লোক আল্লাহর উপর এবং আবিরাতের উপর ঈমান রাখে তার জন্য সেখানে রক্তপাত করা এবং সেখানকার কোন গাছপালা কাটা হালাল নয়। কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সেখানকার) লড়াইকে নদীগ হিসেবে পেশ করে তবে তোমরা বলে দিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন ; কিন্তু তোমাদের অনুমতি দেন নি। আমাকেও সে দিনের কিন্তু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর আশের মতো আজ আবার এর নিষেধাজ্ঞা ফিরে এসেছে। উপর্যুক্ত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (এ বাবী) পৌছে দেয়।' তারপর আবু উরায়হ (রা)-কে জিজাসা করা হল, 'আপনার এ হাস্তীস তনে 'আমর কি বলল?' (আবু উরায়হ (রা) উত্তর দিলেন) সে বলল : 'হে আবু উরায়হ ! (এ বিষয়ে) আমি তোমার চাইতে ভাল জানি। মুক্তা কেন বিজ্ঞাহীকে, কোন খুন্দের পলাতক আসামীকে এবং কোন সন্তানীকে অগ্রয় দেয় না।'

١٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّوْهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ
بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَإِنَّ دِيَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاحْسِنْبِيَّ قَالَ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحْرَمَةٍ
يُعِيمُكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا لِيُتَبَيَّنَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْفَائِبُ ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ
ذَلِكَ الْأَهْلُ بِلْغَتُ مَرْتَبَيْنِ .

১০৬ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল উয়াহাব (র).....আবু বাকরা (রা) নবী ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি বলেছেন : তোমাদের জান, তোমাদের মাল --বর্ণনাকারী মুহাম্মদ (র) বলেন, 'আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন : এবং তোমাদের মাল-সম্পত্তি (অন্য মুসলমানের জন্য) এ শহরে এ দিনের মতই মর্যাদা সম্পত্তি। শোন, (আমার এ বাবী যেন) তোমাদের মধ্যে উপর্যুক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌছে দেয়। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন, তা-ই (তাবলীগ) হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বার করে বললেন, হে লোক সকল ! 'আমি কি পৌছে দিয়েছি ?'

১. بَابُ أَئِمَّةِ مِنْ كَتَبِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৮০. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ - এর উপর মিথ্যারোপ করার জন্ম

১০৭ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبِيعَ بْنَ حِرَاشَ يَقُولُ
سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَكْذِبُوا عَلَىٰ فَانِّي مِنْ كَتَبِ عَلَىٰ فَلَيْلَيْغَ النَّارِ .

১০৭ আলী ইবনুল জাদ (র).....'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

١٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِزَيْرَ أَبِي لَأَسْمَعْكَ تَحْدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يُحِبُّ فَلَمْ وَفَلَانْ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَبِيعَتْ يَقُولُ مِنْ كِتَابٍ عَلَى فَلَيَتَبِعُ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ .

١٠٨ آবুল ওয়ালীন (ৱ).....আবসুল্লাহ ইবনু'য়ে-মুবায়ার (ৱা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার পিতা মুবায়ারকে বললাম : আমি তো আপনাকে অমুক অমুকের ন্যায় বাসুল্লাহ ইবনু'-এর হাদীস বর্ণন করতে তুনি না । তিনি বললেন : 'জোনে রাখ, আমি তাঁর থেকে দূরে থাকিনি, কিন্তু (হাদীস বর্ণনা করি না এজন্য যে,) আমি তাঁকে বলতে তনেছি, যে আমার উপর মিথ্যারূপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

١٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنْسٌ أَنَّهُ لِيَعْنِي أَنَّهُ أَحِبُّكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ الشَّيْءَ تَعْلَمُهُ قَالَ مَنْ تَعْمَدُ عَلَىْ كَذِبٍ فَلَيَتَبِعُ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ .

١٠٩ আবু মামার (ৱ).....আনাস (ৱা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এ কথাটি তোমাদেরকে বহু হাদীস বর্ণনা করতে আমাকে বাধা দেয় যে, নবী ইবনু'-কে বলেছেন : যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারূপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

١١٠ حَدَّثَنَا الْمُكَنَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَبْدِهِ عَنْ سَلْمَةَ قَالَ هُوَ أَبْنُ الْأَكْوَعِ سَمِعْتُ الشَّيْءَ تَعْلَمُهُ يَقُولُ مِنْ يَقْلُ عَلَىْ مَالِمْ أَقْلُ فَلَيَتَبِعُ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ .

١١٠ মাঝী ইবন ইবরাহীম (ৱ).....সালমা ইবনে আকওয়া (ৱা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী কর্মীয় ইবনু'-কে বলতে তনেছি, 'যে বাকি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

١١١ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ تَعَالَى قَالَ شَمَسُوا بِإِشْمَى وَلَا تَكْتُنُوا بِكَتْبَتِي ، وَمَنْ رَأَىٰ فِي النَّسَامِ فَقَدْ رَأَىٰ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَىْ مُتَعَمِّدًا فَلَيَتَبِعُ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ .

١١١ মুসা (ৱ).....আবু হুরায়রা (ৱা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ইবনু'-কে বলেছেন : 'আমার নামে তোমরা নাম রেখ; কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) তোমরা উপনাম রেখ না । আর যে আমাকে বল্পে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে । কারণ শয়তান আমার আকৃতির ন্যায় ঝপ ধারণ করতে পারে না । যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারূপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

- ۸۱ -

৮۱. পরিষেদ : ইলম লিপিবদ্ধ করা

۱۱۲ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكَيْفَيْعُ عَنْ سُقِيَّانَ عَنْ مُطَرِّبٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلَيْهِ مَلَكُ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهُمْ أَعْلَمُ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعُقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسْيَرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

۱۱۳ مুহায়দ ইবন সালাম (র).....আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি 'আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কাছে কি লিখিত কিছু আছে ? তিনি বললেন : 'না, কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব রয়েছে, আর সেই বৃক্ষ ও বিবেক, যা একজন মুসলিমকে দান করা হয়। এ ছাড়া যা কিছু এ প্রতিটিতে লেখা আছে ।' আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, আমি বললাম, এ প্রতিটিতে কী আছে ? তিনি বললেন, 'দিয়াতের (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) ও বন্দী মুক্তির বিধান, আর এ বিধানটিও যে, 'মুসলিমকে কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না ।'

۱۱۴ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْبَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شِيبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتَحَّمَ مَكَّةَ بِقَتْلِهِ مِنْهُمْ فَتَلَوَهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ مُصَاحِّفَةً فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبِّسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلِ أَوِ الْفَيْلِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشُّكُّ كَذَا قَالَ أَبُو نَعِيمَ الْفَقْلُ أَوِ الْفَيْلُ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الْفَيْلُ وَسُلْطَانُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مُصَاحِّفَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ بَعْدِيْ أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِيْ هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَسِ شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْقَطُ سَاقِطَتْهَا إِلَّا مُنْشِدٍ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرِيْنَ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتْلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْنِ ، فَقَالَ أَكْتَبْ لِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَكْتَبْ لِيْ لَأَبْيَ فَلَانَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرْيَشٍ إِلَّا أَذْنَخَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِيْ بَيْوتِنَا وَقَبْرِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ مُصَاحِّفَةً إِلَّا أَذْنَخَ إِلَّا أَذْنَخَ .

۱۱۵ আবু নু'আয়ম ফায়ল ইবন মুকায়ন (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের কালে শুধু 'আ গোত্র লায়স গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। এ হত্যা ছিল তাদের এক নিঃহত ব্যক্তির প্রতিশোধ ঘৰুণ, যাকে ইতিপূর্বে লায়স গোত্রের লোক হত্যা করেছিল। তারপর এ খবর নবী ﷺ-এর কাছে পৌছল। তিনি তাঁর উপর আরোহণ করে শুতৰা দিলেন, তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা মক্কা থেকে 'হত্যা'-কে (অথবা বর্ণনাকারী বললেন) 'হাতী'-কে রোধ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হত্যা' বলেছেন না 'হাতী' বলেছেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী আবু নু'আয়ম সন্দেহ পোষণ করেন। অন্যেরা তখন 'হাতী' শব্দ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য মক্কাবাসীদের উপর

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মু’মিনগণকে (যুক্তের মাধ্যমে) বিজয়ী করা হয়েছে। জেনে রাখ, আমার পূর্বে কারো জন্য মক্কা (নগরীতে লড়াই করা) হালাল করা হয়েনি এবং আমার পরও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রাখ, তাও আমার জন্য নিম্নের কিছু সময় মাত্র হালাল করা হয়েছিল। আরো জেনে রাখ যে, আমার এই কথা বলার মুহূর্তে আবার তা হারাম হয়ে গেছে। সেখানকার কোন কাটা ও কোন গাছপালা কাটা যাবে না এবং সেখানে পচে থাকা কোন বস্তু কৃতিয়ে নেওয়া যাবে না। তবে ঘোষণা করার জন্য নিতে পারবে। আর যদি কেউ নিহত হয়, তবে তার আপনজনের জন্য দুটি ব্যবস্থা যে কোন একটির অধিকার রয়েছে। হয় তার দিয়াত নিবে নয় ‘কিসাস’ এইর করবে। এরপর ইয়ামানবাসী এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (সাহাবীদের) বললেন : তোমরা তাকে (আবু শাহকে) লিখে দাও। তারপর একজন কুরায়শী [আকবাস (রা)] বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ ! গাছপালা কাটার নিষেধাজ্ঞা হতে ইয়বির বাল রাখুন। কারণ তা আমরা আমাদের ঘরে ও করবে ব্যবহার করি।’ নবী ﷺ বললেন, ‘ইয়বির ছাড়া, ইয়বির ছাড়া।’¹

১১৪ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهُبْ بْنُ مُتْبِعٍ عَنْ أَخْبِرِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَشْحَابِ النَّبِيِّ تَكُونُ أَحَدًا أَكْثَرُ حَدِيثَهُ عَنْهُ مِنْ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ تَابِعَهُ مَعْنَىٰ عَنْ فَمَامَ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ .

১১৫ ‘আলী ইবন ‘আবদুল্লাহ (র).……আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর (রা) ব্যক্তিত আর কারো কাছে আমার চাইতে বেশী হাদীস নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না। মা’মার (র) হাদ্যাম (র) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুজ্ঞপ্র বর্ণনা করেছেন।

১১৫ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُؤْسِنُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَشْتَدَّ بِالشَّنْبِرِ وَجْهُهُ قَالَ أَنْتُونِيُّ بِكِتَابٍ أَكْتُبَ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضَلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عَمْرُو أَنَّ الشَّنْبِرَ ظَلَّةُ الْوَجْعِ وَمَعْنَتِنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسِيبُنَا فَأَخْتَفَوْهُ وَكَلَّ الْفَطْرَ قَالَ قُومُوا عَنِّي وَلَا يَنْبَغِي عِنِّي التَّنَازُعُ فَخَرَجَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرُّزِّيْةَ كُلُّ الرُّزِّيْةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَنَفْسِي وَبَيْنِ كِتَابِهِ .

১১৬ ইয়াহৈয়া ইবন সুলায়মান (র).....ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন : ‘আমার কাছে কাগজ কলম নিয়ে এস, আমি তোমাদের এমন কিছু লিখে দিব যাতে পরবর্তীতে তোমরা আর ভাস না হও।’ ‘উমর (রা) বললেন, ‘নবী ﷺ-এর রোগ-যাত্রা প্রবল হয়ে গেছে (এমতোবস্থায় কিছু বলতে বা লিখতে তাঁর কষ্ট হবে)। আর আমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাব রয়েছে, যা আমাদের জন্য যথেষ্ট।’ এতে সাহাবীগণের মধ্যে মতবিভোধ দেখা দিল এবং শোরণোল বেড়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার কাছে ঝগড়া-বিবাদ

১. ইয়বির শব্দ জাতীয় এক প্রকার ঘাস।

করা উচিত নয়।’ এ পর্যন্ত বর্ণনা করে ইবন আবুস (রা) (যেখানে বাসে ছাত্রীস বর্ণনা করছিলেন সেখান থেকে) এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসেন যে, ‘হায বিপদ, সাংঘাতিক বিপদ। রাসুলুল্লাহ জ্ঞান এবং কৃত সেবনীর মধ্যে যা বাধ সেবনে।’

— ৪২. بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِطَةِ بِالثَّيْرِ —

৪২. পরিচেদ : রাতে ইলম শিকাদান এবং ওয়াষ—নসীহত করা

১১৬ حَدَّثَنَا عَنْ أَخْبَرِنَا أَبْنَى عَيْنَةَ عَنْ مُعْنَىٰ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ هِشَامِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَنْ مُعْنَىٰ رَجُلِنَا []
بن سعيد عن الزهري عن هشام عن أم سلمة قالت استيقظت النبي عليه نذات ليلة فقلت سبحان الله ماذا
أثقل البكرة من اللقنة لماذا تشيخ من العرقانين أتيقطلا صراحيات العجر فرب كاسية في الدنيا عارضة
في الآخرة .

১১৭ সাদাকা, ‘আমর ও ইয়াহইয়া ইবন সাইদ (র).....উকে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
এক রাতে নবী কর্তৃম কর্তৃ মুম থেকে জেগে বলেন । সুবহনআয়াহ ! এ রাতে কজাই না খিলাফণ দেখে
আসছে এবং কজাই না আগার শুলে দেওয়া হলো। অন্য সব যাত্রের ঘিলঘাটকেও জামিয়ে দাও, ‘বহু মহিলা
যাবা মুলিকায় বজ্র পরিহিতা, তারা আবিরাতে হবে করাইনা।’

— ৪৩. بَابُ السَّمْرَفِ فِي الْعِلْمِ —

৪৩. পরিচেদ : রাতে ইলমের আলোচনা করা

১১৮ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَخْبَرِيَّ أَنَّ الرَّحْمَنَ بْنَ حَالِبَ بْنَ مَسَافِرِ عَنْ أَبِي
هِبَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي يَكْوَبِ بْنِ سَلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَنْفَةَ أَنَّ رَبَّهُ اللَّهُ بْنَ عَمْرٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
فِي أَخْرِ حَيَاتِهِ قَلَمًا سَلَمَ قَامَ أَرَاكُمْ لِيَكُمْ هَذِهِ فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِائَةً مِنْهَا لَا تَبْغُوا مِنْهُنَّ هُوَ عَلَىٰ فَلَهُ
الْأَعْزَمُ أَخْدُ .

১১৯ সাইদ ইবন উকায়ের (র)....‘আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ~~কর্তৃতার~~
জীবনের শেষের দিকে আমাদের দিয়ে ইলার সালাহ আদান করাজন। সালাহ করার পর তিনি দাঢ়িয়ে
বলাজন। তোমরা কি এ রাতের সম্পর্কে জান ? বর্তমানে ষাক্ষা পৃথিবীতে রয়েছে, একশ বছরের মাঝার তাদের
ক্ষেত্রে আর থাক্কী আকরে না।

১২০ حَدَّثَنَا أَنَّمْ قَالَ حَدَّثَنَا شَعِيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكْمَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَيْبَرَ عَنْ أَبْنَ عَجَاجِرِ قَالَ يَتَ
بِنْ بَيْتِ خَالِقَنِ مَيْمُونَةَ بْنِ الْحَارِثِ نَفْعَ النَّبِيِّ ^ص وَكَانَ الشَّرِيكُ ^ص مَيْمُونَهَا فِي الْأَنْتَهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ^ص
بِعَدَهُ مَيْمُونَ

الْعِشَاءُ ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْفَلَيْمُ أَوْ كَلِمةُ تَشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقَتَّ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ رَكَعْتُ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَعَتُ غَطَيْفَةً أَوْ خَطَيْفَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

১১৮ আদম (র).....ইবন 'আবুরাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা নবী ﷺ-এর সহস্রিমৌলি মায়মূনা বিনৃত হারিস (রা)-এর ঘরে এক রাত্রি যাপন করছিলাম। নবী ﷺ তাঁর পালার রাতে সেখানে ছিলেন। নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করে তাঁর ঘরে চলে আসলেন এবং তার রাক'আত সালাত আদায় করে অয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে বললেন : বাসকটি কি ঘুমিয়ে গেছে ? বা এ ধরনের কোন কথা বললেন। তারপর (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলেন, আমিও তাঁর বৌ দিকে শিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে এনে দাঁড় করলেন। তারপর তিনি পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করলেন। পরে আরো দু' রাক'আত আদায় করলেন। এরপর অয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শনতে পেলাম। এরপর উঠে তিনি (ফজরের) সালাতের জন্য বের হলেন।

- ৪৪. بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ -

৪৪. পরিষেব : ইলম মুক্ত করা

১১৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرُ أَبْوَابِ هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا أَيْتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثَ حَبِيبًا ثُمَّ يَتَّمَّوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمُ إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبْيَانِهِ وَيَخْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ .

১১৯ 'আবদুল 'আবীয ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : শোকে বলে, আবু হুরায়রা (রা) বড় বেশী হাস্তি বর্ণনা করে। (জেনে রাখ,) কিভাবে দু'টি আয়াত যদি না থাকত, তবে আমি একটি হাস্তি ও বর্ণনা করতাম না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ يَلْعَنُهُمُ الْعَنْوَنَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ .

"আমি সেসব স্পষ্ট নিষর্ণ ও পথ-নির্দেশ অবঙ্গীর করেছি মানুষের জন্য কিভাবে ব্যক্ত করার প্রয়োগ যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লাভন্ত দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয় কিন্তু যারা তওরা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, তারাই

তারা, যাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।” (২ : ১৫৯-১৬০) (অকৃত ঘটনা এই যে,) আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে কেনাবেচার এবং আমার আনসার ভাইয়েরা জমা-জমির কাজে মশতল থাকত। আর আবু হুরায়রা (রা) (খেয়ে না খেয়ে) তুষ্ট থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে লেগে থাকত। তাই তারা যখন উপস্থিত থাকত না, তখন সে উপস্থিত থাকত এবং তারা যা মুখ্য করত না সে তা মুখ্য রাখত।

١٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعِبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبْنُ بَيْتَنَارِ عَنْ أَبِي نِسْبَةِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْعَمُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاءً قَالَ أَبْسِطْ رِدَائِكَ فَبَسْطَتْهُ قَالَ فَفَرَقْتَ بَيْتَنَارَ لَمْ قَالْ حَسْنَةَ فَضَعَتْهُ فَمَا تَسْبِطُ شَيْئًا بَعْدَهُ .

১২০ আবু মুস'আব আহমদ ইবন আবু বাকর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম : “ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি আশনার কাছ থেকে বহু হাদীস তিনি কিছু কুলে যাই।” তিনি বললেন : তোমার চাসর কুলে ধর। আমি তা কুলে ধরলাম। তিনি দু'হাত অঙ্গুলী করে তাতে কিছু চেলে দেওয়ার মত করে বললেন : এটা তোমার বুকের সাথে লাগিয়ে ধর। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। এরপর আমি আর কিছুই ছুলিনি।

١٢١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُتَنَبِّرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مُدْبِرٍ بِهِذَا وَقَالَ غَرْفَ بِهِذِهِ فِيهِ .

১২১ ইবরাহীম ইবনুল মুনয়ির (র).....ইবন আবু ফুদায়ক (র) সূত্রে অনুকূল হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে সে চাসরের মধ্যে (কিছু) দিলেন।

١٢٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أخْرَى عَنْ أَبِي أَبِي نِسْبَةِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وِعَاءً يُنْهَى فَإِنَّمَا أَحْدَمْتُ قَبْلَتَهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَشَّتَ قُطْعَهُ هَذَا الْبَلْعَومُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْعَومُ مَجْرِي الطَّعَامِ .

১২২ ইসমাইল (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ইলমের দুটি প্রাপ্ত মুখ্য করে রেখেছিলাম। তার একটি প্রাপ্ত আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি প্রকাশ করলে আমার কঠনালী কেটে দেওয়া হবে। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত শব্দের অর্থ বাদ্যনালী।

٨٥. بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْعَلَمَاءِ -

৮৫. পরিচ্ছেদ : অলিমদের কথা শোনার জন্য লোকদের চুপ করানো

১২৩ حَدَّثَنَا حَاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلَى بْنُ مُدْبِرٍ عَنْ أَبِي زُدْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِي حَجَةِ الْوِدَاعِ إِشْتَهِيَ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

১২৩ হাজার (ৱ).....জারীর (ৱ) থেকে বর্ণিত যে, বিদ্যায় হজ্জের সময় নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি লোকদেরকে চূপ করিয়ে দাও, তারপর তিনি বললেন : 'আমার পরে তোমরা কাফির (এর মত) হয়ে যেও না যে, একে অপরের গর্দান কাটবে।'

٨٦. بَابُ مَا يُسْتَحْبِطُ لِلْعَالَمِ إِذَا سُتِّلَ أَيُّ النَّاسٍ أَعْلَمُ فِي كِلِّ الْعِلْمِ إِلَى اللَّهِ -

৮৬. پরিষেদ : আলিমের জন্য মৃত্যুহাব এই যে, তাকে যখন ধূশ করা হয় : সবচাইতে জানী কে ? তখন তিনি ইহা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবেন।

١٢٤ حَتَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَنْدِيُّ قَالَ حَتَّنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَتَّنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ جِبِيرٍ قَالَ قَتَّلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ تَوَفَا الْبَكَالِيُّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُؤْسِى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُؤْسِى أَخْرَى فَقَالَ كَتَبَ عَنِ اللَّهِ حَتَّنَا أَبِي بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَاتَمَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُتِّلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ إِذْلَمَ يَرِدُ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ عِبْدَ ابْنِ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي قَالَ يَارَبِّي وَكَيْفَ يَهْ فَقِيلَ لَهُ إِحْمَلْ حَوْتًا فِي مِكْثَلٍ فَإِذَا فَقَدَهُ فَهُوَ مُمْ فَانطَلَقَ وَأَنْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنَ نُونَ وَحَمَلَ حَوْتًا فِي مِكْثَلٍ حَتَّى كَانَ عِنْدَ الصُّخْرَةِ وَضَعَاهُ رَوْسَهُمَا وَنَامَا فَأَشَلَّ الْحَوْتُ مِنَ الْمِكْثَلِ فَأَتَخْذَ سَيْلَةً فِي الْبَحْرِ سَرِّيَا ، وَكَانَ مُوسَى وَفَتَاهُ عَجِيْا فَانطَلَقا بَقِيَّةً لِتَبَاهِيَا وَتَعْبِيَمِهَا فَلَمَّا أَصْبَغَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيَنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا ، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسْأَةً مِنَ النَّصْبِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَكَانُ الَّذِي أَمْرَيْمَ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوْيَنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَإِنَّنِي نَسِيَتُ الْحَوْتَ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَنَا عَلَى أَثَارِهِمَا قَصْبَهَا ، فَلَمَّا اتَّهَيَا إِلَى الصُّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسْجَنُ بِئْبَرٍ أَوْ قَالَ تَسْجُنُ بِئْبَرٍ فَسَلَمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِيرُ وَأَنِي يَأْرِضِي السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ هَلْ أَتَبْعُكَ عَلَى أَنْ تَعْلَمَنِ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا ، قَالَ إِنِّي لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا ، يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَمْتُهُ لَا تَعْلَمَهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ عِلْمِكَ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَحْجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ، فَانطَلَقا يَتَشَبَّهَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَيْفَيْنِ فَعَرَثَ بِهِمَا سَيْفَيْنِ فَكَلَمَوْهُمْ أَنْ يُحْمِلُوهُمَا فَعَرِفَ الْخَضِيرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغِيْرِ نُولٍ فَجَاءَهُمْ مُعْتَفِرُوْ فَوْقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّيْفَيْنِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ

في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كثرة هذا المعنقرة في البحر
 فعند الخضر إلى لوح من الواقع السفينة فنزله فقال موسى قوم حملونا بغير نور عدت إلى سفينتهم
 فخرقتها لتفريق أهلها قال آلم أقل إنك لن تستطيع معن صبرا قال لا ترافقنني بما نسيت ولا ترافقن من
 أشيء عشرًا قال فكانت الأولى من موسى نسيانًا ، فأنطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر
 برأسه من أعلى فأفاقه رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسًا ذكيرة بغير نفس - قال آلم أقل لك
 إنك لن تستطيع معن صبرا ، قال ابن عينه ولذا لوكت ، فأنطلقا حتى إذا أتيًا أهل قرية
 اشتعلوا أهلها فآبوا أن يخصفوهما فوجدا فيهما جدارا ي يريد أن ينتقض فأقامه قال
 الخضر بيده فاقامه فقال له موسى لوشئت لأنخذت عليه أجرًا قال هذا فراق بيته وبينك
 قال النبي ﷺ يرحم الله موسى لوبتنا لو صبر حتى يقسن علينا من أمرهما . قال محمد بن يوسف
 ثنايه على بن خسرو قال لنا سفيان بن عيينة بطيء .

124 ‘আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-মুসলাদী (র).....সা’ঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি
 বলেন : আমি ইবন ‘আকবাস (রা)-কে বললাম, নাওফ আল-বাকাশী দাবী করে যে, মূসা (আ) যিনি খাদির
 (আ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন তিনি বনী ইসরাইলের মূসা নন বরং তিনি অন্য এক মূসা। (একথা তবে)
 তিনি বললেন : আল্লাহর দুশ্মন মিথ্যা বলেছে। উবাঈ ইবন কা’ব (রা) নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণন
 করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেন : মূসা (আ) একবার বনী ইসরাইলদের মধ্যে বজ্ঞান দিতে দাঢ়ালেন।
 তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সবচাইতে জ্ঞানী কে ? তিনি বললেন, ‘আমি সবচাইতে জ্ঞানী !’ ইহান আল্লাহ
 তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। কেননা তিনি ইলমকে আল্লাহর প্রতি ন্যায় করেন নি। তারপর আল্লাহ তাঁর নিকট
 এ শহী পাঠালেন : দুই সম্মুদ্রের সংগমস্থলে আমার বাসাদের মধ্যে এক বাসা রয়েছে, যে তোমার চাইতে
 বেশী জ্ঞানী। তিনি বলেন, ‘ইয়া রব ! কিভাবে তার সাক্ষাত পাওয়া যাবে ?’ তখন তাঁকে বলা হল, ধলের মধ্যে
 একটি মাছ নিয়ে নাও। এরপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। তারপর তিনি রওয়ানা
 হলেন এবং ‘ইউলা’ ইবন নূন নামক তাঁর একজন খাদিমও তাঁর সাথে চলল। তাঁরা ধলের মধ্যে একটি মাছ
 নিলেন। চলার পথে তাঁরা একটি বৃক্ষ পাখরের কাছে এসে, সেখানে মাধা রেখে তারে পড়লেন। তারপর
 যাহুটি (জীবিত হয়ে) ধলে থেকে বেরিয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে চলে গেল। এ ব্যাপারটি
 মূসা (আ) ও তাঁর খাদিম-এর জন্য ছিল আকর্ষণের বিষয়। এরপর তাঁরা তাঁদের বাকী রাতটাকু এবং পরের
 দিনভর চলতে থাকলেন। পরে তোরবেলা মূসা (আ) তাঁর খাদিমকে বললেন, ‘আমাদের নাশতা নিয়ে এস,
 আমরা আমাদের এ সফরে ঝাঁপ হয়ে পড়েছি, আর মূসা (আ)-কে যে হানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে
 হান অতিক্রম করার পূর্বে তিনি ঝাঁপি অনুভব করেন নি। তারপর তাঁর খাদিম তাঁকে বলল, ‘আপনি কি লক্ষ্য

করছেন, আমরা যখন পাথরের পাশে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভূলে পিয়েছি' মুসা (আ) বললেন, 'আমরা তো সেই স্থানটিই খুজছিলাম।' তারপর তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরের কাছে পৌঁছে, কাপড়ে আবৃত (বর্ণনাকারী বলেন,) কাপড় ঝুঁড়ি দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। মুসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তখন খাদির বললেন, 'বনী ইসরাইলের মুসা (আ)!' তিনি বললেন, 'আমি মুসা।' খাদির জিজ্ঞাসা করলেন, 'বনী ইসরাইলের মুসা (আ)!' তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, "আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন?" খাদির বললেন, "তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরণ করতে পারবে না। হে মুসা (আ)। আস্ত্রাহর ইল্মের মধ্যে আমি এমন এক ইল্ম নিয়ে আছি যা তিনি আমাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, যা তুমি জান না। আর তুমি এমন ইল্মের অধিকারী, যা আস্ত্রাহ তোমাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমি জানি না।" মুসা (আ) বললেন, "আস্ত্রাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অন্বন্য করব না। তারপর তাঁরা দুজন সমন্বয় তীর নিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের কোন নৌকা ছিল না। ইতিমধ্যে তাঁদের কাছ দিয়ে একটি নৌকা ঘাড়িল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সঙ্গে তাঁদের আরোহণ করিয়ে নেওয়ার কথা বললেন। তাঁরা খাদিরকে চিনতে পারল এবং ভাড়া ব্যক্তিকে তাঁদের নৌকায় ভূলে নিল। তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে দুই-একবার সমন্বে তার ঠোঁট মারল। খাদির বললেন, 'হে মুসা (আ)! আমার ইল্ম এবং তোমার ইল্ম (সব মিলেও) আস্ত্রাহর ইল্ম থেকে সমন্বে থেকে চড়ুই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে ততটুকু পরিমাণে কমাতে পারবে না।' এরপর খাদির নৌকার তত্ত্বাত্ত্বিক মধ্য থেকে একটি খুলে ফেললেন। মুসা (আ) বললেন, এরা আমাদের ভাড়া ছাড়া আরোহণ করিয়েছে, আর আপনি আরোহীদের ছাবিয়ে দেওয়ার জন্য নৌকায় ফাটল সৃষ্টি করলেন' খাদির বললেন, "আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবে না?" মুসা (আ) বললেন, 'আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন মাল করলেন কোন হত্যার অপরাধ ছাড়াই?' খাদির বললেন "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না?" ইব্ন 'উয়ায়না (র) বলেন, এটা ছিল পূর্বের জেয়ে বেশী জোরালো। তারপর আবারো চলতে লাগলেন; চলতে চলতে তাঁরা এক গ্রামের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাঁদের কাছে খাদির চাইলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের মেহমানদারী করতে অধীকার করল। তারপর সেখানে তাঁরা এক পতনোন্নত প্রাচীর দেখতে পেলেন। খাদির তাঁর হাত নিয়ে সেটি খাড়া করে দিলেন। মুসা (আ) বললেন, 'আপনি ইছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক ধাতব করতে পারতেন।' তিনি বললেন, 'এখানেই তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের অবসান।' নবী ইব্ন বলেন: আস্ত্রাহ তাঁ'আলা মুসার উপর রহম করুন। আমাদের কল্প না মনোবাস্তু পূর্ণ হতো যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হতো।

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আলী ইব্ন খাশরাম সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) এ হাসীসটি বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

٨٧. بَابُ مِنْ سَائِقٍ هُوَ قَائِمٌ حَالِمًا جَائِسًا -

٨٧. پریچہد : آلبیمہر بسا خاکا آبادھاڑ دیڈیے اپنے کردا

١٢٥ حدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ النَّبِيِّ
تَعَالَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلٌ أَخْذَاهُ اللَّهُ
رَأْسَهُ قَاتِلٌ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَتَهُ كَانَ قَاتِلًا فَقَاتَلَ لِتَكُونَ كَلْمَةُ اللَّهِ مِنَ الْعُلَيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

١٢٥ ٹسماں (ر).....آبُو مُسْلَمَ (ر) خےکے بُرْتِیت، تینی ہلسے : اک بُراکی نبی کریم ﷺ ار کاھے
اسے ہلس، 'ایسا راسُل‌اللہ ! آبادھر راکھا یوں کئنٹی، کئنما آبادھر کےٹ لڈاہی کرے راگے
بشیڈت ہے، آبادھر کےٹ لڈاہی کرے اتیشاؤد اسے ہلسے ر جنے । تینی تار دیکے ہاٹھا ٹولے تاکالے ہن ।
بُرْتِیت کاری ہلسے، تار ہاٹھا توکل کارہ ہیلے ہے، سے ہیل ڈاڈا ہو । ارپر تینی ہلسے : 'آبادھر
دینکے بُلند کردار جنے ہے یوں کرے سے ایسا آبادھر راکھا ۔'

٨٨. بَابُ السُّؤالِ وَالْفُتْنَى عِنْ دُرْرِ الْعِمَارِ -

٨٨. پریچہد : کِنْکَر مَارَ الرَّسُولَ كُوَنْ مَاسَآلا جِزاً سَا كردا

١٢٦ حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرِي قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ تَعَالَى عِنْدَ الْجَمَرَةِ وَهُوَ يُسْتَلِّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعَرَّتْ قَبْلَ أَنْ أَرْمَيْ قَالَ
إِنَّمَا وَلَا حَرَجَ قَالَ أَخْرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَتَحَرَّ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُتِّلَ عَنْ شَعْرِ قُدْمٍ وَلَا
أَخْرَى إِلَّا قَالَ افْعُلْ وَلَا حَرَجَ .

١٢٦ آبُو نُعَيْرَ (ر).....'آبادھاڑ ہیلن 'آبادھر (ر) خےکے بُرْتِیت، تینی ہلسے : آبی نبی کریم ﷺ
کے دےکھلائی، آبادھر نیکٹے تارکے ہاس 'آلا جِزاً سَا کردا ہے । اک بُراکی جِزاً سَا کرل : 'ایسا
راسُل‌اللہ ! آبی کِنْکَر آبادھر کرے ہے ।' تینی ہلسے : 'کِنْکَر مَار، تاکتے کوں
کھتی نہی ।' انے اک بُراکی جِزاً سَا کرل : 'ایسا راسُل‌اللہ ! آبی کُریباںی کردار پُرہی ہاٹھا یوں
کھلے ہے ।' تینی ہلسے : 'کُریباںی کرے نا او، کوں کھتی نہی ।' بُرْتِیت آبادھر پیکھ کردار ہے کوں اپنے
تارکے کردا ہیلے، تینی ہلسے : 'کر، کوں کھتی نہی ।'

٨٩. بَابُ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا -

৮৯. পরিষেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী, তোমাদেরকে ইস্লাম দেওয়া হয়েছে অতি অল্পই

١٢٧ حَتَّىٰ قَيْسُ بْنُ حَقْصُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سَلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْبِ الْمَعْدِيَّةِ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ عَسْبِبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَقْرَةٍ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلَوةٌ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا شَالُوهُ لَا يَجِدُهُ فَبَيْهُ بَشَّرَهُ تَكْرُهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَعْنَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْفَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتْ فَقَلَّتْ إِنَّهُ يَنْحِي إِلَيْهِ فَقَعْدَ فَلَمَّا انْجَلَ عَنْهُ قَالَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ مُكَذِّبًا فِي قِرْبَتِنَا .

١٢٨ কায়স ইবন হাফস (র).....‘আবদুল্লাহ ইবন মাস’উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আমি নবী কর্তৃম ছুঁতে - এর সঙ্গে মদিনার বসতিহীন এলাকা দিয়ে চলছিলাম। তিনি একখনি খেজুরের ভালে ভর দিয়ে একদল ইয়াহুদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা একজন অন্যজনকে বলতে শাগল, ‘তাঁকে জহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর !’ আর একজন বলল, ‘তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না, হ্যাত এমন কোন জওয়াব দিবেন যা জোমরা পসন্দ করো না !’ আবার তাদের কেউ কেউ বলল, ‘তাঁকে আমরা প্রশ্ন করবই !’ তারপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ‘হে আবুল কাসিম ! জহ কী ?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ করে রাইলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাঁর প্রতি ওই নাবিল হচ্ছে। তাই আমি দাঁড়িয়ে রাইলাম। তারপর যখন সে অবস্থা কেটে গেল তখন তিনি বললেন :

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

“তারা তোমাকে জহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, জহ আমার প্রতি পালকের আদেশঘটিত। এবং তাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।” (১৭ : ৮৫)

আমাল (র) বলেন, এভাবেই আয়াতটিকে আমাদের কিরাআতে পাঠ করা হয়েছে।

৯০. بَابُ مِنْ تَرْكِ بَعْضِ الْأَخْتِيَارِ مَخَافَةً أَنْ يُلْصِرُهُمْ بَعْضُ النَّاسِ فَيَتَعَوَّلُوا فِي أَشْدَدِهِ -

৯০. পরিষেদ : কোন কোন মুস্তাবাব কাজ এই আশকায় ছেড়ে দেওয়া যে, কিছু লোকে স্কুল বুরুতে পারে এবং তারা এর চাইতে অধিকতর বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে

١٢٨ حَدَّثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْأَشْوَدِ قَالَ قَالَ لِي أَبْنُ الزُّبَيرِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرِّي إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثْتُكَ فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَاتَ لِي قَالَ النَّبِيُّ يُعِينُ يَا عَائِشَةَ لَوْلَا أَنْ

فَوَمَكَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ قَالَ أَبْنُ الرَّبِيعِ يُخْرِجُونَ الْكُتُبَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسَ وَيَابَ
يَعْرِجُونَ فَعَلَ أَبْنُ الرَّبِيعِ .

১২৮ উবায়দুল্লাহু, ইবন খুসা (র).....আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইবনু মুবারক (রা) আমাকে বললেন, 'আমিশা (রা) তোমাকে অনেক গোপন কথা বলছেন। বল তো ক'বা সম্পর্কে তোমাকে কী বলছেন।' আমি বললাম, তিনি আমাকে বললেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ('আমিশা)। তোমাদের কওম যদি (ইসলাম প্রণালী) নতুন না হত, ইবন মুবারক বলেন : কৃত্য থেকে; তবে আমি ক'বা জেনে ফেলে তার মু'টি দরজা বাস্তাম। এক দরজা দিয়ে লোক প্রবেশ করত আর এক দরজা দিয়ে বের হত। (পরবর্তীভাবে ঘৰান আধিপত্য পেলে) তিনি একপ করেছিলেন।

- ٩١ -
بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ فَمَا تَوَنَّ فِيمْ كَرَامَةِ إِنْ لَا يَنْهَا -
وَقَالَ عَلَىٰ حَتَّىٰ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَشْبَعُونَ أَنْ يُكَلَّبُ اللَّهُ رَسُولُهُ -

১১. পরিষেবা : বুরাতে না পারার আশংকার ইলাম শিক্ষায় কোন এক ক্ষম বাস দিয়ে আর এক ক্ষম বেছে নেওয়া।

আলী (রা) বলেন, 'মানুষের কাছে সেই ধরনের কথা বল, যা তারা বুরাতে পাবে। তোমরা কি পসন্দ কর যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক ?

১২৯ حدثنا يحيى بن عيسى عن معروف بن خريفة عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب .

১২৯ এ বাদিস উবায়দুল্লাহু, ইবন খুসা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত করেন।
১৩০ حدثنا يشفعي بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن مسام قال حدثني ابن عبيدة قال حدثنا أنس بن مالك أن الناس يبغىون معاذ زدينه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال ليك يا رسول الله وستشهدك قال يا معاذ قال ليك يا رسول الله وستشهدك قال يا معاذ قال ليك يا رسول الله وستشهدك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يستحق من قلبه إلا حرمة الله على النار قال يا رسول الله أفلأ أخير به الناس فيستبشرون قال إنما يتكلوا وأخير بهما معاذ عبد موتهم نلما .

১৩০ ইসহাক ইবন ইকবাইম (র).....আনাস ইবন মচিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার শু'আয় (রা) নবী ﷺ -এর পিছনে সাওয়ালীতে উপরিট হিলেন, তখন তিনি তাকে ভাকলেন, হে শু'আব ইবন জায়দ। শু'আয় (রা) উত্তর দিলেন, 'আমি হাবির ইয়া রাসুলুল্লাহ এবং (আপনার আদেশ পালনের জন্য) প্রসূত। তিনি ভাকলেন, শু'আয়। শু'আয় (রা) উত্তর দিলেন, আমি হাবির, ইয়া রাসুলুল্লাহ এবং প্রসূত।' তিনি আবার ভাকলেন, শু'আয়। তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি হাবির ইয়া রাসুলুল্লাহ এবং প্রসূত'। একপ তিনবার করলেন।

এরপর বললেন : যে কোন বাস্ত্ব আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ দেবে যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ নেই আল্লাহর রাসূল'-তার জন্য আল্লাহ্ তাঁ'আলা জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। মু'আয (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আনুষকে এ খবর দেব না, যাতে তারা সুস্বাদ পেতে পারে?' তিনি বললেন, 'তাহলে তারা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে' মু'আয (রা) (জীবনভর এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি) মুহাম্মদ সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন যাতে (ইলম গোপন রাখার) কলাহ না হয়।

১৩১ حَدَّثَنَا مُسْنِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَدِلٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ نَكَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَعَاذٍ مِنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخْلَ الْجَنَّةِ قَالَ أَلَا أَبْشِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنْكِلُوا .

১৩১ মুসান্নাদ (র).....আনস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম মু'আয (রা)-কে বলেছেন : যে বাকি আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ শিরুক না করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। (এ কথা অনে) মু'আয (রা) বললেন, 'আমি কি লোকদের সুস্বাদ দেব না?' তিনি বললেন, 'না, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে।'

১৩২ بَابُ الْحَيَاةِ فِي الْعِلْمِ قَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمُ مُسْتَحْمِرٌ وَلَا مُسْتَكِبِرٌ قَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ الْبَسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْتَهِنْ الْحَيَاةَ أَنْ يُنْقَهِنَ فِي الدِّينِ -

১৩২. পরিচ্ছেদ : ইলম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা মুজাহিদ (র) বলেন, 'শার্জুক এবং অহঙ্কারী ব্যক্তি ইলম হাসিল করতে পারে না।' আয়িশা (রা) বলেন, 'আনসারদের মহিলারাই উন্নতি। লজ্জা তাদের দীনের জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে নি।'

১৩২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَتِ سَلَمَةِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أَمْ سَلَمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخِنُ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَفَطَّتْ أَمْ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ تَحْتَمِلَ الْمَرْأَةَ قَالَ نَعَمْ تَرِبَّتْ يَمْبَنِكِ فَيْمَ يُشَبِّهُهَا وَلَدُهَا .

১৩৩ মুহাম্মদ ইবন সালমা (র)....উন্ম সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসূলাল্লাহ মু'আয এর বিদ্যমাতে উন্ম সুলামা (রা) এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহহ হক কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। ক্রিলোকের বংশদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? নবী মু'আয বললেন : 'হ্যা, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।' তখন উন্ম সালমা (লজ্জাবোধ) তার মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্রিলোকের বংশদোষ হয় কি?' তিনি বললেন, 'হ্যা, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক!' (তা না হলে) তার সজ্ঞান তার আকৃতি পায় কিক্কপে!

১. এটি কোন বদ দু'জা নয়, বরং বিষয় প্রকাশের জন্য আবশ্যিক ব্যবহৃত হয়।

١٣٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرْقَهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثَنِي مَاهِنَ فَوْقَ النَّاسِ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَيَسْقُطُ فِي نَفْسِهِ أَنْهَا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَشْتَهَيْتُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كُلِّ أَنْوَافِ النَّخْلَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثَ أَبِيهِ بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ لَمْ تَكُنْ قَلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُكُونَ لَيْنَ كَذَا وَكَذَا .

١٣٤ ইসমা' ইল (র)..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : গাছের মধ্যে এমন এক গাছ আছে যার পাতা কারে পড়ে না এবং তা হল মুসলিমের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বল তো সেটা কোন গাছ? তখন লোকজনের খেয়াল জঙ্গলের গাছপালার প্রতি গেল। আর আমার মনে হতে শাশল যে, তা হল খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম।' সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই আমাদের তা বলে দিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'তা হল খেজুর গাছ।' আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'তারপর আমি আমার পিতাকে আমার মনে যা এসেছিল তা বললাম।' তিনি বললেন, 'তুমি তখন তা বলে দিলে অযুক্ত অযুক্ত জিনিস লাভ করার চাইতে আমি বেশী খুশি হতাম।'

٩٣. بَابُ مِنْ أَشْتَهِيَا فَأَمْرَرْ فَيْرَةً بِالسُّؤَالِ

৯৩. পরিষেদ : নিজে লজ্জাবোধ করলে অন্যাকে প্রশ্ন করতে বলা

١٣٤ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاؤَدَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ التَّعْوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيهِ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَأَمْرَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يُشَائِنَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِي هُوَضُوْهُ .

١٣৫ মুসান্দাদ (র)..... 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অধিক পরিমাণে 'মহী' বের হত। তাই এ ব্যাপারে নবী ﷺ-কে জিজাসা করার জন্য মিকদাদকে বললাম। তিনি তাকে জিজাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'এতে কেবল ওয় করতে হয়।'

٩٤. بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْقِنْيَا فِي الْمَسْجِدِ -

৯৪. পরিষেদ : মসজিদে ইলম ও মাসআলা-মাসাইলের আলোচনা করা

١٣٥ حَدَّثَنِي قَتِيبَةُ بْنُ سَعْيِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمِنُ أَنْ نَهْلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحَلِيقَةِ ، وَيَهْلُ أَهْلَ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ ، وَيَهْلُ أَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنَ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، وَيَمِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْعَلُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْتَهُ
هُذُمِّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১৩৫ কৃতায়বা ইবন সাঈদ (র).....‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হসজিদে দাঁড়িয়ে বলল, ‘ইয়া বাস্তুল্লাহ। আপনি আমাদের কোথা থেকে ইহুরাম বাঁধার নির্দেশ দেন?’ বাস্তুল্লাহ বললেন : যদীনাবাসী ইহুরাম বাঁধবে ‘যুল-হলায়কা’ থেকে, সিরিয়াবাসী ইহুরাম বাঁধবে ‘জুহফা’ থেকে এবং নাজদবাসী ইহুরাম বাঁধবে ‘করুন’ থেকে। ইবন ‘উমর (রা) বলেন, অনোরা বলেন যে, বাস্তুল্লাহ এও বলেছেন : ‘এবং ইয়ামানবাসী ইহুরাম বাঁধবে ‘ইয়ালামলাম’ থেকে।’ ইবন ‘উমর (রা) বলেছেন, ‘এ কথাটি আবি বাস্তুল্লাহ থেকে বুঝে নিতে পারিনি।’

٩٥. بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ مِمَّا سَأَلَهُ -

١٣٥. পরিষেদ : প্রশ্নকারীর প্রশ্নের চাইতে বেশী উত্তর দেওয়া
১৩৬ حَدَّثَنَا أَنَّمْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ التَّبِيرِيِّ حَدَّثَنَا أَنَّ زُهْرَيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ التَّبِيرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمَ فَقَالَ لَا يَلْبِسُ الْقِيَمَ وَلَا الْعِيَامَةَ وَلَا السُّرَأْوِيلَ وَلَا الْبَرْتَسَ وَلَا ثُوبًا مَسْتَهُ الْوَرْسُ أَوِ الزُّعْفَارَانُ فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلِلَّبِسِ الْخَفَّيْنِ وَلِيَقْطِعُهُمَا حَشْ يَكُونُنَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ .

১৩৬ আদম (র).....ইবন ‘উমর (রা) নথী থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজাসা করল, ‘মুহরিম কী কাপড় পরবে?’ তিনি বললেন : ‘জামা পরবে না, পাগড়ি পরবে না, পাজামা পরবে না, টুপি পরবে না এবং কুসুম বা যা’ফরান রঙে রঙিত কোন কাপড় পরবে না। জুতা না ধাকলে ঢামড়ার মোজা পরতে পারে, তবে এমনভাবে কেটে ফেলতে হবে যাতে মোজা দুটি পায়ের পিরান নিতে থাকে।

كتاب الوضوء
উষ্ণ অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম দয়ালুর অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كتاب الوظيفة

উচ্চ অধ্যায়

٩٦. بَابُ فِي الْوُضُوءِ -

نَاجَاهُ فِي قَبْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا فَعَلْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجْهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْعَرَافِقِ .
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ فَرْسَ الْوُضُوءِ
مَرَّةً مَرَّةً فَتَغْسِلُ أَيْضًا مَرْتَبَتِينَ وَكَلْبًا . وَلَمْ يَرِدْ عَلَى ثَلَاثَةِ، وَكَرَّةً أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِشْرَافُ لِبَيْهِ وَأَنْ يُجَاهِينَ
فِي عِلْمِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

১৬. পরিষেদ : উচ্চ বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার বাণী : "(হে যু'মিনগণ !) যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন
তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত খুবে ও তোমাদের মাথায় মসেহ করবে
এবং পা গিরা পর্যন্ত খুয়ে দেবে।" (৫ : ৬)

আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, নবী ﷺ বর্ণনা করেছেন : উচ্চ ফরাহ হ'ল এক—
একবার করে ধোয়া। তিনি দু'-দু'বার করে এবং তিন—তিনবার করেও উচ্চ করেছেন, কিন্তু
তিনবারের বেশী ঘোত করেন নি। পানির অপচয় করা এবং নবী ﷺ-এর আমলের সীমা
অতিক্রম করাকে উলাঘায়ে কিরাম মাকরহ বলেছেন।

১৭. بَابُ لَا تَتَبَلَّصْ صَلَاةً بِفَيْرِ طَهْورٍ -

১৭. পরিষেদ : পরিগ্রাতা ছাড়া সালাত করুল হয় না

حدَثَنَا إِسْحَاقُ أَبْنَ ابْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْتَهِيٍّ

اَنَّهُ سَيِّعَ ابْنَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْبِلْ صَلَةً مِنْ احْدَثِ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأْ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدْثُ يَا ابْنَ هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَّاءٌ أَوْ ضَرَاطٌ .

۱۰۷ **इसहाक इब्न इबराहीम आल-हामयाली** (र).....आबू हरायरा (रा) थेके वर्णित, तिनि बलेन : रासूलुल्लाह ﷺ बलेहें : 'ये बातिक्र हादस हय तार सालात करूँ हवे ना, यतक्षण ना से उयू करे। हायरा-माओतेर एक बाति कल्ल, 'हे आबू हरायरा ! हादस की ?' तिनि बलेन, 'निश्चिद्वे वा सश्चदे बायू बेर हওया ।'

۱۸. بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْفُرُّ الْمُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ -

۹۸. **परिचेद :** उयूर कर्त्तीलत एवं उयूर प्रतारे यादेर उयूर अब-प्रत्यग उज्ज्वल हवे

۱۲۸ **حدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْثَ عنْ سَعِيدِ بْنِ عَبَادٍ عَنْ تَعْمِيرِ الْمَجْمِعِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِنِ هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأْ فَقَالَ أَبِنُ سَعِيدٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَمْتَنِي يَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَرَّ مُحَاجِلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطْبِلَ غُرْتَهُ فَلْيَفْعُلْ .**

۱۰۸ **इयाहृइया इब्न बुकायर (र)**.....नु-आयम मूजमिर (र) थेके वर्णित, तिनि बलेन, आमि आबू हरायरा (रा)-एर सज्जे मसजिदेर छादे उठलाम । तारपर तिनि उयू करे बलेन : 'आमि रासूलुल्लाह ﷺ-के बलाते जनेहि, कियामतेर दिन आमार उयातके एमन अवस्थाय भाका हवे ये, उयूर प्रतारे तादेर हात-पा ओ मुखमध्ये थाकरे उज्ज्वल । ताइ तोमादेर मध्ये हे ए उज्ज्वलता बाड़िये निते पारे, से येन ता करे ।'

۹۹. بَابُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشُّكْرِ حَتَّىٰ يَسْتَغْفِرَ -

۹۹. **परिचेद :** सद्देहेर कारणे उयू करते हय ना यतक्षण ना (उयू भजेर) निश्चित विश्वास जन्ये

۱۲۹ **حدَّثَنَا عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَبِ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَعْمِيرٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخْيِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّرْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْقُضْ إِلَى لَا يَنْصُرِفْ حَتَّىٰ يَشْعَعَ صَوْتُهُ أَوْ يَجِدَ رِيحًا .**

۱۰۹ **आली (र)**.....'आबाद इब्न तामीम (र)-एर चाचा थेके वर्णित, एकबार रासूलुल्लाह ﷺ-एर काहे एक बाति सम्पर्के बला हल ये, तार मने हयोहिल येन सालातेर मध्ये किछु हये गियोहिल । तिनि बलेन : से येन किरे ना याह, यतक्षण ना शब्द शोने वा गक्क पाय ।

۱۰۰. بَابُ التَّقْدِيرِ فِي الْوُضُوءِ

۱۰۰. পরিষেব : হালকাভাবে উয়ু করা

۱۴۰. حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّاً عَنْ عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ حَتَّىٰ نَفَخَ لَهُ مَسْلِىٌ وَدِبْيَا قَالَ إِسْطَاجْعَ حَتَّىٰ نَفَخَ لَهُ قَامَ فَصَلَّى حَتَّىٰ مَرَّةٌ حَتَّىٰ بِهِ سَفِيَّاً مَرَّةٌ بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتْ عِنْدَهُ خَالِقٌ مِّيمُونَةٌ لِّتَهُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيلِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَرْبٍ مُّعْلَقٍ وَضَعَ خَلْفَهُ يُخْفَلَةً عَمْرُو وَيَقْلِهُ وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأَتْ نَحْشُوا مِنَ تَوْضِأً ، لَمْ جِئْتْ فَقَمَتْ عَنْ يَسَارِهِ وَدِبْيَا قَالَ سَفِيَّاً عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلْنِي عَنْ يَمِينِهِ لَمْ مَلِّي مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ اِسْطَاجْعَ فَنَامَ حَتَّىٰ نَفَخَ لَهُ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَازْدَهَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَلَنَا لِعَمْرِو أَنْ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَامَ عَيْنَهُ وَلَا يَنْأِمُ قَلْبَهُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عَبِيدَ بْنَ عَمِيرَ يَقُولُ رَبِّيَا الْأَنْبِيَا وَهُوَ لَمْ قَرَأْ أَبْنَى أَرَى فِي الْمَنَامِ أَتِيَ أَذْبَحْكُ .

۱۴۰. 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....ইবন 'আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ ঘূমিয়েছিলেন, এমনকি তাঁর নিষ্ঠাসের শব্দ হতে লাগল। এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন। সুফিয়ান (র) আবার কখনো বলেছেন, তিনি শয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর নিষ্ঠাসের আওয়াহ হতে লাগল। এরপর দাঢ়িয়ে সালাত আদায় করলেন। অন্য সূত্রে সুফিয়ান (র) ইবন 'আকবাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি এক রাতে আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর কাছে রাত কাটালাম। রাতে নবী ﷺ ঘূম থেকে উঠলেন এবং রাতের কিছু অংশ চলে যাবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ঝুলত মশক থেকে হাকা উযু করলেন। রাবী 'আমর (র) বলেন যে, হাকাভাবে ধূলেন, পানি কম ব্যবহার করলেন এবং সালাতে দাঢ়িয়ে গেলেন। ইবন 'আকবাস (রা) বলেন, তখন তিনি যেভাবে উযু করেছেন আহিও সেভাবে উযু করলাম এবং এসে তাঁর বাঁয়ে দাঢ়িয়ে গেলাম। সুফিয়ান (র) কখনো কখনো শব্দের ছলে শমাল বলতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ঘূরিয়ে তাঁর ডান দিকে দাঢ়ি করালেন। এরপর আল্লাহর যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ তিনি সালাত আদায় করলেন। এরপর কাত হয়ে ঘূরিয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতে থাকল। এরপর মুয়ায়িন এসে তাঁকে সালাতের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে সালাতের জন্য রওয়ানা হলেন এবং সালাত আদায় করলেন, কিন্তু উযু করলেন না। আমরা 'আমর (র)-কে বললাম: 'লোকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁর অক্ষ ঘুমায় না। তখন 'আমর (র) বললেন, 'আমি উবারাদ ইবন 'উমায়র (র)-কে বলতে জনেছি, নবীগণের স্বপ্ন শ্বেত।' এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন - أَتِيَ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَتِيَ أَذْبَحْكَ 'আমি বলে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি।' (৩৭: ১০২)।

١٠١. بَابُ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ الْإِنْتَهَاءُ -

১০১. পরিষেদ ৪ পূর্ণকল্পে উয়ু করা

ইবন 'উমর (রা) বলেন, 'ভালভাবে পরিকার করাই হল পূর্ণকল্পে উয়ু করা।'

١٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عِبَارٍ عَنْ أَسَمَّةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَعَى يَقُولُ نَفْعُ رَسُولِ اللَّهِ مَنْعِلَةً مِنْ عَرْفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالْمُمْنَعِ تَوْضِعًا وَلَمْ يَسْتَبِعْ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ قَلْمَاجَاءَ الْمَزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوْضِعًا . فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَقْيَمَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى التَّغْرِيبَ ثُمَّ أَنْاَخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بِعِيرَةٍ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقْيَمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصْلِ بَيْنَهُمَا .

১৪১ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ খন্দ 'আবারাফার ময়দান থেকে রওয়ানা হলেন। গিরিপথে গিয়ে তিনি সজ্যারী থেকে নেমে পেশাব করলেন। এরপর উয়ু করলেন কিন্তু উত্তমকল্পে উয়ু করলেন না। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত আদায় করবেন কি?' তিনি বললেন : 'সালাতের স্থান তোমার সাহনে।' তারপর তিনি আবার সওয়ার হলেন। এরপর মুখদালিকায় এসে সজ্যারী থেকে নেমে উয়ু করলেন। এবার পূর্ণকল্পে উয়ু করলেন। তখন সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া হল। তিনি মাগারিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর সকলে তাদের অবতরণস্থলে নিজ নিজ উট বসিয়ে দিল। পুনরায় ইশার ইকামত দেওয়া হল। তারপর তিনি ইশার সালাত আদায় করলেন এবং উভয় সালাতের মধ্যে অন্য কোন সালাত আদায় করলেন না।

١٠٢. بَابُ غَسْلِ الرِّجْهِ بِالْيَدِيْنِ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ -

১০২. পরিষেদ : এক ঔজলা পানি দিয়ে দু' হাতে মুখমণ্ডল ধোয়া

١٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحَرَاعِيُّ مُتَصَوِّرٌ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ بَلَّلٍ يَعْنِي سَلِيمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبْنِ عِبَارٍ أَنَّهُ تَوْضِعُ أَخْذَ غُرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَمَضْمِضَ بِهَا وَاسْتَشْتَقَ، ثُمَّ أَخْذَ غُرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخْذَ غُرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَفَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخْذَ غُرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَفَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخْذَ غُرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَفَسَلَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَخْذَ غُرْفَةَ الْيُسْرَى فَفَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْعِلَهُ يَتَوَضَّعُ .

১৪২. মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রহীম (র)..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উচ্চ করলেন এবং তার মুখমণ্ডল খুলেন। এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে এক্ষণ করলেন অর্থাৎ আরেক হাতের সাথে মিলিয়ে মুখমণ্ডল খুলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে ডান হাত খুলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে তাঁর বাঁ হাত খুলেন। এরপর তিনি মাথা মসেহ করলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে ডান পায়ের উপর ঢেলে দিয়ে তা খুয়ে ফেললেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে বাম পা খুলেন। তারপর বললেন : 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে উচ্চ করতে দেখেছি।'

- ১০৩. بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَمِنْدَ الْوِقَاءِ -

১০৩. পরিষেদ : সর্বাবস্থায়, এফসকি সহবাসের সময়েও বিসমিল্লাহ্ বলা ১৪৩ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعْدٍ يَقُولُ إِنَّمَا أَحْكَمْتُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَا شَمَّ اللَّهُمَّ جِئْنَا الشَّيْطَانَ وَجِئْنَا الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا فَقَضَيْنَا بَيْنَهُمَا وَلَدْ لَمْ يَضُرُّهُ .

১৪৩ 'আলী ইবন 'আবদুর রহীম (র)..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ- বলেছেন : তোমাদের কেউ তার গুরুর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جِئْنَا الشَّيْطَانَ وَجِئْنَا الشَّيْতَانَ (আল্লাহর নামে আরুণ করছি)। আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যা আমাদেরকে দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ) — তারপর (এ মিলনের হস্তা) তাদের কিসমতে কোন সংজ্ঞান থাকলে শফতান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

- ১০৪. بَابُ مَا يَقُولُ مِنْدَ الْخَلَاءِ -

১০৪. পরিষেদ : শৌচাগারে কী বলতে হয় ? ১৪৪ حَدَّثَنَا أَنَّمْ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّزِيزِ بْنِ صَهْبَيْبٍ قَالَ سَعِيتُ أَنَّسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبْثِ وَالْخَبَاثَ تَابِعَةُ ابْنِ عَرَعَةَ عَنْ شَعْبَةَ وَقَالَ غَنِيْرُ عَنْ شَعْبَةِ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَادٍ إِذَا دَخَلَ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزِيزِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ .

১৪৪ আদম (র)..... আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-র কথন অকৃতির ভাবে শৌচাগারে হেতৈন কথন বলতেন, লَهُمَّ এনি আুৰ্দু বিৰু মিৰি কাজ ও শয়তান থেকে আপনার শরণ নিছি।) " ইবন 'আর'আরা (র) সুজ্ঞও অনুত্তপ বর্ণনা করেন। তনদার (র)

ত'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন, যখন শৌচাগারে যেতেন। মূসা (র) থেকে বর্ণনা করেন, ইন্দিরা (যখন প্রবেশ করতেন)। সাইদ ইবন যায়দ (র) 'আবদুল 'আলীয় (র) থেকে বর্ণনা করেন, 'যখন প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন।'

— ১০৫. بَابُ وَقْتِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ -

১০৫. পরিষেব : শৌচাগারের কাছে পানি রাখা
 ১৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
 يَزِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَعَالَى نَحْنُ الْخَلَاءُ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضْوَى قَالَ مَنْ وَضَعَ مَذَا فَأَخْبِرْ فَقَالَ اللَّهُمْ
 نَفْهَةُ فِي الدِّينِ ।

১৪৫ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....ইবন 'আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, একবার নদী শৌচাগারে গেলেন, তখন আমি তাঁর জন্য উষ্ণ পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'এটা কে রেখেছে?' তাঁকে আনান্দ হলে তিনি বললেন : 'ইয়া আবদুল্লাহ! আপনি তাকে নীনের জন্য দান করলেন।'

— ১০৬. بَابُ لَا تُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِغَانِطٍ أَوْ بِوَلْدَلِ أَعْنَدَ الْبَيْنِ مِجَادَرَ أَوْ تَحْمِيرَهِ -

১০৬. পরিষেব : মল-মৃত্যু ত্যাগের সময় কিবলামুখী হবে না, তবে ঘরের মধ্যে দেয়াল অথবা তেমন কোন আড়াল থাকলে ভিজ্ঞ কথা।

১৪৬ حَدَّثَنَا أَبْدُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي نِسْبَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الْلَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَبِيبِ
 الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَانِطَ فَلَا يُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُؤْلِمَا ظَهَرَةً شَرِقَوْ
 أَوْ غَرِبَوْ ।

১৪৬ আদম (র).....আবু আইয়ুব আনসারী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ শাৰ্ফ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন শৌচাগারে যায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং তার দিকে পিঠ না করে, বরং তোমরা পূর্ব দিক এবং পশ্চিম দিকে কিরণে বসবে (এই নির্দেশ যদীনার বাসিন্দাদের জন্য)।

— ১০৭. بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لِيَتَنِ -

১০৭. পরিষেব : দুই ইটের ওপর বসে মলমৃত্যু ত্যাগ করা
 ১৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ
 عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تُسْتَقْبِلُ

القبلة ولابيَت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقى يوماً على ظهر بيته لتأتيه رَسُولُ الله ﷺ على
لبيته مُستقيلاً بيته المقدس لي حاجته وقال لملك من الذين يصلون على أوراكِهم فقلت لا أدرى والله قال
مالك يعني الذي يصلى ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لا صدق بالارض .

147 'ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ ଇଟୁସୁଫ (ର)..... 'ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ 'ଓମର (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : 'ଲୋକେ
ବଲେ ମଳ-ମୃତ ତାଗେର ସମୟ କିବଲାର ଦିକେ ଏବଂ ବାଯତୁଲ ମୁକାବାସେର ଦିକେ ମୁଖ କରେ ବସବେ ନା ।' 'ଆବଦୁଲ୍ଲାହ
ଇବନ ଉମର (ରା) ବଲେନ, 'ଆମି ଏକ ଦିନ ଆମାଦେର ଘରେର ଛାଦେର ଓପର ଉଠିଲାମ । ତାରପର ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ﷺ-କେ
ଦେଖିଲାମ ବାଯତୁଲ ମୁକାବାସେର ଦିକେ ମୁଖ କରେ ଦୂଟି ଇଟେର ଓପର ତୀର ପ୍ରଯୋଜନେ ବଲେହେଲ । ତିନି [ଓଯାସି (ର)-
କେ] ବଲେନ, ତୁମି ବୋଧ ହୁଏ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଶାମିଲ, ଯାରା ନିତହେଲ ଓପର ଭର କରେ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରେ । ଆମି
ବଲିଲାମ, 'ଆଶ୍ଵାହର କ ସମ୍ମ ! ଆମି ଜାନି ନା ।' ମାଲିକ (ର) ବଲେନ, (ନିତହେଲ ଓପର ଭର କରାର ଅର୍ଥ ହଲୋ) ଯାରା
ସାଲାତ ଆଦାୟ କରେ ଏବଂ ମାଟି ଥେକେ ନିତହେଲ ନା ତୁଲେ ସିଙ୍ଗଦା କରେ ।

١٠٨. بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ -

108. ପରିଚେତ : ଅହିଲାଦେର ବାହିରେ ଯାଓଯା

148 حدثنا يحيى بن بکير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن
خرج النبي ﷺ كن يخرجن بالليل إذا تبرزت إلى المعاصي وهو معبد أفيجع فكان عمر يقول النبي ﷺ
أحجب نساءك فلم يكن رسول النبي ﷺ يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي ﷺ ليلة من البنين
عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفتني يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله
آية الحجاب .

148 'ଆଯାହିଯା ଇବନ ବୁକାଯର (ର)..... 'ଆଯିଶା (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ, ନରୀ କରିମ ﷺ-ଏର ପଟ୍ଟିଗଲ ରାତରେ
ବେଳାଯ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଯୋଜନେ ଖୋଲା ମଧ୍ୟାଦାନେ ଯେତେନ । ଆର 'ଓମର (ରା) ନରୀ ﷺ-କେ ବଲାତେନ, 'ଆପନାର
ସହଖୀଲିଙ୍ଗକେ ପର୍ମାଯ ରାଖୁନ ।' କିନ୍ତୁ ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ﷺ ତା କରେନ ନି । ଏକ ରାତେ ଦିଶାର ସମୟ ନରୀ ﷺ-ଏର
ପଟ୍ଟି ସାନ୍ଦା ବିନ୍ତ ଯାମ 'ଆ (ରା) ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଯୋଜନେ ବେର ହଲେନ । ତିନି ଛିଲେନ ଦୀର୍ଘକାଯା । 'ଓମର (ରା) ତୀକେ
ଡେକେ ବଲାତେନ, 'ହେ ସାନ୍ଦା ! ଆମି କିନ୍ତୁ ଆପନାକେ ଚିନେ ଫେଲେଛି ।' ପର୍ମାର ହକୁମ ନାହିଁ ହସ୍ତାନ ଆହାହେ ତିନି
ଏ କଥା ବଲେହିଲେନ । ତାରପର ଆଶ୍ଵାହ ତା'ଆଳା ପର୍ମାର ହକୁମ ନାହିଁ କରେନ ।

149 حدثنا زكرياً قال حدثنا أبوأسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ قال
قد أين لكن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراز .

১৪৯ 'যাকারিয়া (র).....'আরিশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : 'তোমাদের প্রয়োজনের জন্য বের হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে।' হিশাম (র) বলেন, অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে।

১০৯. بَابُ التَّبِيرِ فِي الْبَيْتِ -

১০৯. পরিষেদ : ঘরে মলমূত্র ত্যাগ করা

১৫০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْتَهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ إِرْتَقَيْتُ فَوْقَ طَهْرٍ بَيْتَ حَفْصَةَ لِعَضْرِ حَاجَتِيْ فَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَبِيرَ الْقِبْلَةَ مُسْتَقِيلَ الشَّامَ .

১৫০ ইবরাহীম ইবন মুন্দির (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার বিশেষ এক প্রয়োজনে ছাফসা (রা)-এর ঘরের ছান্দে উঠলাম, তখন দেখলাম, বাসুলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে শাম-এর দিকে মুখ করে তাঁর প্রয়োজনে বসেছেন।'

১৫১ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارِنَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَمَّةَ وَاسِعَ بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظَهَرَتْ ذَاتُ يَوْمٍ عَلَى ظَهَرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى قَاعِدًا عَلَى لِبَنَتِيْنِ مُسْتَقِيلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ .

১৫১ ইয়াকৃব ইবন ইবরাহীম (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'একদিন আমি আমাদের ঘরের ওপর উঠলাম। আমি দেখলাম, বাসুলুল্লাহ ﷺ দুটি ইস্টের উপর বায়তুল মুকাব্বাসের দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বসেছেন।'

১১০. بَابُ الْإِسْتِجَامِ بِالْعَامِ -

১১০. পরিষেদ : পানি ধারা ইস্তিনজা করা

১৫২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ مِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَأَسْمَهُ عَطَاءَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجْرَى أَنَا وَغَلَامٌ مَعْنَا إِدَوْةً مِنْ مَاءٍ يَعْنِي بِسْتَجْجَى بِهِ .

১৫২ আবুল ওলীদ হিশাম ইবন 'আবদুল মালিক (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে কের হতেন তখন আমি ও আরেকটি ছেলে পানির পাত্র নিয়ে আসতাম। অর্থাৎ তিনি তা দিয়ে ইস্তিনজা করতেন।

111. بَابُ مَنْ حَمِلَ مَعْهَدَ الْمَاءِ لِطَهُورِهِ، وَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاءُ أَلَيْسَ لِكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالظَّهُورِ وَالْوَسَادِ

111. ପରିଷେଦ : ପରିଶର୍ତ୍ତା ହାସିଲେର ଜନ୍ୟ କାରୋ ସାଥେ ପାନି ନିଯେ ଯାଏଯା ଆବୁଦୁ-ଦାରଦା (ରା) ବଲେନ, ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କି ଜୂତା, ପାନି ଓ ବାଲିଶ ବହନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି [ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ୍ ଇବନ୍ ମାସ'ଉଦ୍ (ରା)] ନେଇ?

152 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَعَاذٍ وَأَسْمَهُ عَطَاءً بْنَ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبَعَّثَتْ أَنَا وَفَلَامَ مِنْهَا مَعْنَاهُ مِنْ مَاءٍ

153 سୁଲାୟମାନ ଇବନ୍ ହାରବ (ର).....ଆନାସ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ନବୀ ﷺ ଯଥନ ପ୍ରାକୃତିକ ଧର୍ଯ୍ୟାଜଳେ ସେର ହତେନ ତଥନ ଆମି ଏବଂ ଆମାଦେର ଆର ଏକଟି ଛେଳେ ତମ ପିଛନେ ପାନିର ପାତା ନିଯେ ଯେତାମ ।

112. بَابُ حَمْلِ الْعَنْزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الْإِشْتِيجَامِ

112. ପରିଷେଦ : ଇସ୍ତିନ୍‌ଜାର ଜନ୍ୟ ପାନିର ସାଥେ (ଲୋହ ଫଳକମୁକ୍ତ) ଲାଗି ନିଯେ ଯାଏଯା

154 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَخْمِلُ أَنَا وَفَلَامُ إِدَوْةَ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةَ يَسْتَشْجِي بِالْمَاءِ تَابِعَةُ النَّصْرِ وَشَادَانُ عَنْ شُعْبَةِ الْعَنْزَةِ عَصَمًا عَلَيْهِ رَجْ .

155 ମୁହାମ୍ମଦ ଇବନ୍ ବାଶାର (ର).....ଆନାସ ଇବନ୍ ମାଲିକ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ରାସୁଲୁଲ୍‌ଲାହ୍ ଯଥନ ଶୌଚାଗାରେ ସେତେନ ତଥନ ଆମି ଏବଂ ଏକଟି ଛେଳେ ପାନିର ପାତା ଏବଂ 'ଆନାଥା ନିଯେ ଯେତାମ । ତିନି ପାନି ଦାରା ଇସ୍ତିନ୍‌ଜାର କରାନେ ।

(ଉନ୍ତା) (ର) ଓ ଶାୟାମ (ର) ଓ'ବା (ର) ଥେକେ ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ । ହାନୀସେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 'ଆନାଥା' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏହନ ଲାଗି ଯାର ମାଥାଯା ଲୋହ ଲାଗାନେ ଥାକେ ।

112. بَابُ النَّهَرِ مَعَ الْإِشْتِيجَامِ بِالْيَمِينِ

113. ପରିଷେଦ : ଡାନ ହାତେ ଇସ୍ତିନ୍‌ଜାର ନିଷେଖାଜା

155 حَدَّثَنَا مُعاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدُّسْتُوَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَكْبَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْأَنَاءِ ، وَإِذَا أَشَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمْسُ ذَكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَسَّعُ بِيَمِينِهِ .

১৫৫ مُعَاشِ إِبْنِ فَهَّايلَا (ر).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : رَأَسْلَمَ اللَّهُ بِسْمِهِ وَلَمْ يَلْفِزْ بِهِ বলেন, তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে। আর যখন শৌচাগারে যায় তখন তার পুরুষাঙ্গ যেন ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে যেন ইসতিন্জা না করে।

- ۱۱۴. بَابُ لَا يُسْتَجِي نَكْرَهُ بِعِينِهِ إِذَا بَالَ -

۱۱۴. পরিষেদ : প্রস্তাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধরবে না

۱۵۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعْمَلِيِّ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ أَبِيهِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذْنُ ذَكْرَهُ بِعِينِهِ، وَلَا يَسْتَجِي بِعِينِهِ، وَلَا يَنْفَسْ فِي الْأَيَّامِ -

۱۵۶ مুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে তখন সে যেন কখনো ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে ইসতিন্জা না করে এবং পান করার সময় যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে।

- ۱۱۵. بَابُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ -

۱۱۵. পরিষেদ : পাথর দিয়ে ইসতিন্জা করা

۱۵۷ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَقْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْيَلِيَّ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمْرُو الْمَقْبَرِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَةٍ فَكَانَ لَا يَتَنَقَّبُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي أَحْجَارٌ أَسْتَفْضُ بِهَا أَوْ تَحْوُهُ وَلَا تَأْتِينِي بِعَطْرٍ وَلَا زَكْرٍ فَاتَّبَعْتُهُ بِالْحِجَارَةِ بِطَرْفِ شَيْأِيْنِ فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنِّبِيْ وَأَغْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى أَتَبَعَهُ بِهِنْ -

۱۵۷ আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মকী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : نَبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তার অনুসরণ করলাম। আর তিনি এদিক-ওদিক তাকাতেন না। যখন আমি তার নিকটবর্তী হলাম তখন তিনি আমাকে বললেন : 'আমাকে কিন্তু পাথর কুড়িয়ে দাও, আমি তা দিয়ে ইসতিন্জা করব।' (বর্ণনাকারী বলেন), বা এ ধরনের কোন কথা বললেন, আর আমার জন্য ছাঢ় বা গোবর আমন্বে না।' তখন আমি আমার কাপড়ের কোচায় করে কয়েকটি পাথর এনে তার পাশে রাখলাম এবং আমি তার থেকে সরে গেলাম। তিনি প্রয়োজন শেষে সেগুলো ব্যবহার করলেন।

- ۱۱۶. بَابُ لَا يُسْتَجِي بِرَوْثِ -

۱۱۶. পরিষেদ : গোবর দিয়ে ইসতিন্জা না করা

۱۵۸ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَهِيرٌ عَنْ أَبِيهِ إِشْحَاقٍ قَالَ لَيْسَ أَبُو عَيْبَدَةَ ذَكَرَهُ، وَلِكُنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

ଅଲୋଚନା କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍‌ଧ୍ୟାଯ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବ କାହାର କାଜେ ଥାବାର ସମୟ ଡିଲାଟି ପାଥର କୁଡ଼ିଯେ ଦିଲେ ଆମାକେ ଆଦେଶ ଦିଲେନ । ତଥବା ଆମି ଦୂଟି ପାଥର ପେଲାମ ଏବଂ ତୃତୀୟଟିର ଜନ୍ୟ ଖୋଜାକୁଣ୍ଜ କରଲାମ କିମ୍ବୁ ପେଲାମ ନା । ତାଇ ଏକବେଳେ ତକଳେ ଗୋବର ନିଯେ ତାର କାଛେ ପେଲାମ । ତିନି ପାଥର ଦୂଟି ନିଲେନ ଏବଂ ଗୋବର ଖାଦ୍ୟ ଫେଲେ ଦିଲେ ବଲେନ, ଏଠା ଅପବିତ୍ର ।

ଇବରାଇମ ଇବନ ଇତ୍ତୁଫକ (ର), ତାର ପିତା, ଆବୁ ଇସହାକ (ର), 'ଆବଦୁର ରହମାନ (ର)-ଏର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହାଦୀସଖାନ ବର୍ଣନ କରେନ ।

— ୧୧୭. بାବُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً —

୧୧୭. ପରିଷେଦ : ଉଦ୍‌ଧ୍ୟାତେ ଏକବାର କରେ ଧୋଯା

୧୫୯ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَقِيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً .**

୧୫୯ ମୁହାମ୍ମଦ ଇବନ ଇତ୍ତୁଫକ (ର).....ଇବନ 'ଆକାସ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : 'ନବୀ ﷺ ଏକ ଉଦ୍‌ଧ୍ୟାତେ ଏକବାର କରେ ଧୂଯେଛେ ।

— ୧୧୮. بାବُ الْوُضُوءِ مَرْتَبَتِينَ مَرْتَبَتَينَ —

୧୧୮. ପରିଷେଦ : ଉଦ୍‌ଧ୍ୟାତେ ଦୂରାର କରେ ଧୋଯା

୧୬୦ **حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ أَبْنُ عِيشَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَلِيْعُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ أَبْنِ بَكْرٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ شَعِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرْتَبَتِينَ مَرْتَبَتَينَ .**

୧୬୦ ହସାଯନ ଇବନ 'ଇସା (ର).....'ଆବଦୁଲାହ ଇବନ ଯାଯାଦ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : 'ନବୀ ﷺ ଉଦ୍‌ଧ୍ୟାତେ ଦୂରାର କରେ ଧୂଯେଛେ ।'

— ୧୧୯. بାବُ الْوُضُوءِ ثَلَاثَتِيْنَ ثَلَاثَتِيْنَ —

୧୧୯. ପରିଷେଦ : ଉଦ୍‌ଧ୍ୟାତେ ତିନବାର କରେ ଧୋଯା

୧୬୧ **حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوَّلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ قُبَّادَيِّ شَهِيقَ (୧) — ୧୪**

يَزِيدُ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمَرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ دُعَا بِإِنَاءٍ فَلَفَرَغَ عَلَى كَفْفِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَقَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَتَخَلَّ يَعْيَنَهُ فِي الْأَيَّامِ فَمَضَى مِنْهُ وَاسْتَشْفَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَعْيَنَهُ أَنَّ الْمَرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَوْضِعًا نَحْنُ وَضُوئِنِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَيْرُهُ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبِهِ^{۱۶۱} وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمَرَانَ، فَلَمَّا تَوْضَعَ عُثْمَانَ قَالَ أَلَا احْدِكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا أَنَّ مَا حَدَّثَكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَتَوْضَعُ رَجُلٌ فَيُخْسِنُ وَضُوءَهُ وَيُصْلِي الصَّلَاةَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ مَا بَيْنَ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصْلِيَهَا قَالَ عُرْوَةُ الْأَيَّةِ أَنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ .

১৬১ 'আবদুল্লাহ 'আবদুল্লাহ আল-উয়াকাসী (র).....হমরান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে উভয় হাতের তালুতে তিনবার ঢেলে তা ধূয়ে নিলেন। এরপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধূয়ে এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধূয়ে নিলেন। এরপর মাথা মদেহ করলেন। তারপর উভয় পা শিরা পর্যন্ত তিনবার ধূয়ে নিলেন। পরে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম উয়ু করবে, তারপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পেছনের তনাহু মাফ করে দেওয়া হবে।

ইবনুল্লাহীম (র).....ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, 'উরওয়া হমরান থেকে বর্ণনা করেন, 'উসমান (রা) উয়ু করে বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করব। যদি একটি আয়াতে কারীমা না হত, তবে আমি তোমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করতাম না। আমি নবী ﷺ-কে বলতে চলেছি, যে কোন ব্যক্তি সুন্দর করে উয়ু করবে এবং সালাত আদায় করবে, পরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত তাঁর মধ্যবর্তী ঘৃত গুনাহু আছে সব মাফ করে দেওয়া হবে। 'উরওয়া (র) বলেন, সে আয়াতটি হল :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

আমি যে সব শৃঙ্খল নির্দর্শন অবকাঠাম করেছি তা যারা গোপন করে.....(২ : ১৫৯)।

- ۱۲۰ - بَابُ الْإِسْتِئْنَابِ فِي الْوُضُوءِ

ذَكْرُهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২০. পরিষ্কেল : উয়ুর মধ্যে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা

'উসমান (রা), আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) ও ইবন 'আকাস (রা) নবী ﷺ থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন :

১৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ الدَّمَنَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّمْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِنْرِيْسَ أَنَّهُ سَمِعَ

ابا هريرة عن الشير مكثة أنه قال من توضأ فليستبر ومن استجمعر فليبور .

١٦٢ 'আবদান (র).....আবু ইসরিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে গলেছেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন : যে বাকি উচ্চ করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে ইসতিনজা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক চিলা-কুলুখ ব্যবহার করে।

١٢١. بَابُ الْإِسْتِجْمَارِ وَقُبْرًا

١٢١. পরিষেদ : (ইসতিনজাৰ জন্য) বেজোড় সংখ্যক চিলা-কুলুখ ব্যবহার করা

١٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرْنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّزْنَادِ عَنْ الْأَعْفَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْتِهِ ثُمَّ لِيَتَرْهُ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُبُورْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ تَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوْبِهِ فَإِنْ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَ يَدُهُ .

١٦٤ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উচ্চ করে তখন সে যেন তার নাকে পানি দেয়, এরপর যেন খেড়ে নেয়। আর যে ইসতিনজা করে সে ফেন বেজোড় সংখ্যক চিলা-কুলুখ ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে আগে তখন সে যেন উচুর পানিতে হাত ছুকানোর আগে তা খুয়ে নেয়; কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, ঘুমস্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে।

١٢٢. بَابُ غَسلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدْمَيْنِ -

١٢٢. পরিষেদ : দু'পা ধোয়া এবং মসেহ না করা

١٦٤ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشَرٍّ عَنْ يُوسُفِ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ عَمْرُو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَا هَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا تَوْضِيْعًا وَتَمْسَحًا عَلَى أَرْجَلِنَا فَتَنَاهُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَوَلَّ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ مَرْتَبَيْنِ أَوْ ثَلَاثَيْنِ .

١٦৪ মুসা (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক সফতে আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন, এরপর তিনি আমাদের কাছে পৌছে গেলেন। তখন আমরা আসরের সালাত তরু করতে দেরী করে ফেলেছিলাম। তাই আমরা উচ্চ করছিলাম এবং (তাড়াতাড়ির কারণে) আমাদের পা মসেহ করার মতো হালকাভাবে খুয়ে নিছিলাম। তখন তিনি উচ্চবরে বললেন : 'পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য আহন্নামের আঘাত রয়েছে।' দু'বার অঘাত তিনবার তিনি একথা বললেন।

١٢٢. بَابُ الْمَقْسِفَةِ فِي الْوُضُوءِ -

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ رَّعِيْدُ اللَّهِ أَبْنُ زَيْدٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

১২৩. পরিষেদ : উচ্যুতে কুলি করা

ইবন 'আকবাস (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

١٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدٍ عَنْ حُمَرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِيهِ مِنْ إِنَاءِ فَفَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ ثُمَّ أَنْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ تَعْصِمَضَ وَأَشْتَشَقَ وَأَشْتَتَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدِيهِ إِلَى الْمِرْقَفَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلُّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوئِنِي هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِنِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

১৬২ আরুল ইয়ামান (র)..... 'উসমান ইবনে 'আফফান (রা)-এর আয়াদকৃত গোলাম হমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'উসমান (রা)-কে উচ্যুত পানি আনাতে দেখলেন। তারপর তিনি সে পানি থেকে উভয় হাতের উপর পানি দেলে তা তিনবার ধূয়ে ফেললেন। এরপর তাঁর ডান হাত পানিতে চুকালেন। এরপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ফেললেন। এরপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধূলেন, এরপর মাথা মসেহ করলেন। এরপর প্রত্যেক পা তিনবার ধোয়ার পর বললেন। আমি নবী ﷺ-কে আমার এ উচ্যুত ন্যায় উচ্যু করতে দেখেছি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমার এ উচ্যুত ন্যায় উচ্যু করে দু'রাক 'আত সালাত আদায় করবে এবং তার মধ্যে কোন বাজে খেয়াল মনে আনবে না, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অতীজের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন।'

١٢٤. بَابُ غَسْلِ الْأَعْقَابِ -

وَكَانَ أَبْنُ سِيرِينَ يَفْسِلُ مَوْضِعَ الْفَاقِمِ إِذَا تَوَضَّأَ -

১২৪. পরিষেদ : পায়ের গোড়ালী ধোয়া

ইবনে সৌরীন (র) উচ্যু করার সময় তাঁর আংটির জায়গা ধূতেন।

١٦٦ حَدَّثَنَا أَبْدُ بْنُ أَبِنِ إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمْرِبُ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّأُونَ مِنَ الْمُطْهَرَةِ . قَالَ أَسْبَيْغُوا الْوُضُوءَ قَالَ أَبَا الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

১৬৬ আদম ইবন আবু ইয়াস (র).....মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু জুরায়র (রা) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকেরা সে সময় পায় থেকে উয়ু করছিল। তখন তাঁকে বলতে জনেছি, তোমরা উত্তমরূপে উয়ু কর। কারণ আবুল কাসিম رض বলেছেন : পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য জাহানামের শাস্তি রয়েছে।

١٢٥. بَابُ غَشْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي التَّعْلِيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى التَّعْلِيْنِ -

১২৫. পরিষেদ : চপ্পল পরা অবস্থায় উভয় পা খোজা কিন্তু চপ্পলের ওপর মসেহ না করা

১৬৭ **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْعَقْبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ جَرِيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ يَا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتَكَ تَعْصِيَنِي أَرِيْغًا لَمْ أَرْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَعْصِيَنِي قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جَرِيْحٍ قَالَ رَأَيْتَكَ لَا تَعْسُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيْنِ ، وَرَأَيْتَكَ تَبْسُ النَّعَالَ السَّبِيْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتَكَ تَعْصِيَنِي بِالصُّفَرَةِ ، وَرَأَيْتَكَ إِذَا كُنْتَ بِكَثَةِ أَهْلِ النَّاسِ إِذَا رَأَوْتَ الْمَهَلَّ وَلَمْ تُهَلِّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَّةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَا الْأَرْكَانُ فَإِنَّمَا لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَعْسُ إِلَّا الْيَمَانِيْنِ ، وَأَمَا النَّعَالُ السَّبِيْتِيَّةُ فَإِنَّمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَبْسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَنْوَسًا فِيهَا فَإِنَّمَا أَحَبُّ أَنْ أَبْسَهَا ، وَأَمَا الصُّفَرَةُ فَإِنَّمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَعْصِيَنِي بِهَا فَإِنَّمَا أَحَبُّ أَنْ أَصْبِغَ بِهَا ، وَأَمَا الْأَهْلَلُ فَإِنَّمَا لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَهْلُ حَتَّى تَبَعِثَ بِهِ رَاجِلَتَهُ .**

১৬৭ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'উবায়দ ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে বললেন, 'হে আবু 'আবদুর রহমান ! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেবি, যা আপনার অন্য কোন সঙ্গীকে করতে দেবি না।' তিনি বললেন, 'ইবন জুরায়জ, সেগুলো কি?' তিনি বললেন, আমি দেবি, (১) আপনি তাওয়াক করার সময় কুকনে ইয়ামানী দু'টি ব্যক্তিত অন্য কুকন স্পর্শ করেন না। (২) আপনি 'সিবতী' (পশ্চমবিহীন) চপ্পল পরিধান করেন; (৩) আপনি (কাপড়ে) হলুদ রং ব্যবহার করেন এবং (৪) আপনি যখন মুক্ত থাকেন লোকে ঠান্ড দেখে ইহরাম বাঁধে; কিন্তু আপনি তারবিয়ার দিন (৮ই মিহরাব) না এলে ইহরাম বাঁধেন না। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন : কুকনের কথা যা বলেছ, তা এজন্য করিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইয়ামানী কুকনদ্বয় ছাড়া আর কোনটি স্পর্শ করতে দেবিনি। আর 'সিবতী' চপ্পল, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে পশ্চমবিহীন চপ্পল পরতে এবং তা পরিহিত অবস্থায় উয়ু করতে দেবেছি, তাই আমি তা পরতে ভালবাসি। আর হলুদ রং, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা দিয়ে কাপড় রাখিন করতে দেবেছি, তাই আমিও তা নিয়ে রঙিন করতে ভালবাসি। আর ইহরাম,— রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে তাঁর সওয়ারী রশনা না হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁকে ইহরাম বাঁধতে দেবিনি।'

- ১২৬. بَابُ التَّيْمُونِ فِي الْوُضُوءِ وَالْفَسْلِ -

১২৬. পরিষেদ : উয়ু এবং গোসলে ডান দিক থেকে শুরু করা

১৬৮ حَدَّثَنَا مُسْنَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَقْصَةِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَ قَاتَ قَاتَ

النَّبِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى لَهُنَّ فِي غُصْلِ ابْنِتِهِ أَبْدَانَ بِعِيَامِنَهَا وَمَوَاضِيعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا .

১৬৯ مুসাখাদ (র). উয়ু অভিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-র কল্যাণ [যারনা ব (রা)]-কে গোসল করানোর সময় তাঁদের বলেছিলেন : তোমরা তার ডানদিক এবং উয়ুর স্থান থেকে শুরু কর।

১৭০ حَدَّثَنَا حَقْصَةُ ابْنِ عَمْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سَلَيْمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ مَسْرُوفَ قَرْ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى يَعْجِبُهُ التَّيْمُونُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرْجِلِهِ وَطَهُورِهِ فِي شَانِهِ كَمْ .

১৭১ হাফস ইবন 'উমর (র). 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-র জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পরিজ্ঞাত অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন।

১৭২. بَابُ التَّيْمُونِ الْوُضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ حَفَرَتِ الصَّبْحُ فَأَتَتِ التَّيْمُونَ الْمَاءُ فَلَمْ يُرْجِدْ فَنَزَلَ التَّيْمُونُ -

১২৭. পরিষেদ : সালাতের সময় নিকটবর্তী হলে উয়ুর পানি তালাশ করা 'আয়িশা (রা) বলেন : একবার ফজরের সময় হল, তখন পানি তালাশ করা হল; কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। তখন তায়ামুম (এর আয়াত) নায়িল হল।

১৭৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ إِشْحَاقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَأَتَتِ التَّيْمُونَ النَّاسُ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتَيَ رَسُولُ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى بِوَضْوِئِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ الْأَنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَغِي مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضُّؤُوا مِنْ عِنْدِ أَخِرِهِ .

১৭৪ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র). আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, তখন আসত্তের সালাতের সময় হয়ে পিয়েছিল। আর লোকজন উয়ুর পানি তালাশ করতে লাগল কিন্তু পেল না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু পানি আনা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-সে পাতে তাঁর হাত রাখলেন এবং লোকজনকে তা থেকে উয়ু করতে বললেন। আনাস (রা) বলেন, সে সময় আমি দেখলাম, তাঁর আঙুলের নীচ থেকে পানি উখলে উঠছে। এমনকি তাঁদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত তা দিয়ে উয়ু করল।

١٢٨ . بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُفْسَدُ بِهِ شَعْرُ الْإِنْسَانِ -

وَكَانَ مَطَاءً لَأَيْرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَتَخَذَ مِنْهَا الْخَيْرُ طَوْلَ الْحِبَالِ -

فَسُلْطَنُ الْكَلَافِ وَمَمْرَقُهَا فِي الْمَسْجِدِ -

وَقَالَ الزُّمْرَى إِذَا وَلَغَ فِي إِنَامٍ لَيْسَ لَهُ وَضْوَءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَقَالَ سُقِيَانُ مَذَا الْفِتْنَةُ بِعِينِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَبَيَّمُوا وَهَذَا مَاءٌ فِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَقِيمُ -

১২৮. পরিষেবা : যে পানি দিয়ে মানুষের চুল খোয়া হয়

'আতা (র) চুল দিয়ে সুতা এবং রশি প্রস্তুত করায় কোন দোষ মনে করতেন না—

কুকুরের শূটা এবং মসজিদের ভিতর দিয়ে কুকুরের ঘাতাঘাত।

শৃঙ্গী (র) বলেন, কুকুর যখন কোন পানির পাশে মুখ দেয় এবং সে পানি ছাড়া উঠ করার

মত অন্য কোন পানি না থাকে, তবে তা দিয়েই উঠ করবে। সুফিয়ান (র) বলেন, ইবন এ

মাসআলাটি বিধৃত হয়েছে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَبَيَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا

"তারপর তোমরা যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়ারুম কর।" আর এ তো

পানিই। কিন্তু অন্তরে যেহেতু কিছু সন্দেহ রয়েছে তাই তা দিয়ে উঠ করবে, পরে তায়ারুমও

করবে।

১৭১ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِشْعَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ

شَعْرِ النَّبِيِّ تَعَالَى أَصْبَنَاهُ مِنْ قَبْلِ أَنْسٍ أَوْ مِنْ قَبْلِ أَهْلِ أَنْسٍ فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعْرٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيْيَّ مِنْ

الْدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

১৭১ মালিক ইবন ইসমাইল (র)..... ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে আমি আবীদা (র)-কে

বললাম, আমাদের কাছে নবী ﷺ-এর কেশ রয়েছে যা আমরা আনাস (রা)-এর কাছ থেকে কিংবা আনাস (রা)-এর পরিবারের কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি বললেন, তাঁর একটি কেশ আমার কাছে থাকাটা দুনিয়া এবং

দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা পাওয়ার চাইতে বেশী পসরনীয়।

১৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَيْمانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادٌ عَنْ ابْنِ عَوْنَى عَنْ ابْنِ

سِيرِينَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو مَلْحَةَ أَوْلَى مَنْ أَخْذَ مِنْ شَعْرِهِ .

১৭২ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-তাঁর মাথা মুড়িয়ে

ফেললে আবু তালহা (রা)-ই প্রথমে তাঁর কেশ সঞ্চাহ করেন।

۱۲۹. بَابُ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي الْأَنَاءِ -

۱۲۹. پরিচ্ছেদ : کুকুর যদি পাত্র থেকে পানি পান করে

۱۷۲ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرَّنْدَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

تَعَالَى قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي أَنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلِيُغْسِلْهُ سَبْعًا .

۱۷۳ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর পান করে তবে তা সাতবার ধূইবে।

۱۷۴ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّدِّيقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَيْنَارٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَعَالَى أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ التَّرَى مِنَ الْعَطْشِ فَأَخْذَ الرُّجُلُ خَفَّةً فَجَعَلَ

يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرَوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَنْخَلَهُ الْجَنَّةُ .

وَقَالَ أَخْمَدُ أَبْنُ شَبَابِيْ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْكَلَابُ تَقْبِلُ وَتَدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى قَلْمَنْ يَكُونُوا يَرْشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .

۱۷۵ ইসহাক (র).....আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন : (পূর্ব যুগে) একটি কুকুরকে পিপাসার তাঢ়নায় ভিজা মাটি চাটকে দেখতে পেল। তখন সে বাকি তার মোজা নিল এবং কুকুরটির জন্য কুয়া থেকে পানি আনে দিতে লাগল। এভাবে সে ওর তৃষ্ণা মিটাল। আল্লাহ এর বিনিময় দিলেন এবং তাকে জাল্লাতে দাখিল করলেন।

আহমদ ইবন শাবীর (র).....'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় কুকুর মসজিদের ভিতর দিয়ে আসা-যাওয়া করত অথচ এজন্য তৰাক কোথাও পানি ছিটায়ে দিতেন না।

۱۷۶ حَدَّثَنَا حَفْصَنْ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدَىِ بْنِ حَاتِرِ قَالَ سَأَلَتْ النَّبِيِّ تَعَالَى قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْعُلُمَ قَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْ أَرْسِلْ كَلْبَنِ فَاجِدُ مَعَهُ كَلْبًا أَخْرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَعَيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمَ عَلَى كَلْبٍ أَخْرَ .

۱۷۷ হাফস ইবন 'উমর (রা).....'আলী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর সম্পর্কে) নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন : তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকার ধরতে হেঢ়ে দাও, তখন সে হত্যা করলে তা তুমি খেতে পার। আর সে তার কিছু অংশ খেয়ে ফেললে তুমি তা খাবে না। কারণ সে তা নিজের জন্যই ধরেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কথনো কথনো আমি আমার কুকুর (শিকারে) পাঠিয়ে দেই, এরপর তার সাথে অন্য এক কুকুরও দেখতে পাই (এমতাবস্থায় শিকারকৃত প্রাণীর কি হকুম) ? তিনি বললেন : তাহলে খেও না। কারণ তুমি বিসমিল্লাহ বলেছ কেবল তোমার কুকুরের বেলায়, অন্য কুকুরের বেলায় বিসমিল্লাহ বলনি।

୧୨୦. بَابُ مَنْ لَمْ يَرِدِ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنَ الْمَغْرَجِينَ الْقَبْلِ وَالْدُّبْرِ لِقُولِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْفَانِطِ، وَقَالَ عَطَاءٌ فَيَمْنَ يَخْرُجُ مِنْ دُبْرِهِ الدُّوْدُ أَوْ مِنْ ذَكْرِهِ نَعْوَ الْقَنْلَةِ يُعِيدُ الْوُضُوءَ -
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا خَسِبَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ، وَقَالَ الْحَسَنُ أَنَّ أَحَدَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلْعَ خَلْبِهِ فَلَا وَضُوءٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا وَضُوءٌ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ، وَيُذَكَّرُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكُتُهُ كَانُوا فِي غَزْنَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ قَرُونِ رَجُلٌ يَسْتَهِمُ فِي نَزَفَةِ الدُّمُّ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصْلَوُنَ فِي جَرَاحَاتِهِمْ، وَقَالَ طَائِسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءُ وَأَهْلُ الْعِجَازِ لَيْسَ فِي الدُّمُّ وَضُوءٌ، وَعَصْرَ ابْنِ عَمْرَ بَشَرَةَ نَخْرَجَ مِنْهَا الدُّمُّ وَلَمْ يَتَوَضَّعَا وَيَنْزَقَا إِبْنُ ابْرَئِيْ أَوْنَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَمْرَ وَالْحَسَنُ فَيُمْنَ أَحْتَمُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْأَغْشَلُ مَحَاجِيْهِ .

୧୩୦. ପରିଚେଦ : ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପୋଛନେର ରାଜ୍ଞୀ ଦିଯେ କିଛୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାରଣେ ଯିନି ଓହୋମା । ଉତ୍ସୁର ପ୍ରୋଜନ ମନେ କରେନ ନା—ଆହ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଳାର ଏ ବାଲୀର କାରଣେ ଓହୋମା । ଅଥବା ତୋମାଦେର କେଉଁ ଶୌଚ ସ୍ଥାନ ଥେକେ ଆସେ (୪ : ୪୩) । 'ଆଳା (ରା) ବଲେନ, ଯାର ପୋଛନେର ରାଜ୍ଞୀ ଦିଯେ ପୋକା ବେର ହୁଏ ଅଥବା ଯାର ପୁରୁଷାଙ୍ଗ ଦିଯେ ଉକୁନେର ନ୍ୟାୟ କିଛୁ ବେର ହୁଏ, ତାର ପୁନରାୟ ଉତ୍ସୁ କରାତେ ହୁବେ ।

ଜାବିର 'ଇବନ் 'ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ (ରା) ବଲେନ, କେଉଁ ସାଲାତେର ମଧ୍ୟେ ହେସେ ଫେଲଲେ କେବଳ ସାଲାତିଇ ଦୋହରାବେ, ପୁନରାୟ ଉତ୍ସୁ କରାବେ ନା । ହାସାନ (ର) ବଲେନ, କେଉଁ ସଦି ତୁଲ ଅଥବା ନର୍ତ୍ତକାଟେ ଅଥବା ତାର ମୋଜା ଖୁଲେ ଫେଲେ ତବେ ତାର ପୁନରାୟ ଉତ୍ସୁ କରାତେ ହୁବେ ନା । ଆବୁ ହୁରାୟରା (ରା) ବଲେନ, 'ହାଦାସ' ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁତେ ଉତ୍ସୁ ପ୍ରୋଜନ ନେଇ । ଜାବିର (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ନବୀ 'ଧାତୁର ରିକା'—ଏର ଯୁକ୍ତ ଛିଲେନ । ସେ ଖାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଡୀରବିକ ହଲେନ ଏବଂ ଫିନକି ଦିଯେ ରଙ୍ଗ ଛୁଟିଲ, କିନ୍ତୁ ତିନି (ସେ ଅବହ୍ୟାଇ) ରଙ୍ଗ କରଲେନ, ସିଜଦୀ କରଲେନ ଏବଂ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରାତେ ଥାକଲେନ । ହାସାନ (ର) ବଲେନ, ମୁସଲିମଗଣ ସବ ସମୟାଇ ତାଦେର ସଥମ ଅବହ୍ୟା ସାଲାତ ଆଦାୟ କରାତେନ ଏବଂ ତାଉସ (ର), ମୁହାମ୍ମଦ ଇବନ் 'ଆଲୀ (ର), 'ଆଳା (ର) ଓ ହିଜାଯବାସୀଗଣ ବଲେନ, ରଙ୍ଗକରାଗେ ଉତ୍ସୁ କରାତେ ହୁଏ ନା । ଇବନ் ଉମର (ରା) ଏକବାର ଏକଟି ଛୋଟ ଛୋଡ଼ା ଟିପ ଦିଲେନ, ତା ଥେକେ ରଙ୍ଗ ବେର ହଲ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଉତ୍ସୁ କରଲେନ ନା । ଇବନ ଆବୁ ଆଓଫା (ରା) ରଙ୍ଗ ମିଶ୍ରିତ ଖୁଖୁ ଫେଲଲେନ କିନ୍ତୁ ତିନି ସାଲାତ ଆଦାୟ କରାତେ ଥାକଲେନ । ଇବନ 'ଉମର (ରା) ଓ ହାସାନ (ର) ବଲେନ, କେଉଁ ଶିଙ୍ଗା ଲାଗାଲେ କେବଳ ତାର ଶିଙ୍ଗା ଲାଗାନୋ ସ୍ଥାନରେ ଥୋଯା ପ୍ରୋଜନ ।

حدَّثَنَا أَبْدُلُ بْنُ أَبْيَاسٍ قَالَ حدَّثَنَا أَبْيَاسٌ أَبْنُ نَبْرٍ قَالَ ثُمَّ سَعِيدُ الْمَقْبَرِيُّ عَنْ أَبْيَاسٍ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

الَّذِي لَمْ يَرَأْ أَعْجَمٌ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَتَنَاهُ الصَّلَاةُ مَا لَمْ يُحِدِّتُ ، فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمٌ مَا حَدَّثَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْطَةَ .

١٧٦ آদম ইবন আবু ইয়াস (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বাস্তা যে সময়টা মসজিদে থেকে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, তার সে পূরো সময়টাই সালাতের মধ্যে গণ্য হয় যতক্ষণ না সে হাদাস করে। এক অন্তরব ব্যক্তি বলল, 'হাদাস কি, আবু হুরায়রা?' তিনি বললেন, 'শব্দ করে বায়ু বের হওয়া।'

١٧٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِارَبْ بْنِ تَعْمِيرٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْتَصِرُ فَهُنَّ يَسْمَعُونَ صَوْتَنَا أَوْ يَجِدُونَ رِيحَنَا .

١٧٩ آবুল ওয়ালীদ (র).....'আকাশ ইবন আমীর (র), তাঁর চাচার সুজ্ঞা বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন : (কোন মুসল্লি) সালাত থেকে ফিরবে না যতক্ষণ না সে শব্দ উন্মেষ বা গুরু পায়।

١٧٨ حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْتَرِ أَبْنِ يَعْلَى التُّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيِّ قَالَ قَالَ عَلَىٰ كُنْتَ رَجُلًا مَذَاءً فَاسْتَخْرَجْتُ أَنَّ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمْرَتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَشْوَدَ فَقَالَ فِي الْوُضُوءِ وَرَوَاهُ شَعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ .

١٧٨ কৃতায়বা (র).....মুহাম্মদ ইবনুল হাসফিয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আলী (রা) বলেছেন, আমার বেশী বেশী অর্থী বের হতো। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তাই আমি মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন : এতে শব্দ উৎপন্ন করতে হয়। হাসীসটি ও'বা (র) আ'মাশ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٧٩ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَقْصَنْ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ أَرَأِتْ إِذَا جَاءَعَ قَلْمَ يُعْنَى قَالَ عُثْمَانَ يَقُولُنَا كَمَا يَقُولُنَا لِلصَّلَاةِ وَيَقُولُ ذِكْرَهُ قَالَ عُثْمَانَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَالْزَّيْرَ وَعَلِهِ وَأَبِيِّنَ كَعْبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمْرَوْهُ بِذَلِكَ .

١٨٠ سَأَد ইবন হাফস (র).....যায়দ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইবন 'আফফান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : 'কেউ যদি ঝুঁকি সহাবাস করে, কিন্তু মনী (বীর্য) করে না হয় (তখনে তার হকুম কি)' 'উসমান (রা) বললেনঃ 'সে উৎযু করে নেবে যেমন উৎযু করে থাকে সালাতের জন্য এবং তার লজ্জাবোধ ধূয়ে ফেলবে। উসমান (রা) বলেন, আমি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-থেকে উন্নেছি। (যায়দ বলেন) তারপর আমি

ଏ ସମ୍ପର୍କେ 'ଆଜି' (ରା), ଯୁବାଯର (ରା), ତାଲହା (ରା) ଓ ଉଦ୍‌ବାଇ ଇବନ କା'ବ (ରା)-କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେଛି । ତାରା ଆମରାକେ ଏ ନିର୍ଦେଶି ଦିଯେଛେ । ।

୧୮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النُّفَصُرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذُكْرَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُرَبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَيْ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي جَاءَ وَأَسْتَ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَ أَعْجَلِكَ
فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ قُبْحَطْتَ فَعَلَيْكَ الْوَضُوءُ تَابِعَهُ وَقَبْ
عَبَدَ اللَّهُ وَلَمْ يَقْلِ غَنِرْ وَيَحِيَّ عَنْ شَعْبَةِ الْوَضُوءِ ।

୧୮୦ ଇସହାକ ଇବନ ମନ୍ଦୁର (ର).....ଆରୁ ସାରୀଦ ଖୁଦରୀ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ, ରାସ୍‌ତୁର୍କାହ ଏକ
ଆମସାରୀର କାହେ ଲୋକ ପାଠାଲେନ । ତିନି ଚଲେ ଏଲେନ । ତଥାମ ତାର ମାଥା ଥେକେ ପାନିର ଫୌଟା ପଡ଼ିଛି । ନବୀ
ବଲଲେନ : 'ସଫଳତ ଆମରା ତୋମାକେ ତାଡାତାଡ଼ି କରାତେ ବାଧା କରେଛି ।' ତିନି ବଲଲେନ, 'ଜୀ ।' ରାସ୍‌ତୁର୍କାହ
ବଲଲେନ : ସବୁ ତୁରାର କାରଣେ ମନୀ ବେର ନା ହୁଁ (ଅଥବା ବଲଲେନ), ମନୀର ଅଭାବଜିନିତ କାରଣେ ତା ବେର
ନା ହୁଁ ତବେ ତୋମାର ଉପର କେବଳ ଉଦ୍‌ଘାତ କରା ଜନ୍ମିବା । ଓଯାହବ (ର) ତୁ'ବା (ର) ସୂତ୍ର ଏ ରକମାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ ।
ତିନି [ତୁ'ବା (ର)] ବଲଲେନ, ଆରୁ ଆବଦୁର୍ଗାହ (ର) ବଲଲେନ : ଶୁନ୍ଦର (ର) ଓ ଇଯାହଇଯା (ର) ଶୁ'ବା (ର)-ଏର ସୂତ୍ର
ବର୍ଣ୍ଣନାର ଉଦ୍‌ଘାତ କଥା ଉପ୍ରେଷ କରେନ ନି ।

୧୨୧. بَابُ الرُّجُلِ يُؤْخِي صَاحِبَةً -

୧୩୧. ପରିଷେଦ : ଶ୍ରକ୍ଵେ ଜଳକେ କୋନ ବାକ୍ତିର ଉଦ୍‌ଘାତ ଦେଓଯା
୧୮୧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُوسَى أَبْنِ عُقَبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا آفَاهُ شَعْبَةُ فَقْضَى حَاجَتَهُ قَالَ
أَسَامَةُ فَجَعَلْتُ أَصْبَحَ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقَلَّتْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ أَتْصِلَيْ فَقَالَ الْمُصْلِي أَمَامَكَ ।

୧୮୨ ଇବନ ସାଲାମ (ର).....ଉସାମା ଇବନ ଯାଯଦ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ରାସ୍‌ତୁର୍କାହ ଏଥିନ ଆରାଫାତ ଥେକେ
ଫିରିଛିଲେନ, ତଥାମ ତିନି ଏକଟି ଲିରିପେରେ ଦିକେ ଶିଯେ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଯୋଜନ ଦେରେ ନିଲେନ । ଉସାମା (ରା)
ବଲଲେନ, ପରେ ଆମି ତାକେ ପାନି ଢେଲେ ଦିଲ୍ଲିଲାମ ଆର ତିନି ଉଦ୍‌ଘାତ କରିଛିଲେନ । ଏରପର ଆମି ବଲଲାମ, ଇଯା
ରାସ୍‌ତୁର୍କାହ । ଆପନି କି ସାଲାତ ଆଦାୟ କରିବେନ । ତିନି ବଲଲେନ : 'ସାଲାତେର ହୁନ୍ଦିନ ତୋମାର ସାମାନେ ।'

୧୮୩ حَدَّثَنَا عَمْرُو أَبْنُ عَلَيْرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحِيَّ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ بْنَ مُطْعِمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُفَيْرَةَ بْنَ شَعْبَةَ يَحْدُثُ عَنْ الْمُفَيْرَةِ بْنِ
شَعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ نَعْبَدَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُفَيْرَةَ جَعَلَ يَصْبِبُ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ
يَتَوَضَّأُ فَفَسَلَ وَجْهَهُ وَدِينَهُ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخَفَّيْنِ ।

১৮২ 'আমর ইব্ল 'আলী (র).....মুগীরা ইব্ল ত'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। এক সময় তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গেলেন। (প্রয়োজন সেরে আসার পর) মুগীরা তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন এবং তিনি উয়ু করছিলেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল এবং দু'হাত ধূ'লেন এবং তাঁর মাথা মদেহ করলেন ও উভয় মোজার উপর মদেহ করলেন।

১৮৩ . بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ -

وَقَالَ مُنْصُورٌ مِّنْ أَبْرَاهِيمَ لَا يَأْسِنُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَامِ وَيَخْتَبِرُ الرِّسَالَةَ عَلَى فَيْرِفُشَّةٍ وَقَالَ حَمَادٌ مَّنْ
أَبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ أَرْزَارُ قَسْلِمْ وَإِلَّا قَلَّ أَتْسِلْمَ -

১৩২. পরিচ্ছেদ : বিনা উষুতে কুরআন প্রভৃতি পাঠ করা

মনসূর (র).....ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন : হাস্তামখানায় (কুরআন) পাঠ করা এবং বিনা উষুতে পত্র লেখায় কোন দোষ নেই। হাস্তাম (র) ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন, হাস্তামখানার লোকদের পরনে ইয়ার (লুঙ্গি বা পায়জামা) থাকলে সালাম দিও নতুন সালাম দিও না।

১৮৪ حَتَّىٰ إِشْعَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُخْرَمَةَ بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ كُرْبَبَةِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ
عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لِيَلَةً عِنْدَ مِيَمُونَةَ رَفِيعَ النَّبِيِّ تَعَالَى وَعِنْ خَالَةِ فَاضْطَجَعَ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ
رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَهْلُهُ فِي طَوْلِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّىٰ إِذَا اتَّسَعَ اللَّيلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلْبِهِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلْبِهِ
إِشْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ
عِزْرَائِيلَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْرِ مُعْلَقَةِ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَخْسَنَ وُضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصْلِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَمَتْ فَقَمَتْ
مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَقَمَتْ إِلَى جَنَبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيَمِينَ عَلَى رَأْسِهِ وَأَخْدَى يَدَيْهِ الْيَمِينَ يَقْبِلُهَا فَصَلَّى
رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّىٰ آتَاهُ
الْمُؤْذِنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ .

১৮৫ ইসমা 'ইল (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ল 'আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার নবী ﷺ-এর স্ত্রী
মাঝামুনা (রা)-এর ঘরে রাত কাটান। তিনি ছিলেন ইব্ল 'আকবাস (রা)-এর খালা। ইব্ল 'আকবাস (রা) বলেনঃ
এর পর আমি বিজ্ঞানৰ চওড়া দিকে শয়ন কৰলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ তাঁর স্ত্রী বিজ্ঞানৰ লম্বা দিকে শয়ন
করলেন; এর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘূর্মিয়ে পড়লেন। অমনিভাবে রাত যখন অর্ধেক হয়ে গেল তার কিছু পূর্বে
কিংবা কিছু পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে উঠলেন। তিনি বসে হাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ঘূর্মের আবেশ

মুছতে লাগলেন। তারপর সূরা আল-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে একটি ঝুল্ক মশক থেকে উয়ু করলেন। তিনি সুন্দরভাবে উয়ু করলেন। তারপর সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইব্ন 'আবুস (রা) বলেন, আমিও উঠে তিনি যেক্ষণ করেছেন তদুপ করলাম। তারপর শিয়ে তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে একটু নাড়া দিলেন (এবং তাঁর), ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর বিতর আদায় করলেন। তারপর তয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর কাছে মুহায়ার্যিন এলেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে হাঙ্গাভাবে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বেরিয়ে শিয়ে ফজারের সালাত আদায় করলেন।

١٣٢. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الْفَحْشَىِ الْمُنْتَهَىِ -

১৩৩. পরিষেদ : পূর্ণ বেহী ছাড়া উয়ু না করা

١٨٤ حدثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَمْرَاتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدِّهَا أَسْمَاءَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ نَوْجَ النَّبِيِّ كَلَّا حِينَ خَسَفَ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصْلِبُونَ وَإِذَا هِيَ قَانِيَةً تُحَلَّىَ فَقَلَّتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَلَّتْ أَيْنَهُ فَأَشَارَتْ أَيْنَ نَعَمْ فَقَمَتْ حَتَّىْ تَجْلَبِنِي الْفَشْىُ وَجَعَلَتْ أَصْبَحُ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً فَلَمَّا اتَّصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ كَلَّا حَمْدَ اللَّهِ وَأَشَّلَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كَثُرَ لَمْ أَرْهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتَهُ فِي مَقَامِهِ هَذَا حَتَّىْ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أَوْجَنَ إِلَيْهِ أَنْكُمْ تَفَتَّشُونَ فِي الْقَبْرِ مِثْلُ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَالِ لَا أَتَرِى أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحْدَكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهِذَا الرُّجُلِ فَإِنَّمَا الْعَوْنَىُ أَوِ الْمَعْقِنُ لَا أَتَرِى أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيُقَولُ هُوَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ نَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْهَدَى فَأَجَبَنَا وَأَمَنَا وَأَتَبَعَنَا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كَثُرَ لَمْؤْمِنًا وَأَمَّا الْمُنْتَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَتَرِى أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيُقَولُ لَا أَتَرِى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقَلَّتْ .

১৮৫ ইসমাইল (র).....আসমা বিনত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার নবী ﷺ-এর দ্বী 'আয়িশা (রা)-এর কাছে এলাম। তখন সূর্য প্রহ্ল লেগেছিল। দেখলাম সব মানুষ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে এবং 'আয়িশা (রা)-ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কী হয়েছে ? তিনি তাঁর হাত দিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : 'সুবহান আল্লাহ'! আমি বললাম, এটা কি কোন আলামত ? তিনি ইশারা করে বললেন : 'হ্যাঁ'। এরপর আমিও সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি আমাকে সংজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন করে ফেলল এবং আমি আমার মাথায় পানি দিতে লাগলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (মুসল্লীদের দিকে) কিরে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন :

"যেসব জিনিস আমি ইতিপূর্বে দেখিলি সেসব আমার এই হানে আমি দেখতে পেয়েছি, এমনকি জান্মাত এবং জাহান্মাও। আর আমার কাছে ওই পঠানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে দাঙ্গালের ফিল্টনার ন্যায় অথবা তার কাছাকাছি।" বর্ণনাকারী বলেন : আসমা (রা) কোনৃটি বলেছিলেন, আমি জানি না। তোমাদের প্রজ্যোকের কাছে (ফিরিশতা) উপস্থিত হবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, "এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি জ্ঞান আছে?" -তারপর 'মু'মিন,' বা 'মু'কিন' ব্যক্তি বলবে- আসমা 'মু'মিন' বলেছিলেন না 'মু'কিন' তা আমি জানি না- ইনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি আমাদের কাছে মু'জিবা ও হিদায়ত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর ভাকে সাড়া দিয়েছি, তাঁর প্রতি ঈশ্বর এনেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। তারপর তাকে বলা হবে, নিচিতে ঘূর্মাও। আমরা জানলাম যে, তুমি মু'মিন ছিলে। আর 'মুনাফিক' বা 'মুরতাব' বলবে,- আমি জানি না। আসমা এর কোনৃটি বলেছিলেন তা আমি জানি না- লোকজনকে তাঁর সম্পর্কে কিছু একটা বলতে জনেছি আর আমিও তা-ই বলেছি।

১২৪. بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ -

بِتَقْرِيلِ الْمِتَعَالِيِّ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، وَقَالَ إِبْنُ الْمُسَبِّبِ الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَسْحَبُ عَلَى رَأْسِهَا، وَسَبِّلَ مَالِكٌ أَيْجَزَنِيَّ أَنْ يَمْسِحَ بَعْضَ الرَّأْسِ فَاخْتَجَبَ بِهَدِيَّتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ .

১৩৪. পরিষ্কেদ : পূর্ণ মাথা মসেহ করা

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে **(আর তোমাদের মাথা মসেহ কর) (৫: ৬)**। ইবনুল মুসায়িব বলেন : গ্রীলোকও (এ ক্ষেত্রে) পূরুষের সম্পর্কাত্ম। সে তার মাথা মসেহ করবে। ইমাম মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, মাথার কিছু অংশ মসেহ করা কি যথেষ্ট হবে? তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-এর হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করলেন।

١٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عُمَرِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عُمَرِ بْنِ يَحْيَى أَنْ تُسْتَطِعَنِي أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَاهُ يَمْرِغَ عَلَى يَدِيهِ فَفَسَلَ مَرْتَبَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَثْرَ ثَلَاثَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ نَعْدَدًا بِمَا فَاقْرَغَ عَلَيَّ يَدِيهِ فَقَبَلَ بِهِمَا وَاتَّبَعَ بَدَا بِمُقْدَمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاءِ ثُمَّ رَدَعَهَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ ثُمَّ فَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৮৫ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... ইয়াহ-ইয়া আল-আরিফী (র) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-কে (তিনি আমর ইবন ইয়াহ-ইয়ার দাদা) জিজ্ঞাসা করল : আপনি কি আমাদেরকে দেখাতে পারেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঁচু করতেন? 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) বললেন : 'হা। তারপর তিনি

পানি আনালেন। হাতের উপর সে পানি জেলে দু'বার তাঁর হাত ধুইলেন। তারপর কূলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঘেড়ে পরিষ্কার করলেন। এরপর চেহারা তিনবার ধুইলেন। তারপর দু' হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুইলেন। তারপর দু' হাত দিয়ে মাথা মসেহ করলেন। অর্ধেক হাত দু'টি সামনে এবং পেছনে নিলেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে তক্ষ করে উভয় হাত পর্যন্ত পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার দেখান থেকে নিয়েছিলেন, সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন। তারপর দু'পা ধুইলেন।

১২৫. بَابُ خَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -

১৩৫. পরিষেব : উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধোয়া

১৮৬ حَدَّثَنَا مُؤْسِيٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهِبَّٰبٌ عَنْ عَمْرِيٍّ عَنْ أَبِيهِ شَهِيدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ حَمْرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَمِلَ مِنْ مَا فَرَضَ اللَّهُ وَصَرَّفَهُ إِلَيْهِ فَتَوَلَّ مِنْهُ فَأَكْفَانَهُ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَفَسَلَ يَدِهِ ثُلَّا تَمَّ أَخْلَى يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضَمَّنَ وَاسْتَشْقَ وَاسْتَتَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ ثُمَّ أَخْلَى يَدَهُ فَفَسَلَ وَجْهَهُ ثُلَّا تَمَّ أَخْلَى يَدَهُ فَفَسَلَ يَدِهِ مَرْتَبَيْنِ إِلَى السِّرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَخْلَى يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ خَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

১৮৬ মূসা (র).....'আমর ইব্ন আবু হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়াদ (রা)-কে নবী ﷺ-এর উচ্চ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন তিনি এক পাত্র পানি আনালেন এবং তাঁদের (দেখাবার) জন্য নবী ﷺ-এর মত উচ্চ করলেন। তিনি পাত্র থেকে দু'হাতে পানি ঢাললেন। তা দিয়ে হাত দু'টি তিনবার ধুইলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত চুকিয়ে তিন আঁজলা পানি নিয়ে কূলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর আবার হাত চুকালেন। তিনবার তাঁর চেহারা মুবারক ধুইলেন। তারপর আবার হাত চুকিয়ে (পানি নিয়ে) দুই হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার ধুইলেন। তারপর আবার হাত চুকিয়ে উভয় হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে একবার মাথা মসেহ করলেন। তারপর দু'পা গিরা পর্যন্ত ধুইলেন।

১২৬. بَابُ إِسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَخُصُّوْمِ النَّاسِ -

وَأَمْرَ جَرِيْدَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَمْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّلُ بِفَضْلِ سِيَاْكِهِ -

১৩৬. পরিষেব : মানুষের উচ্চ অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পরিবারকে মিসওয়াক ধোয়া অবশিষ্ট পানি দিয়ে উচ্চ করতে নির্দেশ দেন।

১৮৭ حَدَّثَنَا أَدْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكْمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِلْهَاجِرَةٍ فَلَمَّا بَوَضَوْهُ فَتَوَضَّلَ مِنْ فَضْلِ وَخُصُّوْمِهِ فَيَتَسْعَهُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الظَّهَرُ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرُ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَزْلَةٌ وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيَّ ﷺ بِذَرْجَرِ فِيهِ مَا فَسَلَ يَدَيْهِ فَذَرْجَرَهُ فِيهِ وَمَجْمَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرِبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وَجْهِكُمَا وَنَحْوِكُمَا .

১৮৭ আদম (র).....আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার দুপুরে নবী ﷺ আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন। তাকে উহূর পানি গ্রহণ করে দেওয়া হল। তখন তিনি উহূর করলেন। পোকে তার উহূর ব্যবহৃত পানি নিয়ে গায়ে মাখতে লাগল। এরপর নবী ﷺ যোহুরের দু'রাক'আত এবং 'আসরের দু'রাক'আত সালাত আনায় করলেন। আর তাঁর সামনে ছিল একখানি লাঠি।

আবু মুসা (রা) বলেন : নবী ﷺ একটি পাত্র আনালেন যাতে পানি ছিল। তারপর তিনি তার মধ্যে উভয় হাত ও চেহারা মুবারক খুইলেন এবং তার মধ্যে কুলি করলেন। তারপর তাদের দু'জন [আবু মুসা (রা) ও বিলাল (রা)]-কে বললেন : 'তোমরা এ থেকে পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে ঢাল।'

১৮৮ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِينِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غَلَامٌ مِنْ بَشِّرِهِ وَقَالَ عَرْوَةُ عَنْ الْعَسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ كَانُوا يَقْتَلُونَ عَلَى وَضْوَئِهِ .

১৮৮ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....মাহমুদ ইবনুর-রবী' (রা) থেকে বর্ণিত, বর্ণনাকারী বলেন : তিনি সে ব্যক্তি, যার মুখমণ্ডলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কুম্হা থেকে পানি নিয়ে কুলির পানি দিয়েছিলেন। তিনি তখন বালক ছিলেন। 'উরওয়া (র) মিসজুয়া (র) প্রস্তুতের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। এ উভয় বর্ণনা একটি অন্যটির সত্ত্বায়ন করে। নবী ﷺ যখন উহূর করতেন তখন তাঁর ব্যবহৃত পানির উপর তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) যেন হমড়ি থেয়ে পড়তেন।

..... بَابُ ১২৭

১৩৭. পরিচ্ছেদ :

১৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ اسْعَعِيلٍ عَنْ الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقْرُلُ ذَهَبَتِ بِهِ خَالِقَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِنَ أَخْتِي وَجْعَ فَسَعَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبَتْ مِنْ وَضْوَئِهِ ثُمَّ قَمَتْ خَلْفَ ظَهِيرَهِ فَنَظَرَتْ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَثْفَيْهِ مِثْلَ زَرَّ الْحَجَّةِ .

১৯০ 'আবদুর রহমান ইবন ইউনুস (র).....সামিব ইবন ইয়ায়িদ (রা) বলেন : আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ এর বিদয়তে হাত্তির হলেন এবং বললেন : 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার ভাঙ্গে অসুস্থ !' রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মাথায় হাত বুললেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। তারপর উহূর করলেন। আমি তাঁর উহূর

(অবশিষ্ট) পানি পান করলাম। তারপর তাঁর পেছনে দাঢ়ালাম। তখন আমি তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে নৃত্বাত দেখতে পেলাম। তা ছিল নওশার আসনের খুটিটির হত।

- ۱۲۸. بَابُ مَضْمِنٍ وَاسْتِشْقَاقٍ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ -

۱۳۸. পরিষেদ : এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া
 ۱۹. حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ إِنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الْأَيَّامِ عَلَى يَدِيهِ فَفَسَلَهُمَا . ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمِنَ وَاسْتِشْقَاقَ مِنْ كُلَّهُ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَفَسَلَ
 يَدِيهِ إِلَى الْمَعْرِفَقَيْنِ مَرْتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ مُكَذِّبًا
 وَصُورُهُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى .

۱۹۰ মুসাফিদ (র)..... ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি পাত্র থেকে উভয় হাতে পানি দেলে দু’হাত ধোত করলেন। তারপর এক আঁজলা পানি দিয়ে (মুখ) খুইলেন বা কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তিনবার একপ করলেন। তারপর দু’ হাত কনুই পর্যন্ত দু’-দু’বার খুইলেন এবং মাথার সামনের অংশ এবং পেছনের অংশ মসেহ করলেন। আর গিরা পর্যন্ত দু’ পা খুইলেন। এরপর বললেন : “রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্ম একপ ছিল।”

- ۱۲۹. بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً -

۱۳۹. পরিষেদ : একবার মাথা মসেহ করা
 ۱۹۱. حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِيدٌ عَمْرُو بْنُ أَبِي حَسَنِ سَائِلٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ وَصْوَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَاهُ بِتَقْرِيرِ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ فَكَفَاهُ عَلَى يَدِيهِ فَفَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَنْخَلَ يَدَهُ فِي الْأَيَّامِ فَمَضْمِنَ وَاسْتِشْقَاقَ ثَلَاثًا بِثَلَاثَ غَرَفَاتِ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَنْخَلَ يَدَهُ فِي الْأَيَّامِ فَفَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَنْخَلَ يَدَهُ فِي الْأَيَّامِ فَفَسَلَ يَدِيهِ إِلَى الْمَعْرِفَقَيْنِ مَرْتَيْنِ ثُمَّ أَنْخَلَ يَدَهُ فِي الْأَيَّامِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدِيهِ وَأَدْبَرَ بِيَمَاهِ ثُمَّ أَنْخَلَ يَدَهُ فِي الْأَيَّامِ فَفَسَلَ رِجْلَيْهِ .

۱۹۲. সুলায়মান ইবন যায়দ (র)..... ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমি একবার ‘আমর ইবন আবু হাসান (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-কে নবী ﷺ-এর উম্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি পানির একটি পাত্র আনলেন এবং উম্ম করে তাঁদের দেখালেন। তিনি পাত্রটি কাত করে উভয় হাতের উপর পানি দেলে তিনবার তা খুয়ে ফেলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন এবং তিন আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার করে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেললেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন (এবং পানি নিয়ে) তিনবার মুখমণ্ডল খুইলেন।
 বুধারী শরীফ (১)-১৬

তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত চুকালেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'-দু'বার ধুইলেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত চুকালেন। তাঁর মাথা হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে মসেহ করলেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে তাঁর হাত চুকালেন এবং উভয় পা ধুইলেন।

١٩٢ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهْبِيْبٌ قَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

১৯২ **উহায়ব** (র) সূত্রে মৃদা (র) বর্ণনা করেন যে, মাথা একবার মসেহ করেন।

- ١٤٠ بَابُ وُصُوْرِ الرُّجُلِ مَعَ امْرَاتٍ وَفَضْلِ وَضْوَهِ الْمَرْأَةِ فَتَوْضِيْعًا عَمَرُ بْنُ الْعَعِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصَارَائِيْهِ -

১৪০. পরিষেদ : নিজ ঝীর সাথে উয়ু করা এবং ঝীর উয়ুর অবশিষ্ট পানি (ব্যবহার করা)

‘উমর (রা) গরম পানি দিয়ে এবং খুস্তান মহিলার ঘরের পানি দিয়ে উয়ু করেন।

١٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَافِيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالْإِنْسَاءُ يَتَوَضَّعُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا .

১৯৩ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় পুরুষ এবং মহিলা একত্রে উয়ু করতেন।

- ١٤١ بَابُ صَبَّ النَّفِيرَ تَرْكَةً وَضَمَوْمَةً عَلَى الْمَقْمُسِ عَلَيْهِ -

১৪১. পরিষেদ : বেহশ লোকের ওপর নবী ﷺ - এর উয়ুর পানি ছিটিয়ে দেওয়া

١٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَرِ قَالَ سَعَيْتُ جَابِرًا يَقُولُ جَاهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوَدُنِي وَآتَنِي مَرِيضًا لَا أُعْقِلُ فَتَوْضِيْعًا وَصَبًّا عَلَى مِنْ وَضَوْئِي فَعَفَّلْتُ فَلَمْ يَأْسُوْلَ اللَّهُ لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَّةً فَنَزَّلْتُ أَبْيَهُ الْفَرَائِصِ .

১৯৪ ‘আবুল গোলাম (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার পীড়িত অবস্থায় একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার খোজ-খবর নিতে এলেন। আমি তখন এতই অসুস্থ ছিলাম যে আমার জ্ঞান ছিল না। তারপর তিনি উয়ু করলেন এবং তাঁর উয়ুর পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমার জ্ঞান ফিরে এল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আমার) ‘মীরাস’ কে পাবে। আমার একমাত্র ওয়ারিস হল কালালা (অর্থাৎ পিতামাতা ও সন্তান-সন্তানি ছাড়া অন্যেরা)। তখন ফারায়েথের আয়ত নাফিল হল।

- ١٤٢ بَابُ الْفَسْلِ وَالْوُضُوِّ فِي الْمِغْفِسِ وَالْقَدْعِ وَالْغَشِّ وَالْعِجَارَةِ -

১৪২. পরিষেদ : গামলা, কাঠ ও পাথরের পাত্রে উয়ু-গোসল করা

١٩৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ أَبْنَ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسٍ قَالَ حَضَرَتِ الْمُصْلَةُ فَقَامَ

মনْ كَانَ قَرِيبَ الدُّارِ إِلَى أَعْلَهِ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يَخْضُبَ مِنْ حِجَارَةِ فِيْ مَا فَصَرَّ
الْمِخْضُبَ أَنَّ يَسْطُعَ فِيهِ كُفَّةً فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَلَمَّا كُتُنْتُمْ قَالَ شَانِينْ وَزِيَادَةً ۔

۱۹۵ 'আবদুল্লাহ ইবন মুন্দীর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার সালাতের সময় উপস্থিত ছলে ধান্দের বাড়ী নিকটে ছিল তাঁরা (উৎ করার জন্য) বাড়ী চলে গেলেন। আর কিছু সোক রয়ে গেলেন (তাঁদের কোন উৎসুর ব্যবস্থা ছিল না)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি পাথরের পাত্রে পানি আনা হল। পান্তি এত ছোট ছিল যে, তার মধ্যে তাঁর উভয় হাত মেলে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা থেকেই কণ্ঠের সকল সোক উৎ করলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : 'আপনারা কতজন ছিলেন?' তিনি বললেন : 'আশিজ্জন বা আরো বেশী'।

۱۹۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرْيَدَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِقَدْحٍ فِيهِ مَا فَقَسَلَ يَدِيهِ وَجْهِهِ فِيهِ وَمَعْ جَفِيهِ ۔

۱۹۶ مুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র).....আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ একটি পানি ভর্তি পাত্র আনালেন। তাতে তাঁর উভয় হাত ও মুখ্যমণ্ডল খুইলেন এবং ঝুলি করলেন।

۱۹۷ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيدٍ قَالَ أَشَرَّ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَا فِي تَوْرِ مِنْ صَفَرٍ فَتَوَضَّأَ فَفَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَةَ وَيْدَيْهِ
مَرْتَبَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاقْبَلَ بِهِ وَأَبْرَوْ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ۔

۱۹۷ আহমদ ইবন ইউনুস (ত).....'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমাদের বাড়ীতে এলেন। আমরা তাঁকে পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলাম। তিনি তা দিয়ে উৎ করলেন। তাঁর মুখ্যমণ্ডল তিনবার ও উভয় হাত দু'-দু'-বার করে খুইলেন এবং তাঁর হাত সামনে ও পেছনে এনে মাথা মসেহ করলেন আর উভয় পা খুইলেন।

۱۹۸ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَاتَلَتْ لَمَّا ثَلَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَشْتَدَّتْ وَجْهُهُ أَسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِيْ أَنْ يُمْرَضَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رِجْلَيْنِ تَخْطُّرِ جَلَّهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَاسٍ وَرَجْلِ أَخِرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ فَقَالَ أَتَرِيَ مِنَ الرَّجُلِ الْآخِرِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلَى وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَحْدِثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَأَشْتَدَّ وَجْهُهُ فَرِيقُوا عَلَى مِنْ سَبِعِ قِرْبٍ لَمْ تُطْلَلْ أَوْ كَيْتَهُنَّ لَعْنِي أَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ وَأَجْلِسَ فِيْ مِخْضُبٍ لِحَقْمَةٍ نَدْعَ الشَّيْءَ فَلَمْ طَفِقْنَا نَصْبُ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشَيْرُ إِلَيْنَا أَنَّ قَدْ فَعَلْنَا تِلْكَ حَرْجَ إِلَى النَّاسِ ۔

১৯৮ আবুল ইয়ামান (র).....'আয়িশা (রা) বলেন : নবী ﷺ -এর রোগ যষ্টণা বেড়ে গেলে তিনি আমার ঘরে অবস্থার জন্য তাঁর প্রতীগণের কাছে অনুমতি চাইলেন। তাঁরা অনুমতি দিলে নবী ﷺ (আমার ঘরে আসার জন্য) দু'বার্তির উপর ভর করে বের হলেন। আর তাঁর শা দু'খানি তখন মাটিতে চিহ্ন রেখে যাঞ্চিল। তিনি 'আব্রাস (রা) ও অন্য এক বাক্তির মাঝখানে ছিলেন। 'উবায়দুল্লাহ (র) বলেন : আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্রাস (রা)-কে এ কথা অবহিত করলাম। তিনি বললেন : সে অন্য বাক্তিটি কে তা কি কৃতি জান? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তিনি ছিলেন 'আলী ইবন আবু তালিব (রা)। 'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ তাঁর ঘরে আসার পর রোগ আরো বেড়ে গেলে তিনি বললেন : 'তোমরা আমার উপর মুখের বাঁধন খোলা হয়নি এমন সাতটি মশকের পানি ঢেলে দাও, তাহলে হ্যাত আমি মানুষকে কিছু ওয়াসিয়াত করব।' তাঁকে তাঁর সহধর্মী হাফসা (রা)-এর একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হল। তারপর আমরা তাঁর উপর সেই সাত মশক পানি ঢালতে শুরু করলাম। এভাবে ঢালার পর এক সময় তিনি আমাদের প্রতি ইশারা করলেন, (এখন থাম) তোমরা তোমাদের কাজ করেছ। এরপর তিনি বের হয়ে জনসমক্ষে গেলেন।

١٤٣. بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْبَةِ -

১৪৩. পরিষ্কেদ ও গামলা থেকে উয়ূ করা

১৯৯ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَنِي يَكْتُبُ مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَ أَخْبَرَنِي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَدَعَاهُ يَقْرَئُ مِنْ مَاءِ فَكَفَاهُ عَلَى يَدِهِ فَفَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَارٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْبَةِ فَمَخْضَمَ وَاسْتَشَرَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَفْسَرَفَ بِهَا فَفَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ثُمَّ خَسَلَ يَدَهُ إِلَى الْمِرْقَفَيْنِ مَرْتَيْنِ ثُمَّ أَخْذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ هَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ .

২০৯ খালিদ ইবন মাখলাদ (র).....ইয়াহুইয়া (র) বলেন : আমার চাচা উয়ূর পানি বেশী খরচ করতেন। একদিন তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-কে বললেন : 'আপনি নবী ﷺ-কে কিভাবে উয়ূ করতে দেখেছেন?' তিনি এক গামলা পানি আনলেন। সেটি উভয় হাতের উপর কাত করে (তা থেকে পানি ঢেলে) হাত দু'খানি তিনবার ধূইলেন, তারপর তার হাত গামলায় চুকালেন। তারপর এক ঔজলা পানি নিয়ে তিনবার কুলি করলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর পানিতে তাঁর হাত চুকালেন। উভয় হাতে এক ঔজলা পানি নিয়ে মুখমণ্ডল তিনবার ধূইলেন। তাপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধূইলেন। তারপর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার সামনে এবং পেছনে মসেহ করলেন এবং দু'পা ধূইলেন। তারপর বললেন : 'আমি নবী ﷺ-কে এভাবেই উয়ূ করতে দেখেছি।'

২০০ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَاهُ مِنْ مَاءِ فَأَسْأَبَعَ رَحْرَاجَ فِيهِ شَيْءًا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ قَالَ أَنْسٌ فَجَعَلَتْ أَنْظَرَ إِلَى الْمَاءِ يَتَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ قَالَ

أَنْسٌ فَحَرَثَ مِنْ تُوْضَهَا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى التَّمَانِينَ .

২୦୦ ମୁସାବାଦ (ର).....ଆନାସ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ନବୀ ﷺ ଏକପାତ୍ର ପାନି ଢାଇଲେନ । ଏକଟି ବଡ଼ ପାତ୍ର ତାର କାହେ ଆନା ହଳ, ତାତେ ସାମାନ୍ୟ ପାନି ଛିଲ । ତାରପର ତିନି ତାର ମଧ୍ୟେ ତାର ଆଙ୍ଗୁଳ ଢାଖିଲେନ । ଆନାସ (ରା) ବଲେନ : ଆମି ପାନିର ଦିକେ ତାକାତେ ଲାଗଲାମ । ତାର ଆଙ୍ଗୁଳର ଭେତର ଦିଯେ ପାନି ଉଥିଲେ ଉଠିତେ ଲାଗଲ । ଆନାସ (ରା) ବଲେନ : ଯାରା ଉଥୁ କରେଛିଲ, ଆମି ଅନୁଭାନ କରିଲାମ ତାମେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲ ୭୦ ଥେକେ ୮୦ ଜନ ।

୧୫. بَابُ الْوُصُوْرِ بِالْمُدْرِ -

୧୪୮. ପରିଚେଦ : ଏକ ମୁଦ୍ (ପାନି) ଦିଯେ ଉଥୁ କରା

୨୦୧ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِشْعُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ جَبَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْسِلُ أَوْ كَانَ يَقْسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوْضَهُ بِالْمَعْدَ .

୨୦୨ଆବୁ ନୁଆୟାମ (ର).....ଆନାସ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ନବୀ ﷺ ଏକ ସା' (୪ ମୁଦ) ଥେକେ ପାଞ୍ଚ ମୁଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନି ଦିଯେ ଗୋପଳ କରିବେଳେ ଏବଂ ଉଥୁ କରିବେଳେ ଏକ ମୁଦ ଦିଯେ ।

୧୫. بَابُ الْمَسْعَى عَلَى الْخَطَّافِ -

୧୪୯. ପରିଚେଦ : ଉଭୟ ମୋଜାର ଓପର ମସେହ କରା

୨୦୨ حَدَّثَنَا أَصْبَحُ بْنُ الْفَرْجِ الْعَصْرَبِيُّ عَنْ أَبِي وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو النُّضْرِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخَطَّافِيْنَ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ سَأَلَ عَمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَّثَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو النُّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ سَعْدًا حَدَّثَهُ عَمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ تَحْوِهَ .

୨୦୩ଆସବାଗ ଇବନୁଲ ଫାରାଜ (ର).....ସା'ଦ ଇବନୁ ଆବୁ ଆକକାସ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ନବୀ ﷺ ତାର ଉଭୟ ମୋଜାର ଓପର ମସେହ କରିବେଳେ । 'ଆବଦୁଲାହ ଇବନୁ 'ଉମର (ତାର ପିତା) 'ଉମର (ରା)-କେ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ତିନି ବଲେନ : 'ହଁ! ସା'ଦ (ରା) ନବୀ ﷺ ଥେକେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣା କରିଲେ ସେ ବ୍ୟାପାରେ ଆର ଅନ୍ୟକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୋ ନା' ।

ମୁସା ଇବନୁ 'ଓକବା (ର).....ସା'ଦ ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ଅତଃପର 'ଉମର (ରା)' 'ଆବଦୁଲାହ (ରା)-କେ ଅନୁରୂପ ବଲାଗେଲେ ।

୨୦୪ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْعَرَبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ

بُنْ جَيْبِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شَعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغَيْرَةُ يَأْتِوَاهُ فِيهَا مَا تَحْسَبُ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَرَكَهُ فَمَسَحَ عَلَى الْخَفْنِينَ .

২০৩ আমর ইবন খালিদ আল-হাররানী (র).....মুগীরা ইবন ত'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে মুগীরা (রা) পানি সহ একটি পাতা নিয়ে তার অনুসরণ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করে এলে মুগীরা (রা) তাকে পানি দেলে দিলেন। আর তিনি উয় করলেন এবং উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

২০৪ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِيهِ سَلْمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أَبِيهِ الضَّمْرَىِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَأَىَ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخَفْنِينَ . وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَادٍ وَابْنَ عَنْ يَحْيَىٰ .

২০৫ آবু নু'আয়ম (র).....উমায়া যামরী (রা) থেকে বর্ণনা করলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উভয় মোজার ওপর মসেহ করতে দেখেছেন। হ্যান্ব ও আবান (র) ইয়াহ-ইয়া (র) থেকে অনুকরণ বর্ণনা করেছেন।

২০৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْرَازُ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِيهِ سَلْمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُلْقِهِ وَتَابَعَهُ مَعْرُونٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِيهِ سَلْمَةَ عَنْ عَمْرُو رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ .

২০৬ آবদান (র).....উমায়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আমি নবী ﷺ-কে তার পালঢ়ীর ওপর এবং উভয় মোজার ওপর মসেহ করতে দেখেছি'। আমর (র) আমর (র) থেকে অনুকরণ বর্ণনা করলেন : 'আমি নবী ﷺ-কে তা করতে দেখেছি'।

১৪৬. بَابُ إِذَا دَخَلَ رِجْلِيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ -

১৪৬. পরিষেদ : পবিত্র অবস্থায় উভয় পা (মোজায়া) প্রবেশ করানো

২০৬ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَمْوَالِيْتُ لِأَنْزَعَ خُلْقِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَخْلَقْتُهُمَا طَاهِرَتِيْنِ فَسَعَ عَلَيْهِمَا .

২০৭ آবু নু'আয়ম (র).....মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। (উয় করার সময়) আমি তার মোজায়া খুলতে চাইলে তিনি বললেন : 'ও দুটো ধাক্ক, আমি পবিত্র অবস্থায় ও দু'টি পজাছিলাম'। (এই বলে) তিনি তার উপর মসেহ করলেন।

١٤٧. بَابُ مِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسُّبْقِ -

وَأَكْلَ أَبُوبَكْرَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَهُمَا قَلْمَ يَتَوَضَّأُ -

১৪৭. পরিচ্ছেদ : বকরীর গোশত এবং ছাতু খেয়ে উয় না করা

আবু বকর, 'উমর ও 'উসমান (রা) গোশত খেয়ে উয় করেন নি।

২০৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى أَكْلَ كَثْفَ شَاةً ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২০৮ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উয় করলেন না।

২০৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَثْرَى عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرُو بْنُ أَمِيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ تَعَالَى يَحْتَرُّ مِنْ كَثْفِ شَاةٍ فَدَعَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَقِيَ السَّكِينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র).....উমায়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে একটি বকরীর কাঁধের গোশত কেটে খেতে দেখলেন। এ সময় সালাতের জন্য ভাকা হল। তখন তিনি ছুঁতি ফেলে দিয়ে সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উয় করলেন না।

١٤٨. بَابُ مَضْمِضَنَ مِنَ السُّبْقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

১৪৮. পরিচ্ছেদ : ছাতু খেয়ে উয় না করে কেবল কুলি করা

২১১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ التَّعْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى عَامَ خَيْرٍ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهُنَّ أَنْتُمْ خَيْرٌ فَصَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ دُعَاءً بِالْأَزْوَادِ ثُمَّ يُقْتَلُ إِلَّا بِالسُّبْقِ فَأَمْرَيْهِ فَتَرَى فَأَكْلَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَكْلَنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمِضَنَ وَمَضْمِضَنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১২ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....সুওয়ায়দ ইবন 'ন-সুওয়ায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খায়বর যুদ্ধের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলেন। চলতে চলতে তাঁরা যখন সাহবা-য় পৌছলেন, এটি খায়বরের নিকটবর্তী অঞ্চল, তখন তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর খায়বর আনতে বললেন : কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই আনা হলো না। তারপর তিনি নির্দেশ দেওয়ায় তা (পানিতে) মেশানো

হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খেলেন এবং আমরাও খেলাম। ভারপুর তিনি মাগরিবের জন্য দাঁড়িয়ে কুলি করলেন এবং আমরাও কুলি করলাম। পরে তিনি সালাত আদায় করলেন; উয় করলেন না।

২১০. حَدَّثَنَا أَصْبَحٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُ عَنْ بَكْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
أَكْلَ عِنْدَهَا كَعْكًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১১. آدবারাম (র).....মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে (একটি বকরীর) কাঁধের গোশত খেলেন, ভারপুর সালাত আদায় করলেন; আর উয় করলেন না।

۱۴۹. بَابُ هَلْ يُفَضِّلُ مِنَ الْمُغْرِبِ -

১৪৯. পরিচ্ছেদ ৪ দুধ পান করলে কি কুলি করতে হবে?

২১১. حَدَّثَنَا يَعْمَلِي بْنُ بَكْرٍ وَقَتْبَيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتَمُّ عَنْ عَفِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى شَرَبَ لَبْنًا فَنَفَسَّمَ رَبَّانِيَّا نَسْمَةً تَابِعَةً يُؤْسِسُ وَصَالِحَ بْنَ كَشْشَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ .

২১১. ইয়াহুইয়া ইবন বুকার ও কৃতায়বা (র),ইবন 'আব্দাল (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধ পান করলেন। তারপর কুলি করলেন এবং বললেন : 'এতে তৈলাভ পদাৰ্থ রয়েছে (জন্য কুলি করা ভাল)'। ইউনুস ও সালিহ ইবন কারসান (র) মুহূর্তী (র) থেকে অনুকূল বর্ণন করছেন।

۱۵۰. بَابُ الْمُطْسُومِ مِنَ النَّوْمِ مَنْ لَمْ يَرْمِ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّقْسَةِ وَضَرَّةِ -

১৫০. পরিচ্ছেদ ৫ ঘুমের পরে উয় করয় এবং দু'একবার ঝিমালে বা মাথা ঝুকে পড়লে উয় না করা

২১২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ إِذَا نَعَسْتُ أَحْدَكُمْ وَهُوَ يَصْلِي فَلْيَرْفَدْ حِنْسَ يَدْفَبْ عَنْهُ النَّوْمَ فَإِنْ أَحْدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَمَنْ نَاعَسْ لَا يَنْدَرِي لَعْلَةً يَسْتَفِرُ فَيَسْبُّ نَفْسَهُ .

২১২. 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র),'আলিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বাসছেন ; সালাত আদায়ের অবস্থায় তোমাদের কাঠো যদি তক্ক আসে তবে সে বেল ঘুমের দেশ কেটে না যাবায় গর্ভক ঘুমিয়ে নেব। কানগ, তন্ত্রাত্মক সালাত আপায় করলে সে জানতে পারবে না, সে কি ক্ষমা চাইছে, না নিজেকে গালি দিচ্ছে।

٢١٣ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِيهِ قِلَابَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا نَفَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ هُنَّ يَعْلَمُ مَا يَقْرَأُ .

٢١٤ آবু মা'মার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যদি সালাতে কিমায়, সে যেন ততক্ষণ ঘূমিয়ে দেয়, যতক্ষণ না সে কি পড়ছে, তা বুঝতে পারে।

١٥١. بَابُ الْوَضْوَءِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثٍ

١٥١. পরিষেদ : হাদস ছাড়া উয়ু করা

٢١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُقِيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا حَدَّثَنَا مُسْدَدًا قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُقِيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِيَ أَحَدُنَا الْوَضْوَءَ مَا لَمْ يَحْدِثْ .

٢١৫ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ও মুসাখাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ অত্যেক সালাতের সময় উযু করতেন। আমি বললাম : আপনারা কিক্কপ করতেন? তিনি বললেন : হাদস (উযু ভঙ্গের কারণ) না হওয়া পর্যন্ত আমাদের (পূর্বের) উযুই যথেষ্ট হত।

٢١٥ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُوِيدُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حِيمَرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالصَّهْبَاءِ مَثْلُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ قَلَّمَا حَتَّى دَعَا بِالْأَطْعَمَةِ فَلَمْ يَقُلْ إِلَّا بِالسُّوْبِقِ فَلَكُنَا وَشَرِّيْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَغْرِبِ فَعَضِّضَ ثُمَّ مَثَلَ لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

٢١৫ খালিদ ইবন মাখলাদ (র).....মুওয়ায়দ ইবনুল-নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খালিদ যুক্তের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। সাহবা নামক স্থানে পৌছে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে আসবের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি খালিদ আনতে বললেন। ছাতু ছাড়া আর কিছু আনা হল না। আমরা তা খেলাম এবং পান করলাম। তারপর নবী ﷺ মাগরিবের জন্য দাঁড়িয়ে কুলি করলেন; তিনি (মন্তব্য) উযু করলেন না।

١٥٢. بَابُ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ -

١٥٢. পরিষেদ : পেশাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক না থাকা কাবীরা জ্ঞান

٢١٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرْ النَّبِيُّ ﷺ بِحَانِطٍ مِنْ بুখারী পরিষ

جِهَّاتُ الْمُدْيَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانٍ يُعْذَبَانِ فِي قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْذَبَانِ وَمَا يُعْذَبَانِ فِي كَيْثِرٍ لَمْ قَالْ بَلْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَشْرِفُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْأَخْرُ يَعْشِي بِالشَّيْءَةِ لَمْ دَعَا بِجَرِيَّةِ فَكَسَرَهَا كِسْرَتِينِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقَيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لِعْلَهُ أَنْ يَخْفَفْ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَبِعْسَا أَوْ إِلَى أَنْ تَبِعْسَا .

২১৬ 'উসমান (র)..... ইবন 'আব্দাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার মদিনা বা মক্কার কোন এক বাণানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু'ব্যক্তির আওয়াব জনতে পেলেন, যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন : এদের দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোন বড় গুলাহের জন্য এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন : 'হ্যা, এদের একজন তার পেশাবের নাপাকি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর একজন চোগলসুরী করত। তারপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনলেন এবং তা ভেঙে দু'খণ্ড করে প্রত্যেকের কবরের উপর এক খণ্ড রাখলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'ইয়া রাসূলসুরাহ। একগুলি কেন করলেন?' তিনি বললেন : হয়ত তাদের আযাব কিছুটা লাঘব করা হবে, যতদিন পর্যন্ত এ দু'টি না উকায়।

১৫৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ ،

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسْتَشْرِفُ مِنْ بَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سِقْيَ بَوْلِ النَّاسِ -

১৫৩. পরিষেদ : পেশাব খোয়া সমস্তে যা বর্ণিত হয়েছে

নবী ﷺ জনেক কবরবাসী সম্পর্কে বলেছেন, সে তার পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। তিনি ওথু মানুষের পেশাব সম্পর্কেই উল্লেখ করেছেন।

২১৭ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتَهُ بِمَا إِفْتَسَلَ بِهِ .

২১৮ ইয়া'কুব ইবন ইবরাহীম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলসুরাহ **২১৯** প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তা দিয়ে ইসতিন্জা করতেন।

১৫৪. بَابُ

পরিষেদ

২১৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَافِسِ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرِيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعْذَبَانِ وَمَا يُعْذَبَانِ فِي كَيْثِرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَشْرِفُ

মিনَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَعْشِيَ بِالنَّعْيَةِ ، ثُمَّ أَخْذَ جَرِيدَةً رَطِبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَّ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ
فَأَتَاهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَهُ يُخْفَفُ عَنْهَا مَا لَمْ يَشْبَسَا قَالَ إِنَّ الْمَتَّشَ وَحْدَتَنَا وَكَبِيعَ قَالَ
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِنْهُ .

২১৮ **মুহাম্মদ ইবনুল মুসাল্লা (র)**.....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার
দু'টি কবরের কাছ নিয়ে যাইলেন। এ সময় তিনি বললেন : এদের আবাব দেওয়া হচ্ছে, কোন কঠিন
পাপের জন্য তাদের আবাব হচ্ছে না। তাদের একজন পেশার থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন
চোগলসুরী করে বেঢ়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে তেজে দু'ভাগ করলেন এবং
প্রত্যেক কবরের ওপর একখানি পুঁতে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলসুল্লাহ!'
এতেপ কেন করলেন?' তিনি বললেন : হয়তো তাদের থেকে (আবাব) কিছুটা লাভ করা হবে, যতদিন পর্যন্ত
এটি না শুকাবে। ইবনুল মুসাল্লা (র)-আ'মাশ (র) বলেন : আমি মুজাহিদ (র) থেকে অনুকূল তনেছি।

১০৫. بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِينَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ -

১০৫. পরিষেদ : এক বেদুইনকে মসজিদে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত নবী ﷺ এবং অন্যান্য
লোকের পক্ষ থেকে অবকাশ দেওয়া।

২১৯ **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى
أَعْرَابِيًّا يَبْوَلُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ نَعَّوْهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دُعَا بِمَا فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .**

২১৯ **মুসা ইবন ইসমাইল (র)**.....আব্বাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ
এক বেদুইনকে মসজিদে পেশাব করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন : 'ওকে হেঢ়ে দাও'। সে পেশাব
শেষ করলে পানি আনিয়ে সেখানে চেলে দিলেন।

১০৬. بَابُ صَرِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ -

১০৬. পরিষেদ : মসজিদে পেশাবের উপর পানি চেলে দেওয়া

২২০ **حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَتْبَةِ بْنِ
شَعْوَدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيًّا فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَلَّهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ نَعَّوْهُ
وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلَّا مِنْ مَاءِ أَوْ ذَنْبِيَا مِنْ مَاءِ فَإِنَّمَا يَعْتَمِمُ مَسِيرِينَ وَلَمْ تَبْغِلْ مَعْسِيرِينَ .**

২২০ **আবুল ইয়ামান (র)**.....আবু হরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার এক বেদুইন দাঢ়িয়ে
মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে বাধা দিতে যাইল। নবী ﷺ তাদের বললেন : 'ওকে
হেঢ়ে দাও এবং ওর পেশাবের উপর এক বালতি পানি চেলে দাও। কারণ তোমাদের সহজ ও বিনয় আচরণ
করার জন্য পাঠান হয়েছে, কঠোর আচরণ করার জন্য পাঠান হয়নি।

221 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . حَوْدَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا سَلِيمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَا مُّنَبِّهً لِنَبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيِّ ﷺ بِتَوْبَةٍ بِتَوْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَغْرِبَقَ عَلَيْهِ .

222 'আবদান (র) ও খালিদ ইবন মাখলাদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার এক বেদুইন এসে মসজিদের এক কোণে পেশাব করে দিল। তা দেখে লোকজন তাকে ধমকাতে শাশল। নবী ﷺ তাদের নিষেধ করলেন। তার পেশাব শেষ হলে নবী ﷺ -এর আদেশে এর উপর এক বালতি পানি ঢেলে দেওয়া হল।

১৫৭. بَابُ بَوْلِ الصَّيْبَيْيَانِ -

157. পরিষেদ : শিশুদের পেশাব

223 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَاتَلَتْ أُنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبَرِ قَبَالَ عَلَى تُوْبَةٍ فَدَعَاهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ .

224 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....উশু'ল মু'মিনীন আমিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একটি শিশুকে আনা হল। শিশুটি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনালেন এবং এর উপর ঢেলে দিলেন।

225 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَمْ قَيْسِ بْنِ مَحْمَدٍ أَنَّهَا أَتَتْ بَابَ نِلَهَا صَفِيرَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرَهِ قَبَالَ عَلَى تُوْبَةٍ فَدَعَاهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ .

226 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....উশু'ল কায়স বিনত মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক ছেটি জেলেকে, যে তখনো খাবার থেতে শিখেনি, নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে এর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং তা (ভাল করে) ধুইলেন না।

১৫৮. بَابُ الْبَوْلِ قَانِيًّا وَقَاعِدًا -

158. পরিষেদ : দোড়িয়ে এবং বসে পেশাব করা

227 حَدَّثَنَا أَدْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حَدِيقَةٍ قَالَ أَنَسُ النَّبِيُّ ﷺ سَبَاطَةُ قَوْمٍ ১. শিশুটির পেশাব সামাজিক ধারায় দোড়িয়ে থোলনি। (আইনী তথ, ১৫১)

لِبَابٍ شَانِعًا لَمْ دَعَا بِهِ، فَجَهَّتْهُ بِمَاءٍ فَقَوْضَى.

২২৪ আদম (ৰ).....হ্যায়কা (ৰা) খেকে ঝর্ণি, তিনি বলেন : নবী মুহাম্মদ একবার কওমের আবর্জনা ক্ষেত্রে স্থানে এলেন। তিনি সেখানে দাঙ্গিয়ে পেশাৰ কৰলেন। তাৰপৰ শানি ঢাইলেন। আমি ঠাকে পানিৰ নিৰে দিলাম। তিনি উপৰ ফৰসেন।^১

-١٥٩- بابُ الْبَرِّ عَذْنَ صَاحِبِهِ فِي التَّسْلِيْرِ بِالْعَائِدِ -

୧୯୯. ପରିଷ୍କରେ ଏ ସମୀର କାହେ ବଲେ ଶେଷୀର କରା ଏବଂ ଦେଖାଲେର ଆଜାଲ କରା

^{٤٤٥} حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا

والشيء ^{الله} يهم تفاصيل فاني سلطانه ثم خلقت حاجات قائم كما يعلم أحدكم فإن فائدة ذلك مثلاً فما ذكرت الى

شیخ شفیع علیہ السلام

২২৫ উসমান ইব্ন আবু শায়বা (ব).....হ্যায়ক্র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে আমার শরণ আছে বে, একবার আমি ও নবী ﷺ এক সাথে চলছিলাম। তিনি দেয়ালের পেছনে অবস্থার একটি আবর্জনা ফেলার জাহাগায় এলেন। তারপর তোমাদের কেউ যেভাবে দাঁড়ায় সে ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি পেশা করলেন। এ সময় আমি ফ্টার কাছে থেকে সরে যাচ্ছিলাম বিকৃত তিনি আমাকে ইশারা করলেন। আমি এসে তার পেশা করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ধরলাম।

٦٦٠ - قوم سیاھتہ ملے ہند میں پریل باب

১৬০. পরিষেবা : মহারাজা আবর্জনা ক্ষেত্রের স্থানে পথ্যাব করা

٤٤٦

رسول الله عليه سلامه قسم فیان

২৫৬ মুহাম্মদ ইবন 'আবু'আয়া (র).....আবু গফারিল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে আবু মুসা (র) প্রেরণার ক্ষয়াগ্রে কুর কড়াকড়ি করতেন এবং বলতেন যে দুই ইস্রাইলের কারো কাপড়ে (পেশার) লাগলে তা কেটে ফেলত। হয়রাকা (র) বলেন, আবু মুসা (র) যদি এ থেকে বিরত করতেন (তবে ভাল হত)। মাসলিহত করে মহম্মদ আবুর্জন মেলাৰ ডানে শিয়ে দোজিৰে পেশাৰ কৰেছেন।

୧. ଅଧିକାରିତ ସମ୍ପଦ ଏବେ ଶେଷେ କହାଇ ହିଁ ରାଜ୍ୟପୁଣ୍ୟରେ  -ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ 'ଆମିଶ' (ଆ) ବଳେ, "ଯେ ଯାତ୍ରି ଦେଇଥିଲେ ତଥାରେ ଯେ ଆସିଥିଲୁଛି  ପାଇଁକି ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ-- ତାର କଥା ବିଶ୍ଵାସ କାହାରେ ନା" (ଡିଲିହିର୍, ନ୍ଯାଈ)।

এই একটি যাত্রা হুমের ভীতি অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন পারিবা দ্বারা। এর কামনা সম্পর্কে আবু হুরায়েরা (যো) বলেন, “সামাজিক ক্ষেত্রে বাধার ক্ষেত্রে সৌভাগ্যে পেশা করতেছে”। “বিচ্ছিন্ন যাত্রা

- ১৬১. بَابُ فَسْلِ الدُّمْ -

১৬১. পরিষেদ : রক্ত খুয়ে ফেলা

২২৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعُنَيْفِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَاتَلَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَاتَلَتْ أَرَأَيْتُ إِحْدَانَا تَحْيِيْنِ فِي التُّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ تَحْتَهُ ثُمَّ نَفَرَصَةٌ بِالْعَمَاءِ وَتَشْفَعَهُ وَتَصْلِي فِيهِ .

২২৮ মুহাম্মদ ইবনুল মুসাল্লা (র).....আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : (ইয়া রাসূলসুল্লাহ !) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েয়ের রক্ত লেগে পেলে সে কি করবে ? তিনি বললেন : সে তা থেকে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রংগড়াবে এবং ভাল করে খুয়ে ফেলবে। এরপর সেই কাপড়ে সালাত আদায় করবে।

২২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَاتَلَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حَيْثَمٍ إِلَى النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَاتَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَسْتَحْاجُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا إِنْمَا ذَلِكَ عِزْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْثِنِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْثَمَةُ فَدَعَى الصَّلَاةَ وَإِذَا أَتَبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنِ الدُّمْ ثُمَّ صَلَّى قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّعِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجْئِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ .

২২৮ মুহাম্মদ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু হুবারশ (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলসুল্লাহ ! আমার এত বেশী রক্তস্তুত হয় যে, আর পরিদ্রোধ হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব?' রাসূলসুল্লাহ ﷺ বললেন : না, এ তো ধর্মনির্গত রক্ত, হায়েয় নয়। তাই যখন তোমার হায়েয় আসবে তখন সালাত ছেড়ে দিও। আর যখন তা বক্ষ হবে তখন রক্ত খুয়ে ফেলবে, তারপর সালাত আদায় করবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলেছেন : তারপর এভাবে আরেক হায়েয় না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের জন্য উয়ু করবে।

- ১৬২. بَابُ فَسْلِ الْعَنِيْرِ وَفَرِيكِ وَفَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْعَرَأَةِ -

১৬২. পরিষেদ : বীর্য ঘোয়া এবং ঘৰোক থেকে যা লেগে যায় তা খুয়ে ফেলা

২২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الدُّمْ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مِيمُونٍ الْجَزِيرِيِّ عَنْ سَلِيْمانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَاتَلَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ تُوبَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ بَقَعَ الْعَمَاءِ فِي تُوبَهِ .

২২৯. 'আবদান (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আমি নহী' - এর কাপড় থেকে আনাবাতের চিহ্ন ধূয়ে নিজাম এবং কাপড়ে ভিজা চিহ্ন নিয়ে তিনি সালাতে বের হতেন।

২৩০. حَدَّثَنَا قَتْبِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا مُسْدِدًا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مِيمُونٍ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَكَّتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمُنْتَيِّ يُصَبِّبُ التَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثُوبِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى فَيُخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنْرَى الْفَسْلِ فِي نُورِهِ يَقْعُدُ الْعَامَ' -

২৩১. কৃতায়বা ও মুসাকাদ (র).....সুলায়মান ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত, 'আমি 'আয়িশা (রা)-কে কাপড়ে লাগা বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।' তিনি বললেন : 'আমি রাসূলুল্লাহ -এর কাপড় থেকে তা ধূয়ে ফেলতাম। তিনি কাপড় খোয়ার ভিজা দাগ নিয়ে সালাতে বের হতেন।'

- ১৬২. بَابُ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثْرُهُ -

১৬৩. পরিচ্ছেদ : জানাবাতের নাপাকী বা অন্য কিছু খোয়ার পর যদি ভিজা দাগ থেকে যায়
২৩১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مِيمُونٍ قَالَ سَكَّتْ سَلَيْমَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي التَّوْبِ تُصَبِّبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ فَإِنَّ عَائِشَةَ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثُوبِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنْرَى الْفَسْلِ فِيهِ بَقْعَ الْعَامَ' -

২৩১. মুসা ইবন ইসমাইল (র).....আমর ইবন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কাপড়ে জানাবাতের নাপাকী লাগা সম্পর্কে আমি সুলায়মান ইবন ইয়াসার (র)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : 'আয়িশা (রা) বলেছেন : 'আমি রাসূলুল্লাহ -এর কাপড় থেকে তা ধূয়ে ফেলতাম। এরপর তিনি সালাতে বেরিয়ে যেতেন আর তাতে পানি দিয়ে খোয়ার চিহ্ন থাকত।
২২২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَهِيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مِيمُونٍ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ سَلَيْমَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْسِلُ الْمُنْتَيِّ مِنْ ثُوبِ النَّبِيِّ تَعَالَى ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بَقْعَةً أَوْ بَقْعَانِ -

২৩২. 'আমর ইবন খালিদ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ -এর কাপড় থেকে বীর্য ধূয়ে ফেলতেন। আয়িশা (রা) বলেন : তারপর আমি তাতে পানির একটি বা কয়েকটি দাগ দেখতে পেতাম।

১৬৪. بَابُ أَبْوَايْلِ الْأَبِيلِ وَالْدُّوَابِ وَالْفَنْسِمِ فَمَرَأَ بِضَيْهَا وَعَلَى أَبْوَمُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسَّرْقَنِ وَالْبَرِيتِ إِلَى جَنَبِي فَقَالَ مَا هَذَا وَلَمْ سَوَاءٌ -

১৬৪. পরিচ্ছেদ : উট, চতুর্শিদ জন্ম ও বকরীর পেশাব এবং বকরীর খায়াড় প্রসঙ্গে

আবু মূসা (রা) দারম্ব বাসীদে সালাত আদায় করেন। আর তার পাশেই গোবর এবং খালি ময়দান ছিল। তিনি বললেন : এ জাহাঙ্গা এবং ঐ জাহাঙ্গা একই পর্যায়ের।

২২২ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَبَّابَةَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَدِمَ أَنَّاسٌ مِنْ عَكْلٍ أَوْ عَرْبَةَ فَاجْتَهَوْا التَّدِينَةَ فَأَمْرُهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْقَاهُ وَأَنْ يَشْرِبُوا مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَبْيَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا مَسَحُوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَأْفَوْهُ النُّعْمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوْلَى النَّهَارِ فَبَعْثَتِ فِي أَثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَقَعَ النَّهَارُ جَيَّنَ بِهِمْ فَأَمْرَرُوهُمْ فَقُطِعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُرْعَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأَلْقَوْا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقِفُونَ فَلَا يُسْقِفُونَ -
قَالَ أَبُو قَبَّابَةَ فَهُؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

২৩৩ سুলায়মান ইবন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উকল বা উরায়না গোজের কিছু লোক (ইসলাম গ্রহণের জন্য) মদীনায় এলে তারা শীঘ্রত হয়ে পড়ল। নবী ﷺ তাদের (সদকার) উটের কাছে যাবার এবং তার পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা সেখানে চলে গেল। তারপর তারা সুস্থ হয়ে নবী ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে ফেলল এবং উটগুলি ইঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর দিসের অন্ধম ভাগেই এসে পৌছল। তিনি তাদের পেছনে লোক পাঠালেন। বেলা বেড়ে উঠলে তাদেরকে (ঘেফতার করে) আনা হল। তারপর তাঁর আদশে তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হল। উগ্নিশলাকা দিয়ে তাদের জোখ ফুঁড়ে দেওয়া হল এবং গরম পাথুরে ভূমিতে তাদের নিষেপ করা হল। তারা পানি চাইছিল, কিন্তু দেওয়া হয়নি।

আবু কিলাবা (র) বলেন, এরা চুরি করেছিল, হত্যা করেছিল, ইমান আনার পর কুফরী করেছিল এবং আঘাহ ও তার রাসূলের বিকলকে যুক করেছিল।

২৩৪ حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّابِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ قَبْلَ أَنْ يَبْتَئِي الْمَسْجِدَ فِي مَرَابِضِ الْقَنْمِ .

২৩৫ আদম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ মসজিদ নির্মিত হবার পূর্বে বকরীর খোয়াড়ে সালাত আদায় করতেন।

১৬৫. بَابُ مَا يَقْعُدُ مِنَ النَّجَاسَاتِ مِنِ السُّمْنِ وَالْمَاءِ -

وَقَالَ الزَّهْرِيُّ لَا يَأْسَ بِالسَّمِّ مَا لَمْ يَقْتِرْهُ طَعْمٌ أَوْ بَيْعٌ أَوْ لَوْنٌ، وَقَالَ حَمَادٌ لَا يَأْسَ بِرِيشِهِ الْمَيْتَةِ، وَقَالَ الزَّهْرِيُّ فِي مِظَانِ الْمَوْتَى نَحْوَ الْفَيلِ وَغَيْرِهِ أَدْرَكَتْ تَاسًا مِنْ سَلْفِ الْعَلَمَاءِ بِمَقْتَشِطِهِنَّ بِهَا وَيَدِهِنَّ فِيهَا لَا يَرْقَدُ بِهِ بَاسًا، وَقَالَ أَبْنُ سِرِينٍ وَأَبْرَاهِيمَ لَا يَأْسَ بِتِجَارَةِ الْمَاعِ -

১৬৫. পরিষেদ : যি এবং পানিতে নাপাকী পড়া
যুহরী (র) বলেন : পানিতে নাপাকী পড়লে কোন ক্ষতি নেই, যতক্ষণ তার স্থান, গুঁজ বা রং
পরিবর্তিত না হয়। হাস্তাদ (র) বলেন : মৃত (পার্বীর) পালক (পানিতে পড়লে) কোন দোষ
নেই। যুহরী (র) মৃত জন্ম, যথাঃ হাতী প্রভৃতির হাড় সম্পর্কে বলেছেন আমি পূর্ববর্তী উল্লম্বায়ে
কিরামের মধ্যে কিছু আলিমকে পেরেছি, তারা তা দিয়ে (চিরলী বানিয়ে) চুল আঁচড়াতেন
এবং তার পাঁতে তেল রেখে ব্যবহার করতেন, এতে তারা কোনক্ষণ দোষ মনে করতেন না।
ইবন সীরীন (র) ও ইবরাহীম (র) বলেন : হাতীর দাতের ব্যবসায়ে কোন দোষ নেই।

১৬৬. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى سَيَّلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَمَا حَوْلَهَا وَكَلَّا سَعْنَكُمْ ۖ

২৩৫. ২৩৫ [ইসমাইল (র).....মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'যি'র মধ্যে ইন্দুর পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা
করা হল। তিনি বললেন : ইন্দুরটি এবং তার আশ পাশ থেকে ফেলে দাও এবং তোমাদের যি ব্যবহার কর।]

২৩৬. حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ تَعَالَى سَيَّلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنَ خَذُونَهَا وَمَا
حَوْلَهَا فَأَطْرَحُوهُ ۖ قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لَا أَحْصَيْهِ يَقُولُ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ۖ

২৩৬. ২৩৬ [আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'যি'র মধ্যে
ইন্দুর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : ইন্দুরটি এবং তার আশপাশ থেকে ফেলে দাও।
মান (র) বলেন, মালিক (র) আমাদের কাছে ব্যবহার এভাবে বর্ণনা করেছেন : ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে
এবং ইবন 'আব্বাস (রা) মায়মুনা (রা) থেকেও।]

২৩৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْنُ عَنْ هَمَّزَةِ عَنْ
النَّبِيِّ تَعَالَى قَالَ كُلُّ كُلُّ يَكْتَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَيِّلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَهِيَتِهَا إِذَا طَعِنَتْ تَفَجُّرُ نَمَاءِ الْأَنْ
لَوْنُ الدُّمْ وَالْغَرَفُ عَرَفَ الْمُسْكِ ۖ

২৩৭. ২৩৭ [আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আলুহার
রাস্তায় মুসলমানদের যে যথম হয়, কিয়ামতের দিন তার প্রতিটি যথম আঘাতকালীন সহযোগে যে অবস্থায় ছিল
অদৃশ হবে। রক্ত ছুটে বের হতে থাকবে। তার রং হবে রক্তের রং কিছু গুঁজ হবে মিশকের ন্যায়।]

১১১. بَابُ الْبَيْلِ الْمَاءِ الدَّائِمِ -

১৬৭. পরিষেদ : হ্যার পানিতে পেশাব করা

২৩৮. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّزْنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هَمَّزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَ
যুহরী পরীক্ষা (১)-১৮

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مُكَبَّلًا يَقُولُ نَحْنُ الْأَخْرَقُونَ السَّابِقُونَ وَيَا سَنَادِيهِ قَالَ لَا يَبُوَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْعَامِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِيْ لَمْ يَتَسْلِمُ فِيهِ .

২৩৮ آবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে উন্নেছেন যে, আমরা শেষে আগমনকারী এবং (কিয়ামত দিবসে) অগ্রগামী। এ সনদেই তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যেন হির—যা প্রবাহিত নয় এমন পানিতে কখনো গোপন না করে। (সংবর্ত) পরে সে আবার তাতে গোপন করবে।

১৬৭. بَابُ إِذَا أَلْقَى عَلَى ظَهِيرِ الْمُصْلِيْقَ قَدْرًا أَوْ جِبْرِيلَ كَمْ تَفَسَّدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ -

وَكَانَ أَبْنَى عَمَرًا إِذَا رَأَى فِي تَوْبِيْهِ دَمًا فَهُوَ يُصْلِيْقَ وَضَعْفَةً تَمْضِيْ فِي صَلَاتِهِ ، وَقَالَ أَبْنُ الْمُسْتَبَّيْ وَالشَّعْبِيْسِ إِذَا صَلَّى وَلِيْلَيْلَيْهِ دَمًا أَوْ جَنَابَةً أَوْ لِفَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيْمَمَ صَلَّى لَمْ أَدْرِكَ الْعَامَةَ فِيْ وَلَقْبِهِ لَا يُعِيْدُ -

১৬৭. পরিষেদ : মুসল্লীর পিঠের উপর ময়লা বা মৃত জঙ্গ ফেললে তার সালাত নষ্ট হবে না ইবন উমর (রা) সালাত আদায়ের অবহায় তার কাপড়ে রক্ত দেখলে (সেভাবেই) তা রেখে দিতেন এবং সালাত আদায় করে নিতেন। ইবনুল মুসায়ার ও শাবি (র) বলেন, যখন কেউ সালাত আদায় করে আর তার কাপড়ে রক্ত অথবা জানাবাতের নাপাকী থাকে অথবা সে কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে অথবা তায়ামুম করে অথবা আদায় করে এরপর ওয়াজের মধ্যেই যদি পানি পেঁয়ে যায় তবে (সালাত) দুহরাবে না।

২৩৯ حَدَّثَنَا عَبْدُانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شَعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مِيمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ مُكَبَّلًا سَاجِدًا حَفَظَهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْنُ عَنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرُبِّيْعَ بْنُ مُسْلِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ يُوسْفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنِ مِيمُونَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ مُكَبَّلًا كَانَ يُصْلِيْقَ عَنْدَ الْبَيْتِ وَابْنَ جَهْلَ وَاصْحَابَ لَهُ جَلْوَسًا إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْصِيْ أَيْكُمْ يَجْرِيْ بِسْلَى جَنَدَ بْنِيْ فَلَمَنِ فِي ضَعْفَةٍ عَلَى ظَهِيرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَأَتَبَعَهُ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ مُكَبَّلًا وَضَعْفَةً عَلَى ظَهِيرِهِ بَيْنَ كَفَيْهِ وَإِنَّا أَنْظَرْنَا لَوْكَانَ لِيْتَ مَنْعَةً قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيَحْسِلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَيْكَ وَرَسُولُ اللَّهِ مُكَبَّلًا سَاجِدًا لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَ تَهْ فَاطِمَةَ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهِيرِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقَرِيشٍ ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوا يَبْوَنُونَ أَنَّ الدُّعَوةَ فِيْ ذَلِكَ الْبَلدِ مُسْتَجَابَةً لَمْ سَمِعَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَابُ جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِعْتَبَةَ بَنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بَنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بَنِ عَتَبَةَ وَأَمِيرَةَ بَنِ خَلْفٍ

وَعَنْ بْنِ أَبِي مُعْيِطٍ ، وَعَنْ السَّابِعِ فَلَمْ يُحْفَظْ . قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَ رَسُولَ اللَّهِ
صَرَعَنِي فِي الْقَبْبَبِ قَبِيبَ بَدْرٍ .

২৩৯ 'আবদান (র).....'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ
সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। অন্য সূজে আহমদ ইবন 'উসমান (র).....'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ
(রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ একবার বায়ুত্ত্বাহুর পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং সেখানে আবু
আহল ও তার সঙ্গীরা বসা ছিল। এমন সময় তাদের একজন অন্যজনকে বলে উঠল, 'তোমাদের মধ্যে কে
অস্তুক গোত্তের উটনীর নাড়ীকুড়ি এনে মুহায়দ যখন সিজদা করেন তখন তার পিটের উপর রাখতে পারে?'
তখন কওমের বড় পাথর ('উকবা') তাড়াকাড়ি গিয়ে তা নিয়ে এল এবং তাঁর প্রতি নজর রাখল। নবী ﷺ যখন
সিজদায় গেলেন, তখন সে তাঁর পিটের উপর দুই কাঁধের মাঝখানে তা রেখে দিল। ইবন মাস'উদ (রা)
বলেন, আমি (এ দৃশ্য) দেখছিলাম কিছু আমার কিছু করার ছিল না। হায়! আমার যদি কিছু প্রতিরোধ পক্ষ
থাকত! তিনি বলেন, তারা হাসতে লাগল এবং একে অন্যের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ
তখন সিজদায় থাকলেন, মাথা উঠালেন না। অবশেষে হযরাত ফাতিমা (রা) এলেন এবং সেটি তাঁর
পিটের উপর থেকে ফেলে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা উঠিয়ে বললেন : ইয়া আল্লাহ! আপনি
কুরায়শকে ধাংস করুন। একপ তিনবার বললেন। তিনি যখন তাদের বদ দু'আ করেন তখন তা তাদের
অঙ্গের ভীতির সংস্কার করল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা জানত যে, এ শহরে দু'আ করুন হয়। এরপর তিনি
নাম ধরে বললেন : ইয়া আল্লাহ! আবু আহলকে ধাংস করুন। এবং 'উকবা ইবন রাবী'আ, শায়বা ইবন
রবী'আ, ওয়ালীদ ইবন 'উতবা, উমায়া ইবন খালাফ ও 'উকবা ইবন আবী মু'আইতকে ধাংস করুন। রাবী
বলেন, তিনি সম্মত ব্যক্তির নামও বলেছিলেন কিছু তিনি শরণ রাখতে পারেন নি। ইবন মাস'উদ (রা) বলেন :
সেই সম্মত কসম ! যাঁর হাতে আমার জান, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের আমি
বদরের কৃপের মধ্যে নিহত অবস্থায় গড়ে থাকতে দেখেছি।

١٦٨. بَابُ الْبَزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَتَحْمِيرِ فِي التَّوْبَةِ -

قَالَ عُرْبَةُ عَنِ الْمَسْوِدِ وَمِنْ قَوْمَهُ خَرَجَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ زَمْنَ حُدَيْبِيَّةَ فَذَكَرَ الْمَدِيْثَ وَمَا تَنَعَّمَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ
إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَلْبِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجْلَدَهُ -

১৬৮. পরিচ্ছেদ : পুঁথি, শ্রেষ্ঠা ইত্যাদি কাপড়ে লেগে গেলে

উরওয়া (র) মিসওয়ার ও মারওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুদায়বিয়ার
সময় বের হলেন। তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, 'আর নবী ﷺ (সেদিন)
যখনই কোন শ্রেষ্ঠা কেড়ে ফেলছিলেন, তখন তা তাদের কাঠো না কাঠো হাতে
পড়ছিল। তারপর (বরকতবর্জন) ঐ ব্যক্তি তা তার মুখযাঁতেল ও শরীরে মেখে নিছিল।

٤٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ زَيْنَ الْقَانِتِ فِي
كُوَيْبِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُؤْلِهِ أَبْنَى مَرِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ
أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ فَلَمَّا

২৪০. مুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....আলাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার তাঁর
কাপড়ে পুতুল ফেললেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, ইবন আবু মারয়াম এই হাদীসটি বিজ্ঞাপনে বর্ণন
করেছেন।

۱۶۹. بَابُ لَا يَجُوزُ الْوُصُوْهُ بِالنَّبِيِّ وَلَا بِالْمُسْكِرِ -

وَكَرِفَةُ الْمَسْنُ وَأَبْوَالْعَالَيْهِ، وَقَالَ عَطَاءُ الظِّيمُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْوُصُوْهُ بِالنَّبِيِّ وَالْمُسْكِرِ وَالْبَيْنِ -

১৭০. পরিষেদ : নাবীয় (শেজুর, কিসমিস, মনাকা, ইত্যাদি ভিজানো পানি) এবং সেশাকারক
পানীয় দ্বারা উৎকৃষ্ট করা না-জায়েখ

হাসান (র) ও আবুল আলিয়া (র) একে মাকজহ বলেছেন। 'আতা' (র) বলেন : নাবীয় এবং
দুধ দিয়ে উৎকৃষ্ট করার চাহিতে তায়াত্তুম করাই আমার কাছে পদ্মনীয়।

১৭১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ
فَلَمَّا قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

১৭২. 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : যে
সকল পানীয় দেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

১৭৩. بَابُ غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبْاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَقَالَ أَبْوَالْعَالَيْهِ امْسَحُوا عَلَى رِجْلِيْ فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ -

১৭০. পরিষেদ : পিতার মুখমণ্ডল থেকে কন্যা কর্তৃক রক্ত খুঁয়ে ফেলা
আবুল আলিয়া (র) বলেন : আমার পায়ে ব্যথা, তোমরা আমার পা মসেহ করে দাও।

১৭২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ أَبْنَى السَّاعِدِيِّ وَسَالَهُ
النَّاسُ وَمَا يَبْيَنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ يَأْتِي شَيْئَزْ بُوْرَى جَرْحَ النَّبِيِّ فَقَالَ مَا بَقَى أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، كَانَ عَلَى
يَجْرِيْ بِتَرْسِيْهِ فِيهِ مَا ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَلَخَذَ حَصِيرٌ فَاحْرَقَ فَحَسِيرٌ بِهِ جَرْحَهُ .

১৭৩. মুহাম্মদ (র).....আবু হাযিম বলেন যে, যখন আমার এবং সাহল ইবন সাদ আস-সাইদী (রা)-র
মাঝখানে কেউ ছিল না, তখন লোকে তার কাছে পশু করল : (উভয় যুক্তে) কী দিয়ে নবী ﷺ-এর যথমের

ଚିକିତ୍ସା କରା ହଜେଛିଲ; ତଥନ ତିନି ବଲଲେନ । ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଆମାର ଚେଯେ ଭାଲ ଜାନେ ଏମନ କେଉଁ ଜୀବିତ ନେଇ । 'ଆଶୀ' (ରା) ତୀର ଢାଳେ କରେ ପାଣି ଆମଛିଲେନ ଆର ଫାତିମା (ରା) ତୀର ମୁଖମତ୍ତଳ ଥେକେ ରଙ୍ଗ ଧୂଇଯେ ଦିଲେନ । ଅବଶେଷେ ଚାଟାଇ ପୁଡ଼ିଯେ (ତମ ଛାଇ) ତୀର ଫୁତସ୍ଥାନେ ଦେଖ୍ଯା ହଲ ।

୧୭୧. بَابُ السِّوَاكٍ -

وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ يَتُّبِعُ عِنْدَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَشَرَ -

୧୭୧. ପରିଷେଦ : ମିସ୍‌ଓୟାକ କରା

ଇବନ୍ ଆକାଶ (ରା) ବଲେନ : ଆମି ନବୀ ﷺ- ଏର କାହେ ରାତ କାଟିଯେଛିଲାମ । ତଥନୈ ତିନି ମିସ୍‌ଓୟାକ କରଲେନ ।

୨୬୩ [حدَثَنَا أَبُو التَّعْمَانُ قَالَ حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيلَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَشَرُ سِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ أَعْلَمُ وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَانَةُ يَتَهَوَّعُ .]

୨୪୩ [آبَرُون-ନୁ-ମାନ (ର).....ଆବୁ ବୁରଦା (ର)-ର ପିତା ଆବୁ ମୁସା (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ଏକବାର ଆମି ନବୀ ﷺ- ଏର କାହେ ଏଲାମ । ତଥନ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲାମ ତିନି ମିସ୍‌ଓୟାକ କରଇଛେ ଏବଂ ମିସ୍‌ଓୟାକ ମୁଖେ ଦିଯେ ତିନି ଡ' ଡ', ଶବ୍ଦ କରଇଛେ ଯେବେ ତିନି ବମି କରଇଛେ ।]

୨୬୪ [حدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَيْلَهُ عَنْ حُذِيفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوُّصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .]

୨୪୪ [ଉସମାନ ଇବନ୍ ଆବୁ ଶାଯବା (ର).....ହ୍ୟାଯକ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ନବୀ ﷺ ଯଥନ ରାତେ (ସାଲାତେର ଜନ୍ମ) ଉଠିଲେନ ତଥନ ମିସ୍‌ଓୟାକ ଦିଯେ ମୁଖ ପରିକାର କରାନ୍ତେନ ।]

୧୭୨. بَابُ دَفْعُ السِّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ -

وَقَالَ عَفَانُ حَدَثَنَا صَنْفُرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِينِ عُمَرِ أَنَّ النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَانِي أَتَسْوُكُ سِوَاكِيْ
نَجَانِيْ رَجُلَانِ, أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنِ الْأَخْرَى, فَنَاقَلَتِ السِّوَاكُ الْأَصْفَرُ مِنْهُمَا, فَتَبَيَّنَ لِيْ كَبِيرٌ قَدْ قَعَتْهُ إِلَى
الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِخْتَمَرَهُ تَعْبِيمٌ عَنْ أَبِينِ السَّمَارَكِ عَنْ أَسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِينِ عُمَرِ -

୧୭୨. ପରିଷେଦ : ବ୍ୟାସେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ମିସ୍‌ଓୟାକ ପ୍ରଦାନ କରା

"ଆଫକାନ (ରା).....ଇବନ୍ ଉସର (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ ଯେ, ନବୀ ﷺ ବଲେନ : ଆମି (ଥିଲେ) ଦେଖିଲାମ ଯେ, ଆମି ମିସ୍‌ଓୟାକ କରାଇ । ଆମାର କାହେ ଦୂଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲେନ । ଏକଜନ ଅପରଜନ

থেকে বয়সে বড়। তারপর আমি তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মিসগুরাক দিতে গেলাম। তখন আমাকে কলা হলো, 'বড়কে দাও'। তখন আমি তাদের মধ্যে বয়সে বড় ব্যক্তিকে দিলাম। আবু 'আবদুল্লাহ বলেন, নু'আয়ম, ইবনুল মুবারাক সূত্রে ইবন 'উমর (রা) থেকে হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

١٧٢ . بَابُ فَحْشٍ مِّنْ بَأْتَ عَلَى الْوَعْصُومِ -

১৭৩. পরিষেদ : উয়ু সহ রাতে ঘুমাবার ফয়েলত
 ২৪৫ [حدثنا محمد بن مقايل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي عليه إذا أتيت مضغوك فتصوّر وضوءك للصلوة ثم اضطجع على شبك الأيمان ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وقويت أمري إليك والجات ظهري إليك رغبة ورغبة إليك لامجا ولا منجا منه إلا إليك اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مث من ليك فائت على الفطرة وأجعلهم آخر ما تكلم به قال فردناها على النبي عليه فلما بلغت اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت فلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت .]

২৪৫ [معاذ الد بن موكائيل (র).....বারা ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : যখন তুমি বিহ্বানায় যাবে তখন সালাতের উয়ুর মতো উয়ু করে নেবে। তারপর ডান পাৰ্শে তয়ে বলবে :

[اللهم أسلمت وجهي إليك وقويت أمري إليك والجات ظهري إليك رغبة ورغبة إليك لامجا ولا منجا منه إلا إليك اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت .]

"হে আল্লাহ! আমার জীবন আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সকল কাজ আপনার কাছে সোণ্পর্ণ করলাম এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম-আপনার প্রতি আগ্রহ ও জ্ঞান নিয়ে। আপনি ছাড়া কোন অশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। হে আল্লাহ! আমি ইমান আনলাম আপনার নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর।"

তারপর যদি সে রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ফিতরাতে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে। এ কথাটিলি তোমার শেষ কথা বানিয়ে নাও। তিনি বলেন, "আমি নবী ﷺ-কে এ কথাটিলি পুনরায় কলাম। ونبيك الذي أمنت بكتابك الذي أنزلت بـ ورسولك . যখন তিনি বললেন : না; বরং যদি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছে তবলাম, তখন তিনি বললেন : না; ونبيك الذي أمنت بكتابك الذي أرسلت بـ أرسلت ."

كتاب الفصل
গোসল অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়ালয় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كتاب الفصل

গোসল অধ্যায়

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَالظَّهِيرَةُ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَهْدَى
مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسْتَهِ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاَهَ فَتَبِعُمُوهُ أَصْعِيدًا طَبِيبًا فَامْسَحُوهُ
بِوُجُوهِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ
وَلَيَتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ تَشَكُّرُونَ وَقُولِهِ جَلُّ ذِكْرُهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا
الْحَمْلَوْهُ وَأَنْتُمْ سَكُرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى
تَغْتَسِلُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَهْدَى مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسْتَهِ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاَهَ فَتَبِعُمُوهُ أَصْعِيدًا طَبِيبًا فَامْسَحُوهُ بِوُجُوهِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا .

এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলার বাণী, "যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে অথবা তোমরা ক্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াসুম করবে এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান, আর তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা শোকের আদায় কর।" (৫:৬) এবং আল্লাহর বাণী, "হে মুমিনগণ! তোমরা নেশা—গ্রন্থ অবস্থায় সালাতের ধারেও যেঊ না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, আর যদি তোমরা পথবাহী না হও তবে অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। আর তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচাগার দুখারী শরীর (১) — ১৯

থেকে আসে অথবা ক্রীস্টগম করে, আর পানি না পায়, তা'হলে পরিত্র মাটি দিয়ে তায়ারুম কর, এবং তা মুখ ও হাতে বুলাবে। আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। (৮ : ৪৩)

١٧٤ . بَابُ التَّوْضُؤِ قَبْلَ الْفُسْلِ -

১৭৪. পরিষেদ : গোসলের পূর্বে উয়ু করা

٢٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَدْعَجَ النَّبِيِّ رَبِّنَا أَنَّ النَّبِيِّ رَبِّنَا كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَا فَقْسَلٌ بِيَدِهِ لَمْ يَتَوَضَّعْ كَمَا يَتَوَضَّعُ لِلصَّلَاةِ لَمْ يُدْخُلْ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيَخْلُلُ بِهَا أَصْوَلَ شَعْرِهِ لَمْ يَصْبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدِهِ لَمْ يَفْيِضْ الْمَاءُ عَلَى جَلْدِهِ كَلْهَ .

২৪৬ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর হাত দুটো খুঁয়ে নিতেন। তারপর সালাতের উয়ুর মত উয়ু করতেন। তারপর তাঁর আঙুলগুলো পানিতে ঝুঁকিয়ে নিয়ে ছুলের গোড়া বিলাল করতেন। তারপর তাঁর উভয় হাতের তিন আঙুলা পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর তাঁর সারা দেহের উপর পানি পৌছিয়ে নিতেন।

٢٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سَقِيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُوَبِ عَنْ أَبِينِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ رَدْعَجَ النَّبِيِّ رَبِّنَا قَاتَتْ تَوَضُّعًا رَسُولُ اللَّهِ رَبِّنَا وَضُوءُهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرِ رِجْلِيَّ وَغَسْلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذْنِي لَمْ أَفَاضْ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَمْ تَحْنُ رِجْلِيَّ فَغَسَّلُهُمَا هَذِهِ غُسلَةٌ مِنَ الْجَنَابَةِ .

২৪৭ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....যায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের উয়ুর ন্যায় উয়ু করলেন, অবশ্য পা দুটো ছাড়া এবং তাঁর লজ্জাহান ও যে যে স্থানে নাশাক লেগেছে তা খুঁয়ে নিলেন। তারপর নিজের উপর পানি দেলে দেন। তারপর সেখান থেকে সরে গিয়ে পা দুটো খুঁয়ে নেন। এই ছিল তাঁর জানাবাতের গোসল।

١٧৫ . بَابُ غُشْلِ الرَّجُلِ مِنْ أَمْرَاتِهِ

১৭৫. পরিষেদ : স্বামী—স্ত্রীর এক সাথে গোসল

২৪৮ حَدَّثَنَا أَبْمَ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَوْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَاتَتْ كَنْتُ أَغْتَسَلْ أَنَا وَالنَّبِيِّ رَبِّنَا مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنْ قَدْحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرقُ .

২৪৮ আদম ইবন আবু ইয়াস (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও নবী ﷺ একই পাত্র (কাদাহ) থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম। সেই পাত্রকে ফারাক বলা হতো।

- بَابُ الْفَسْلِ بِالصَّاعِ وَتَحْمِيرِ -

১৭৬. পরিষেদ : এক সা' বা অনুকূপ পাত্রের পানিতে গোসল

٢٤٩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمْدِ قَالَ حَدَّثَنِي شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ نَخْلَتْ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخْرُوهَا عَنْ غُسلِ النِّيَّارِ فَنَدَعَ بِإِيمَانِهِ تَحْوِي مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ فَلَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَبَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَرِيدُ بْنَ هَارِثَةَ وَيَهْذِي وَالْجَدِيَّ عَنْ شَعْبَةِ قَدْرِ صَاعٍ .

২৪৯

আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও 'আয়িশা (রা)-এর ভাই 'আয়িশা (রা)-এর নিকট পেলাম। তাঁর ভাই তাঁকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আয়াত এক সা' (তিনি কেবল চেয়ে কিছু পরিমাণ বেশী)-এর সমপরিমাণ এক পত্র আনালেন। তাঁরপর তিনি গোসল করলেন এবং নিজের মাথার উপর পানি ঢাললেন। তখন আমাদের ও তাঁর মাঝে পর্দা ছিল। আবু 'আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন যে, ইয়ামাদ ইবন হাজুন (র), বাহ্য ও অন্তর্বাসী (র) ও 'আবাস (র) থেকে পরিবর্তে - ত্বরণ মিলে চাউলে এক সা' পরিমাণ)-এর কথা বর্ণনা করেন।

২৫০

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبْوَهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْفَسْلِ فَقَالُوا بِكُلِّكُمْ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِيَنِي فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِيَنِي مِنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكُمْ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكُمْ ثُمَّ أَمْنَى فِي ثُوبٍ .

২৫০

আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু জাবির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ও তাঁর পিতা জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে ছিলেন। সেখানে আরো কিছু লোক ছিলেন। তাঁরা তাঁকে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বলেন, এক সা' তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন এক বাতি বলে উঠল : আমার জন্য তা যথেষ্ট নয়। জাবির (রা) বলেন : যাঁর মাথায় তোমার চাইতে বেশী মূল ছিল এবং তোমার চাইতে যিনি উচ্চম ছিলেন (রাসুলুল্লাহ ﷺ) তাঁর জন্য তো এ পরিমাণই যথেষ্ট ছিল। তাঁরপর তিনি এক কাপড়ে আমাদের ইমামতি করেন।

২৫১

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَيْدَرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمِيمُونَةَ كَانَ يَقْسِيلُانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

قال أبو عبد الله كان ابن عينية يقول أخيراً عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما روی أبو نعيم .

২৫১

আবু নু'আয়ম (র).....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ও মায়মুনা (রা) একই পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করতেন।

আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইবন 'উয়ায়না (র) তাঁর শেষ জীবনে ইবন আকবাস (রা)-এর মাধ্যমে মায়মূনা (রা) থেকে ইহা বর্ণনা করতেন। তবে আবু নু'আয়ম (রা)-এর বর্ণনাই ঠিক।

١٧٧. بَابُ مِنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِيْ ثَلَاثًا -

১৭৭. পরিষেদ : মাথায় তিনবার পানি চালা

২৫১ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَهْرَةُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صَرْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَبِيرٌ
بْنُ مُطَعْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا أَنَا فَأَقِيضُ عَلَى رَأْسِيْ ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدِيهِ كُلُّتِهِمَا .

২৫২ آবু নু'আয়ম (র).....জুবায়র ইবন মুত্তাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বলেছেন : আমি আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি উভয় হাতের দ্বারা ইশারা করেন।

২৫৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحْمَّدٍ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَبْنِيْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِيْ ثَلَاثًا .

২৫৪ مুহাম্মদ ইবন বাশুয়ার (র).....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী নিজের মাথায় তিনবার পানি চালতেন।

২৫৫ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَامِ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ لِي جَابِرٌ وَآتَانِي أَبْنَ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَنْفِيَّةَ قَالَ كَيْفَ الْفَسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَلَّتْ كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكْفَافٍ وَيَفِيضُهَا عَلَى رَأْسِيْ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِي الْحَسْنُ أَيْنَ رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعْمِ ، فَقَلَّتْ كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى أَكْثَرُ مِنْكَ شَعْرًا .

২৫৬ آবু নু'আয়ম (র).....আবু জাফর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে জাবির (রা) বলেছেন, আমার কাছে তোমার চাকত ভাই অর্ধেৎ হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন হানফিয়া এসেছিলেন। তিনি জিজাসা করলেন, আমাবাতের গোসল কিভাবে করতে হয়। আমি বললাম, নবী নিজের সারা দেহে পানি পৌছিয়ে দিতেন। তখন হাসান আমাকে বললেন, আমার মাথার চুল খুব বেশী। আমি তাঁকে বললাম, নবী এর চুল তোমার চেয়ে অধিক ছিল।

١٧٨. بَابُ الْفَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً -

১৭৮. পরিষেদ : একবার পানি ঢেলে গোসল করা

২৫৭ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِيْ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْصٍ

قالَ قَاتُ مِسْعُونَةَ وَضَعَتِ النَّبِيَّ تَكَلَّمَ مَا: لِفَسْلِ فَسْلِ يَدِيهِ مَرْتَبَنِ ازْكَارًا . ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شَعَالِهِ فَسْلَ مَذَاكِيرَةٍ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْعَضَ وَاسْتَشْقَ وَغَسْلَ وَجْهَهُ وَيَدِيهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسْدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلُ مِنْ مَكَانَةِ فَسْلِ قَدْمَيْهِ .

২৫৫ মুসা ইবন ইসমাইল (র).....ইবন 'আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি তাঁর হাত দু'বার বা তিনবার ধূয়ে নিলেন। পরে তাঁর বাম হাতে পানি নিয়ে তাঁর লজ্জাহান ধূয়ে ফেললেন। তারপর মাটিতে হাত ঘষলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন আর তাঁর চেহারা ও দু'হাত ধূয়ে নিলেন। এরপর তাঁর সারা দেহে পানি ঢাললেন। তারপর একটু সরে পিয়ে দু' পা ধূয়ে নিলেন।

١٧٩. بَابُ مَنْ بَدَا بِالْحِلَابِ أَوِ الطَّيْبِ عِنْدَ الْفَسْلِ -

১৭৯. পরিষেদ : গোসলে হিলাব' বা খুশবু ব্যবহার করা
২০১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ الْفَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
 إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَرِّ نَحْوِ الْحِلَابِ فَلَاحَ بِكُتُبِهِ فَبَدَا بِشَقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَلْيَسَرِ فَقَالَ
 بِهِمَا عَلَى وَسْطِ رَأْسِهِ .

২৫৬ মুহাম্মদ ইবনুল মুসাম্মা (র).....'আরিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর খবর জানা-
 বাতের গোসল করতেন, তখন হিলাবের' অনুজ্ঞপ পান চেয়ে নিলেন। তারপর এক ঔজলা পানি নিয়ে প্রথমে
 মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশ ধূয়ে ফেলতেন। দু'হাতে মাথার মাঝখানে পানি ঢালতেন।

١٨٠. بَابُ الْمَضْعَضَةِ وَالْأَسْتِشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ -

১৮০. পরিষেদ : জানাবাতের গোসল কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া
২০৭ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصَرِ بْنِ غَيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَمْزَةَ الْأَعْمَشَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ
 عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعُونَةَ قَالَ صَبَّيَتِ النَّبِيُّ ﷺ غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَفَسَلَهُمَا ثُمَّ
 غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَعَسَحَهَا بِالْتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ مَضْعَضَ وَاسْتَشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ
 وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَحَسَّ فَسْلَ قَدْمَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِعِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفَضْ بِهَا .

২৫৭ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র).....ইবন 'আকবাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মায়মূনা (রা)
 বলেন : আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি ঢেলে রাখলাম। তিনি তাঁর ডান হাত নিয়ে বাঁ হাতে পানি
 ১. উমৈয়ার দুধ সোহাসের পানি।

তাললেন এবং উভয় হাত ধূইলেন। এরপর তাঁর লজ্জাস্থান ধূয়ে নিলেন এবং মাটিতে তাঁর হাত ঘষে নিলেন। পরে তা ধূয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তারপর তাঁর চেহারা ধূইলেন এবং মাথার উপর পানি জললেন। পরে এই স্থান থেকে সরে গিয়ে দুই পা ধূইলেন। অবশ্যে তাঁকে একটি কমাল দেওয়া হল, কিন্তু তিনি তা দিয়ে শরীর মুছলেন না।

١٨١. بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالثُّرَابِ لِكُوْنِ أَنْفٍ -

১৮১. পরিচ্ছেদ : পরিস্কারতার জন্য মাটিতে হাত ঘষা

٢٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّزِيرُ الْحَمِيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُقِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ قَرْجَةً بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَّكَ بِهَا الْحَاطِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضَرَّةً هُوَ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا قَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

২৫৮ 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর হুমায়ুনি (র).....মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জানাবাতের গোসল করলেন। তিনি নিজের লজ্জাস্থান ধূয়ে ফেললেন। তারপর হাত দেওয়ালে ঘষলেন এবং তা ধূইলেন। তারপর সালাতের উৎপুর মত উঘু করলেন। গোসল শেষ করে তিনি তাঁর দু' পা ধূইলেন।

১৮২. بَابُ مَلِ يُدْخِلُ الْجَنَبَ يَدَهُ فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذْرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ -
وَأَنْخَلَ أَبْنَى عَمْرَوَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ قَبْلَ يَغْسِلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ يَدَأْبَنُ عَمْرَوَبْنَ عَبَّاسَ بِأَسَا
بِمَا يَنْتَفِعُ مِنْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ -

১৮২. পরিচ্ছেদ : যখন জানাবাত ছাড়া হাতে কোন নাপাকী না থাকে, করয গোসলের আগে হাত না ধূয়ে পানির পাত্রে তা প্রবেশ করানো যায় কি?

ইবন 'উমর (রা) ও বারা ইবন 'আফিব (রা) হাত না ধূয়ে পানিতে হাত চুকিয়েছেন, তারপর উঘু করেছেন। ইবন 'উমর (রা) ও ইবন 'আকবাস (রা) যে পানিতে করয গোসলের পানির ছিটা পড়েছে তা ব্যবহারে কোন দোষ মনে করতেন না।

২৫৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ أَخْبَرَنَا أَنْفُلُ عَنْ الْفَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَاتَتْ كُنْتَ أَغْسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَنَا وَأَجِدُ تَخْتِيفَ أَيْدِينِي فِي -

২৫৯ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....'আফিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও নবী ﷺ একই পাত্রের পানি দিয়ে এভাবে গোসল করতাম যে, তাতে আমাদের দু'জনের হাত একের পর এক পড়তে থাকত।

حدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ .

260 مুসাকাদ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের গোসল করার সময় প্রথমে হাত ধূয়ে নিতেন।

261 حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنِّسَاءُ تَكُونُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْهُ .

262 آবুল ওয়ালীদ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও মর্ডী ﷺ একই পাত্রে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম।

‘আবদুর রহমান ইবন কাসিম (র) তাঁর পিতার সুজে ‘আয়িশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

262 حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنِّسَاءُ مِنْ نِسَاءِ يَقْتَسِلَنِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ رَأَدَ مُسْلِمٌ وَهَبَّ بْنُ جَبَرٍ عَنْ شُعْبَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

262 آবুল ওয়ালীদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মর্ডী ﷺ ও তাঁর স্ত্রীদের কেউ কেউ একই পাত্রের পানি নিয়ে গোসল করতেন। মুসলিম (র) এবং ওয়াহব ইবন জারীর (র) ও'বা (রা) থেকে ‘তা ফরয গোসল ছিল’ বলে বর্ণনা করেছেন।

۱۸۲. بَابُ مِنَ الْفَرْغِ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَائِلِهِ فِي الْفَصْلِ -

183. পরিষেদ : গোসলের সময় ডান হাত থেকে বাম হাতের উপর পানি ঢালা

263 حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرْبَبَةِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَسْلًا وَسَرْتُهُ فَصَبَّتْ عَلَى يَدِهِ فَفَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرْتَيْنِ . قَالَ سَلَيْمَانُ لَا أَذْكُرُ التَّالِيَةَ أَمْ لَا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَائِلِهِ فَفَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ تَضَعَفَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنْحَى فَفَسَلَ قَدْمَيْهِ فَتَأْوَلَهُ خِرْفَةً فَقَالَ يَدِهِ هُكْنَا وَلَمْ يَرِدْهَا .

263 মুসা ইবন ইসমাইল (র).....মায়মূনা বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রেখে পর্না করে দিলাম। তিনি পানি নিয়ে দু'বার কিংবা তিনবার

হাত ধূইলেন। সুলায়মান (র) বলেন, ত্তীয়বারের কথা বলেছেন কিনা আমার মনে পড়ে না। তখন তিনি তান হাতে পানি নিয়ে বায় হাতে ঢাললেন এবং লজ্জাহান ধূরে নিলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিতে বা দেওয়ালে ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি নিলেন এবং তাঁর চেহারা ও দু' হাত ধূইলেন এবং মাথা ধূরে ফেললেন। তারপর তাঁর শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। পরে সেখান থেকে সরে নিয়ে তাঁর দু' পা ধূইলেন। অবশেষে আমি তাঁকে একখণ্ড কাপড় দিলাম; কিন্তু তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন এবং তা নিলেন না।

١٨٤. بَابُ تَفْرِيقِ الْفُسْلِ وَالْوُضُوءِ،

وَيُذَكَّرُ عَنْ أَبْنَى عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدْمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُرُورَةٌ -

١٨٤. পরিষেদ : গোসল ও উঃুর অঙ্গ পৃথকভাবে ধোয়া

ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উঃুর অঙ্গসমূহ শুকিয়ে ধাওয়ার পর দু' পা ধূয়েছিলেন।

٢٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَاتَلَ مَيْمَونَةً وَضَعَفَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِيهِ فَغَسَلَهُمَا مَرْتَيْنِ مَرْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةَ ثَلَاثَةَ ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَائِلِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ دَلَّكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَتَشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدِيهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَةَ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحْمَى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدْمَيْهِ .

২৬৪ মুহাম্মদ ইবন মাহবুব (র).....মায়মুনা (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ এর অন্য গোসলের পানি রাখলাম, তিনি উক্ত হাতে পানি ঢেলে দু'বার করে বা তিনবার করে তা ধূইয়ে নিলেন। এরপর তিনি তান হাতে পানি নিয়ে বায় হাতে ঢাললেন এবং তাঁর লজ্জাহান ধূইলেন। পরে তাঁর হাত মাটিতে ঘষলেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। আর তাঁর চেহারা ও হাত দু'টো ধূইলেন। তারপর তাঁর মাথা তিনবার ধূইলেন এবং তাঁর সারা শরীরে পানি ঢাললেন। অবশেষে সেখান থেকে একটু সরে নিয়ে তাঁর দু' পা ধূরে ফেললেন।

١٨٥. بَابُ إِذَا جَاءَعَ ثُمَّ عَادَ وَمِنْ دَارَ عَلَى نِسَاءِ هِنْ غَسْلٌ وَاحِدٌ -

১৮৫. পরিষেদ : একাধিকবার বা একাধিক ক্রীর সাথে সংগত ইওয়ার পর একবার গোসল করা

٢٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرَهُ لِعَائِشَةَ قَاتَلَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَثُرًا أَطْيَبَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى قَيْطَافَ عَلَى نِسَاءِ هِنْ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَئُ طَيْبًا .

২৬৫ مুহাম্মদ ইবন বাশশার (র).....মুহাম্মদ ইবন মুনতাশির (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি 'আরিশা (রা)-এর কাছে [আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা)]-এর উক্তিটি^১ উত্তোল করলাম। তিনি বললেন : আল্লাহ আবু 'আবদুর রহমানকে রহম করুন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুশবু লাগাতাম, তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তারপর তোরবেলায় এমন অবস্থায় ইহুদীয় বাঁধতেন যে, তাঁর দেহ থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়তো।

২৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَتَاهَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَنُودٌ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ احْدَى عَشَرَةَ . قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوْكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنْتُ نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أَعْطَيْنَا قُوَّةً ثَلَاثَيْنَ . وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ فَتَاهَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَنِمْ تَسْعُ بِسْوَةَ .

২৬৭ مুহাম্মদ ইবন বাশশার (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের কাছে দিনের বা রাতের কোন এক সময়ে পর্যায়ক্রমে মিলিত হতেন। তাঁরা ছিলেন এগারজন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজাসা করলাম, তিনি কি এত শক্তি রাখতেন? তিনি বললেন, আমরা পরম্পর বলাবলি করতাম যে, তাঁকে তিপজনের শক্তি^২ দেওয়া হয়েছে। সাইদ (র) কাতালা (র) থেকে বর্ণনা করেন, আনাস (রা) তাঁদের কাছে হানীস বর্ণনা প্রসঙ্গে (এগারজনের স্থলে) নয়জন স্ত্রীর কথা বলেছেন।

১৮৬. بَابُ غُشْلِ الْمَذْبُورِ وَالْفَضُورِ مِنْهُ -

১৮৬. পরিষেদ : মর্যাদা বের হলে তা খুয়ো ফেলা ও উয়ু করা
২৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْنَدٌ عَنْ أَبِي حَمْيِنْ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَنْ عَلَى قَالَ كُنْتُ رَجُلًا
মَذْبُورًا فَأَمْرَتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيِّ ﷺ لِعْنَاقِي لِعْنَاقِي إِبْتِيَهُ فَقَالَ تَوْضِعًا وَاغْسِلْ نَكَرَكَ .

২৬৮ আবুল গুলীস (র).....'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার অধিক মর্যাদা বের হতো। নবী ﷺ-এর কল্যান আমার স্ত্রী হওয়ার কারণে আমি একজনকে নবী ﷺ-এর কাছে এ বিষয়ে জিজাসা করার জন্য পাঠালাম। তিনি পশ্চ করলে নবী ﷺ বললেন : উয়ু কর এবং লজ্জাহ্বান খুয়ো ফেল।

১৮৭. بَابُ مِنْ تَطْبِيبِ ثِمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثْرُ الطِّينِ -

১৮৭. পরিষেদ : খুশবু লাগিয়ে গোসল করার পর খুশবুর তাসির থেকে গেলে
২৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَكُنْ

১. আমি এমন অবস্থায় ইহুদীয় বাঁধতে পদ্ধন করি না, যাতে সকালে আমর দেহ থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়ে (স. হানীস নং ২৬৮)।
২. কেল কেল পিওয়ায়তে, বেহেশটী চট্টশজনের শক্তি দান করা হয়েছে বলে উত্তোল করা হয়েছে। এবং তিমিহলীর বর্ণনায় একজন বেহেশটীর শক্তি একশ পেকের শক্তির সমান বলে উত্তোল করা হয়েছে (হানীস ৪, সহীহ সূখনী ৪১, আসাহল মাতৃবি, সির্টী)।

عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محりماً أنسخ طيباً فقالت عائشة أنا طيبة رسول الله
عليه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محريماً

২৬৮ [আবু নু'মান (র).....মুহাম্মদ ইবন মুনতাপির (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, আমি আয়িশা (রা)-কে
জিজ্ঞাসা করলাম এবং 'আবদুল্লাহ', ইবন 'উমর (রা)-এর উকি উল্লেখ করলাম, —“আমি এমন অবস্থায়
ইহরাম বাধা পসন্দ করি না, যাতে সকালে আমার দেহ থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়ে।” 'আয়িশা (রা) বললেন :
আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুপর্কি লালিয়েছি, তাঁরপর তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং
তাঁর ইহরাম অবস্থায় প্রভাত হয়েছে।

২৬৯ حَدَّثَنَا أَبْدُونَ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكْمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَ كَانَتْ كَانَتْ أَنْظَرَ إِلَى وَبِصْرِ الطَّيْبِ فِي مَقْرِبِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مَحْرِمٌ

২৭০ [আদম ইবন ইয়াস (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : আমি যেন এখনো দেখছি,
মৃত্যু মৃত্যু-এর ইহরাম অবস্থায় তাঁর সিথিতে খুশবুর ঘোঁজ্বল্য রয়েছে।

১৮৮. بَابُ تَخْلِيلِ الشِّعْرِ، حَتَّىٰ إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أُرْوِيَ بَشْرَتَةً أَفَاضَ عَلَيْهِ -

১৮৮. পরিচ্ছেদ : চুল খিলাল করা এবং চামড়া ভিজেছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁতে পানি
চালা

২৭১ حَدَّثَنَا عَبْدُانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ
الله ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدِيهِ وَتَوَسَّهُ وَضُوءُهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخْلُلُ بَيْدِيهِ شَعْرَةً حَتَّىٰ إِذَا
ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أُرْوِيَ بَشْرَتَةً أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كَنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ
الله ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ نَعْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا .

২৭০ [আবদান (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবাতের
গোসল করতেন, তখন তিনি দু'হাত ধূইতেন এবং সালাতের উম্র মত উম্র করতেন। তাঁরপর গোসল
করতেন। পরে তাঁর হাত দিয়ে চুল খিলাল করতেন। চামড়া ভিজেছে বলে যখন তিনি নিশ্চিত হতেন, তখন
তাঁতে তিনবার পানি চালতেন। তাঁরপর সমস্ত শরীর ধূয়ে ফেলতেন। 'আয়িশা (রা) আরো বলেছেন : আমি ও
রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পর্য থেকে গোসল করতাম। আমরা একই সাথে তা থেকে আঁজলি ভরে পানি নিতাম।

১৮৯. بَابُ مَنْ تَوَسَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعْدِ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَىٰ -

১৮৯. পরিচ্ছেদ : জানাবাত অবস্থায় যে উম্র করে সমস্ত শরীর ধোয় কিন্তু উম্র প্রত্যঙগলে
ছিড়ীয়াবার ধোয় না

٢٧١ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرْبَبَةِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْسُونَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَا لِجَنَابَةِ فَكَفَى بِيَمِينِهِ عَلَى شَمَائِلِهِ مَرْتَبَتِنَ أَوْ ثَلَاثَةِ ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَاطِنَ مَرْتَبَتِنَ أَوْ ثَلَاثَةِ ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَشْقَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءُ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ شَحَّ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِخَرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُسُ بِيَدِهِ.

٢٧١ ইউসুফ ইবন 'ইসা (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের গোসলের জন্য পানি রাখলেন। তারপর দু'বার বা তিনবার জান হাতে বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং তাঁর লজ্জাস্থান ধূইলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিকে বা দেওয়ালে দু'বার বা তিনবার ঘষলেন। পরে তিনি ঝুঁপি করলেন ও নাকে পানি নিলেন এবং চেহারা ও দু' হাত ধূইলেন। তারপর তাঁর মাথায় পানি ঢাললেন এবং তাঁর শরীর ধূইলেন। একটু সরে গিয়ে তাঁর দুই পা ধূইলেন। মায়মূনা (রা) বলেন : এরপর আমি একবার কাপড় দিলে তিনি তা নিলেন না, এবং নিজ হাতে পানি ঝেড়ে ফেলতে থাকলেন।

١٩٠. بَابٌ إِذَا ذُكِرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جَنْبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ لَا يَقِيمُ -

১৯০. পরিচ্ছেদ : মসজিদের ভিতরে নিজের জানাবাতের কথা স্বরূপ হলে তখনই বেরিয়ে পড়বে,
তায়ারুম করতে হবে না

٢٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَتِ الصَّلَاةُ وَعَدَلَتِ الصَّفَوْفُ قَبْلًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّةِ ذَكْرِ أَنَّهُ جَنْبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانُكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسَهُ يَقْطَرُ فَكَبَرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ . تَابِعَةُ عَبْدِ الْأَنْظَى عَنْ مَعْنَى عَنِ الزُّهْرِيِّ وَبِوَاهِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

২৭২ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার সালাতের ইকামত দেওয়া হলে সবাই দাঁড়িয়ে কাজার সোজা করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে বেরিয়ে আসলেন। তিনি মুসাঞ্চার দাঁড়ালে তাঁর মনে হলো যে, তিনি জানাবাত অবস্থায় আছেন। তখন তিনি আমাদের বললেন : স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থাক। তিনি ফিরে গিয়ে গোসল করে আবার আমাদের সামনে আসলেন এবং তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরছিল। তিনি তাকবীর (তাহ্রীরা) বাঁধলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম।

আবদুল আ'লা (র) যুহরী (র) থেকে এবং আওয়ামি (র)-ও যুহরী (র) থেকে অনুকূল বর্ণনা করেছেন।

- ১১. بَابُ نَفْعِ الْيَدِيْنِ مِنَ الْفَسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ -

১৯১. পরিষেদ : জানাবাতের গোসলের পর দু' হাত ঝাড়া

২৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُانَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَلْأَمْشَ عنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعَتْ لِلثَّيْرِ شَكْلًا فَسَرَّتْهُ بِتُوبَ وَصَبَّ عَلَى يَدِيهِ فَفَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَفَسَلَ فَرِجَحَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَسَحَّهَا ثُمَّ غَسلَاهَا فَمَضْعِضَ وَأَسْتَشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَفَسَلَ قَدْمَيْهِ قَنَاؤْتَهُ تَوْيَا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفَضُ بِيَدِهِ .

২৭৪ 'আকদান (র).....মাঝমূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর জন্ম গোসলের পানি রাখলাম এবং কাপড় দিয়ে পর্দা করে দিলাম। তিনি দু'হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত ধূয়ে নিলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে শজাঞ্জান ধূইলেন। পরে হাতে মাটি লালিয়ে ঘষে নিলেন এবং ধূয়ে ফেললেন। এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, চেহারা ও দু' হাত (কনুই পর্যন্ত) ধূইলেন। তারপর মাথায় পানি ঢাললেন ও সহজে শরীরে পানি পৌছালেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু' পা ধূয়ে নিলেন। এরপর আমি তাকে একটা কাপড় দিলাম কিন্তু তিনি তা নিলেন না। তিনি দু'হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ঢেলে গোলেন।

- ১১২. بَابُ مَنْ بَدَا بِشَقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فِي الْفَسْلِ -

১৯২. পরিষেদ : মাথার ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা

২৭৪ حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةِ بْنِ شَيْبَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلُّا إِذَا أَصَابَتْ أَهْدَانَاهَا جَنَابَةً أَخْذَتْ بِيَدِيهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذْ بِيَدِهَا عَلَى شِيقَهَا الْأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِيقَهَا الْأَيْسَرِ .

২৭৫ খাল্দ ইবন ইয়াহাইয়া (র)...'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের কারও জানাবাতের গোসলের প্রয়োজন হলে সে দু' হাতে পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢালত। পরে হাতে পানি নিয়ে ডান পাশে তিনবার এবং আবার অপর হাতে পানি নিয়ে বাম পাশে তিনবার ঢালত।

- ১১৩. بَابُ مَنْ افْقَسَلَ عَرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ وَمَنْ تَسْتَرَ فَالْتَّسْتَرُ أَفْضَلُ -

وَقَالَ بَهْزَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْلِلَ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ -

১৯৩. পরিষেদ : নির্জনে বিবর্জ হয়ে গোসল করা। পর্দা করে গোসল করাই উচ্চম

বাহ্য (র) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, লজ্জা করার ব্যাপারে মানুষের চেয়ে আল্লাহ পাকই অধিকতর হকদার।

٢٧٥

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامَ بْنِ مُنْتَهِيِّ عَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَقْتَسِلُونَ عَرَاهَ يَنْظَرُ بِعَضُّهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى يَقْتَسِلُ وَجْهَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَقْتَسِلُ مُوسَى أَنْ يَقْتَسِلَ مَعْنَا إِلَّا أَنَّهُ أَذْنَبَ مَرَّةً يَقْتَسِلُ فَوَضَعَ ثُوبَهُ عَلَى حَجْرٍ فَفَرَّ الْحَجْرُ بِثُوبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي أَثْرِهِ يَقُولُ ثُوبِيِّ بِالْحَجْرِ ثُوبِيِّ يَا حَجْرُ حَسْنَ نَظَرْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَقْتَسِلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَخْذَ ثُوبَهُ فَطَفَقَ بِالْحَجْرِ شَرِيكًا فَقَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَذْبَ بِالْحَجْرِ سِتَّةً أَوْ سِتْعَةً شَرِيكًا بِالْحَجْرِ وَعَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْتَنَا أَيُوبُ يَقْتَسِلُ عَرِيَّانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْمِسُ فِي ثُوبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزْتُكَ وَلَكِنْ لَا غُنْيَ بِنِي عَنْ بِرْكَتِكَ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْقَةَ عَنْ صَفَوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْتَنَا أَيُوبُ يَقْتَسِلُ عَرِيَّانًا.

২৭৫ ইসহাক ইব্ন নাসুর (র).....আবৃ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাইলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করাত। কিন্তু মূসা (আ) একাকী গোসল করতেন। এতে বনী ইসরাইলের লোকেরা বলাবলি করছিল, আল্লাহর কসম, মূসা (আ) 'কোষবৃক্ষ' রোগের কারণেই আমাদের সাথে গোসল করেন না। একবার মূসা (আ) একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে শাগল। তখন মূসা (আ) "পাথর ! আমার কাপড় দাও," "পাথর ! আমার কাপড় দাও" বলে পেছনে পেছনে ছুটলেন। এদিকে বনী ইসরাইল মূসার দিকে তাকাল। তখন তারা বলল, আল্লাহর কসম মূসার কোন রোগ নেই। মূসা (আ) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরলেন এবং পাথরটাকে পিটাতে শাগলেন। আবৃ হুরায়রা (রা) বলেন : আল্লাহর কসম, পাথরটিতে ছয় কিংবা সাতটা পিটুনীর নাগ পড়ে গেল। আবৃ হুরায়রা (রা) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক সময় আইয়ুব (আ) বিবজ্ঞাবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন তাঁর উপর সোনার পঙ্গপাল বর্ষিত হচ্ছিল। আইয়ুব (আ) তাঁর কাপড়ে সেগুলো কুড়িয়ে নিছিলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে বললেন : হে আইয়ুব ! আমি কি তোমাকে শুনুলো থেকে অমুখাপেক্ষ করিনি ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যা, আপনার ইয়মতের কসম। অবশ্য করেছেন। তবে আমি আপনার বরকত থেকে বেনিয়াহ নই। এভাবে বর্ণনা করেছেন ইব্রাহীম (র) আবৃ হুরায়রা (রা) থেকে যে, নবী ﷺ বলেছেন : একবার আইয়ুব (আ) বিবজ্ঞাবস্থায় গোসল করেছিলেন।

١٩٤. بَابُ الشَّتْرِ فِي الْفَصْلِ عِنْدَ النَّاسِ -

১৯৪. পরিষেবন : লোকের সামনে গোসলের সময় পর্দা করা

২৭৬

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عَمَّرٍ بْنِ عَبْيَضٍ اللَّهُ أَنْ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أَمْ

হানির বিন্ত আবি তালির অধিকারে অন্য সবুজ বিন্ত আবি তালির নামে হৃষির জন্ম হয়েছিল। এই সবুজ বিন্ত আবি তালির নামে হৃষির জন্ম হয়েছিল।

২৭৬ 'আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম (র).... উচ্চে হানী বিনত আবু তালির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাকে গোসলরত অবস্থায় দেখলাম, ফাতিমা (রা) তাকে পর্দা করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজাসা করলেন : ইনি কে? আমি বললাম : আমি উচ্চে হানী।

২৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الدِّينَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَقِيَانُ عَنْ أَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ سَرَّتْ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَسَلَ يَدُهُ ثُمَّ حَسَبَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَائِلِهِ فَقَسَلَ فَرْجُهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَاطِنِ أَوِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءُهُ لِلصُّلَوةِ غَيْرَ رِجْلِيهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ أَعْمَاءً ثُمَّ تَحْرُى فَقَسَلَ قَعْدَيْهِ - تَابِعَهُ أَبُو عَوَادَةَ وَابْنُ ثُعْبَانَ فِي السُّنْنَةِ .

২৭৮ 'আবদান (র)..... মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর জন্য পর্দা করেছিলাম আর তিনি জানাবাতের গোসল করছিলেন। তিনি দু' হাত ধূইলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি নিয়ে লজ্জাহান এবং ঘেঁথানে কিছু লেগেছিল তা ধূয়ে ফেললেন। তারপর মাটিতে বা দেওয়ালে হাত ঘষলেন এবং দু' পা ছাঢ়া সালাতের উভয় মতই উয় করলেন। তারপর তাঁর সমস্ত শরীরে পানি পৌছালেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু' পা ধূইলেন। আবু আওয়ানা (র) ও ইবন ফুয়াইল (র) (পর্দা করা)-এর ব্যাপারটি এই হাদীসের অনুকরণ বর্ণনা করেছেন।

১৯৫. بَابُ ۖ إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ ۖ

১৯৫. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে

২৭৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مِشَامَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ بْنِتِ أَبِي سَلَمةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمْ سَلَيمَ امْرَأَةٌ أَبْيَ طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ .

২৭৯ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... উচ্চে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু তালিহা (রা)-র জ্ঞানী উচ্চে সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদমতে এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আশ্রাহ তা'আলা হকের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। জ্ঞানীকেন্দ্র ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে কি গোসল ফরয হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, যদি তারা বীর্য দেখে।

١٩٦. بَابُ عَرْقِ الْجَنْبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَتَنَجِّسُ

১৯৬. পরিচ্ছেদ : জনুবী বাকির ঘাম, নিশ্চয়ই মুসলিম অপবিত্র নয়

২৭৯ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جَنْبٌ فَانْتَجَسَتْ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَبْنُ كَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جَنْبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَا سَلَكَ وَأَنَا عَلَىٰ غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَتَنَجِّسُ .

২৭৯ 'আলী-ইবন' আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাঁর সঙ্গে মদীনার কোন এক পথে নবী ﷺ -এর দেখা হলো। আবু হুরায়রা (রা) তখন জানাবাতের অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিজেকে নাপাক মনে করে সরে পড়লাম। পরে আবু হুরায়রা (রা) গোসল করে এলেন। পুনরায় সাক্ষাত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : হে আবু হুরায়রা! কোথায় ছিলো? আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি জানাবাতের অবস্থায় আপনার সঙ্গে বসা সর্বাংগীন মনে করিনি। তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ! মুমিন নাপাক হয় না।

١٩٧. بَابُ الْجَنْبِ يَخْرُجُ وَيَعْشِيُ فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ - وَقَالَ عَطَاءً يَحْتَجِمُ الْجَنْبُ وَيُقْلِمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنَّ لَمْ يَتَنَفَّسْ .

১৯৭. পরিচ্ছেদ : জানাবাতের সময় বের হওয়া এবং বাজার ইত্যাদিতে চলাফেরা করা 'আতা (র) বলেছেন, জনুবী বাকি উয়ু না করেও শিঙা লাগাতে, নখ কাটিতে এবং মাথা কামাতে পারে।

২৮০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ أَبْنُ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ذُرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَاتَادَةَ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطْوِفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي الْمَيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَنِيَّةٌ تَشْعُ بِشَوَّةٍ .

২৮০ 'আবদুল আলা (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একই রাতে পর্যায়করমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তখন তাঁর নয়জন ক্রী ছিলেন।

২৮১. حَدَّثَنَا عِيَاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَنْبٌ فَأَخْذُ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ قَعَدَ فَأَشَسَّلَتْ فَأَشَسَّلَتْ الرُّحْلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَبْنُ كَنْتَ يَا أَبَا هِيرَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِيرَ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَتَنَجِّسُ .

২৮১ 'আয়াশ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত হলো, তখন আমি জনুবী ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন, আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। এক স্থানে তিনি বসে পড়লেন। তখন আমি সরে পড়ে বাসছানে এসে গোসল করলাম। আবার তাঁর কাছে পিয়ে তাঁকে বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আবু হুরায়রা! কোথায় ছিলে? আমি তাঁকে (ঘটনা) বললাম। তখন তিনি বললেন : 'সুবহানাস্ত্বাহ! মু'মিন অপবিত্র হয় না'।

- ১১৮ . بَابُ كَيْنَةِ الْجَنْبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِلَ -

১৯৮. পরিষেদ : জনুবী ব্যক্তির গোসলের আগে উয় করে ঘরে অবস্থান করা

২৮২ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشِيبَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ سَلْمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَنْبًا وَهُوَ جَنْبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَقُولُ مَنْ

২৮৩ আবু নু'আয়র (র).....আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি 'আয়শা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ-কি জানাবাতের অবস্থায় দুমাতেন? তিনি বললেন : হ্যা, তবে তিনি উয় করে নিতেন।

- ১১৯ . بَابُ نَوْمِ الْجَنْبِ -

১৯৯. পরিষেদ : জনুবীর নিম্না

২৮৩ حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعْيِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتْمَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَحَدَنَا وَهُوَ جَنْبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ أَحَدَكُمْ فَلَيَرْقَدْ وَهُوَ جَنْبٌ .

২৮৫ কৃতাইবা ইবন সাঈদ (র).....'উমর ইবনু'ল-খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমাদের কেউ জানাবাতের অবস্থায় দুমাতে পারবে কি? তিনি বললেন : হ্যা, উয় করে নিলে জানাবাতের অবস্থায়ও দুমাতে পারে।

- ২০০ . بَابُ الْجَنْبِ يَتَوَضَّأُ مَنْ يَنْامُ -

২০০. পরিষেদ : জনুবী উয় করে দুমাবে

২৮৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتْمَى عَنْ عَبْيَرِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَوْنَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَنْبًا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْامَ وَهُوَ جَنْبٌ قَسَلْ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ .

২৮৫ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র).....'আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন জানাবাতের অবস্থায় দুমাতে ইষ্টা করতেন তখন তিনি লজ্জাস্থান দুর্যো সালাতের উয়র মত উয় করতেন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِشْعَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْتَفْتَنِي عُمَرُ النَّبِيَّ فَقَالَ أَيْنَمَا حَدَّثَنَا وَهُوَ جَنْبُ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَأْ .

285 [মুসা ইবন ইসমাইল (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'উমর (রা) নবী -কে জিজিসা করলেন : আমাদের কেউ ঝুন্দুরী অবস্থায় ধূমাবে কি? তিনি বললেন : হ্যা, যদি উচ্চ করে নেয়।

286 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَّهُ تُصَبِّبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا تَوَضَأْ وَغَسَلَ ذَكَرَكَ لَمْ نَمْ .

287 [আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'উমর ইবনুল খাতাব (রা) রাসুলুল্লাহ -কে বললেন, রাতে কেম সময় তাঁর জানাবাতের গোসল ফরয হয় (তখন কি করতে হবে) রাসুলুল্লাহ -কে বললেন, উচ্চ করবে, লজ্জাহান ধূঃঘূ নিবে, তারপর ধূমাবে।

بَابُ إِذَا تَنَقَّلَ الْغَنَانُ - ২০১

201. পরিষেদ : দু' লজ্জাহান প্রকল্পের মিলিত হলে

287 حَدَّثَنَا مُعاَذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مِشَامٌ حَفَظَنَا أَبُو تَعِيرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَاتَدَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبَيْهَا الْأَرْبَعَ لَمْ جَهَدْهَا فَقَدْ وَجَبَ الْفَسْلُ . تَابِعَهُ عَمَرُو بْنُ مَنْذُوقٍ عَنْ شَعْبَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبْيَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَاتَدَةُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا أَجْوَدُ وَأَوْكَدُ . وَإِنَّمَا بَيْنَ الْحَدِيثِ الْآخَرِ لِاخْتِلَافِهِمْ وَالْفَسْلُ أَحْوَطُ .

287 [মু'আয ইবন ফাযলা (র) ও আবু নুয়াম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী -কে কেউ শ্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সংগত হলে, গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। 'আমর (র) ত'বার সূত্রে এই হাদীসের অনুকূল হাদীস বর্ণন করেছেন। আর মুসা (র) হাসন [বসুরী (র)] সূত্রেও অনুকূল বলেছেন।

আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন : এটা উচ্চম ও অধিকতর মহবুত। মাতভেদের কারণে আমরা অন্য হাদীসটি ও বর্ণনা করেছি, গোসল করাই অধিকতর সাবধানত।

بَابُ فَسْلٍ مَا يُعَيِّبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ - ২০২

202. পরিষেদ : শ্রী অঙ্গ থেকে কিছু লাগলে ধূঃঘূ ফেলা

288 حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ قَالَ يَخْلِي وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ بُوْحَارِيَّ شَرِيفَ (১) — ২১

يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجَهْنَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَلَمْ يَعْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصُّلُوةِ وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزَّبِيرِ بْنَ الْعَوَامِ وَطَلْحَةَ أَبْنَ عَبْيَسِ اللَّهِ وَابْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمْرَرْتُهُ بِذَلِكَ قَالَ يَحْمِلُ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبِيرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৮৮ আবু মাসার (র). যাদেন ইবন খালিদ আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ‘উসমান ইবন আফাফান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : বামী-বী সংগত হলে যদি মনি বের না হয় (তখন কি করবে)। উসমান (রা) বললেন : সালাতের উভয় মত উভয় করবে এবং লজ্জাহান খুঁয়ে ফেলবে। ‘উসমান (রা) বলেন : আমি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেছি। এরপর ‘আলী ইবন আবু তালিব, মুবায়ির ইবনুল-আওয়াম, তালহা ইবন ‘উবায়াদুল্লাহ ও উবাই ইবন কা’ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা সবাই এই একই জবাব দিয়েছেন। আবু সালামা (র) আবু আয়াব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি [আবু আয়াব (রা)] এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেছেন।

২৮৯ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَبْيَوبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَلَمْ يَنْزِلْ قَالَ يَغْسِلُ مَامِسَ الْمَرْأَةِ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيَ قَالَ أَبُو عِبْدِ اللَّهِ الْفَسْلُ أَخْرُطَ وَذَلِكَ الْأَخْرُ وَإِنَّمَا يَبْلُغُ لِإِخْتِلَافِهِمْ وَالْعَاهَةِ أَنْفُلَ .

২৯০ মুসাফিদ (র). উবাই ইবন কা’ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তুম সাথে সংগত হলে যদি বীর্য বের না হয় (তার হকুম কি)। তিনি বললেন : তুম থেকে যা শেঙেছে তা খুঁয়ে উভয় করবে ও সালাত আদায় করবে। আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন : গোসল করাই শ্রেষ্ঠ। আর তা-ই সর্বশেষ হকুম। আমি এই শেষের হাদিসটি বর্ণনা করেছি মতভেদ থাকার কারণে। কিন্তু পানি (গোসল) অধিক পরিমাণে ।^১

১. এ বিধান পরে সাক্ষিত হয়েছে। তুম সাথে সংগত হওয়ার কারণে গোসল ফরয হয়। এটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। টীকা নং ৪, বুখারী শরীফ, আসহাফ মাজাহোবে, পৃ ৪৩।

كتابُ الحِيْضِ
হায়ৰ অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম সহাময় অসীম সজ্জানু আল্লাহর নামে।

كتابُ الحَيْضِ হায় অধ্যায়

وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْتَلُوكُ عَنِ الْعَحِيقِ قُلْ هُوَ أَنَّى فَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْعَحِيقِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَأُتْهَوْنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْعُتَّاهِرِينَ .

আর আল্লাহর বাণী, “লোকেরা তোমাকে হায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তা অপবিত্রতা। সুতরাং হায় অবস্থায় তাদের থেকে দূরে থাক। আর তারা পাক-পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাদের সাথে মিলিত হয়ো না। তারা পাক-পবিত্র হলে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক তাদের কাছে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন; তিনি পবিত্রতা রক্ষাকারীদেরও ভালবাসেন।” (২ : ২২২)

২০২. بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ -

وَقُولُ النَّبِيِّ ﷺ مَا شَئْنَ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، وَقَالَ يَعْصِمُهُمْ كَانَ أَوْلَى مَا أَرْسَلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي
إِسْرَائِيلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحْدَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرَ .

২০৩. পরিচ্ছেদ : হায়ের ইতিকথা

নবী ﷺ বলেন : এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কারো কারো অতি সর্বপ্রথম হায় শুরু হয় বনী ইসরাইলী মহিলাদের। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, নবী ﷺ - এর হাদীসই গ্রহণযোগ্য।

২০৪. حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَقِيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ
يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا حَجَّ فَلَمَّا كَتَنَا بِسِرْفَ حِصْنَتْ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا
أَبْكَيْتُ قَالَ مَا لِكَ أَنْفِسْتَ قَلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّمَا أَمْرَكَتْهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْتُلْنِي مَا يَقْتِلُنِي الْحَاجُ غَيْرُ أَنْ لَا
تَطْوِيْقَ بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقْرِ .

২৯০ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যেই (মদ্দিনা থেকে) বের হলাম। 'সারিফ' নামক স্থানে পৌছার পর আমার হায়া আসলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন ; এবং বললেন : কি হলো তোমার? তোমার হায়া এসেছে! আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এ তো আ স্তুতি তা 'আলাই' আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি বায়ুল্লাহর তা ওয়াক্ফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব কাজ করে যাও। 'আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গ্রীগণের পক্ষ থেকে গাড়ী কুরবানী করলেন।

٢٠٤. بَابُ غَسْلِ الْحَائِنِينَ رَأْسَ نَفْجِهَا وَتَرْجِيْلِهِ

২০৪. পরিচ্ছেদ : হায়ায়ের সময় স্বামীর মাথা খুঁজে দেওয়া ও চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া

[۲۹۱] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ كُنْتُ أُرْجَلْ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَا حَائِنِسْ .

২৯১ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি হায়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম।

[۲۹۲] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ جُرِيْمَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ سَبِيلَ أَنْتَخَمْتُنِي الْحَائِنِينَ أَوْ تَدْنَوْتُنِي السَّرَّأَةَ وَهِيَ جَنْبٌ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى هِئِنَّ وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدِمْنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بِأَسْ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرْجِلْ نَعْنَى رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ حَائِنِسْ وَرَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى حِبْنَتِنِي مُجاوِرٌ فِي الْقَسْجِيرِ يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتَرْجِلَهُ وَهِيَ حَائِنِسْ .

২৯২ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র).....'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তাঁকে ('উরওয়াকে) প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, অতুবর্তী ক্রী কি স্বামীর বিদ্যমত করতে পারে? অথবা গোসল ফরয ই ওয়ার অবস্থায় কি ক্রী স্বামীর নিকটবর্তী হতে পারে? 'উরওয়া (র) জওয়াব দিলেন, এ সবই আমার কাছে সহজ। এ ধরনের সকল মহিলাই স্বামীর বিদ্যমত করতে পারে। এ ব্যাপারে কারো অসুবিধা থাকার কথা নয়। আমাকে 'আয়িশা (রা) বলেছেন যে, তিনি হায়ায়ের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'তাকিফ অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর ('আয়িশা) হজরার দিকে তাঁর কাছে মাথাটা বাড়িয়ে দিতেন। তখন তিনি স্বামীর চুল আঁচড়াতেন অথচ তিনি ছিলেন অতুবর্তী।

٢٠٥. بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ إِمَارَاتٍ وَهِيَ حَائِنِسْ ،

وَكَانَ أَبُو وَالِيلَ يَرْسِلُ خَادِمَةً وَهِيَ حَائِنِسْ إِلَى أَبِيهِ رَبِيعَ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْنَفِ فَتَسْبِكُهُ بِعِلْمِهِ -

২০৫. পরিষেদ : গ্রীর হায়াত অবস্থায় তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা

আবু উয়াইল (র) তার কাতুবতী দাসীকে আবু রাধীয় (র) — এর কাছে পাঠাতেন, আর দাসী জুয়দানে পেঁচিয়ে কুরআন শরীফ নিয়ে আসত ।

২১৩ حدثنا أبو ثعيم الفضل بن دكير سمع زهيرًا عن منصورٍ بن صفيه أنَّ أمَّةَ حَدَثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَثَهَا أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَتَكَبَّرُ فِي حِجْرَتِي وَأَنَا حَانِصٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ .

২১৪ [আবু নু'আয়ম (র).....] 'আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ আমার কোলে হেলাম দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি হায়াতের অবস্থায় ছিলাম।

২০৬. بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّسَاسَ حَيْضًا -

২০৬. পরিষেদ : নিফাসকে হায়াত বলা

২১৪ حدثنا العكى بن ابراهيم قال حشناهشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلفة حدثتها قالت بنتا أنا مع النبي عليه مقطوعة في حميشة إذ حضرت فاشسلت فأخذت ثياب حميشتين قالت نعم قد عانى فاضطجعت معه في الحميشة .

২১৫ [মজী ইবন ইব্রাহিম (র).....] উদ্দেশ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরের নীচে তয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার হায়াত দেখা দিলে আমি চূল্পি চূল্পি বেরিয়ে পিয়ে হায়াতের কাপড় পরে নিলাম। তিনি বললেন : তোমার কি নিফাস দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সঙ্গে চাদরের ভেতর তয়ে পড়লাম।

২০৭. بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ -

২০৭. পরিষেদ : হায়াত অবস্থায় গ্রীর সাথে মেলামেশা করা

২১৫ حدثنا قبيحه قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغسلنِي أنا والنبي عليه من أنا واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأشترذ فبياشرينِي وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلى وهو متوكف فأشسله وأنا حائض .

২১৬ [কাবীসা (র).....] 'আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও নবী ﷺ জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম এবং তিনি আমাকে মির্দেশ দিলে আমি ইয়ার পরে নিতাম, আর আমার হায়াত অবস্থায় তিনি আমার সাথে খিশামিলি করে তইতেন। তাছাড়া তিনি ইতিকাফ অবস্থায় মাথা বের করে দিতেন, আর আমি হায়াত অবস্থায় মাথা খুঁজে দিতাম।

২৯৬ [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَلَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلَىُ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو اسْحَاقُ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَاتَتْ كَانَتْ أَحْدَانًا إِذَا كَانَتْ حَانِصًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرُهَا أَمْرَهَا أَنْ تَزَرِّفَ فِي قَوْمٍ حَيْضَتْهَا لَمْ يُبَاشِرُهَا إِلَيْكُمْ يَعْلَمُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَهُ . تَابِعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ]

২৯৭ [ইসমাইল ইবন খলিল (র).....আহিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের কেউ হায়য
অবস্থায় থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে মিশামিশি করতে চাইলে তাকে প্রবল হায়যে ইয়ার পরামর্শ নির্দেশ
দিতেন। তারপর তাঁর সাথে মিশামিশি করতেন। তিনি [আহিশা (রা)] বলেন : তোমাদের মধ্যে নারী —এর
মত কাম-প্রবৃষ্টি দমন করার শক্তি রাখে কে? খলিল ও জারীর (র) আশ-শায়বানী (র) থেকে এই হানীসের
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৯৮ [حَدَّثَنَا أَبُو الثَّعَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ قَالَ سَعَيْتُ مِنْهُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ اِمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَمْرَهَا فَأَنْزَرَتْ وَهِيَ حَانِصٌ .
وَرَوَاهُ سُقِيَّانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ]

২৯৯ [আবু নুমান (র).....মায়মনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর সাথে
হায়য অবস্থায় মিশামিশি করতে চাইলে তাকে ইয়ার পরামর্শ বলতেন। শায়বানী (র) থেকে সুফিয়ান (র)
বর্ণনা করেছেন।

— ২০৮. بَابُ ثُرِكِ الْعَائِنِ الصَّفَقِ —

২০৮. পরিষেদ : হায়য অবস্থায় সওম ছেড়ে দেওয়া

২৯৯ [حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ أَبْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِبَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْحَى أَوْ قِطْرٍ إِلَى الْمُصْلَى فَعَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مُعْتَشِرَ النِّسَاءِ تَصْدِقُنَّ فَإِنَّ أَرْبَيْكُنْ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَلَّنِي وَيْمَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ تَخْكِرُنَ اللَّعْنَ وَتَخْكِرُنَ الْعَشِيرَ - مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَرِّ الرُّجُلُ الْحَازِمُ مِنْ إِحْدَى كُنْ - قَلَّنِي وَمَا نَقْصَانَ بَيْتِنَا وَعَقْلَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَلِيسَ شَهَادَةُ الْعَرَأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرُّجُلِ ، قَلَّنِي بَلِّي ، قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانَ بَيْتِنَا .

৩০০ [সাইদ ইবন আবু মারযাম (র).....আবু সাইদ বুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার সিন্দুল আয়হা বা

ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଲାତ ଆଦାଯେର ଜନ୍ୟ ରାସୂଲୁଛାହ୍ ଏଇନଗାହେର ଦିକେ ଯାହିଁଲେନ । ତିନି ମହିଳାଦେର ପାଶ ଦିଯେ ଯାଓଯାର ସମୟ ବଲଲେନ । ହେ ମହିଳା ସମାଜ ! ତୋମରା ସାଦକା କରନ୍ତେ ଥାକ । କାରଣ ଆମ ଦେଖେଛି ଜାହାନ୍ଦାମେର ଅଧିବାସୀଦର ମଧ୍ୟେ ତୋମରାଇ ଅଧିକ । ତୋରା ଆରଯ କରଲେନ । କୀ କାରଣେ, ଇଯା ରାସୂଲୁଛାହ୍ ତିନି ବଲଲେନ । ତୋମରା ଅଧିକ ପରିମାପେ ଅଭିଶାପ ଦିଯେ ଥାକ ଆର ଥାମୀର ନା-ଶୋକରୀ କରେ ଥାକ । ବୁଦ୍ଧି ଓ ଦୀନେର ବ୍ୟାପରେ ଜୃତି ଥାକା ସର୍ବେତେ ଏକଜନ ସନ୍ଦାସତର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ହରଣେ ତୋମାଦେର ଚାଇତେ ପାରଦର୍ଶୀ ଆମି ଆର କାଉକେ ଦେଖିନି । ତୋରା ବଲଲେନ । ଆମାଦେର ଦୀନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଜୃତି କୋଥାଯା, ଇଯା ରାସୂଲୁଛାହ୍ ତିନି ବଲଲେନ । ଏକଜନ ମହିଳାର ସାକ୍ଷ୍ୟ କି ଏକଜନ ପୁରୁଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଦେକ ନାହିଁ । ତୋରା ଉଚ୍ଚର ଦିଲେନ, 'ହୁଁ' । ତଥବା ତିନି ବଲଲେନ । ଏ ହଜେ ତାଦେର ବୁଦ୍ଧିର ଜୃତି । ଆର ହାୟ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତାରା କି ସାଲାତ ଓ ସିରାମ ଥେକେ ବିରାତ ଥାକେ ନା । ତୋରା ବଲଲେନ, 'ହୁଁ' । ତିନି ବଲଲେନ । ଏ ହଜେ ତାଦେର ଦୀନେର ଜୃତି ।

٢٠٩. بَابُ تَفْسِيرِ الْحَائِنِ الْمُنَاسِبِ كُلُّهَا إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ،

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ، وَلَمْ يَرِدْ أَبْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بِأَبْسَأْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذَكُّرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَخْبَارِهِ، وَقَالَتْ أُمُّ مُطْلِيَّةَ كُلُّ نَوْمٍ أَنْ يُخْرُجَ الْحَيْضُ فَيُكَبِّرُنَّ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ - وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَقِيَّانَ أَنَّ مِرْقَلَ دَعَاهُ بِكِتَابِ النَّبِيِّ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَأْهُلُ الْكِتَابَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ لَا تَعْبُدُ لَا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِلَى قُولِيهِ مُسْلِمُونَ الْآيَةِ - وَقَالَ عَطَاءُ عَنْ جَابِرٍ حَاتَّتْ عَائِنَةً فَنَسَكَ الْمُنَاسِبَةَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَا تُحْلِلُ، وَقَالَ الْمَعْكُمُ أَنِّي لَا ذَبِيعُ وَأَنَا جَنْبُ الْمُنَاسِبَةِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذَكُّرْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

୨୦୯. ପରିଚେଦ : ହାୟ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କାବାର ତାଆଫ ଛାଡ଼ା ହଜେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଜ କରା ଯାଇ ଇବରାହିମ (ର) ବଲେଛେନ । (ହାୟ୍ୟ ଅବସ୍ଥା) ଆୟାତ ପାଠ କୋନ ଦୋଷ ନେଇ । ହୟରତ ଇବନ 'ଆକାସ (ରା) ଜୁନ୍ନୁବୀର ଜନ୍ୟ କୁରାଅନ ପାଠେ କୋନ ଦୋଷ ମନେ କରନ୍ତେନ ନା । ନବୀ ﷺ ସର୍ବାବହ୍ୟାମ ଆସ୍ତାହର ଯିକର କରନ୍ତେନ । ଉପରେ ଆତିଯା (ରା) ବଲେନ : (ଈଦେର ଦିନ) ହାୟ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମହିଳାଦେର ବାଇରେ ନିଯେ ଆସାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ବଲା ହତୋ, ଯାତେ ତାରା ପୁରୁଷଦେର ସାଥେ ତାକବୀର କଲେ ଓ ଦୁଆ କରେ । ଇବନ 'ଆକାସ (ରା) ଆବୁ ସୁଫିୟାନ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ ଯେ, ହିରାକଳ (ରୋମ ସତ୍ରାଟ) ନବୀ ﷺ - ଏର ପତ୍ର ଚେଯେ ନିଲେନ ଏବଂ ତା ପାଠ କରଲେନ । ତାତେ ଲେଖା ଛିଲ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَأْهُلُ الْكِتَابَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ لَا تَعْبُدُ لَا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِلَى قُولِيهِ مُسْلِمُونَ -

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আপনি বলুন! হে কিতাবীগণ! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই-যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি। কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাকেও আল্লাহ ব্যতীত রবজ্ঞপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম (৩ : ৬৪)।"আতা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, "আয়শা (রা) হায়া অবস্থায় কা'বা তাওয়াফ ছাড়া হজের অন্যান্য আহকাম পালন করেছেন কিন্তু সালাত আদায় করেন নি। হাকাম (র) বলেছেন : আমি জুনুবী অবস্থায়ও যবেহ করে থাকি। অর্থে আল্লাহর বাণী হলো :

وَلَا تَأْكُلُنَا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ "তোমরা আহার করো না সে সব প্রাণী, যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি।" (৬ : ১২১)

২৯৯ حَدَّثَنَا أَبُو نَعْمَانْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَذْكُرُ لِلأَنْجُونَ فَلَمَّا سَرَفَ طَمِيتُ فَدَخَلَ عَلَى الشَّيْءِ ﷺ وَإِنَّ أَبْكَنِي قَالَ مَا يُبَكِّيكُ فَلَمْ تَزِدْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَمْ أَحْجُ الْعَامَ . قَالَ لَعَلَكَ تُفْسِدُ . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ فَإِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ كِتْبَةُ اللَّهِ عَلَى بَنَاتِ أَمَّ فَاقْعِدْنَ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرُ أَنْ لَا تَطْوِفْنَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرْنِ .

২৯৯ আবু মু'আয়ম (র).....'আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে হজের উদ্বেশ্যে বেরিয়েছিলাম। আমরা সারিক নামক হানে পৌছল আমি ঝুঁতুবতী হই। এ সময় নবী -এসে আমাকে কান্দতে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কান্দছ কেন? আমি বললাম : আল্লাহর শপথ! এ বছর হজ না করাই আমার জন্য পসন্দনীয়। তিনি বললেন : সম্ভবত তুমি ঝুঁতুবতী হয়েছ। আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন : এ তো আদম-কন্যাদের জন্যে আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন। তুমি পাক হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মত সমষ্ট কাজ করে যাও, কেবল কা'বার তাওয়াফ করবে না।

২১. بَابُ الْإِسْتِحْاضَةِ -

২১০. পরিচ্ছেদ : ইসতিহায়া

৩০০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَاتِلَةُ بَنْتِ أَبِي حُيَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ لَا أَطْهُرُ، أَقْدَعُ الصَّلَاةَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْجِنْسِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْجِنْسَةِ فَأَتْرُكِي الصَّلَاةَ . فَإِذَا ذَهَبَ قَدَرْهَا فَاغْسِلِي عَلَى الدُّمْ وَصَلِّيْ .

৩০০ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু

হবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কখনও পরিজ্ঞ হই না । এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ হলো এক ধরনের বিশেষ রক্ত, হায়ায়ের রক্ত নয় । যখন তোমার হায়ায় কর হয় তখন তুমি সালাত ছেড়ে দাও । আর হায়ায় শেষ হলে রক্ত খুয়ে সালাত আদায় কর ।^৩

٢١١. بَابُ غَسْلِ دِمِ الْمُحْيِيْفِ -

২১১. পরিষেদ : হায়ায়ের রক্ত খুয়ে ফেলা

٢٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْعَامَ بِنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَأْتِيَنَا إِذَا أَصَابَ ثُوِبَاهَا الدُّمُّ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ نَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا أَصَابَ ثُوِبَ إِحْدًا كُنْ الدُّمُّ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ لَمْ يَشْفَحْهُ بِمَا يُمْلِئُ لِتُصْلِي فِيهِ .

٣০১ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আসমা বিনৃত আবু বকর সিঙ্গীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের কারো কাপড়ে হায়ায়ের রক্ত শাশলে কি করবে ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের কারো কাপড়ে হায়ায়ের রক্ত শাশলে সে তা রগড়িয়ে, তারপর পানিতে খুয়ে নেবে এবং সে কাপড়ে সালাত আদায় করবে ।

٢٠٢ حَدَّثَنَا أَصْبَغٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيْضٌ لَمْ تَقْرِصْهُ الدُّمُّ مِنَ ثُوِبَاهَا عِنْدَ طَهْرِهَا فَتَقْرِصْهُ وَتَنْتَسْحَعْ عَلَى سَانِرِهِ لَمْ تُصْلِي فِيهِ .

৩০২ আসবাব (র).....'আরিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : আমাদের কারো হায়ায় হলে, পাক হওয়ার পর রক্ত রগড়িয়ে কাপড় পানি দিয়ে খুয়ে সেই কাপড়ে তিনি সালাত আদায় করতেন ।

٢١٢. بَابُ الْإِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ -

২১২. পরিষেদ : 'মুস্তাহায়া'র ইতিকাফ

٢٠٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ أَبُو بَشَرٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ تَعَالَى اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَاءِهِ وَهُنَّ مُسْتَحَاضَةٌ ثَرَى الدُّمُّ فَرِيمَا وَضَعَتِ الْطُّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ

১. হায়ায় ও নিষাদের মেরাদের অভিভিত্তি সময়কালীন রক্তস্তোবকে ইস্তিহায়া এবং সে মহিলাকে মুস্তাহায়া বলা হয় । (আইনী তথ্য: ১৪২)

الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر ينفاث كان هذا شئًّا كأنه فلانة تجده .

৩০৩ ইসহাক ইবন শাহীন (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'মর্যাদা-এর সঙ্গে তাঁর কোন এক জীৱ ইতিহাসৰ অবস্থা ইতিকাফ কৰেন। তিনি রক্ত দেখতেন এবং দ্রাবের কারণে প্রায়ই তাঁর মীচে একটি পাত্র রাখতেন। মর্যাদা বলেন : 'আয়িশা (রা) হস্তু রঞ্জে পানি দেখে বলেছেন, এ যেন রাসূলুল্লাহ-এর অমৃক জীৱ ইতিহাসৰ রক্ত।

٤٠٤ حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُبَيرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَكْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَلَكَةً امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصْلِي .

৩০৪ কুতায়বা (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কোন একজন জ্ঞানী ইতিকাফ করেছিলেন। তিনি রক্ত ও হলদেশ পানি বের হতে দেখতেন আর তাঁর নীচে একটা পানি বসিয়ে দাখতেন এবং সে অবস্থায় সালাত আদায় করতেন।

٣٥ حَدَّثَنَا مُسْنِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَدِلٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اِعْتَكَفْتُ وَهُنَّ مُسْتَحْشِيَّةُ.

৩০৫ মুসাব্বাদ (র).....'আমিশা (রা) থেকে বর্ণিত, উশুল-ম'মিনীনের একজন ইতিহাস্য অবস্থায় ইতিকাফ করেছিলেন।

- ٢١٣. بَابٌ هَلْ تُصْلِي الْمَرْأَةُ فِي ظُوبِ حَاضِنَتْ فِيهِ -

২১৩. পরিষেবা : হায়ুষ অবস্থায় পরিহিত পোশাকে সালাত আদায় করা যায় কি?

٢٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ أَبِي تَجْيِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَاتَلَ عَائِشَةَ مَا كَانَ لِأَحَدٍ إِنَّمَا الْأَنْوَبُ وَاحِدٌ تَحِيقُ فِيهِ أَصَابَةٌ شَهِيدٌ مِنْ ذِمَّةِ قَاتَلَ بِرِبِّكُهَا فَقَصَّعَتْهُ بِظَفَرِهِ :

৩০৬ আবু নু'আয়ম (র).....'আরিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের কারো একটির
বেশী কাপড় ছিল না। তিনি হ্যায় অবস্থায়ও এই কাপড়খানিই ব্যবহার করতেন, তাতে রক্ত লাগলে পুরু দিয়ে
ভিজিয়ে নর্ম দ্বারা রঞ্জিয়ে নিতেন।

-٢١٤. باب الطين للمرأة عند غسلها من التهيجين -

২১৪. পরিষেবা ও হায়দ থেকে পরিত্রাত্ব গোসলে সুগকি ব্যবহার

٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامٌ بْنُ حَسَانٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمْ مُلْكِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نَتَهَى إِذْ نُحَدِّثُ عَلَى مِيتٍ فَقُرِئَ لِلَّذِينَ أَعْلَمُ بِنَعْصَرَةِ أَرْبَعَةَ

أشهُر وعشْرًا وَلَا تَكْتُلْ وَلَا تَنْقِطِبْ وَلَا تَلْبِسْ لَوْيَا مَضْبُوْغًا إِلَّا ثُوبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخْصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا
أَغْشَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيَّضِهَا فِي نَبْدَةٍ مِنْ كُسْتِ أَطْفَارٍ وَكَثْنَاهُ عَنِ اِتَّبَاعِ الْجَنَانِزِ . قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ
حَسَانٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

٣٥٧ 'ଆବଦୁଲ୍ ହୋହାବ (ର)....., ଉପେ 'ଆତିଆ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଳେନ : କୋନ
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାନ୍ୟ ଆମାଦେର ତିନ ଦିନେର ବେଶୀ ଶୋକ ପାଲନ କରା ଥେକେ ନିଷେଧ କରା ହଜ୍ତୋ । କିନ୍ତୁ ସହିର
କେତେ ଚାର ମାସ ଦଶଦିନ (ଶୋକ ପାଲନେର ଅନୁମତି ଛିଲ) । ଆମରା ତଥନ ସୁରମା ଲାଗାତାମ ନା, ସୁଗଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର
କରତାମ ନା, ଇଯେମେନେର ତୈରୀ ରଙ୍ଗିନ କାପଡ଼ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋର ରଙ୍ଗିନ କାପଡ଼ ପରତାମ ନା । ତବେ ହାୟ୍ୟ ଥେକେ
ପବିତ୍ରତାର ପୋସଲେ ଆଜଫାରେର ଖେଶ୍‌ବୁ ମିଶ୍ରିତ ବର୍ଜ ଥିବ ବ୍ୟବହାରେର ଅନୁମତି ଛିଲ । ଆର ଆମାଦେର ଜାନାଯାଇ
ପେଛନେ ଯାଓୟା ନିଷିଦ୍ଧ ଛିଲ । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣା ହିଶାମ ଇବନ୍ ହାସିନ (ର) ହାଫସା (ରା) ଥେକେ, ତିନି ଉପେ 'ଆତିଆ
(ରା) ଥେକେ ଏବଂ ତିନି ନବୀ ﷺ ଥେକେ ବିବୃତ କରେଛେ ।

٢١٥ بَابُ دُلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيَّضِ وَكَيْفَ تَقْتَسِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمْسَكَةً فَتَتَبَعُ أَنْزَ الدُّمُ
٢١٥. ପରିଚେଦ : ହାୟ୍ୟେର ପରେ ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଜନେର ସମୟ ଦେଇ ସବାମାଜା କରା, ଗୋସଲେର ପକ୍ଷତି
ଏବଂ ମିଶକମୁକ୍ତ ବର୍ଜ ଥିବ ଦିଯେ ରକ୍ତେର ଚିହ୍ନ ପରିଷାର କରା

٢٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيَىٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَهِيمُ عَبْيَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيفَةِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ اِمْرَأَةَ سَأَلَتِ النَّبِيِّ
مَرْأَتِهِ عَنْ غُسلِهَا مِنَ الْمَحِيَّضِ فَأَمْرَهَا كَيْفَ تَقْتَسِلُ فَقَالَ حَذْنِي فِرْصَةٌ مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرْتِ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ
تَطَهَّرْتِ قَالَ تَطَهَّرْتِ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرْتِ فَاجْتَبَبَتْهَا إِلَى فَقْلَتْ تَتَبَعِينِ بِهَا أَنْزَ الدُّمُ .

٣٥٨ ଇଯାହିୟା (ର)....., 'ଆୟିଶା (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଏକ ମହିଳା ରାସୁଲୁହାହ ﷺ -କେ ହାୟ୍ୟେର ପୋସଲ
ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜାସା କରିଲେନ । ତିନି ତାକେ ପୋସଲେର ନିୟମ ବଳେ ଦିଲେନ ସେ, ଏକ ଟୁକରା କରୁଣୀ ଲାଗାନୋ ନେକଡା
ଦିଯେ ପବିତ୍ରତା ହାରିଲ କର । ମହିଳା ବଳେନ : କିଭାବେ ରାସୁଲୁହାହ ﷺ ବଳେନ : ସୁବହନାଲାହ !
ତା ଦିଯେ ଭୂମି ପବିତ୍ରତା ହାରିଲ କର । 'ଆୟିଶା (ରା) ବଳେନ : ତଥନ ଆମି ତାକେ ଟେଲେ ଆମାର କାହେ ନିଯେ
ଆସାଯା ଏବଂ ବଳାମ : ତା ଦିଯେ ରକ୍ତେର ଚିହ୍ନ ବିଶେଷଭାବେ ଘୂରେ ହେଲ ।

٢١٦. بَابُ مُسْلِمِ الْمَحِيَّضِ -

٢١٦. ପରିଚେଦ : ହାୟ୍ୟେର ପୋସଲେର ବିବରଣ
٢٠٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهِبَّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ اِمْرَأَةَ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتْ لِنَبِيِّ

كَفَىْ كِفَىْ أَغْشِلُ مِنَ الْمُحَيْضِ قَالَ حَذِئْ فِرْصَةً مُسْكَنًا فَتَرَضَّىْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ كَفَىْ إِسْتَخِيَا فَأَعْرَضَ بِرَجْهِهِ وَقَالَ تَوْضِيْنِ بِهَا فَأَخْدَتْهَا نَجَذِبَتْهَا فَأَخْبَرَتْهَا بِمَا يُبَيِّدُ النَّبِيَّ كَفَىْ .

৩০৯. **মুসলিম (র).**.....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজাসা করলেন : আমি কিভাবে হায়দের গোসল করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : এক টুকরা কন্ধুরীযুক্ত নেকড়া লও এবং তিনবার খুয়ে নাও। নবী ﷺ এরপর লজ্জাবশত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : তা দিয়ে তৃষ্ণি পরিবে হও। 'আয়িশা (রা) বলেন : আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম। তারপর তাকে নবী ﷺ-এর কথার মর্ম বুঝিয়ে দিলাম।

٢١٧. بَابُ إِمْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمُحَيْضِ -

২১৭. **পরিষেদ :** হায়দের গোসলের সময় চুল আঁচড়ানো

৩১০. **حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْتَعْبِيلٍ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَثَنَا إِبْنُ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَاتَ أَهْلَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَفَىْ فِي حَجَّ الْوَدَاعِ فَكَنْتُ مِنْ تَمَّنِي وَلَمْ يَسْقُ الْهَذَى فَزَعَتْ أَنَّهَا حَاضِتْ وَلَمْ تَطْهَرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةَ عَرْفَةَ فَقَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَذْهِي لَيْلَةَ عَرْفَةِ وَإِنَّمَا كَنْتُ تَمَّنِي بِعَشْرَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ كَفَىْ أَنْقَضْتِ رَأْسِكِ وَأَمْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمْرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَمْيَةِ قَامَعْرِنِي مِنَ التَّعْيِمِ مَكَانَ عُمْرِتِي الَّتِي نَسَكْتُ .**

৩১০. **মুসা ইবন ইসমাইল (র).**.....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম। আমিও তাদেরই একজন ছিলাম যারা তামাকুর (১) নিয়াজত করেছিল এবং সঙ্গে কুরবানীর পত নেয়ানি। তিনি বলেন : তাঁর হায়দ তক্ক হয় আর আরাফা-এর রাত পর্যন্ত তিনি পাক হন নি। 'আয়িশা (রা) বলেন : আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ !' আজ তো আরাফার রাত, আর আমি হজ্জের সঙ্গে উমরারও নিয়াজত করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : মাথার বেলী খুলে ফেল, চুল আঁচড়াও আর উমরা থেকে বিরত থাক, আমি তা-ই করলাম। হজ্জ সমাধা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'আবদুর রহমান (রা)-কে 'হাস্বায়' অবস্থানের রাতে (আমাকে উমরা করান্তের) নির্দেশ দিলেন। তিনি তান-ইম থেকে আমাকে উমরা করালেন, যেখান থেকে আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম।

٢١٨. بَابُ تَغْفِرِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسلِ الْمُحَيْضِ

২১৮. **পরিষেদ :** হায়দের গোসলে চুল খোলা

৩১১. **حَدَثَنَا عَبْدِيْدُ بْنُ إِسْتَعْبِيلٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبْوَ أَسَمَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَاتَ خَرْجَنَا مُؤَافِينَ**

لِهَلَالِ نَى الْحِجَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَحَبْ أَنْ يُهُلِّ بِعُمْرَةٍ فَلَيُهُلِّ فَإِنَّمَا لَوْلَا أَتَى أَهْدِيَتْ لَا هَلَلتْ بِعُمْرَةً
فَأَهْلَ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ وَأَهْلَ بَعْضُهُمْ بِحِجَّةٍ وَكَفَتْ أَنَامِينْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَأَنْذِرْكُنِي يَوْمَ عَرْفَةَ وَأَنَا حَانِصٌ فَشَكَوْتُ
إِلَى النَّبِيِّ تَعَالَى فَقَالَ نَعَمْ عُمْرَتِكِ وَأَنْقَضْتِ رَأْسِكِ وَأَمْتَشِطِي وَأَمْلَى بِحِجَّةٍ فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحُمَّةَ
أَرْسَلَ مَعِنْ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى التَّعْبِيْمِ فَأَهْلَلتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِيِّ ، قَالَ مِشَامَ
وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَذِهِ لَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ .

୩୧୧ 'ଉଦ୍‌ବାଯଦ ଇବନ୍ ଇସମାଇଲ (ର).....'ଆଶିଶା (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ଆମରା ବିଲହାଜ୍ଞ ମାସେର
ଚାଦ ଦେଖାର ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଲେ ବେରିଯେ ପଡ଼ିଲାମ । ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ﷺ ବଲେନ : ଯେ ଉମରାର ଇହରାମ ବୀଧିତେ ଚାଯ
ଦେ ତା କରାତେ ପାରେ । କାରଣ, ଆମି ସାଥେ କୁରବାନୀର ପତ ନା ଆନଳେ ଉମରାର ଇହରାମଇ ବୀଧିତାମ । ତାରପର କେଉଁ
ଉମରାର ଇହରାମ ବୀଧିଲେନ, ଆର କେଉଁ ହଜ୍ରେ ଇହରାମ ବୀଧିଲେନ । ଆମି ଛିଲାମ ଉମରାର ଇହରାମକାରୀଦେର ମଧ୍ୟେ ।
ଆରାକାର ଦିନେ ଆମି ଅତ୍ୱବତ୍ତି ଛିଲାମ । ଆମି ନରୀ ﷺ-ଏର କାହେ ଆମର ଅସୁରିଧାର କଥା ବଲିଲାମ । ତିନି
ବଲେନ : ତୋମର ଉମରା ଛେଡ଼େ ଦାଓ, ମାଥାର ବେଳୀ ଖୁଲେ ମୂଳ ଆଂଢାଓ, ଆର ହଜ୍ରେ ଇହରାମ ବୀଧି । ଆମି ତାଇ
କରିଲାମ । 'ହାସବା' ନାମକ ଛାନେ ଅବଶ୍ଵାନେର ରାତେ ନରୀ ﷺ ଆମର ସାଥେ ଆମର ଭାଇ ଆବଦୁର ରହିଲାନ ଇବନ୍
ଆବୁ ବକର (ରା)-କେ ପାଠାଲେନ । ଆମି ତାନ୍ ଝିମେର ଦିକେ ବେର ହଲାମ । ଦେଖାନେ ପୂର୍ବେ ଉମରାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇହରାମ
ବୀଧିଲାମ । ହିଶାମ (ର) ବଲେନ : ଏସବ କାରଣେ କୋନ ଦମ (କୁରବାନୀ) ସନ୍ତୋଷ ବା ସାନ୍ଦକା ଦିତେ ହୟ ନି ।

- ୨୧୯. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَنْ قَوْلٍ مُخْلَقٍ وَغَيْرِ مُخْلَقٍ -

୨୧୯. ପରିଚେଦ : ଆଲ୍ଲାହର ବାଣୀ "ପୂର୍ଣ୍ଣାକୃତି ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାକୃତି ପୋଶ୍ତ ପିତ" (୨୨ : ୫) ପ୍ରତ୍ୟେ
୨୧୨ حَدَّثَنَا مُسْتَدْلِلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَبْيِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ تَعَالَى قَالَ إِنَّ
اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكُلُّ بِالرَّحْمَمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٍ ، يَا رَبِّ طَلْقَةٍ يَا رَبِّ مُضْفَعَةٍ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِي
خَلْقَهُ قَالَ أَنْكَرَ أَمْ أَنْشَى ، شَفَقَ أَمْ سَعِيدٌ ، فَمَا الرِّبْقُ وَالْأَجْلُ فَيَكْتُبُ فِي بَطْنِ أَمِّهِ ।

୩୧୨ ମୁସାଭାଦ (ର).....'ଆନାସ ଇବନ୍ ମାଲିକ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ନରୀ ﷺ ବଲେନ : ଆଲ୍ଲାହ
ତା'ଆଲା ମାତୃଗର୍ତ୍ତେ ଜନ୍ୟେ ଏକଜନ ଫିରିଲାତା ନିର୍ଦ୍ଧାରନ କରେଛେ । ତିନି (ପର୍ଯ୍ୟାଯକରମ) ବଲାତେ ଥାକେନ, ହେ ରବ ! ଏଥିନ
ବୀର୍ଯ୍ୟ-ଆକୃତିତେ ଆହେ । ହେ ରବ ! ଏଥିନ ଜମାଟ ରଙ୍ଗେ ପରିଷତ ହୋଇଛେ । ହେ ରବ ! ଏଥିନ ମାଂସପିତେ ପରିଷତ ହୋଇଛେ ।
ଏକପର ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲା ସକଳ ତାନ ସୃଦ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାତେ ଚାନ, ତଥବ ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ : ପୂର୍ବା, ନା ଗ୍ରୀ ? ସୌଭାଗ୍ୟବାନ, ନା
ଦୂର୍ତ୍ତିଗା ? ରିଯକ ଓ ବସ କଣ ? ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ﷺ ବଲେହେନ : ତାର ମାତୃଗର୍ତ୍ତେ ଥାକତେଇ ତା ଲିଖେ ଦେଓୟା ହୟ ।

- ୨୨୦. بَابُ كَيْفَ تَهْلِلُ الْعَائِنُونَ بِالْحِجَّةِ وَالْعُمْرَةِ -

୨୨୦. ପରିଚେଦ : ଅତ୍ୱବତ୍ତି କିଭାବେ ହଜ୍ର ଓ ଉମରାର ଇହରାମ ବୀଧିରେ ?
୨୧୩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَثْرَى عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ خَرَجَنا

مَعَ النَّبِيِّ فَلَمْ يَجُنْ حَجَةُ الْوَدَاعِ فَبِمَا مِنْ أَهْلٍ بِعُمْرَةٍ وَمِنْ أَهْلٍ بِحِجْرٍ فَقِيمَتَا مَكْثَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحْرَمْ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهُدِ فَلِبِحْلٍ وَمِنْ أَحْرَمْ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَمْ يَجِدْ حَتَّى يَجِدْ بِنَحْرٍ هَذِهِ ، وَمِنْ أَهْلٍ بِحِجْرٍ لَلَّتِيْمَ حَجَةٌ ، قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمْ أَزِلْ حَانِصًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عِرْفَةَ وَلَمْ أَمْلِلَ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمْرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِيَ وَأَمْتَشِطَ وَأَهْلِ بِحِجْرٍ وَأَتُرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجَّيَ فَبَعْتُ مَعِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْيَنْ بَكْرٍ وَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَمَ مَكَانَ عَمْرَتِي مِنَ التَّعْيِمِ .

৩১৩ ইয়াহ্যা ইবন বুকইর (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের সময় বের হয়েছিলাম। আমাদের কেউ ইহরাম বেঁধেছিল উমরার আর কেউ বেঁধেছিল হজ্জের। আমরা মকাব এসে পৌছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু কুরবানীর পত সাথে আনেনি, তারা যেন ইহরাম চুলে ফেলে। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে ও কুরবানীর পত সাথে এনেছে, তারা যেন কুরবানী করা পর্যন্ত ইহরাম না খোলে। আর যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে তারা যেন হজ্জ পূর্ণ করে। 'আয়িশা (রা) বলেন : এরপর আমার হায়য শর্ক হয় এবং আরাফার দিনেও তা বহাল থাকে। আমি শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। নবী ﷺ আমাকে মাথার বেলী খোলার, তুল ঔচড়িয়ে নেওয়ার এবং উমরার ইহরাম ছেড়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। পরে হজ্জ সমাধা করলাম। এরপর 'আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা)-কে আমার সাথে পাঠালেন। তিনি আমাকে তান'ইম থেকে আমার আগের পরিত্যক্ত উমরা পরিবর্তে উমরা করতে নির্দেশ দিলেন।

২২১. بَابُ أَقْبَالِ الْمَعْيَضِ وَإِذْبَارِهِ

وَكُنْ نِسَاءً يَتَعَذَّنْ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ لِيَهِ الصُّورَةُ فَتَنْتَلُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِئَنَ الْقُمَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّهُورَ مِنَ الْحَيْضَةِ، وَبَلْغَ ابْنَةُ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ أَنِّي نِسَاءٌ يَدْعُونَ بِالْمَعْسَابِيَّعِ مِنْ جَنْفِ الْبَلْبَلِ يَنْتَرِنَ إِلَى الطَّهُورِ فَقَالَتْ مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعُنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَ.

২২১. পরিষ্কেদ : হায়য শর্ক ও শেষ হওয়া

গ্রীলোকেরা 'আয়িশা (রা)-এর কাছে কৌটায় করে তুলা পাঠাতো। তাতে হলুদ রং দেখলে 'আয়িশা (রা) বলতেন : তাড়াহড়া করো না, সাদা পরিকার দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এ স্থারা তিনি হায়য থেকে পরিষ্কার বোঝাতেন। হায়দ ইবন সাবিত (রা)-এর কন্যার কাছে সংবাদ এলো যে, গ্রীলোকেরা রাতের অক্কারে প্রদীপ ঢেয়ে নিয়ে হায়য থেকে পাক হলো কিনা তা দেখতেন। তিনি বললেন : গ্রীলোকেরা (পূর্বে) এমনটি করতেন না। তিনি তাদের দোষারোপ করেন।

٣٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَقِيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِيهِ حَبِيشَ كَانَتْ تُسْتَحْاَضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكُ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْثِيَّةِ ، فَإِذَا أَفْتَلَتِ الْعَيْفَةَ فَدَعَى الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْشَلَتْ وَمَسَّتِ .

٣١٨ 'ଆବଦୁଲାହ ଇବନ୍ ମୁହାମ୍ମଦ (ର).....'ଆଇଶା (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ଫାତିମା ବିନାତେ ଆବୁ ହରାଇଶ (ରା)-ଏର ଇତିହାସ ହଜେ : ତିନି ଏ ବିଶ୍ଵରେ ନବୀ ଖ୍ୟାତୀ ଏକ ଜିଜାସା କରିଲେନ । ରାସୁଲୁଲ୍ଁହୁ ଖ୍ୟାତୀ ବଲେନ : ଏ ହଜେ ରାଗେର ରଙ୍ଗ, ହାତ୍ସେର ରଙ୍ଗ ନାହିଁ । ସୁତରାଂ ହାତ୍ସେର ରଙ୍ଗ ହଲେ ସାଲାତ ହେବେ ଦେବେ । ଆର ହାତ୍ସେର ଶେଷ ହଲେ ପୋସଳ କରେ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରବେ ।

٢٢٢. بَابُ لَا تُقْصِنِ الْمَعَانِيْسِ الصَّلَاةَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَأَيْتُ مُسَعِّدَ بْنَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَعَدُّ الصَّلَاةَ ۚ ۖ

୨୨୨. ପରିଶ୍ରେଦ : ହାସନକାଲୀନ ସାଲାତେର କାବା ନେଇ ଜାବିର ଇବନ୍ 'ଆବଦୁଲାହ ଓ ଆବୁ ସା'ଈଦ ଖୁଦାରୀ (ରା) ନବୀ ଖ୍ୟାତୀ ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ ଯେ, କ୍ଲିଲୋକ ହାସନକାଲୀନ ସମୟେ ସାଲାତ ହେବେ ଦେବେ

٣١٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا فَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنِي مَعَاذَةً أَنَّ امْرَأَةَ قَاتَلَ لِمَاعِنَةَ أَتَجَزَى إِحْدَانَا صَلَاتُهَا إِذَا طَهَرَتْ فَقَالَتْ أَخْرِيَّةً أَنِّي كُنَّا نَحْيِضُ مَعَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ لَوْ قَاتَلْتُ فَلَا نَفْعَلُ .

٣١٦ ମୂଳ ଇବନ୍ ଇସମା'ଇଲ (ର).....ମୂ'ଆୟା (ର) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଏକ ମହିଳା 'ଆଇଶା (ରା)-କେ ବଲେନ : ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ହାସନକାଲୀନ କାବା ସାଲାତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ପର ଆଦାୟ କରିଲେ ତଥାବେ କି ନାହିଁ 'ଆଇଶା (ରା) ବଲେନ : ତୁ ମି କି ହାଜରିଯା । ଆମରା ନବୀ ଖ୍ୟାତୀ ଏବଂ ସମୟେ କହୁବାରୀ ହତାମ କିମ୍ବୁ ତିନି ଆମାଦେର ସାଲାତ କାବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲେନ ନା । ଅର୍ଥବା ତିନି ['ଆଇଶା (ରା)] ବଲେନ : ଆମରା ତା କାବା କରିବାମ ନା ।

٢٢٢. بَابُ النِّعَمِ مَعَ الْمَعَانِيْسِ لِمَ شَابَهَا

୨୨୩. ପରିଶ୍ରେଦ : ଖତୁବାରୀ ମହିଳାର ସଂଗେ ହାସନରେ କାପକ୍ଷ ପରିହିତ ଅବହ୍ୟ ଏକଟେ ଶରନ ହୁଏ ହାସନ ହୁଏ ହୁଏ ହୁଏ ହୁଏ
٣٦٦ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَّيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ حَتَّى
أَنَّ أَمْ سَلَمَةَ قَاتَلَ حِضْتَ وَأَتَاهُ مَعَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْخَيْلَةِ فَأَنْسَلَتْ فَخَرَجَتْ مِنْهَا فَأَخْذَنَتْ ثِيَابَ حِبْختَ
فَلَبِسَتْهَا فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْفَسْتَ قَلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَنْظَلَنِي مَعَهُ فِي الْخَيْلَةِ قَاتَلَ وَحَدَّثَنِي أَنَّ
النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُقْتَلُهَا وَهُوَ مَسَايِّمٌ ، وَكَنْتُ أَغْشِلُهَا وَالنَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَنَامِ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ .

୧. ପରିଜୀବିତ ଏକଟି ମଳ ଦ୍ୱାରା ଖତୁବାରୀ ଜନ୍ୟ ସାଲାତେର କାବା ଉପରେ ମନେ କରାଯାଇଛି । (ଆଇଶା, ୩୬, ୩୦୦ ପୃ.)

৩১৬. سَادِئُ إِبْرَهِيمَ (ر).....উদ্দেশ্যে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শাহিদ অবস্থায় আমার হায়াত দেখা দিল। তখন আমি ছুপিসারে বেরিয়ে এসে হায়াতের কাপড় পরে নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তোমার কি হায়াত তত্ত্ব হয়েছে? আমি বললাম : হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর চাদরের নীচে স্থান নিলেন। বর্ণনাকারী যয়নাব (র) বলেন : আমাকে উদ্দেশ্যে সালামা (রা) এও বলেছেন যে, নবী ﷺ রোগ রাখা অবস্থায় তাঁকে হস্ত খেলেন। [উদ্দেশ্যে সালামা (রা) আরও বলেন] আমি ও নবী ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম।

٢٢٤. بَابُ مَنْ أَخْذَ ثِيَابَ الْحَيْضِرِ سَيِّدِ ثِيَابِ الطَّهْرِ

২২৪. পরিষেদ : হায়াতের জন্যে স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান করা

٢١٧ حَدَّثَنَا مُعاَذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مِشَامٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِيهِ سَلْمَةَ عَنْ أَمْ سَلْمَةَ قَاتَلَ بَيْتَنَا آنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَطْجِعَةً فِي خَيْلَةِ حِيتَنٍ فَأَخْذَتْ ثِيَابَ حِيتَنٍ فَقَالَ أَنْفِسَتِ فَقَلَّتْ نَعْمَ قَدْعَانِي فَأَضْطَجَعَتْ مَعَهُ فِي الْخَيْلَةِ .

৩১৭. مু'আয় ইব্রন ফায়ালা (র).....উদ্দেশ্যে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক সময় আমি ও নবী ﷺ একই চাদরের নীচে অয়েছিলাম। আমার হায়াত তত্ত্ব হলো। তখন আমি ছুপিসারে বেরিয়ে গিয়ে হায়াতের কাপড় পরে নিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি হায়াত আরও হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে একই চাদরের নীচে অয়ে পড়লাম।

٢٢٥. بَابُ شُهُودِ الْحَائِضِ الْعَيْدِيْنَ وَدُعْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَعْتَزَّنَ النَّعْلَى

২২৫. পরিষেদ : অতুরতী মহিলাদের উভয় ইদ ও মুসলমানদের দু'আর সমাবেশে উপস্থিত হওয়া এবং ইদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করা

٢١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامَ ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَاتَلَ كَثَارَ نَعْمَ عَوَاتِقَنَا أَنْ يُخْرِجُنَّ فِي الْعَيْدِيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَّلَتْ تَصْرِيبَنِيْ خَلْفَ فَحَدَّثَتْ عَنْ أَخْتِهَا وَكَانَ رَجُلٌ أَخْتِهَا غَرَّاً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَنَثَنِيْ عشرَةَ غَرَّةَ وَكَانَتْ أَخْتِيْ مَعَهُ فَيَسَّرَتْ قَاتَلَ فَكَانَ نَذَارِيِّ الْكَلْمَسِ وَتَنَقَّمَ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أَخْتِيَ النَّبِيِّ ﷺ أَعْلَى أَحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَّهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لِتَبَسِّمَهَا صَاحِبِتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلِتَشْهِدَ الْخَيْرَ وَدُعْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أَمْ عَطِيَّةً سَأَلَتْهَا أَسْبَعَتِ النَّبِيِّ ﷺ قَاتَلَ بِإِبْرِيْ نَعْمَ وَكَانَتْ لَا تَذَكَّرُهُ إِلَّا قَاتَلَ بِإِبْرِيْ سَمِعَتْهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُنُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُنُورِ وَالْحَيْضِ

وَالْيَشَهِدُونَ الْخَيْرَ وَدُعَوةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْعَيْنُ الْمُصْلَى قَاتَ حَفْصَةَ نَفْلَتُ الْحَيْضُ فَقَاتَ الْبَسْتُ الَّذِي شَهَدَ عَرْفَةً وَكَذَا وَكَذَا .

୩୧୮ ମୁହିମ୍ବ ଇବନ୍ ସାଲାମା (ର).....ହାଫ୍ସା (ର) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ଆମରା ଆମାଦେର ଯୁବତୀଙ୍କେ ଇମ୍ରେ ସାଲାତେ ବେର ହତେ ନିଷେଧ କରନ୍ତାମ । ଏକ ମହିଳା ବନ୍ଦୁ ଖାଲାଫେର ମହଲେ ଏସେ ପୌଛଲେନ ଏବଂ ତିନି ତା'ର ବୋନ ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣା କରଲେନ । ତା'ର ଭଲ୍ଲୀପତି ନବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ - ଏର ସମେ ବାରଟି ଶାୟଗ୍ରାୟ ଅଂଶ ଏହଳ କରେଛିଲେନ । ତିନି ବଲେନ : ଆମର ବୋନ ଓ ତା'ର ସମେ ଛାଟି ଶାୟଗ୍ରାୟ ଶରୀକ ଛିଲେନ । ସେଇ ବୋନ ବଲେନ : ଆମରା ଆହତଙ୍କେ ପରିଚରୀ ଓ ଅସୁନ୍ଦରେ ସେବା କରନ୍ତାମ । ତିନି ନବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ - କେ ଜିଜାସା କରଲେନ : ଆମାଦେର କାରୋ ଗଡ଼ନା ନା ଥାକାର କାରଣେ ବେର ନା ହଲେ କୋଣ ଅସୁଦିଧା ଆହେ କି? ରାସ୍ତୁଲୁହାହ ରୁକ୍ମିଣୀ ବଲେନ : ତାର ସାଥୀର ଗଡ଼ନା ତାକେ ପରିଯେ ଦେବେ, ଯାତେ ସେ ଭାଲ ମଜଲିସ ଓ ମୁମିନଦେର ଦୁଆୟ ଶରୀକ ହତେ ପାରେ । ସବ୍ଦନ ଉପରେ ଆତିଯା (ରା) ଆସଲେନ, ଆମି ତାକେ ଜିଜାସା କରଲାମ : ଆପଣି କି ନବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଥେକେ ଏହପ ଜେହେନ? ଉତ୍ତରେ ତିନି ବଲେନ : ଆମର ପିତା ତା'ର ଜନ୍ମ କୂରବାନ ହୋଇ । ହଁ, ତିନି ଏହପ ବଲେଛିଲେନ । ନବୀର କଥା ଆଲୋଚିତ ହଲେଇ ତିନି ବଲାନ୍ତନ, “ଆମର ପିତା ତା'ର ଜନ୍ମ କୂରବାନ ହୋଇ ।” ଆମି ନବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ - କେ ବଲାନ୍ତ ଉନ୍ମେଷି ଯେ, ଯୁବତୀ, ପର୍ମାଣୁଶୀଳ ଓ କର୍ତ୍ତୁବତୀ ମହିଳାରୀ ବେର ହବେ ଏବଂ ଭାଲ ହୁଅନେ ଓ ମୁମିନଦେର ଦୁଆୟ ଅଂଶ ଏହଳ କରବେ । ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତୁବତୀ ମହିଳା ଦୈନିକାହ ଥେକେ ଦୂରେ ଥାକିବେ । ହାଫ୍ସା (ର) ବଲେନ : ଆମି ଜିଜାସା କରଲାମ : କର୍ତ୍ତୁବତୀଓ କି ବେଳେବେ? ତିନି ବଲେନ : ସେ କି ‘ଆରାଫାତେ ଓ ଅସୁକ ଅସୁକ ହୁଅନେ ଉପରୁତ୍ତ ହବେ ନା’ ।

୨୨୬. بَأَبَأَ إِذَا حَانَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حَيْضٍ وَمَا يُسَدِّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيهَا يُمْكِنُ مِنَ الْعَيْنِ لِقَبْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَجِدُ لَهُنَّ أَنْ يُكْتَمِنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَيَذَكَّرُ عَنْ عَلَيْهِ وَشَرِيكِهِنَّ إِنْ امْسِرَأَةً جَاءَتْ بِبَيْتَهُ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِنْ يُرْضِسِ دِيْنَهُ أَنَّهَا حَانَتْ ثَلَاثَةً فِي شَهْرٍ مُسْدِقَةً، وَقَالَ عَطَاءُ أَقْرَأَهُمَا مَا كَانَتْ وَيَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَقَالَ عَطَاءُ الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشَرَةَ، وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَائِنُ أَبِينَ سَيِّرِينَ عَنِ الْمُرَأَةِ تَرَى الدُّمَ بَعْدَ قُرْنَهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ، قَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ -

୨୨୬. ପରିଚେଦ : ଏକଇ ମାସେ ତିନ ହ୍ୟାଯ୍ ହଲେ ସଞ୍ଚାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ୟାଯ୍ ଓ ଗର୍ଭଧାରଣେର ବ୍ୟାପାରେ ଝାଲୋକେର କଥା ଏହଳୁଯୋଗ୍ୟ । କାରଣ ଆମାହାହ ଘୋଷଣା ରଖେଛେ :

وَلَا يَجِدُ لَهُنَّ أَنْ يُكْتَمِنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଆମାହ ଯା ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ସେ ବିଷୟଟି ଗୋପନ କରା ତାଦେର ପକ୍ଷେ ବୈଧ ନାହିଁ ।

(୨୯୨୮)

ହ୍ୟାଯ୍ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ

সাক্ষ্য দেয় যে, এ মহিলা মাসে তিনবার অতুবাতী হয়েছে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। 'আতা (র) বলেন : মহিলার হায়যের দিন গৃহনা করা হবে তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী। ইবরাহীম (র)-ও অনুকূল বলেন। 'আতা (র) আরো বলেন : হায়য একদিন থেকে পনর দিন পর্যন্ত হতে পারে।' মু'তামির ঠার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি ইবন সীরীন (র)-কে এমন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী হায়যের পাঁচ দিন পূর্ণ হওয়ার পরও রক্ত দেখে? তিনি জবাবে বললেন : এ ব্যাপারে মহিলারা ভাল জানে

٢١٩

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَأَةُ قَالَ سَعَيْتُ مِشَامَ بْنَ عُرْقَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنْ قَاتِلَةً بَنْتَ أَبِي حَيْثَمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَسْتَحْاضَ فَلَا أَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنْ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعْيَ الصَّلَاةِ قَبْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحْسِبِينَ فِيهَا تُمْ اغْتَسِلُ وَصَلِّ .

٣١٩

আহমদ ইবন আবু রাজা' (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ইতিহাস হয়েছে এবং পরিদ্র হচ্ছি না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? নবী ﷺ বললেন : না, এ হলো রগ-নির্গত রক্ত। তবে এক্ষণ হওয়ার আগে যতদিন হায়য হতো সে কয়দিন সালাত অবশ্যই ছেড়ে দাও। তারপর গোসল করে নিবে ও সালাত আদায় করবে।

٢٢٧. بَابُ الْمُصْطَرَّةِ وَالْكُدْرَةِ فِيْ غَيْرِ أَيَّامِ الْعِيْضِ

২২৭. পরিষেব ৪ হায়যের দিনগুলো ছাড়া হলুদ এবং মেটে রং দেখা

٢٢٠

حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي قَتْبَةَ عَنْ أَمْ عَلِيِّةَ قَالَ كُنَّا لَا نَعْدُ الْكُدْرَةَ وَالْمُصْطَرَّةَ شَيْئًا .

٣٢০

কুতাহবা ইবন সাইদ (র).....উদ্দেশ্যে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা মেটে ও হলুদ রং হায়যের মধ্যে গণ্য করতাম না।

٢٢٨. بَابُ عِرْقِ الْإِسْتِحَاشَةِ

২২৮. পরিষেব ৪ ইতিহাসার শিরা

٢٢١

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْعَزَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عُرْقَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَمْ حَبِيَّةَ أَسْتَحْيَضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ

১. বিভিন্ন হাস্পাতের আলোকে ইমাই আবু হানীফা (র)–এর মত হলো হায়যের মুদ্দত কমপক্ষে তিন দিন এবং উর্ধ্বে সপ্ত দিন। (আইনী, ৩৪, ৩০৯ পৃ.)

ତାକୁ ଫାରମରା ଏଣ ତନ୍ତ୍ରିଷିଲ ଫକାନ୍ତ ତନ୍ତ୍ରିଷିଲ କୁଳ ଚଲା .

୩୨୧ ଇବନ୍ ମୁନ୍ଦିର ଆଲ-ହିସାବୀ (ର).....ନବୀ ପଢ଼ି 'ଆଯିଶା (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ତଥେ ହାରୀବା (ରା) ସାତ ବହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସାଙ୍ଗ୍ରାହ ହିଲେନ । ତିନି ଏ ବ୍ୟାପାରେ ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ﷺ -କେ ଜିଜାସା କରିଲେନ । ତିନି ତାଙ୍କେ ଗୋସଲେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲେନ ଏବଂ ବଲଗେନ : ଏ ଶିରା-ନିର୍ଗତ ରତ । ଏଇପରି ଉଥେ ହାରୀବା (ରା) ପ୍ରତି ସାଲାତେର ଜନ୍ୟ ଗୋସଲ କରିଲେନ ।

୨୨୯. بَابُ الْمَرْأَةِ تَعْبِيْضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

୨୨୯. ପରିଷ୍କେଦ : ତା ଓୟାକେ ଯିଯାରତେର ପର ଝାଲୋକେର ହ୍ୟାଯ ତର ହ୍ୟାଯ

୨୨୨ **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ** **عَنْ عُمَرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَاتَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ صَنَفْيَةُ** **بْنَتْ حَبِيبٍ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُ لَعْنَهَا تَحِبْسِنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنْ فَقَالَوْا بَلَى قَالَ فَأَخْرُجُنِ .**

୩୨୨ 'ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ୍ ଇଉସୁଫ୍ (ର).....ନବୀ ﷺ-ଏର ପଢ଼ି 'ଆଯିଶା (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ﷺ -କେ ଜିଜାସା କରିଲେନ : ଇଯା ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ! ସାକିଯା ବିନନ୍ତ ହ୍ୟାଇଦେର ହ୍ୟାଯ ତର ହୋଇଛେ । ତିନି ବଲଗେନ : ସେ ତୋ ଆମାଦେରକେ ଆଟକିଯେ ରାଖବେ । ସେ କି ତୋମାଦେର ସଲେ ତା ଓୟାକେ-ଯିଯାରତ କରନି । ତାରା ଜବାବ ଦିଲେନ, ହା କରେଛେ । ତିନି ବଲଗେନ : ତା ହଲେ ବେର ହୁଏ ।

୨୨୩ **حَدَّثَنَا مُعْلَى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْوَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْاسٍ قَالَ رَجُلٌ** **لِلْحَانِصِ أَنَّ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ وَكَانَ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوْلَى أَمْرِهِ أَنَّهَا لَا تَنْفِرُ لَمْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنْ رَسُولُ**
اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ رَّجُلٌ لَهُ .

୩୨୩ ମୁ'ଆଜା ଇବନ୍ ଆସାଦ (ର).....'ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ୍ 'ଆବଦାସ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : (ତା ଓୟାକେ ଯିଯାରତେର ପର) ମହିଳାର ହ୍ୟାଯ ହଲେ ତାର ଚଲେ ଯାଓୟାର ଅନୁମତି ରଥୋଇଛେ । ଏଇ ଆଖେ ହ୍ୟାରତ ଇବନ୍ 'ଉମର (ରା) ବଲଗେନ : ସେ ଯେତେ ପାରବେ ନା । ତାରପରି ତାଙ୍କେ ବଲକେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯେ, ସେ ଯେତେ ପାରେ । କାରଣ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ﷺ ତାଦେର ଜନ୍ୟ (ଯା ଓୟାକେ) ଅନୁମତି ଦିଯେଛିଲେନ ।

୨୨. بَابُ إِذَارَاتِ الْمُسْتَحَاشَةِ الطَّهَرِ

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ تَفَتَّشِلُ وَتَصَلِّي وَلَوْسَاعَةً مِنْ ثَمَارِ رَوَاتِبِهَا زَوْجُهَا إِذَا مَلَّتِ الصَّلَاةَ أَعْظَمُ

୨୩୦. ପରିଷ୍କେଦ : ଇସ୍ତିହାସାଙ୍ଗ୍ରାହ ନାରୀର ପବିତ୍ରତା ଦେଖା

୧. ଅକୃତପକ୍ଷ ମୁହାଦୁସ୍ତାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତି ସାଲାତେ ଗୋସଲ ଓଯାଜିବ ନାହିଁ । ତଥେ ତିନି ହ୍ୟାତ ନିଜ ଧାରାଯା ଗୋସଲ କରା ପ୍ରଯୋଜନ ମନେ କରେଛିଲେନ ଅଥବା କୋଣର ପକ୍ଷକୁ କମାର ଜନ୍ୟ ଏକଥିବାକୁ କରିଲେନ । (ଉମଦାତୁଲ୍ କୃତି, ଓ୦, ପୃ. ୩୧୧)

ইবন 'আকাস (রা) বলেন : মুস্তাহায়া দিনের কিছু সময়ের জন্য হলেও পরিচাতা দেখলে গোসল করবে ও সালাত আদায় করবে। আর সালাত আদায় করার পর তার স্বামী তার সাথে মিলতে পারে। কারণ, সালাতের তরবৃত্ত অত্যধিক

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زَهْفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيَضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةُ وَإِذَا أَتَبْرَأَتْ فَأَغْسِلِيْ عَنِ الدُّمُّ وَصَلِّيْ . ২২৪

324 [আহমদ] ইবন ইউনুস (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হায়ায় দেখা দিলে সালাত ছেড়ে দাও আর হায়ায়ের সময় শেষ হয়ে গোলে রক্ত খুঁয়ে নাও এবং সালাত আদায় কর।

২২১. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النِّسَاءِ فِي سَنَتِهَا

২৩১. পরিষেদ : নিফাস অবস্থায় মৃত ঝীলোকের সালাতে জানায়া ও তার পক্ষতি **حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ حُسْنِيِّ الْمُعْلِمِ عَنْ أَبْنِ بُرْيَةَ عَنْ سَعْدَةَ بْنِ جَنْدُبٍ أَنَّ اِمْرَأَ مَاتَتْ فِي بَطْنِ فَصْلِيْ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسَطَّلَهَا .** ২২৫

325 [আহমদ] ইবন সুরায়াজ (র).....সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একজন প্রসূতী মহিলা মারা গেলে নবী ﷺ তার জানায়া পড়লেন। সালাতে তিনি মহিলার দেহের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

২২২. بَابُ

২৩২. পরিষেদ

226 **حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ إِسْمَاعِيلُ الْوَضَاعِيُّ مِنْ كَاتِبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَلِيمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِتِي مِيمُونَةَ نَدِيجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَانِصًا لَا تُصْلِيْ وَهِيَ مُفْتَرِشَةً بِحِذَامِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصْلِيْ عَلَى خُصْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِيْ بَعْضُ ثُوبِهِ .**

326 হাসান ইবন মুদরিক (র).....'আবদুল্লাহ ইবন শান্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার বালা নবী ﷺ-এর পাত্তী মায়মূনা (রা) থেকে উনেছি যে, তিনি হায়ায় অবস্থায় সালাত আদায় করতেন না; তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সিজদার জায়গায় সোজাসুজি অথবা থাকতেন। নবী ﷺ তাঁর চাটাইয়ে সালাত আদায় করতেন। সিজদা করার সময় তাঁর কাপড়ের অংশ আমার (মায়মূনার) গায়ে লাগতো।

كتاب التبشير

তারাম্বুম অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়ালুর অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كتابُ التَّيْمُومٍ তায়ামুম অধ্যায়

২২২. بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِثْنَةً .

২৩৩. পরিষেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ .

"এবং তোমরা পানি না পেলে পাক মাটি দিয়ে তায়ামুম করবে এবং তা তোমরা তোমাদের মুখ ও হাতে বুলাবে " (৪ : ৪৩)

২২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ نَفْعَ الَّتِيْنِيْ فَالْتَّقَى فَأَلْتَ خَرْجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى فِي يَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْيَتَادَةِ أَوْ بِذَاتِ الْجِيشِ اِتَّقَلَ عِدْدًا لِيْ فَلَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْتِبَاعِيَّةِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ فَلَقَمَ النَّاسُ إِلَى أَبِيهِ بَكْرٍ الصَّدِيقِ فَقَالُوا أَتَرْأَى مَا صَنَعْتَ عَائِشَةَ أَقَامَتِ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَالنَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَاضْبَعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِيْ فَقَدَنَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَالنَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً فَقَالَتْ عَائِشَةَ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ بَطْعَتِي بِيَدِهِ فِي خَاصِيرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى فَخِذِيْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءِ فَلَرَزَلَ اللَّهُ أَكَّهُ التَّيْمُومُ ، فَقَالَ أَسِيدُ بْنُ الْحُسْنَيْرِ مَا هِيَ بِلُؤْلُؤٍ بِرَحْكِمٍ يَا أَلَّا أَبْكِيْ قَاتَ فَبَعْثَتَا الْبَعْثَرِ الَّذِيْ كَتَتْ عَلَيْهِ فَأَصْبَتَتِ الْعَقْدَ تَحْتَهُ .

তৃষ্ণ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....নবী ﷺ-এর কন্তী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কোন এক সফরে বেরিয়েছিলাম। যখন আমরা 'বায়ায়া' অথবা 'যাতুল জাহাশ' নামক স্থানে পৌছলাম তখন আমার একখানা হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে হারের খোজে থেমে গেলেন আর লোকেরাও তাঁর সঙ্গে থেমে গেলেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে ছিলেন না। তখন লোকেরা আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে বললেন : 'আয়িশা কি করেছেন আপনি কি দেখেন নি? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদের আটকিয়ে ফেলেছেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে নেই এবং তাঁদের সাথেও পানি নেই। আবু বকর (রা) আমার নিকট আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উভয়ের উপরে মাথা রেখে ঘুরিয়েছিলেন। আবু বকর (রা) বললেন : তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লোকদের আটকিয়ে ফেলেছ! অথচ আশেপাশে কোথাও পানি নেই। এবং তাঁদের সাথেও পানি নেই। 'আয়িশা (রা) বলেন : আবু বকর আমাকে চুব তিরকার করলেন আর, আঝাদুর ইম্বা, তিনি যা খুশি তাই বললেন। তিনি আমার কোমরে আঘাত দিতে লাগলেন। আমার উভয়ের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথা ধোকায় আমি নড়তে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরে উঠলেন, কিন্তু পানি ছিল না। তখন আঝাদুহ তা 'আলা আয়াতুল্লামের আয়াত নায়িল করলেন। তারপর সবাই তায়াতুল্লাম করে নিলেন। উসাইদ ইবন হযায়র (রা) বললেন : হে আবু বকরের পরিবারবর্গ ! এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। 'আয়িশা (রা) বলেন : আরপর আমি যে উটে ছিলাম তাকে দাঢ় করালে দেখি আমার হারখানা তার মীচে পড়ে আছে।

২২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِينَانٍ هُوَ الْعَوْقَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النُّصَرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيِّرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ هُوَ ابْنُ صَهْبَيْنِ الْفَقِيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطِنِنِي أَحَدٌ قَبْلِيْ، نُصِرْتُ بِالرَّغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلْتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْمًا رَجُلٌ مِنْ أَمْيَّ أَذْرَكَهُ الصَّلَاةُ فَلَيْصِلِّ، وَأَجْلَتُ لِيَ الْعَفَانِيمُ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ، وَأُعْطِيْتُ الشُّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبَعِّثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُبَعِّثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً .

৩২৮ মুহাম্মদ ইবন সিনান ও সাইদ ইবন নায়র (র).....জবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন : আমাকে এমন পঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকেও দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়; (২) সমস্ত যদীন আমার জন্য প্রিয় ও সালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। কাজেই আমার উদ্বৃত্তের যে কোন লোক ওয়াক্ত হলেই সালাত আদায় করতে পারবে; (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা আমার আগে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি; (৪) আমাকে (বাপক) শাফা'আতের অধিকার দেওয়া হয়েছে; (৫) সমস্ত নবী প্রেরিত হতেন কেবল তাঁদের সম্পদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমস্ত মানব জাতির জন্য।

২২৪. بَابٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ حَمَاءً وَلَا فُرَابًا

২৩৪. পরিষেদ : পানি ও মাটি পাওয়া না গেলে

৩২৯ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قَلَادَةَ فَهَلَكَتْ فَبَعْثَتْ رَسُولُ اللَّهِ رَبِيعَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً فَصَلَوْا فَشَكَرُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ رَبِيعَ فَلَذَّلَ اللَّهُ أَيَّهُ التَّيْمَ فَقَالَ أَسِيدُ بْنُ حُسْنَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَّاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، فَوَاللَّهِ مَا نَزَّلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرٌ ।

৩২৯ যাকবিয়া ইবন ইয়াহিয়া (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক সময়ে (তাঁর বোন) আসমা (রা)-এর হার ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। (পথিমধ্যে) হারখালি হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটির খোজে লোক পাঠালেন। তিনি এমন সময় হারটি পেলেন, যখন তাঁদের সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল অথচ তাঁদের কাছে পানি ছিল না। তাঁরা সালাত আদায় করলেন। তাঁরপর বিষয়টি তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়ামুমের আয়াত নাখিল করেন। সেজন্য উসামাদ ইবন হযামুর (রা) 'আয়িশা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেনঃ আল্লাহ আপনাকে উক্ত প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম। আপনি যে কোন অগসন্দৰ্শনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তাতেই আল্লাহ তা'আলা আপনার ও সমস্ত মুসলিমানের জন্যে কল্যাণ রেখেছেন।

২২৫. بَابُ التَّيْمِ فِي الْعُسْفِ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتُ الصَّلَاةِ

فَوَبِهِ قَالَ مَطَاءٌ وَقَالَ التَّسْنِيُّ فِي الْمَعْرِيْضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُتَابِلُهُ يَقِيمُهُ وَقَبْلَ أَبْنِ عُرْوَةَ مِنْ أَرْغِبِهِ بِالْجُرْفِ فَخَضَرَتِ الْمَعْصُرُ بِعِرْقِهِ التَّقْمُ فَصَلَّى فَمَنْ نَخَلَ الْمَدِيْنَةَ وَالشَّمْسَ مُرْتَلِعَةً فَلَمْ يُعِدْ .

২৩৫. পরিষেদ : মুকীম অবস্থায় পানি না পেলে এবং সালাত ছুটে যাওয়ার ক্ষয় থাকলে

তায়ামুম করা

'আতা (র)– এর অভিমতও তাই। হাসান বসরী (র) বলেনঃ যে রোগীর কাছে পানি আছে কিন্তু তার কাছে তা পৌছানোর কোন লোক না থাকে, তবে সে তায়ামুম করবে। ইবন 'উমর (রা) তাঁর জুরুফ নামক স্থানের জমি থেকে ফেরার সময় 'মারবাদুল্লাহ' 'আম'– এ পৌছলে আসরের সময় হয়ে যায়। তখন তিনি (তায়ামুম করে) সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি মদিনা পৌছলেন। তখনো সূর্য উপরে ছিল। কিন্তু তিনি সালাত পুনরায় আদায় করলেন না।

৩২১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتْمَةُ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَمْرِيْجِ قَالَ سَمِعْتُ عَمِيرًا مَوْلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مِشْمُونَةَ نَوْجَ التَّبِيرِ رَبِيعَ حَتَّى نَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَهَّافٍ بْنِ

الْحَارِثُ بْنُ الصَّبِيْعَ الْأَنْصَارِيُّ . فَقَالَ أَبُو الْجَهْيْمِ أَقْبَلَ النَّبِيُّ مَكَانَةً مِنْ نَحْوِ بَيْرِ جَمْلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَكَانَةً حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوْجْهِهِ وَيَدِيهِ ثُمَّ رَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

৩৩০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়ুর (র).....আবু জুহাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ (মদীনার নিকটস্থ) 'বিরে জামাল' থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির দেখা হলো। লোকটি তাঁকে সালাম করলো। নবী ﷺ জওয়াব না দিয়ে দেয়ালের কাছে অগ্রসর হয়ে তাঁতে (হাত থেরে) নিজ চেহারা ও হস্তব্য মসেহ করে নিলেন, তারপর সালামের জওয়াব দিলেন।

۲۲۶. بَابُ الصَّمِعِيدِ لِلتَّقِيمِ هُلْ يَنْفَخُ فِي يَدِيهِ بَعْدَ مَا يَضْرِبُ بِهِمَا

২৩৬. পরিচ্ছেদ : তায়াম্বুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর হস্তব্যে ঝুঁ দেওয়া

২২১ حَدَّثَنَا أَبُو قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَئِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَمَّرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْبَتُهُ فَلَمْ أُصِبِّ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِيرٍ لِعَمَّرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَنْكِرُ أَنَّا كَانَ فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَاجْتَبَبْنَا ، فَإِنَّمَا أَنْتَ فَلَمْ تُحْمِلْ ، وَإِنَّمَا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ مَكَانَةً فَقَالَ النَّبِيُّ مَكَانَةً إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ مَكَانَةً بِكَفِيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفِيْهِ .

৩৩১ আদম (র).....সাঈদ ইবন 'আবদুর রহমান ইবন আবয়া তাঁর পিতা ('আবদুর রহমান (রা)) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 'উমর ইবনুল খাতাব (রা)-এর নিকট এসে জানতে চাইল ; একবার আমার গোসলের প্রয়োজন হল অর্থচ আমি পানি পেলাম না। তখন 'আশ্বার ইবন ইয়াসির (রা)' 'উমর ইবনুল খাতাব (রা)-কে বললেন : আপনার কি সেই ঘটনা ঘরণ আছে যে, এক সময় আমরা দু'জন সকারে ছিলাম এবং দু'জনেরই গোসলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আপনি তো সালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়ালাড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারপর আমি ঘটনাটি নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমার জন্য তো ঝটুকুই যথেষ্ট ছিল। এ বলে নবী ﷺ দু' হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ঝুঁ দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মসেহ করলেন।

۲۲۷. بَابُ التَّقِيمِ لِلْغَمْجَمَةِ وَالْكَلْمَنِ

২৩৭. পরিচ্ছেদ : মুখমণ্ডলে ও হস্তব্যে তায়াম্বুম করা

২২২ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَئِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهِذَا وَضَرَبَ شَعْبَةُ بِيَدِيهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَنْتَاهَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفِيْهِ ، وَقَالَ النَّفَرُ أَخْبَرَنَا

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ نَرْمِ يَقُولُ عَنْ أَبْنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ .

৩৩২ হস্তাঙ্গ (র)..... 'আবদুর রহমান ইবন আব্দ্যা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আশার (রা)-এ এ কথা (যা পূর্বের হানীসে বর্ণনা করা হয়েছে তা) বর্ণনা করেছেন। ত'বা (র) নিজের হস্তব্য মাটিতে মেরে মুখের কাছে নিলেন (ফুঁ দিলেন)। তারপর নিজের চেহারা ও হস্তব্য মসেহ করলেন। নায়র (র) ত'বা (র) সত্ত্বে অনুজ্ঞপ বর্ণনা করেন।

৩৩৩ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَرْمِ عَنْ أَبْنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ شَهِيدَ عَمَّارٌ ، وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ كَثُرَ فِي سَرِيرَةٍ فَأَجْبَنَنَا وَقَالَ تَقْلِيفُ فِيهِمَا .

৩৩৪ **৩৩৩** সুলায়মান ইবন হারব (র)..... ইবন 'আবদুর রহমান ইবন আব্দ্যা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণন করেন যে, তিনি ('আবদুর রহমান) 'উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন, আর 'আশার (রা) তাঁকে বলেছিলেন : আমরা এক অভিযানে গিয়েছিলাম, আমরা উভয়ই জুনুবী হয়ে পড়লাম। উক্ত বেগমায়েতে হাত দু'টোতে ফুঁ দেয়ার বর্ণনা করেন। উভয়েই সমার্থক।

৩৩৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَرْمِ عَنْ أَبْنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِمُعْرِفَةِ فَاتِّيَّتِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَكْفِكُ الْوَجْهُ وَالْكَفْفُ .

৩৩৫ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'উমর (রা)-কে বলেছিলেন : (আমি তায়ামুমের উদ্দেশ্যে) মাটিতে গড়াপড়ি নিলাম। পরে নবী ﷺ-এর কাছে গোলাম। তখন তিনি বলেছিলেন : চেহারা ও হাত দু'টো মসেহ করাই জোমার জন্য যথেষ্ট।

৩৩৫ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَرْمِ عَنْ أَبْنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ شَهِيدَتُ عَمَّارٌ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

৩৩৬ **৩৩৫** মুসলিম (ইবন ইব্রাহীম) (র)..... 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, 'আশার (রা) তাঁকে বললেন,... এরপর রাবী পূর্বের হানীসং বর্ণনা করেন।

৩৩৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَرْمِ عَنْ أَبْنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفْفَهُ .

৩৩৭ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... ইবন 'আবদুর রহমান ইবন আব্দ্যা তাঁর পিতা ('আবদুর রহমান) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আশার (রা) বলেছেন : নবী ﷺ মাটিতে হাত মারলেন এবং তাঁর চেহারা ও হস্তব্য মসেহ করলেন।

٢٢٨. بَابُ الصَّعِيدِ الطَّيْبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

وَقَالَ الْعَسْنَ يُجْزِئُهُ التَّيْمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَأَمْ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَقِيمٌ ، وَقَالَ يَعْمَى بْنُ سَعِيدٍ لَا بَأْسَ بِالصُّلَوةِ عَلَى السَّبْخَةِ وَالْتَّيْمِ بِهَا -

২৩৮. পরিষেদ : পাক মাটি মুসলিমদের উষ্ণ পানির ছলবর্তী । পরিষেদ জন্য পানির পরিবর্তে এটাই যথেষ্ট

হাসান (র) বলেন : হাদস না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য তায়ামুমই যথেষ্ট । ইবন 'আকাস (র) তায়ামুম করে ইমামতি করেছেন । ইয়াহুইয়া ইবন সা'ঈদ (র) বলেন : লোমা ভূমিতে সালাত আদায় করা বা তাতে তায়ামুম করায় কোন বাধা নেই

٢٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُلُّا

فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُلُّا فِي أَخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْدَنَا وَقَعْدَةً وَلَا وَقَعْدَةَ أَخْلَى عِنْهُ الْمُسَافِرُ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظْنَا إِلَّا حَرًّا الشَّمْسَ . وَكَانَ أَوْلُ مَنْ اسْتِيقَظَ فَلَدَنْ ثُمَّ فَلَدَنْ ثُمَّ فَلَدَنْ يُسْعِيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعَ . وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقِظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَشْبِهَ قِطْ لِإِنَّهُ مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتِيقَظَ عَمْرُ وَرَأَيَ مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْكَثِيرِ فَمَا زَالَ يَكْبِرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْكَثِيرِ حَتَّى اسْتِيقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتِيقَظَ شَكَوَ إِلَيْهِ الْمُصَابِبُمْ قَالَ لَأَضِيرُ أَوْ لَا يَضِيرُ إِرْتَحِلُوا فَارْتَحِلُوا فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَأَ وَنَوْدَى بِالصُّلَوةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَلَتْ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُغْتَزِلٍ لَمْ يُصِلَّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فَلَدَنْ أَنْ تُصِلَّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتِنِي جَنَاحَةٌ وَلَا مَا، قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْكَنَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطْشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فَلَدَنْ كَانَ يُسْعِيهِ أَبُو رَجَاءٍ شَسِيَّةً عَوْفٌ وَدَعَا عَلَيْهَا فَقَالَ أَذْهَبَا فَأَبْتَغُوا الْمَاءَ فَأَنْطَلَفَا فَلَقِيَ اِمْرَأَةٌ بَيْنَ مَرَادَتِهِنَّ أَوْ سَطِيلِهِنَّ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةِ وَنَفَرْتُ خَلْوَفَا فَالآنَ لَهَا اِنْطَلَقِي إِذَا قَالَتْ إِلَى أَيْنَ فَالآنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِينُ قَالَاهُ هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَأَنْطَلَقَ فَجَأَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَهُ الْحَدِيثُ قَالَ فَأَسْتَرْتَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ مُفْرَغٌ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَرَادَتِهِنَّ أَوْ سَطِيلِهِنَّ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهِهِنَّ

وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَّ وَنُوْدِيَ فِي النَّاسِ اسْتَقْوَا وَاسْتَقَوْ فَسَقَ مِنْ شَاءَ وَاسْتَقَ مِنْ شَاءَ وَكَانَ أَخْرُ ذَاكَ أَنْ
أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجِنَاحَةُ إِنَّهُ مِنْ مَا قَالَ أَذْعَبَ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْتَظِرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِعِنْدِهَا وَإِيمَانُ
اللَّهِ لَقَدْ أَقْلَعَ مِنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخْلِلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلَادَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِجْمَعُنَا لَهَا
جَمِيعُنَا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجَّوَةٍ وَدُقَيْقَةٍ وَسُوْقِيقَةٍ حَتَّى جَمِيعُنَا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوْهَا فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوْهَا عَلَى بَعْثِرِهَا
وَوَضَعُوْهَا التَّوْبَ بَيْنَ يَدِيهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمُنِ ما رَزَقْنَا مِنْ مَا يَكِيدُ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا فَأَنْتَ أَهْلُهَا
وَقَدْ احْتَبَسْتَ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبْسَكِ يَا فَلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَّبُ لَقَنِينِ رَجُلَانِ ذَهَبَتِاهُمَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ
الصَّابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتِ يَا صَبَّعِيْهَا الْوَسْطَى وَالسَّبَابَةُ
فَرَفَعْتُهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لِرَسُولُ اللَّهِ حَفَّا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغَيِّرُوْنَ عَلَى
مِنْ حَوْلِهَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا يُصِيبُوْنَ الصَّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ . فَقَالَتِ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أَرَى أَنْ هُؤُلَاءِ الْقَوْمُ
قَدْ يَدْعُونَكُمْ عَدْدًا قَهْلًا لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَطْأَعُوْهَا فَدَخَلُوْهَا فِي الْإِسْلَامِ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَبَّا خَرَجَ مِنْ بَيْنِ إِلَى غَيْرِهِ - وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَّةِ الصَّابِئِيْنَ فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقْرَئُونَ
الرَّبُّوْرَ - أَصْبَ أَمْلَ .

୩୩୭ ମୁସାନ୍ଦାଦ (ର).....‘ଇମରାନ (ରା) ଥେବେ ବର୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ଆମରା ନବୀ ﷺ-ଏର ସଜେ ଏକ ସଫରେ
ଛିଲାମ । ଆମରା ରାତେ ଚଲାତେ ଚଲାତେ ଶେଷରାତେ ଏକ ହାଲେ ଘୂମିଯେ ପଡ଼ିଲାମ । ମୁସାଫିରେର ଜନେ ଏର ଚାଇତେ
ମଧୁର ଘୂମ ଆର ହତେ ପାରେ ନା । (ଆମରା ଏମନ ଘୋର ନିଦ୍ରାଯ ନିମଞ୍ଚ ଛିଲାମ ଯେ,) ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛୁ
ଆମାଦେର ଜାଗାତେ ପାରେନି । ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜାଗଲେନ ଅମୃତ, ତାରପର ଅମୃତ, ତାରପର ଅମୃତ । (ରାବୀ) ଆବୁ ରାଜା
(ର) ତାନ୍ଦେର ସବାଇର ନାମ ନିଯାଇଲେନ କିନ୍ତୁ ‘ଆଗ୍ରହ (ର) ତାନ୍ଦେର ନାମ ମନେ ରାଖାତେ ପାରେନ ନି । ତତ୍ତ୍ଵବାରେ ଜେଗେ
ଉଠା ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଲେନ ‘ଉମର ଇବନ୍‌ଲୁ ଖାତାବ (ରା) । ନବୀ ﷺ ଘୂମାଲେ ଆମରା କେଉଁ ତାକେ ଜାଗାତାମ ନା, ଯତକଣ ନା
ତିନି ନିଜେଇ ଜେଗେ ଉଠାନେ । କାରଣ ନିଦ୍ରାବହ୍ୟ ତାର ଉପର କି ଅବତିରି ହାହେ ତା ତୋ ଆମାଦେର ଜାଳା ନେଇ ।
‘ଉମର (ରା) ଜେଗେ ଯଥନ ମାନୁଷେର ଅବଙ୍ଗ ଦେଖଲେନ, ଆର ତିନି ଛିଲେନ ଦୃଢ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି-- ଉତ୍କେଳିତରେ ତାକବୀର
ବଲାତେ ଜୁମ କରଲେନ । ତିନି ତ୍ରମାଳିତ ଉତ୍କେଳିତରେ ତାକବୀର ବଲାତେ ଥାକଲେନ । ଏମନ କି ତାର ଶବ୍ଦେ ନବୀ ﷺ
ଜେଗେ ଉଠାନେ । ତଥନ ଲୋକେରୋ ତାର କାହେ ଓସର ପେଶ କରଲୋ । ତିନି ବଲଲେନ : କୋନ କ୍ଷତି ନେଇ ବା ବଲଲେନ :
କୋନ କ୍ଷତି ହବେ ନା । ଏଥାନ ଥେବେ ଚଲ । ତିନି ଚଲାତେ ଲାଗଲେନ । କିଛୁ ଦୂର ଗିଯେ ଥାମଲେନ । ଉତ୍ୟ ପାନି
ଆମାଲେନ ଏବଂ ଉତ୍ୟ କରଲେନ । ସାଲାତେର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦେଓଯା ହଲୋ । ତିନି ଲୋକଦେର ନିଯେ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରଲେନ ।
ସାଲାତ ଶେଷ କରେ ଦେଖଲେନ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥକ ଦାଙ୍ଗିଯେ ଆହେ । ତିନି ଲୋକଦେର ସାଥେ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରଲେନ
ନି । ନବୀ ﷺ ତାକେ ଜିଜାଦା କରଲେନ : ହେ ଅମୃତ ! ତୋମାକେ ଲୋକଦେର ସାଥେ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରାତେ କିମେ
ବାଧା ଦିଲ ? ତିନି ବଲଲେନ : ଆମାର ଉପର ଗୋସଲ ଫରଯ ହୋଇଛେ । ଅଥଚ ପାନି ନେଇ । ତିନି ବଲଲେନ : ପରିଜ

ମାଟି ନାଓ (ତାଯାମୁମ କର), ଏଟାଇ ତୋମାର ଜନ୍ମ ଯଥେଷ୍ଟ । ନବୀ ପୁନରାୟ ସଫର ଶର୍କ କରଲେନ । ଲୋକେରା ତାକେ ପିପାସାର କଟି ଜାନାଲେ । ତିନି ଅବତରଣ କରଲେନ, ତାର ପର ଅୟୁକ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଡାକଲେନ । (ରାବି) ଆବୁ ରାଜା' (ର) ତାର ନାମ ଉତ୍ତ୍ରେ କରେଛିଲେନ କିନ୍ତୁ 'ଆଗ୍ରହ' (ର) ତା ଭୂଲେ ପିଯୋଛେନ । ତିନି 'ଆଶୀ' (ରା)-କେବ ଡାକଲେନ । ତାରପର ଉଭୟକେଇ ପାନି ଖୁଜେ ଆନନ୍ଦେ ବଲଲେନ । ତୀରା ପାନିର ବୌଜେ ବେର ହଲେନ । ତୀରା ପଥେ ଏକ ମହିଳାକେ ଦୁଇ ମଶକ ପାନି ଉଟୋର ଉପର କରେ ନିତେ ଦେଖଲେନ । ତୀରା ତାକେ ଜିଜାସା କରଲେନ : ପାନି କୋଥାଯ ? ସେ ବଲଲେ : ଗତକାଳ ଏ ସମୟେ ଆମି ପାନିର ନିକଟେ ଛିଲାମ । ଆମାର ଗୋତ୍ର ପେଛନେ ରାଯେ ଗେଛେ । ତୀରା ବଲଲେନ : ଏଥବେ ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଚଲୋ । ସେ ବଲଲୋ : କୋଥାଯ ? ତୀରା ବଲଲେନ : ରାସ୍ତୁରୀହୁଳୁ-ଏର ନିକଟ । ସେ ବଲଲୋ : ସେଇ ଲୋକଟିର କାହେ ଯାକେ ସାବି' (ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ) ବଲା ହୟ । ତୀରା ବଲଲେନ : ହଁ, ତୋମରା ଯାକେ ଏହି ବଳେ ଥାକ । ଆଜ୍ଞା, ଏଥବେ ଚଲ । ତୀରା ତାକେ ନିଯେ ରାସ୍ତୁରୀହୁଳୁ-ଏର କାହେ ଏଗେନ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ଘଟନା ଖୁଲେ ବଲଲେନ । 'ଇମରାନ' (ରା) ବଲଲେନ : ଲୋକେରା ଝୀଲୋକଟିକେ ତାର ଉଟ ଥେକେ ନାମାଲେନ । ତାରପର ନବୀଏକଟି ପାନ ଆନନ୍ଦେ ବଲଲେନ ଏବଂ ଉତ୍ତ୍ରେ ମଶକରେ ମୁଖ ଖୁଲେ ତାତେ ପାନି ଜାଲଲେନ ଏବଂ ସେନ୍ଦରେର ମୁଖ ବକ୍ଷ କରେ ଦିଲେନ । ତାରପର ମଶକରେ ନିଚେର ମୁଖ ଖୁଲେ ଦିଯେ ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ପାନି ପାନ କରାର ଓ ଜନ୍ମ-ଜାନୋଯାରକେ ପାନି ପାନ କରାନୋର ଘୋଷଣା ଦିଯେ ଦିଲେନ । ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାର ଇଶ୍ଵର ପାନି ପାନ କରଲେନ ଓ ଜନ୍ମକେ ପାନ କରାଲେନ । ଅବଶ୍ୟେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋପନୀୟ ଦରକାର ଛିଲ, ତାକେ ଏକ ପାତ ପାନି ଦିଯେ ନବୀ ବଲଲେନ : ଏ ପାନି ନିଯେ ଯାଓ ଏବଂ ଗୋପନ ସାର । ଏ ମହିଳା ଦ୍ୱାରିଯେ ଦେଖିଲିଲେ ଯେ, ତର ପାନି ନିଯେ କି କରା ହେଲେ । ଆଜ୍ଞାହର କସମ ! ଯଥିନ ତାର ଥେକେ ପାନି ଦେଯା ଶେଷ ହିଲ ତଥବ ଆମାଦେର ମନେ ହିଲ, ମଶକଗୁଲୋ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭର୍ତ୍ତି । ତାରପର ନବୀ ବଲଲେନ : ମହିଳାର ଜନ୍ମେ କିନ୍ତୁ ଏକଟ କରଲେନ । ସଥିନ ତୀରା ଉତ୍ତ୍ରେଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଳ ଆଦ୍ସାମତ୍ତ୍ଵୀ ଜମା କରଲେନ, ତଥବ ତା ଏକଟା କାପଡ଼େ ବୈଦେ ମହିଳାକେ ଉଟୋର ଉପର ସନ୍ଧାର କରାଲେନ ଏବଂ ତାର ସାମନେ କାପଡ଼େ ବୀଧା ପ୍ରାତିରିଟି ରେଖେ ଦିଲେନ । ରାସ୍ତୁରୀହୁଳୁ ବଲଲେନ : ତୁମି ଜାନ ଯେ, ଆମରା ତୋମାର ପାନି ମୋଟେଇ କମ କରିଲି ; କରଂ ଆଜ୍ଞାହ, ତା'ଆଲାଇ ଆମାଦେର ପାନି ପାନ କରିଯୋଛେନ । ଏରପର ସେ ତାର ପରିଜନେର କାହେ ଫିରେ ଗେଲ । ତାର ବେଶ ଦେରୀ ହୁଯେଛିଲ । ପରିବାରେର ଲୋକଜନ ତାକେ ଜିଜାସା କରାଲୋ, ହେ ଅୟୁକ ! ତୋମାର ଏତ ଦେରୀ ହଳ କେମ୍ବ ଉତ୍ତରେ ସେ ବଲଲ : ଏକଟା ଆର୍ଥର୍ଜନକ ଘଟନା । ଦୁଇଜନ ଲୋକର ସାଥେ ଆମାର ଦେରୀ ହୁଯେଛିଲ । ତାରା ଆମାକେ ସେଇ ଲୋକଟିର କାହେ ନିଯେ ଲିଯେଛିଲ, ଯାକେ ସାବି' ବଲା ହୟ । ଆର ମେଘାନେ ସେ ଏ ସବ କରଲ । ଏ ବଲେ ସେ ମଧ୍ୟମା ଓ ତରିନୀ ଆଶ୍ରୁ ଦିଯେ ଆସମାନ ଓ ସମୀନେର ନିକଟେ ଇଶାରା କରେ ବଲଲ, ଆଜ୍ଞାହର କସମ । ସେ ଏ ଦୁଇଟିର ମଧ୍ୟେ ସବଚାଇତେ ବଡ ଜାନୁକର, ନୟ ତୋ ସେ ବାନ୍ଧବିକିଇ ଆଜ୍ଞାହର ରାସ୍ତ । ଏ ଘଟନାର ପର ମୁଲିମରା ଏ ମହିଳାର ଗୋତ୍ରେ ଆଶପାଶେର ମୁଶରୀକଦେର ଉପର ହାମଳା କରାନେନ କିନ୍ତୁ ମହିଳାର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କଯୁକ୍ତ ଗୋତ୍ରେର କୋନ କ୍ଷତି କରାନେନ ନା । ଏକଦିନ ମହିଳା ନିଜେର ଗୋତ୍ରକେ ବଲଲ : ଆମାର ମନେ ହୟ, ତାରା ଇଶ୍ଵର କରେ ତୋମାଦେର ନିକଟି ଦିଲେ । ଏ ସବ ଦେଖେ କି ତୋମାର ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ଆକୃତ ହବେ ନା । ତାରା ସବାଇ ମହିଳାଟିର କଥା ମେନେ ନିଲ ଏବଂ ଇସଲାମେ ଦାଖିଲ ହୁଯେ ଗେଲ ।

ଆବୁ 'ଆବଦୁର୍ଗାହ' (ର) ବଲଲେନ : ... ଶଦେର ଅର୍ଥ ନିଜେର ଦୀନ ହେବେ ଅନ୍ୟେର ଦୀନ ଏହଥି କରା । ଆବୁ 'ଆଶିର୍ବାଦ' (ରା) ବଲଲେନ : ... ମୁହିମିନ ହେବେ ଆହଲେ କିତାବେର ଏକଟା ଦଲ, ଯାରା ଯବୁର କିତାବ ପଡ଼େ ଥାକେ । ଅବୁ ଶଦେର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ପଡ଼ା ।

୧.ସୂର୍ଯ୍ୟକୁର୍ବନ୍ଦରେ ୩୦ ନଂ ଆୟାତେ ଏ ଶବ୍ଦଟି ଏସେହେ ।

٢٢٩. بَابٌ إِذَا خَافَ الْجَنْبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرْضُ أَوِ الْمَوْتُ أَوْ خَافَ الْعَطْشَ تَبَّعَمْ .

وَيَذَكُرُ أَنَّ عَمَرَ بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بِارِدَةٍ فَتَبَّعَمْ وَتَلَأَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُعْنِهُ

২৩০. পরিচেদ : জনুবী ব্যক্তির রোগ বৃক্ষিক, মৃত্যুর বা ত্বরার থেকে যা ওয়ার আশৎকা বোধ হলে তায়ামুম করা

বর্ণিত আছে যে, এক শীতের রাতে 'আমর ইবনু'ল 'আস' (রা) জনুবী হয়ে পড়লে তায়ামুম করলেন। আর (এ প্রসঙ্গে) তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৪ : ২৯)

এরপর নবী ﷺ—এর কাছে বিশয়টির উল্লেখ করা হলে তিনি তাকে সোষারোপ করেন নি

٢٢٨ حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غَنْدُرٌ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِيهِ وَأَتَيلٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ لَا يُصْلِي فَالْعَبْدُ اللَّهُ نَعَمْ إِنْ لَمْ أَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أَصْلِ لَنِي رَحْمَتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرَدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي تَبَّعَمْ وَصَلَى فَالْعَلَى فَإِنْ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ أَبِي لَمْ أَرَ عَمَرَ قَبْعَنِي بِقَوْلِ عَمَّارٍ .

৩৩৮ বিশ্র ইবন খালিদ (র).....আবু ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু মুসা (রা) 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)-কে জিজাসা করলেন : (জনুবী) পানি না পেলে কি সালাত আদায় করবে না? 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন : হ্যাঁ, আমি এক মাসও যদি পানি না পাই তবে সালাত আদায় করব না। এ ব্যাপারে যদি লোকদের অনুমতি দেই তা হলে তারা একটু শীত বোধ করলেই একপ করতে থাকবে। অর্থাৎ তায়ামুম করে সালাত আদায় করবে। আবু মুসা (রা) বললেন : তাহলে 'উমর (রা)-এর সামনে 'আমর (রা)-এর কথার তৎপর্য কি হবে? তিনি উত্তরে বললেন : 'উমর (রা)'আমর (রা)-এর কথায় সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে আমি মনে করি না।

٢٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِيهِ مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُصْلِي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَكْفِكَ قَالَ أَلَمْ تَرَ عَمَّرَ لَمْ يَقْتَنِي بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعَنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْأَيْةِ فَمَا دَرَى

عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْرَخْصَنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَا وَكَثَرَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءَ أَنْ يُدْعِهِ وَيَتَبَعِمُ فَقَاتُ
لِشَفِيقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا قَالَ نَعَمْ .

৩০৯ ‘উমর ইবন হাফস (র).....শাকীক ইবন সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস’উদ ও আবু মূসা (রা)-এর কাছে ছিলাম। তাঁকে আবু মূসা (রা) বললেন : হে আবু ‘আবদুর রহমান ! কেউ জুনুনী হলে যদি পানি না পায় তবে কি করবে ? তখন ‘আবদুল্লাহ (রা) বললেন : পানি না পাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। আবু মূসা (রা) বললেন : তা হলে ‘আব্দার (রা)-এর কথার উপরে আপনি কি বলবেন ? তাঁকে যে নথী ~~করে~~ বলেছিলেন (তায়ামুম করে নেয়া) তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। ‘আবদুল্লাহ (ইবন মাস’উদ) (রা) বললেন : তুমি দেখ না ‘উমর (রা) ‘আব্দারের এই কথায় সম্মত ছিলেন না। আবু মূসা (রা) পুনরায় বললেন : ‘আব্দারের কথা বাস দিলেও তায়ামুমের জায়াতের কী ব্যাখ্যা করবেন ? ‘আবদুল্লাহ (রা) এর কোন উপর নিতে পারলেন না। তিনি তবুও বললেন : আমরা যদি শোকদের তার অনুমতি দিয়ে দেই তাহলে আশঙ্কা হয়, কারো কাছে পানি ঠাঠা মনে হলেই তায়ামুম করবে। রাবী আমাশ (র) বলেন : আমি শাকীক (র)-কে প্রশ্ন করলাম, “আবদুল্লাহ (রা) এ কারণে কি তায়ামুম অপসন্দ করেছিলেন ?” তিনি বললেন : হ্যাঁ।

৭১. بَابُ التَّبَعِيمِ ضَرِبَةٌ

২৪০. পরিচ্ছেদ : তায়ামুমের জন্য মাটিতে একবার হাত মারা

২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَفِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ
وَأَبْيَنِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنْ رَجُلًا أَجْبَرَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، أَمَا كَانَ يَتَبَعِمُ وَيَصْلِيَ
فَالْفَقَارَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَتَبَعِمُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَجِدِ شَهْرًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْأُلْيَا فِي سُورَةِ
الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَا فَتَيَمْمِمُوا صَنِيعِيْدًا طَبِيْبًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رَخَصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَا وَكَثَرَ
إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ أَنْ يَتَبَعِمُوا الصَّبِيْدَ قَلْتُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ
عَمَّارِ لِعَمَّرِ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ عَتَّيْبِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَاجَةٍ فَأَجْبَرَتْ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَعْرَفْتُ فِي الصَّبِيْدِ كَمَا
تَمْرُغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِشَيْبِي تَعَالَى فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَلِمَةِ ضَرِبَةٌ عَلَى الْأَرْضِ
لَمْ تَنْصَبْهَا لَمْ مَسَحَ بِهَا ظَهَرَ كَلِمَةِ بِشَيْلَاهِ أَوْ ظَهَرَ شَيْلَاهِ بِكَلِمَةِ لَمْ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَفَلَمْ تَرَ
عَمَّرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارِ وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَفِيقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبْيَنِ مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى

أَلَمْ تَسْمِعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعَمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلَمُ أَنَّا وَأَنْتَ فَأَجْبَرْتَ فَتَمَعَكْتَ بِالصَّعِيدِ فَلَيْسَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَعْلَمُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مَكْنَةً وَمَسْحَ رَجْهَةً وَكُفْيَةً وَاحِدَةً ۖ

৩৪০ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....শার্কীক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি 'আবদুল্লাহ' (ইবন মাসউদ) ও আবু মূসা আশ'আরী (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। আবু মূসা (রা) 'আবদুল্লাহ' (রা)-কে বললেন : কোন বাড়ি জুনুবী হলে সে যদি এক মাস পর্যন্ত পানি না পায়, তা হলে কি সে তায়ারুম করে সালাত আদায় করবে না? শার্কীক (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ' (রা) বললেন : একমাস পানি না পেলেও সে তায়ারুম করবে না। তখন তাঁকে আবু মূসা (রা) বললেন : তাহলে সূরা মায়দার এ আয়াত সম্পর্কে কি করবেন যে, "পানি না পেলে পাক মাটি দিয়ে তায়ারুম করবে" (৫ : ৬)। 'আবদুল্লাহ' (রা) জওয়াব দিলেন : মানুষকে সেই অনুমতি দিলে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছার সম্ভবনা রয়েছে যে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই, লোকেরা মাটি থারা তায়ারুম করবে। আমি বললাম : আপনারা এ জন্মেই কি তা অপসরণ করেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আবু মূসা (রা) বললেন : আপনি কি 'উমর ইবন বাত্তাব' (রা)-এর সঙ্গে 'আব্দার' (রা)-এর এ কথা শোনেন নি যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা প্রয়োজনে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। সফরে আমি জুনুবী হয়ে পড়লাম এবং পানি পেলাম না। এজন্য আমি জুনুব মত মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ঘটনাটি বিবৃত করলাম। তখন তিনি বললেন : তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল—এই বলে তিনি 'দু' হাত মাটিতে হারলেন, তারপর তা থেকে নিলেন এবং তা দিয়ে তিনি বাম হাতের পিঠ মসেহ করলেন কিংবা রাখী বলেছেন, বাম হাতের পিঠ ভাল হাতে মসেহ করলেন। তারপর হাত দুটো দিয়ে তাঁর মুখ্যমণ্ডল মসেহ করলেন। 'আবদুল্লাহ' (রা) বললেন : আপনি দেখেন নি যে, 'উমর' (রা) 'আব্দার' (রা)-এর কথায় সম্মত হন নি। ইয়া'লা (র) আ'মাশ (র) থেকে এবং তিনি শার্কীক (র) থেকে আরো বলেছেন যে, তিনি বললেন : আমি 'আবদুল্লাহ' (রা) ও আবু মূসা (রা)-এর কাছে হায়ির ছিলাম; আবু মূসা (রা) বলেছিলেন : আপনি 'উমর' (রা) থেকে 'আব্দারের' এ কথা শোনেন নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ও আপনাকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। তখন আমি জুনুবী হয়ে পিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে এ বিষয় তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন : তোমার জন্য এই যথেষ্ট ছিল—এ বলে তিনি তাঁর মুখ্যমণ্ডল ও 'দু' হাত একবার মসেহ করলেন।

২৪১. যাপ

২৪১. পরিচ্ছেদ

২৪১ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرْنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرْنَا عَوْفُ عَنْ أَبِي رَجَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمَرَ بْنُ حُصَيْنِ الْخَزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلَمُ رَأِيَ رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصْلِلْ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلَانَ مَا مَنْعَكَ أَنْ تُصْلِلَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّمَا يَكْفِيكَ

৩৪১ আবদান (র).....আবৃ রাজা' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'ইমরান ইবন হসায়ন আল-খুয়া'ঈ (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বাকিকে জামা 'আতে সালাত আদায় না করে পৃথক মাড়িয়ে ধাকতে দেখলেন। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন : হে অমুক! তুমি জামা 'আতে সালাত আদায় করলে না কেন? লোকটি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু পানি নেই। তিনি বললেন : তুমি পবিত্র মাটির ব্যবহার (তায়াগুম) করবে। তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

كتاب الصلاة

সালাত অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম স্বাময় অসীম দশালু আল্লাহর নামে ।

كتاب الصلاوة সালাত অধ্যায়

٢٤٢. بَابُ كِتَابِ فِرِضَتِ الصَّلَاةِ فِي الْأَسْرَاءِ -

وَقَالَ أَيُّوبُ عَبْدُهُ كَيْفَ قُرِضْتِ الصَّلَاةَ فِي الْأَسْرَاءِ -
وَقَالَ أَيُّوبُ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانُ بْنُ حَوْبَى فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا يَعْنِي النَّبِيُّ كَيْفَ بِالصَّلَاةِ
وَالصِّدْقِ وَالْعَطَافِ -

২৪২. পরিষেদ : মিরাজে কিভাবে সালাত করব হলো ?

ইবন 'আকাস (রা) বলেন : আমার কাছে আবু সুফিয়ান ইবন হারব (রা) হিরাকল - এর হাদীসে বর্ণনা করেছেন । তাতে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, নবী ﷺ আমাদেরকে সালাত,
সত্ত্ববাদিতা ও চারিত্রিক পরিক্রাতার নির্দেশ দিয়েছেন

٢٤٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّبِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرْ
يَحْدِثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قَالَ فِرْجٌ عَنْ سَقْفِ بَيْتِيِّ وَأَنَا بِمَكَّةِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَرَجَ صَدَرِيُّ ثُمَّ غَسَلَهُ بِسَمَاءٍ
زَمْرَدَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِّنْ تَفْرِيْ مُعْتَدِلٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدَرِيُّ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخْذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي
إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جَئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ مَذَا
جِبْرِيلُ قَالَ مَلِّ مَعْكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيْ مُحَمَّدٌ كَيْفَ . فَقَالَ الرَّسُولُ كَيْفَ . قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فُتِحَ عَلَوْنَا السَّمَاءُ
الدُّنْيَا قَاتَ رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَشْوَدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَشْوَدَةٌ إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَبْحٌ وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ
يَسَارِهِ بَكْلٌ فَقَالَ مَرْجِبًا بِالثَّبِيرِ الصَّالِبِ وَالْأَبْنِ الصَّالِبِ ، قَلَّتْ لِجِبْرِيلِ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا أَنَّمْ وَهَذِهِ الأَشْوَدَةُ
عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَائِلِهِ نَسْمَ بَيْنِهِ فَأَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَشْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَائِلِهِ أَهْلُ النَّارِ قَاتَ نَظَرَ عَنْ

يُعِينَهُ خَمْبَكٌ وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِعَالِهِ يَكُنْ حَتَّى عَرَجَ بَيْنَ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ . قَالَ أَنْسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ أَدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يُكْنِيْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ أَدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنْسٌ فَلَمَّا مَرَ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ فَكَفَى بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرَحْبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخْ الصَّالِحِ، فَقَلَّتْ مِنْ هَذَا ، قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ ، ثُمَّ مَرَرَتْ بِمُوسَى ، فَقَالَ مَرَحْبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخْ الصَّالِحِ ، فَقَلَّتْ مِنْ هَذَا ، قَالَ هَذَا عِيسَى ، ثُمَّ مَرَرَتْ بِعِيسَى ، فَقَالَ مَرَحْبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخْ الصَّالِحِ ، فَقَلَّتْ مِنْ هَذَا ، قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرَحْبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخْ الصَّالِحِ ، فَقَلَّتْ مِنْ هَذَا ، قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَبْنُ حَزْمَ أَنَّ أَبْنَ عَبَاسٍ وَآبَاءَ حَبَّةَ الْأَنْصَارِيِّ كَانُوا يَقُولُونَ قَالَ النَّبِيُّ فَكَفَى ثُمَّ عَرَجَ بَيْنَ حَتَّى ظَهَرَتْ لِمُسْتَوَى أَشْمَعْ فِيهِ صَرِيفُ الْأَقْلَامِ ، قَالَ أَبْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ فَكَرَرَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَمْتَكَ خَمْسِينَ صَلَوةً فَرَجَعَتْ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرَتْ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أَمْتَكَ ، قَلَّتْ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَوةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنْ أَمْتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعَنِيْ فَوْضَعَ شَطَرَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى مُوسَى ، قَلَّتْ وَضَعَ شَطَرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنْ أَمْتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعَتْ فَوْضَعَ شَطَرَهَا فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ إِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنْ أَمْتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعَتْ ، فَقَالَ هِنَّ خَمْسٌ وَهِنَّ خَمْسُونَ ، لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَنِي ، فَرَجَعَتْ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ ، فَقَلَّتْ اسْتَحْيِيْتُ مِنْ رَبِّي ، ثُمَّ انْطَلَقَ بَيْنَ حَتَّى اتَّهَى بَيْنَ إِلَى السَّدِّرَةِ الْمُنْتَهَى وَفَشَيْهَا الْوَانُ لَا أَدْرِي مَا هِيْ ، ثُمَّ دَخَلَتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَابِلُ الْأَلْوَانِ ، وَإِذَا تَرَابَهَا الْمِسْكُ .

৩৪২ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়ের (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু যায় (রা) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলেম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমার ঘরের ছাদ খুলে দেওয়া হ'ল। তখন আমি মকাব ছিলাম। তারপর জিব্রীল ('আ) এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তা যথযথের পানি দিয়ে ধুইলেন। এরপর হিকমত ও ইমানে পরিপূর্ণ একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিয়ে বক্ষ করে দিলেন। তারপর ছাদ ধরে আমাকে সুনিয়ার আসমানের দিকে নিয়ে চললেন। যখন সুনিয়ার আসমানে পৌছালাম, তখন জিব্রীল ('আ) আসমানের রক্ষককে বললেন : দরয়া খোল। তিনি বললেন : কে ? উক্তর দিলেন : আমি জিব্রীল। আবার জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলেম। তাকে কি আহবান করা হয়েছে তিনি

উভয়ে বললেন : হঁ ! তারপর আসমান খোলা হলে আমরা প্রথম আসমানে উঠলাম । সেখানে দেখলাম, এক লোক বসে আছেন এবং অনেকগুলো মানুষের আকৃতি তাঁর ভান পাশে রয়েছে এবং অনেকগুলো মানুষের আকৃতি বাম পাশেও রয়েছে । যখন তিনি ভান দিকে তাকাছেন, হাসছেন আর যখন বাঁ দিকে তাকাছেন, কাঁদছেন । তিনি বললেন : খোশ আমদেন, হে পুণ্যবান নবী ! হে নেক সন্তান ! আমি জিব্রীল ('আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে ? তিনি বললেন : ইনি আদম ('আ) । আর তাঁর ভানে ও বাঁয়ে তাঁর সন্তানদের রহ । ভান দিকের লোকেরা জাহানী আর বাঁ দিকের লোকেরা জাহানীমী । এজন্য তিনি ভান দিকে তাকালে হাসেন আর বাঁ দিকে তাকালে কাঁদেন । তারপরে জিব্রীল ('আ) আমাকে সঙে নিয়ে বিতীয় আকাশে উঠলেন । সেখানে উঠে রক্ষককে বললেন : দরয়া খোল । তখন রক্ষক প্রথম আসমানের রক্ষকের অনুরূপ প্রশংসনে করলেন । তারপর দরয়া খুলে দিলেন । আনাস (রা) বলেন : এরপর আবু যাবৎ বলেন : তিনি (নবী ﷺ) আসমানসমূহে আদম ('আ), ইদরীস ('আ), মূসা ('আ), 'ঈসা ('আ) ও ইব্রাহীম ('আ)-কে পেলেন । আবু যাবৎ (রা) তাঁদের অবস্থান নিনিটিভাবে বলেন নি । কেবল এতটুকু বলেছেন যে, নবী ﷺ আদম ('আ)-কে প্রথম আসমানে এবং ইব্রাহীম ('আ)-কে ষষ্ঠ আসমানে পেয়েছেন । আনাস (রা) বলেন : যখন জিব্রীল ('আ) নবী ﷺ-কে ইদরীস ('আ)-এর পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ইদরীস ('আ) বললেন : খোশ আমদেন ! পুণ্যবান নবী এবং নেক ভাই ! আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে ? জিব্রীল ('আ) বললেন : ইনি ইদরীস ('আ) । তারপর আমি ঈসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম । তিনি বললেন : খোশ আমদেন ! পুণ্যবান নবী এবং নেক ভাই ! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে ? জিব্রীল ('আ) বললেন : ইনি ঈসা ('আ) । তারপর ইব্রাহীম ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম । তিনি বললেন : খোশ আমদেন ! পুণ্যবান নবী ও নেক সন্তান ! আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে ? জিব্রীল ('আ) বললেন : ইনি ইব্রাহীম ('আ) । ইব্লিশ শিহাব (র) বলেন যে, ইব্লিশ হাফ্ম-আমাকে খবর দিয়েছেন ইব্লিশ 'আবাস ও আবু হাবীবা আনসারী (র) উভয়ে বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : তারপর আমাকে আরো উপরে উঠানো হ'ল, আমি এমন এক সমতল স্থানে উপনীত হলাম, যেখান থেকে কলমের লেখার শব্দ শুনতে পেলাম । ইব্লিশ হায়ম (র) ও আনাস ইব্লিশ মালিক (রা) বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপরের উপর পঞ্চাশ শয়াকৃত সালাত ফরয় করে দিলেন । আমি এ নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে যখন মূসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মূসা ('আ) বললেন : আপনার উপরের উপর আল্লাহ কী ফরয় করেছেন ? আমি বললাম : পঞ্চাশ শয়াকৃত সালাত ফরয় করেছেন । তিনি বললেন : আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান, কারণ আপনার উপরে তা আদায় করতে সক্ষম হবে না । আমি ফিরে গেলাম । আল্লাহ পাক কিছু অংশ করিয়ে দিলেন । আমি বললাম : আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান । কারণ আপনার উপরে এও আদায় করতে সক্ষম হবে না । আমি ফিরে গেলাম । তখন আরো কিছু অংশ করিয়ে দেওয়া হলো । আবারও মূসা ('আ)-এর কাছে গেলাম, এবারও তিনি বললেন : আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান । কারণ আপনার উপরে এও আদায় করতে সক্ষম হবে না । তখন আমি আবার গেলাম, তখন আল্লাহ বললেন : এই পাঁচটি (সওয়াবের দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (গণ্য হবে) । আমার কথার কোন

পরিবর্তন নেই। আমি আবার মূসা ('আ)-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে আবারও বললেন : আপনার রবের কাছে আবার যান। আমি বললাম : আবার আমার রবের কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। তারপর জিব্রীল ('আ) আমাকে সিদ্রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আর তখন তা বিডিন্ন রঙে ঢাকা ছিল, যার তাৎপর্য আমার জানা ছিল না। তারপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমি দেখলাম তাতে মুক্তির ঘার রয়েছে আর তার মাটি কঙ্কুরী।

[২৪২]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَالِمٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ قَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْخَضْرِ وَالسَّفَرِ فَأَقِرْتَ صَلَاةَ السُّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْخَضْرِ .

[৩৪৩] 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....উগুল মুহিমীন 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা মুক্তীম অবস্থায় ও সফরে দুই রাক'আত করে সালাত ফরহ করেছিলেন। পরে সফরের সালাত পূর্বের মত রাখা হল আর মুক্তীম অবস্থার সালাত বৃক্ষ করা হ'ল।

২১২. بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَذْوًا زَيْنَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَمَنْ صَلَّى مُتَحِبًّا فِي تَوْبِرٍ وَاحِدٍ، وَيَذْكُرُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ إِلْكَحْوَمِ أَنَّ النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْذِهُمْ قَالَ يَنْذِهُمْ - فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الْقُبَبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَالِمٌ يَرْفَعُ فِيهِ أَذْنِي، وَأَمْرَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرْبَيَانَ -

২৪৩. পরিচ্ছেদ : সালাত আদায়ের সময় কাপড় পরার প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিষ্কার পরিধান করবে (৭ : ৩১)। এক বন্দুর শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করা। সালামা 'ইবনুল আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা জামায় বোতাম লাগিয়ে নাও এমন কি কঠিটা দিয়ে হলেও। এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে কথা আছে। যে কাপড় পরে গ্রী সহবাস করা হয়েছে তাতে কোন নাপাকি দেখা না গেলে তা পরিধান করে সালাত আদায় করা যায়। আর নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, উলঙ্গ অবস্থায় যেন কেউ বায়তুল্লাহর তাঙ্গাক না করে

[২৪৪]

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَ أَمْرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَرَ يَقْعِمَ الْعَيْدَيْنَ وَنَوَافَ الْخُنُورَ فَيَشَهَدُنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتُهُمْ وَتَعْتَزَلُ الْحَيْضَرُ عَنْ

مُصْلَفُهُنَّ قَالَ امْرَأٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتَقْبِيسِهَا صَاحِبِهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيْرِينَ حَدَّثَنَا أَمْ عَطِيَّةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا .

৩৪৪ মুসা ইবন ইসমাইল (র).....উল্লেখ 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ইদের দিনে কাতুবতী এবং পর্মানশীল মহিলাদের বের করে আনার নির্দেশ দিলেন, যাতে তারা মুসলমানদের জামা'আত ও দু'আয় শরীর হতে পারে। অবশ্য কাতুবতী মহিলারা সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে। এক মহিলা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের কারো কারো শুভনা নেই। তিনি বললেন : তার সাথীর উচিত তাকে নিজের শুভনা থেকে পরিয়ে দেওয়া ।

আবদুল্লাহ ইবন রাজা' (র) সূত্রে উল্লেখ 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে একপ বলতে অনেছি ।

٤٤١. بَابُ عَدْلِ الْإِزَارِ عَلَى الْفَقَاهَةِ فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَلْوَاتِهِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِيْ إِنْرِيمٍ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ

২৪৪. পরিচেদ : সালাতে কাঁধে তহবল বীধা

আর আবু হাযিম (র) সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবাঙে কিরাম নবী ﷺ - এর সঙ্গে তহবল কাঁধে বৈধে সালাত আদায় করেছিলেন

২৪৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَأَقِدُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَرِ قَالَ مَلِّيْ جَابِرٌ فِي إِزارِ قَدْ عَدَدَهُ مِنْ قِبْلَةِ فَقَاهَ وَبِيَابَةِ مَوْضِعَةٍ عَلَى التِّيشَحِبِ قَالَ لَهُ قَاتِلُ نُصْلَى فِي إِزارِ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا مَسْتَعْتَ ذَلِكَ لِبِرَانِيْ أَحْمَقُ بِمِثْلِكَ وَأَيْتَ كَانَ لَهُ تُوبَانٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৪৫ আহমদ ইবন ইউনুস (র).....মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আবির (রা) কাঁধে তহবল বৈধে সালাত আদায় করেন। আর তাঁর কাপড় (জামা) আলনায় রক্ষিত ছিল। তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বললো : আপনি যে এক তহবল পরে সালাত আদায় করলেন ? তিনি উত্তরে বললেন : তোমার মত আহমদকেন্দের দেখানোর জন্যে আমি একপ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুশে আমাদের মধ্যে কারই বা দু'টো কাপড় ছিল ?

২৪৬ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْبِغٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصْلِيْ فِي تُوبَ وَاحِدٍ . وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُصْلِيْ فِي تُوبَ .

৩৪৬ মুতাবিক আবু মুস'আব (র).....মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবির (রা)-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন : আমি নবী ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٢٤٥. بَابُ الْمُسْلَةِ فِي التَّوْبَةِ الْوَاحِدِ مُتَجَهِّداً بِهِ

قَالَ الزَّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ الْمُتَجَهِّدِ التَّوْبِيِّ وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرْفَيْهِ عَلَى عَاتِقِيْهِ وَهُوَ الْأَشْتِيمَالُ عَلَى مُنْكِبِيْهِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِئَ التَّحْفَ الشَّيْءُ تَرْكِيْبٌ لَهُ خَالِفٌ بَيْنَ طَرْفَيْهِ عَلَى عَاتِقِيْهِ

২৪৫. পরিষেদ : এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করা

যুহরী (র) তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, - এর অর্থ - مُتَجَهِّدٌ - مَتَوَسِّطٌ যে চাদরের উভয় অংশ বিপরীত কাঁধে রাখে। এভাবে কাঁধের উপর চাদর রাখাকে ইশতিমাল বলে। উপরে হানী (রা) বলেন যে, নবী ﷺ এক চাদর গায়ে দিলেন এবং তিনি চাদরের উভয় প্রান্ত

বিপরীত কাঁধে রাখলেন

٢٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَوْبَةِ وَاحِدِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرْفَيْهِ .

৩৪৭ [‘উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র).....’] ‘উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক কাপড় পরে সালাত আদায় করলেন, আর তার উভয় প্রান্ত বিপরীত নিকে রাখলেন।

٢٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَشِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَيْنَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصْلِيْ فِي تَوْبَةِ وَاحِدِهِ فِي بَيْتِ أَمِّ سَلَمَةَ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرْفَيْهِ عَلَى عَاتِقِيْهِ .

৩৪৮ [‘মুহাম্মদ ইবনুল মুসাম্মা (র)....’] ‘উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে উপরে সালামা (রা)-এর ঘারে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি (নবী ﷺ) সে কাপড়ের উভয় প্রান্ত নিজের উভয় কাঁধে রেখেছিলেন।

٢٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنِ إِسْعَدِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصْلِيْ فِي تَوْبَةِ وَاحِدِهِ مُشْتِمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أَمِّ سَلَمَةَ وَضِيعًا طَرْفَيْهِ عَلَى عَاتِقِيْهِ .

৩৪৯ [‘উবায়দ ইবন ইসমাইল (র).....’] ‘উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক কাপড় জড়িয়ে উপরে সালামা (রা)-এর ঘারে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যার উভয় প্রান্ত তাঁর উভয় কাঁধের উপর রেখেছিলেন।

২৫০ حَدَّثَنَا إِسْعَدِيْلُ بْنُ أَبِي أَوِيسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ أَبِي النُّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أَمِّ هَانِئَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمِّ هَانِئَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ يَقْشِلُ وَقَاطِلَهُ ابْنَتَ شَسْتَرَهُ قَاتَلَ فَسَلَمَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَلَّتْ أَنَا أَمْ هَانِئَ

بَنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَمْ هَانِيزَ قَلَمًا فَرَغَ مِنْ غُشْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكْعَاتٍ مُّتَحِفِّظًا فِي تُوبٍ وَاحِدٍ قَلَمًا أَنْصَرَفَ قَلَمًا يَارَسُولَ اللَّهِ زَعْمَ إِبْنَ أَمِينٍ أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا قَدْ أَجْرَتْهُ فُلَانْ بْنُ مُبِيرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَعَمْ قَدْ أَجْرَنَا مِنْ أَجْرِتْ يَا أُمْ هَانِيزَ قَالَتْ أُمْ هَانِيزَ وَذَاكَ حَسْنُ .

৩৫০ ইসমাইল ইবন আবু উয়ায়াস (র).....উদ্দে হানী বিনত আবু তালিব (রা) বলেন : আমি বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন আর তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করে রেখেছেন। তিনি বলেন : আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জিজাসা করলেন : এ কে ? আমি উত্তর দিলাম : আমি উদ্দে হানী বিনত আবু তালিব। তিনি বললেন : মারহাবা, হে উদ্দে হানী ! গোসল করার পরে তিনি এক কাপড় জড়িয়ে আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করলে তাঁকে আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার সহৃদর ভাই [‘আলী ইবন আবু তালিব (রা)। এক লোককে হত্যা করতে চায়, অথচ আমি সে লোকটিকে অপ্রয় দিয়েছি। সে লোকটি হ্বায়রার ছেলে অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উদ্দে হানী ! তুমি যাকে অপ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে অপ্রয় দিলাম। উদ্দে হানী (রা) বলেন : তখন ছিল চাশতের সময়।

৩৫১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْبِطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ سَأَنْلَأَ سَأَنْ رَسُولُ اللَّهِ نَعَمْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تُوبٍ وَاحِدٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَعَمْ أَوْلَكُمْ تُوبَانَ .

৩৫১ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের হৃকুম জিজাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন : তোমাদের প্রজ্ঞাকের কি দু’টি করে কাপড় আছে ?

২৪৬. بَابُ إِذَا صَلَّى فِي التُّوبِ الْوَاحِدِ فَلَا يُجْعَلُ عَلَى عَاتِقِهِ

২৪৬. পরিচ্ছেদ : কেউ এক কাপড়ে সালাত আদায় করলে সে যেন উভয় কাঁধের উপরে (কিছু অংশ) রাখে

৩৫২ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ نَعَمْ لَا يُصْلِلُ أَحَدَكُمْ فِي التُّوبِ الْوَاحِدِ لِيُسَّرَّ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئًا .

৩৫২ আবু ‘অসিম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ এক কাপড় পরে এমনভাবে যেন সালাত আদায় না করে যে, তার উভয় কাঁধে এর কোন অংশ নেই।

৩৫৩ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَكْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّكُنْتُ سَائِلَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَعَمْ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي تُوبٍ وَاحِدٍ فَلَا يُخَالِفُ بَيْنَ طَرْفَيْهِ .

৩৫৩ آبُو نُعَمَّاء (র).....আবু ইহুয়ারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সাক্ষ দিলি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে অনেছি : যে ব্যক্তি এক কাপড়ে সালাত আদায় করে, সে যেন কাপড়ের দু' পাত্র বিপরীত পার্শ্বে রাখে ।

٢٤٧. بَابُ إِذَا كَانَ النُّوْبُ حَسِيقًا

২৪৭. پरিচ্ছে� : کاپڈے یعنی سخت

২৫৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا فَلِيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْتُنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُصْلَةِ فِي النُّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَعْصَمْتُ أَشْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِيَعْصِمْ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصْلِيُ وَعَلَى نُوْبٍ وَاحِدٍ فَأَشْتَمَتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا اتَّسْرَفَ قَالَ مَا السُّرَى يَا جَابِرَ فَأَخْبَرَتُهُ بِحاجَتِي فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا هَذَا الْأَشْتِيمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ فَلَمَّا كَانَ نُوْبٌ يُعْنِي ضَاقَ قَالَ فَإِنَّ كَانَ وَاسِعًا فَأَتَحْسِفَ يِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيْقًا فَأَتَزْرِيهِ ۔

৩৫৪ ইয়াহুইয়া ইব্ন সালিহ (র).....সাউদ ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করা সম্মতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম । তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে কোন সফরে বের হয়েছিলাম । এক রাতে আমি কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে গেলাম । দেখলাম, তিনি সালাতে রত আছেন । তখন আমার শরীরে মাত্র একখানা কাপড় ছিল । আমি কাপড় দিয়ে শরীর জড়িয়ে নিলাম আর তাঁর পার্শ্বে সালাতে দাঁড়ালাম । তিনি সালাত শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন : জাবির! রাতের বেলা আসার কারণ কি? তখন আমি তাঁকে আমার প্রয়োজনের কথা জানলাম । আমার কাজ শেষ হলে তিনি বলেন : এ কিরণ জড়ানো অবস্থায় তোমাকে দেখলাম? আমি বললাম : কাপড় একটিই ছিল (তাই এভাবে করেছি) । তিনি বললেন : কাপড় যদি বড় হয়, তাহলে শরীরে জড়িয়ে পরবে । আর যদি ছোট হয় তাহলে তহবলজাপে ব্যবহার করবে ।

২৫৫ حَدَّثَنَا مُسْدِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصْلِونَ مَعَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَعْقَبُهُمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهْيَةَ الصَّبِيَّانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِي الرِّجَالُ جُلُوسًا ۔

৩৫৫ مুসাফিদ (র).....সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, শোকেরা বাকাদের মত নিজেদের তহবল কাঁধে বেঁধে নবী (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করতেন । আর মহিলাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন পুরুষদের ঠিকমত বসে যাওয়ার পূর্বে সিজদা থেকে মাথা না উঠায় ।

٢٤٨. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجُبْنِ الشَّامِيَّةِ

وَكَانَ الْحَسْنَ فِي الْتِبَابِ يَنْسِجُهَا الْمَجْقُسُ لَمْ يَرَهَا بَأْسًا ، وَقَالَ مَقْصُرٌ رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبِسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صَبَغَ بِالْبَوْلِ ، وَصَلَّى عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي ظُبُورٍ غَيْرِ مَقْصُرٍ

২৪৮. পরিচ্ছেদ : শামী জুকা পরে সালাত আদায় করা

হাসান (র) বলেন : মাজুসী (অশ্বপূজক)-দের তৈরী কাপড়ে সালাত আদায় করায় কোন ক্ষতি নেই। আর মা'মার (র) বলেন : আমি মুহরী (র)-কে ইয়ামানের তৈরী কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যা পেশাবের ঘারা রঙিত ছিল।^{১)} 'আলী ইবন আবু তালিব (রা) অধোয়া নজুন কাপড়ে সালাত আদায় করেছেন

২৫১ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُفِيرَةَ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُفِيرَةَ خُذِ الْإِدَارَةَ فَلَمَّا حَذَّتْهَا فَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ كَرَّمَهُ كَرَّمَهُ حَتَّى تَوَارَى عَنِي فَقُضِيَ حَاجَتِي وَعَلَيْهِ جَبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرُجَ يَدَهُ مِنْ كُبَّاهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ فَنَرَضَأْتُ وَصَوَّمْتُ الصَّلَاةَ وَمَسَحْتُ عَلَى خَفْتِهِ ثُمَّ صَلَّى .

৩৫৬ ইয়াহইয়া (র).....মুগীরা ইবন ব'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন : হে মুগীরা! লেটাটি লও। আমি তা নিলাম। তিনি আমার দৃষ্টির বাইরে দিয়ে প্রয়োজন সমাধা করলেন। তখন তাঁর দেহে ছিল শামী জুকা। তিনি জুকার আঞ্চন থেকে হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আঞ্চন সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি নীচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। আমি পালি দেলে নিলাম এবং তিনি সালাতের উয়ুর ন্যায় উয়ু করলেন। আর তাঁর উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন ও পরে সালাত আদায় করলেন।

٢٤٩. بَابُ كُرَاءِ التَّعْرِيَّ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

২৪৯. পরিচ্ছেদ : সালাতে ও তার বাইরে বিবজ্ঞ হওয়া অপসন্দনীয়

২৫৭ حَدَّثَنَا مَطْرُونْ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاً بْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنَ يُثْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَرَّمَهُ كَرَّمَهُ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَبْبَةِ وَعَلَيْهِ اِزْارَهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَاسُ عَمَّهُ يَا أَبْنَى أَخْرُ لَوْ حَلَّتْ اِزْارَكَ فَجَعَلَتْ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَنْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُوِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْبَيَا .

৩৫৭. মাতার ইব্ল ফযল (র).....জাবির ইব্ল 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ
সান্ন (নবুওয়াতের পূর্বে) কুরাইশদের সাথে কাবার (হেরামতের) জন্যে পাথর তুলে দিছিলেন। তাঁর পরনে
হিল লুঙ্গী। তাঁর চাজ 'আববাস (রা) তাঁকে বললেন : ভাতিজা ! তুমি লুঙ্গী খুলে কাঁধে পাথরের শীতে রাখলে
ভাল হ'ত। জাবির (রা) বলেন : তিনি লুঙ্গী খুলে কাঁধে রাখলেন এবং তৎক্ষণাত বেছশ হয়ে পড়লেন। এরপর
তাঁকে আর কখনো বিবর্জন অবস্থায় দেখা যায়নি।

২৫০. بَابُ الصُّلَوةِ فِي الْقَعْدَى وَالسَّرَّاويلِ وَالثِّبَانِ وَالثِّبَاءِ

২৫০. পরিষেব : জামা, পায়জামা, জাসিয়া ও কাবা^১ পরে সালাত আদায় করা
২৫৮ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ
إِلَى الشَّبِيلِ فَسَأَلَهُ عَنِ الصُّلَوةِ فِي الْوَقْبَ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أَوْ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرٌ ، فَقَالَ
إِذَا وَسَعَ اللَّهُ فَلَوْسِعُوا ، جَمِيعَ رَجُلٍ عَلَيْهِ شَيْءَ ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزارٍ وَرِداءٍ ، فِي إِزارٍ وَقَعْدَى ، فِي إِزارٍ
وَقَبَاءٍ ، فِي سَرَّاويلٍ وَرِداءٍ ، فِي سَرَّاويلٍ وَقَعْدَى ، فِي ثِبَانٍ وَقَبَاءٍ ، فِي ثِبَانٍ وَقَعْدَى ،
فَقَالَ وَاحْسِبْهُ قَالَ فِي ثِبَانٍ وَرِداءٍ .

৩৫৮. সুলায়মান ইব্ল হারব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক বাত্তি রাসূলুল্লাহ
সান্ন -এর কাছে দাঁড়িয়ে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের হকুম জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : তোমাদের
প্রত্যেকের কাছে কি দু'খানা করে কাপড় আছে? এরপর এক বাত্তি 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি
বললেন : আল্লাহ হ্যন তোমাদের সাহর্দ্য নিয়েছেন ত্যখন তোমরাও নিয়েছেন সাহর্দ্য প্রকাশ কর। লোকেরা
যেন পুরো পোশাক একত্রে পরিধান করে অর্ধেক মানুষ তহবল ও চানুর, তহবল ও জামা, তহবল ও কাবা,
পায়জামা ও চানুর, পায়জামা ও জামা, পায়জামা ও কাবা, জাসিয়া ও কাবা, জাসিয়া ও জামা পরে সালাত
আদায় করে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, আমার মনে হয় 'উমর (রা) জাসিয়া ও চানুরের কথা ও
বলেছিলেন।

২৫৯ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ عَلِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِيهِ نَثْبَ عَنِ الرَّهْبَرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِينِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلِيسُ الْمُخْرِمِ فَقَالَ لَا يَلِيسُ الْقَعْدَى وَالسَّرَّاويلُ وَلَا الْبِرْنَسُ وَلَا ثُوبًا مَسْأَةُ
الرُّغْفَانُ وَلَا وَرْسٌ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلَا يَلِيسُ الْخَفَافُ وَلَا يَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ - وَعَنْ
ثَاقِفٍ عَنْ أَبِينِ عُمَرَ عَنِ الشَّبِيلِ مِنْهُ .

৩৫৯. 'আসিম ইব্ল 'আলী (র).....ইব্ল 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক বাত্তি রাসূলুল্লাহ
সান্ন

১. কাবা : সাধারণত জামার উপরিভাগে যে চিলাচালা জেবা আচকান পরা হয়।

-কে জিজ্ঞাসা করলো, ইহরামকারী কি পরিধান করবে? তিনি বললেন : সে জামা পরবে না, পায়জামা পরবে না, টুপি পরবে না, যাফ্রান বা শুয়ারস^১ রঙে রঞ্জিত কাপড় পরবে না। আর জুতা না পেলে মোজা পরবে। তবে তা পায়ের গিরার নীচে পর্যন্ত কেটে নেবে। নাফি' (র), ইবন 'উমর (রা)-সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুৰূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥١. بَابُ مَا يَسْتَرُ مِنَ الْعُورَةِ

২৫১. পরিষেদ : লজ্জাহান ঢাকা

৩৬০. حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعْيَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْلَةُ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعْيَدِ الْخُدَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصُّنُمِ وَأَنْ يُحْتَبِّنَ الرَّجُلُ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ لَّيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِثْلُ شَيْءٍ .

৩৬০ কুতায়বা (র).....আবু সা'ইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ইশতিমালে সাথা ২ এবং এক কাপড়ে ইহতিবা^১ করতে নিষেধ করেছেন যাতে তাৰ লজ্জাহানে কাপড়ের কোন অংশ না থাকে।
৩৬১. حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عَقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ أَبِي الزِّيَادِ عَنْ الْأَعْمَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ يَبْعَثِينَ عَنِ الْلَّبَاسِ وَالْبَيْازِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصُّنُمُ وَأَنْ يُحْتَبِّنَ الرَّجُلُ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ .

৩৬১ কাবীসা ইবন 'উক্বা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ দু'ধরনের ক্রা-বিক্রম নিষেধ করেছেন। তা হল লিমাস ও নিরায়^১ আৰ ইশতিমালে সাথা এবং এক কাপড়ে ইহতিবা করতে নিষেধ করেছেন।

৩৬২ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخْيَرٍ أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَعْتَشِي أَبُو بَكْرٍ فِي ثَلَاثَ الْحَجَّةِ فِي مُؤْذِنَيْنِ يَوْمَ التَّحْرِيرِ ثَوْنَيْنِ يَعْتَشِي أَلَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطْوِفُ بِالْبَيْتِ عَرْبَيَّاً قَالَ حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤْذِنَ بِبَرَائَةٍ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَادْنَ مَعْنَا عَلَىٰ فِي أَهْلِ مِنْيَى يَوْمَ التَّحْرِيرِ لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ

১. গোয়াস : এক প্রকার হলুদ রঙের ক্লিন জাতীয় সুগাঞ্জি।
২. সবুজ : একই কাপড়ে সমষ্ট শরীর এমনভাবে জড়ানো যাতে হাত-পা নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়।
৩. ইহতিবা : পা ও হাতু দীড় করিয়ে বাহু বা কাপড় দিয়ে তা এমনভাবে বেঞ্চ করে নিতজ্ঞের উপর বসা যাতে লজ্জাহান খুলে যাওয়ার আশকে থাকে।
৪. আহিলী মুশেশ ক্রা-বিক্রমের দুটি পক্ষতি। লিমাস বলতে ক্রেতা কর্তৃক কোন বস্তুকে স্পর্শ করামাত্র অনিষ্ট সত্ত্বেও ক্রমে বাধা হওয়া বুকায়। আর নিরায় বলতে ক্রেতা বা বিক্রেতা কর্তৃক কোন বস্তুর উপর পাথর ছুঁড়ে মারামাত্র অনিষ্ট সত্ত্বেও ক্রমে বাধা হওয়া বুকায় (বুখারী, ১ম খত, হাশিয়া নং ৪, পৃ. ৩৬)। কিন্তু ক্রমে জন্ম ক্রা-বিক্রম (বিবু)। অধ্যায় দেখুন।

مُشْرِكٌ وَلَا يُطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرْبَانٌ^৬.

৩৬২ [ইসহাক (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে আবু বকর (রা) [যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাঁকে হজ্জের আমীর বানানো হয়েছিল] কুরবানীর দিন ঘোষকদের সাথে মিনায় এ ঘোষণা করার জন্যে পাঠালেন যে, এ বছরের পরে কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না। আর কোন উলঙ্গ লোকও বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে পারবে না। হুমায়দ ইবন 'আবদুর রহমান (র) বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী (রা)-কে আবু বকর (রা)-এর পেছনে প্রেরণ করেন আর তাঁকে সূরা বৰাআতের (প্রথম অংশের) ঘোষণা করার নির্দেশ দেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : তখন আমাদের সঙ্গে 'আলী (রা) কুরবানীর দিন মিনায় ঘোষণা দেন যে, এ বছরের পর থেকে আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি ও আর তওয়াফ করতে পারবে না।

২৫২. بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَامٍ

২৫২. পরিষেব : চাদর পায়ে না দিয়ে সালাত আদায় করা

৩৬৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي الْمَوَالِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَرِ قَالَ نَخْلَتْ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي تَوْبِ وَاحِدٍ ، مُتَحِجِّفًا بِهِ وَرِدَائِهِ مَوْضُوعٌ قَلَمًا أَنْصَرَفَ قَلْنَى يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّيَ وَرِدَائِكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحَبِبْتُ أَنْ يُرَاهِنِي الْجَهَانُ مِثْكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ رَبِّيَّهُ يُصَلِّي مَكْنَى .

৩৬৩ 'আবদুল 'আলীয়া ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে শিয়ে দেখি তিনি একটি মাত্র কাপড় নিজের শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করছেন অথচ তাঁর একটা চাদর দেখানো রাখা ছিল। সালাতের পর আমরা বললাম : হে আবু 'আবদুল্লাহ ! আপনি সালাত আদায় করছেন, অথচ আপনার চাদর তুলে রেখেছেন! তিনি বললেন, হ্যা, তোমাদের মত নির্বোধদের দেখানোর জন্যে আমি এন্তর করেছি। আমি নবী ﷺ-কে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

২৫৩. بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْفَخِذِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ عَنْ أَبْنِ مَبَاسٍ رَجُلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَحْشٍ عَنْ النَّبِيِّ رَبِّنَا الْفَخِذُ عَوْرَةُ ، وَقَالَ أَنْسٌ حَسَرَ النَّبِيِّ رَبِّنَا عَنْ فَخِذِهِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحَدِيثُ أَنْسٍ أَسْنَدَ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْسَرَ حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ إِخْتِلَافِهِمْ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَطَى النَّبِيِّ رَبِّنَا رَكْبَتِهِ حِينَ دَخَلَ عَشْمَانَ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ زَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ رَبِّنَا وَفَخِذَهُ عَلَى فَخِذِي فَلَقْتَهُ عَلَى حَتَّى خَفَتْ أَنْ تُرَضَ فَخِذِي

২৫৩. পরিষেদ : উরু সম্পর্কে বর্ণনা

আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, ইবন 'আব্রাস, জারহাদ ও মুহাম্মদ ইবন জাহশ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। আর আনাস (রা) বলেন : নবী ﷺ তার উরু থেকে কাপড় সরিয়েছিলেন (আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী [র] বলেন) সমদের দিক থেকে আনাস (রা)-এর হাদিস অধিক সহীহ আর জারহাদ (রা)-এর হাদিস অধিকতর সতর্কতামূলক। এভাবেই আমরা (উপরের মধ্যে) মতবিরোধ এড়াতে পারি। আর আবু মুসা (রা) বলেছেন : 'উসমান (রা)-এর আগমনে নবী ﷺ তার ইচ্ছা ঢেকে দেন। যায়িদ ইবন সাবিত (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল ﷺ-এর উপর ওহী নাখিল করেছেন এমন অবস্থায় যখন তার উরু ছিল আমার উরুর উপর। আমার কাছে তার উরু এত ভারী বোধ হচ্ছিল যে, আমি আশঁকা করছিলাম, হয়ত আমার উরুর হাড় ভেঙ্গে যাবে

٣٦٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْطَعْبِيلُ بْنُ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهْبَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى غَرَّا خَيْرَ فَصَلَّيْتُنَا عِنْدَمَا مَلَأَتِ الْفَدَاءِ بِقَلْسٍ فَرَكِبْتُ نَبِيًّا اللَّهِ تَعَالَى وَدَكَبْتُ أَبْوَ طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبْنِ طَلْحَةَ فَاجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي زَقَاقٍ خَيْرٍ وَإِنْ رُكْبَتِيْ لَتَسْعَ فَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ حَسَرَ الْأَزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى لَيْسَ أَنْظَرَ إِلَيْيَ بَيْاضِ فَخِذِ نَبِيُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا دَخَلَ الْقُرْبَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرَبَتْ خَيْرٌ إِنَّمَا نَزَّلْنَا بِسَاحَةِ قَبْرِ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَالْخَمِيسِ يَعْنِي الْجِيَشِ قَالَ فَأَصْبَبْتُهَا عَنْهُ فَجَمَعَ السَّبَقُ فَجَاءَ بِخَيْرٍ فَقَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبَقِ قَالَ إِذْهَبْ فَخَذْ جَارِيَةً فَأَخْذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ تَعَالَى فَقَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ أَعْطِنِي دِيْحَةً صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيْرَ سَيِّدَةِ قُرْبَةِ وَالنُّصِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ اذْعُوكَ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ تَعَالَى قَالَ خَذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبَقِ غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقْهَا النَّبِيُّ تَعَالَى وَتَزَوَّجْهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقْهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقْهَا وَتَزَوَّجْهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَنَّمَةِ لَهُ أُمُّ سَلَيْمَرْ فَأَعْدَتْهَا لَهُ مِنَ الْلَّيلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ تَعَالَى عَرْوَسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَيَسْطُطْ فِطْعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئْ بِالشَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئْ بِالسُّمْنِ قَالَ وَاحْسِبْهُ قَدْ نَكَرَ السُّوْقَ قَالَ فَحَاسَوْ حَسِنًا فَكَانَتْ وَلِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى .

৩৬৪ ইয়া'কৃব ইবন ইবরাহীম (র). আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধে দের হয়েছিলেন। সেখানে আমরা ফজরের সালাত খুব ভোরে আদায় করলাম। তারপর নবী ﷺ সওয়ার হলেন। আবু তালহা (রা)-ও সওয়ার হলেন, আর আমি আবু তালহার পেছনে বসা ছিলাম। নবী ﷺ তাঁর সওয়ারীকে খায়বরের পথে চালিত করলেন। আমার হাতু নবী ﷺ-এর উরুতে লাগছিল। এরপর নবী ﷺ -এর উরু থেকে ইয়ার সরে পেল। এমনকি নবী ﷺ -এর উরুর উজ্জুলতা দেন এখনো আমি দেখছি। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করলেন তখন বললেন : আল্লাহ আকবর। খায়বর ধর্ম হটক। আমরা যখন কোন কওমের প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন সতর্কতার ভোর হবে কতই না হব। এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আনাস (রা) বলেন : খায়বরের অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বেরিয়েছিল। তারা বলে উঠল : মুহাম্মদ ﷺ! 'আবদুল 'আয়ির (র) বলেন : আমাদের কোন কোন সাথী 'পূর্ণ বাহিনীসহ' (ওয়াল খারীস) শব্দও যোগ করেছেন। পরে যুক্তের মাধ্যমে আমরা খায়বর জয় করলাম। তখন যুক্তবন্ধীদের সমবেত করা হলো। দিহ্যা (রা) এসে বললেন : হে আল্লাহর নবী ! বন্ধীদের থেকে আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বললেন : যাও, তুমি একটি দাসী নিয়ে যাও। তিনি সাফিয়া বিনত হয়াই (রা)-কে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল : ইয়া নবীয়াল্লাহ! বনু কুরাইয়া ও বনু নায়িরের অন্যতম নেতৃ সাফিয়া বিনত হয়াইকে আপনি দিলেন? তিনি তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বললেন : দিহ্যাকে সাফিয়াসহ ঢেকে আন। তিনি সাফিয়াসহ উপস্থিত হলেন। যখন নবী ﷺ সাফিয়া (রা)-কে দেখলেন তখন (দিহ্যাকে) বললেন : তুমি বন্ধীদের থেকে অন্য একটি দাসী দেখে নাও। রাবী বলেন : নবী ﷺ সাফিয়া (রা)-কে আয়াদ করে নিলেন এবং তাঁকে বিয়ে করলেন। রাবী সাবিত (র) আবু হায়য়া (আনাস) (রা)-কে জিজেসা করলেন ; নবী ﷺ তাঁকে কি মাহুর নিলেন? আনাস (রা) জিজেস নিলেন ; তাঁকে আয়াদ করাই তাঁর মাহুর। এর বিনিময়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করেছেন। এরপর পথে উচ্চে সুলায়ম (রা) সাফিয়া (রা)-কে সাজিয়ে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদমতে পেশ করলেন। নবী ﷺ বাসর রাত যাপন করে ভোরে উঠলেন। তিনি ঘোষণা নিলেন : যার কাছে খানার কিছু থাকে সে যেন তা নিয়ে আসে। এ বলে তিনি একটা চামড়ার দণ্ডরখান বিছালেন। কেউ খেজুর নিয়ে আসলো, কেউ ঘি আনলো। 'আবদুল 'আয়ির (র) বলেন : আমার মনে হয় আনাস (রা) ছাতুর কথাও উল্লেখ করেছেন। তারপর তাঁরা এসব মিশিয়ে খাবার তৈরী করলেন। এ-ই ছিল রাসূল ﷺ-এর ওয়ালীমা।

٢٥٤. بَأْبُو كَعْبٍ كُمْ تُصْلِيَ الْمَرْأَةُ فِي الْتِبَابِ
وَقَالَ مِكْرِمٌ لَّوْلَارَثُ جَسَدُهَا فِي نُوبَ لَا جَزْنَةٌ

২৫৪. পরিষেদ : মহিলারা সালাত আদায় করতে কয়টি কাপড় পরবে 'ইকরিমা (র) বলেন : যদি একটি কাপড়ে মহিলার সমস্ত শরীর ঢেকে যায় তবে তাতেই সালাত জায়েয় হবে

اللَّهُ تَعَالَى يُصْلِي الظَّفَرَ فَتَشَهَّدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلِّفَاتٍ فِي مَوْطِئِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بَيْوَتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

৩৬৫ আবুল ইয়ামান (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ফজরের সালাত আদায় করতেন আর তাঁর সঙ্গে অনেক মু'মিন মহিলা চাদর দিয়ে গা ঢেকে শরীক হতো। তারপর তারা নিজের ঘরে ফিরে যেতো। আর তাদের কেউ চিনতে পারতো না।

২৫৫. بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ظُبُرٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرٌ إِلَى عَمَلِهَا

২৫৫. পরিষেব : কারুকার্য খচিত কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং ঐ কারুকার্য দৃষ্টি পড়া
৩৬৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
 الشَّيْءَ تَعَالَى فِي خَمِيصَةِ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظَرَةً فَلَمَّا اتَّصَرَّفَ قَالَ إِذْهَبُوا بِخَمِيصَتِيْ هَذِهِ
 إِلَى أَبِيْ جَهْرٍ وَأَتْقُونَنِي بِأَشْجَانِيْ أَبِيْ جَهْرٍ فَإِنَّهَا الْبَهْتَرُ أَنْقَاعًا عَنْ صَلَاتِيْ * وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَرْوَةَ عَنْ أَبِيْ
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ تَعَالَى كُنْتَ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَقْتَلَنِيْ .

৩৬৭ আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা একটি
 কারুকার্য খচিত চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করলেন। আর সালাতে সে চাদরখানা আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও, আর তার কাছ থেকে
 আমবিজ্ঞিয়া (কারুকার্য ছাড়া মোটা চাদর) নিয়ে আস। এটা তো আমাকে সালাত থেকে অমনোযোগী করে
 দিছিল। হিশাম ইবন 'উরওয়া (র) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ
 বলেছেন : আমি সালাত আদায়ের সময় এর কারুকার্যের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। তখন আমি আশংকা
 করছিলাম যে, এটা আমাকে ফিতনায় ফেলে দিতে পারে।

২৫৬. بَابُ أَنْ صَلَّى فِي ظُبُرٍ مُحْسِنٌ أَوْ تَصَابِيرٌ هُلْ تَقْسِمُ صَلَاتَةَ، وَمَا يَنْهَا عَنْ ذَلِكَ

২৫৬. পরিষেব : ক্রম চিহ্ন অথবা ছবিযুক্ত কাপড়ে সালাত ফাসিদ হবে কিনা এবং এ সবকে
 নিষেধাজ্ঞা

৩৬৭ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ صَهْبَيْ عَنْ
 أَنَسِ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ تَعَالَى أَمْبِطَيْ عَنْ قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَرْبَلُ تَصَابِيرَ
 تَعْرِضُ فِي صَلَاتِيْ .

৩৬৭ আবু মা'মার 'আবদুল্লাহ ইবন আমর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা (রা)-এর কাছে একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দা কাপড় ছিল। তিনি তা খরের এক দিনে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। নবী ﷺ বলেন : আমার সম্মুখ থেকে এই পর্দা সবিলে নাও। কারণ সালাত আদায় করার সময় এত ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে।

২৫৭. بَابُ مِنْ صَلَّى دِينُ فِرْدُوْزِ حَرِيرٍ لِمُتَزَفَّةٍ

২৫৭. পরিষেবা : রেশমী জুকা পরে সালাত আদায় করা ও পরে তা খুলে ফেলা।

৩৬৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْهِيُّ عَنْ يَرِيدَةِ عَنْ عَقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَعْدَى إِلَى الَّذِي كُلَّتِيهِ فِرْدُوْزِ حَرِيرٍ فَلَيْسَ نَصْلِي فِيهِ لَمْ اتَّصَرَفْ فِرْدُوْزَةَ فَرْدُوْزَةَ شَرِيكَةً كَالْكَارِدَةِ وَقَالَ لَا يَتَشَفَّى هَذَا لِلْمُتَقْنِينَ .

৩৬৯ 'অবদুল্লাহ ইবন ইউবুক (র).....'উকবা ইবন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-কে একটা রেশমী জুকা হাদিয়া হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে সালাত আদায় করলেন। কিন্তু মালত শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত তা খুলে ফেললেন, যেন তিনি তা পরা অপসন্দ করছিলেন। তারপর তিনি বললেন : মুগ্ধাকীদের জন্যে এই পোশাক সমীরীন নয়।

২৫৮. بَابُ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبَةِ الْأَخْمَرِ

২৫৮. পরিষেবা : শাল কাপড় পরে সালাত আদায় করা

৩৬৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْغَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ أَبِي رَانِيَةَ عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي جَعْفَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَبْرِ حَسَرَاءَ مِنْ أَدْمَرِ وَرَأَيْتُ بِلَلَّا أَخْذَ وَضْوَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَشَبَّهُنَّ ذَلِكَ الْوَضُوءُ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَسْعِيْرٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخْذَ مِنْ بَلَلٍ يَدْ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَلَّا أَخْذَ عَزْرَةَ لَهُ فَرَكَرَقَ وَخَرَجَ الْتَّبِعُونَ فِي حَلَةٍ حَمْرَاءَ مُشَبِّهِمَا صَلَّى إِلَى الْعَزْرَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتِيْنَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالْوَوَابَ يَعْرُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّ الْعَزْرَةِ .

৩৭০ মুহাম্মদ ইবন 'আর'আরা (র).....আবু জুহায়াফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বাদুল্লাহ ইবন 'আর'-কে চামড়ার একটি শাল তাঁরুতে দেখলাম এবং তাঁর জন্য উৎসুর পানি নিয়ে বিসাল (রা)-কে উপস্থিত দেখলাম। আর লোকেরা তাঁর উৎসুর পানির জন্যে প্রতিযোগিতা করছে। কেউ সামাজা পানি পাওয়া মাত্র তা স্থিয়ে শ্বারীর মুছে নিজে। আর যে পান্নাটি সে তার স্বারীর ভিজ হাত থেকে নিয়ে নিজে। তারপর বিসাল (রা) বিস্তুরাহ ইবন 'আর'-এর একটি লৌহমলক্ষ্যুক্ত ছাড়ি নিত্রে এসে তা যাচিতে রুতে দিসেন। নবী ﷺ একটা শাল

ভেরাযুক্ত পোশাক পরে বের হলেন, তাঁর তহবিল কিম্বিত উচু করে পরা ছিল। সে ছড়িটি সামনে রেখে লোকদের নিয়ে দুর্বাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর মানুষ ও জন্ম-জানোয়ার এই ছড়িটির বাইরে চলাফেরা করছিলো।

٢٥٩. بَابُ الصُّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمُتَبَرِّئِ الْغَشِّ

فَإِنْ أَبْوَعَ عَبْدَ اللَّهِ وَلَمْ يَرِدْ الْحَسْنُ بِأَسْأَىٰ أَنْ يُصْلَىٰ عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِيرِ وَإِنْ جَرِيَ تَحْتَهَا بَقْلُ أَوْ قَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بِيَتَهُمَا سُنْدَرٌ وَمِثْلٌ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْفَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْأَيَامِ وَمِثْلُ إِبْرَهِيمَ عَلَى التَّلْجِ

২৫৯. ছাদ, মিহর ও কাঠের উপর সালাত আদায় করা

আবু 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন : হাসান বসরী (র) বরফ ও পুলের উপর সালাত আদায় করা দৃশ্যমান মনে করতেন না-যদিও তাঁর নীচ দিয়ে, উপর দিয়ে অথবা সামনের দিক দিয়ে পেশাব প্রবাহিত হয় ; যদি উভয়ের মাঝে কোন ব্যবধান থাকে। আবু হুরায়রা (রা) মসজিদের ছাদে ইমামের সাথে সালাত আদায় করেছিলেন। ইবন 'উমর (রা) বরফের উপর সালাত আদায় করেছেন

٣٧. حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَفَعَ الْمُتَبَرِّئِ فَقَالَ مَا يَقْرَئُ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مَيْتٌ مُؤْمِنٌ أَمْ لَلْغَابَةِ عَمِيلٌ فُلَانٌ مُؤْلَىٰ فَلَانَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ عُلِّلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ كَبِيرًا وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَا رَكْعَ وَدَعَكَ النَّاسُ خَلْفَهُ لَمْ رَفَعْ رَأْسَهُ لَمْ رَجَعْ الْقَمَقَرِيَ فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ عَادَ إِلَى الْمُتَبَرِّئِ لَمْ قَرَأْ لَمْ رَكَعَ لَمْ رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ رَجَعَ الْقَمَقَرِيَ حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَانَهُ ۝ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَانَنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلَ رَحْمَةً اللَّهِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَانِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتُبَرِّئَ كَانَ أَعْلَىٰ مِنَ النَّاسِ فَلَا بِأَسْ أَنْ يَكُونَ الْأَيَامُ أَعْلَىٰ مِنَ النَّاسِ بِهَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ إِنْ سُفِيَّانَ بْنَ عَيْنَةَ كَانَ يُسَأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَسْعَفْهُ مِنْهُ قَالَ لَا ۝

৩৭০ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা সাহল ইবন সাদ (রা)-কে জিজাসা করল : (নবী ﷺ -এর) মিহর কিসের তৈরী ছিল? তিনি বললেন : এ বিষয়ে আমার চাইতে বেশী জাত আর কেউ নেই। তা ছিল গাবা নামক স্থানের আউগাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। অঙ্কু মহিলার আয়ালকৃত দাস অমুক বাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে তা তৈরী করেছিল। তা পুরোপুরি তৈরী ও শাখিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে মুখ করে তাকবীর বললেন। লোকেরা

তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁরপর তিনি কিরাওআত পড়লেন ও কম্ভূতে গেলেন। সকলেই তাঁর পেছনে কম্ভূতে গেলেন। তাঁরপর তিনি মাথা তুলে পেছনে সরে গিয়ে মাটিতে সিজদা করলেন। আবার মিথরে ফিরে আসলেন এবং কিরাওআত পড়ে কম্ভূতে গেলেন। তাঁরপর তাঁর মাথা তুললেন এবং পেছনে সরে গিয়ে মাটিতে সিজদা করলেন। এ হলো মিথরের ইতিহাস। আবু 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন: 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র) বলেছেন যে, আমাকে আহমদ ইবন হাসল (র) এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন: 'আমার ধারণা, নবী ﷺ সবচাইতে উচু স্থানে ছিলেন। সুতরাং ইমামের মুকাদ্দিসের জাইতে উচু স্থানে দাঁড়ানোতে কোন দোষ নেই।

'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র) বলেন: 'আমি আহমদ ইবন হাসল (র)-কে বললাম: 'সুফিয়ান ইবন 'উয়ায়না (র)-কে এ বিষয়ে বহুবার প্রশ্ন করা হয়েছে, আপনি তাঁর কাছে এ বিষয়ে কিছু শোনেন নি? তিনি জবাব দিলেন: না।

٢٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوَيْلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرْسِيهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَيْفَةُ وَالَّذِي مِنْ بَيْنِ أَعْيُنِهِ شَهَرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرِبَةٍ لَهُ دَرْجَتُهَا مِنْ جُنُونِ النَّخْلِ فَلَمَّا أَصْحَابَهُ يَعْوَدُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ . فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جَعَلْتُ الْأَيَامَ لِيُؤْتَمْ بِهِ فَإِنَّمَا كَبِيرٌ فَكَبِيرٌ، وَإِنَّمَا رَكْعٌ فَأَرْكَعُوا، وَإِنَّمَا سَجْدَةً فَاسْجُدُوا، وَإِنَّمَا قَلْمَنْيَا فَصَلَّوْا قَلْمَنْيَا، وَنَزَلَ لِيُشْرِمُ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَلْيَتْ شَهَرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وَعِشْرُونَ .

৩৭১ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রহীম (র).....আনস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন, এতে তাঁর পায়ের 'গোছায়' অথবা (রাবী বলেছেন) 'কাঁধে' আঘাত পান। তিনি তাঁর ঝুঁটীদের থেকে এক মাসের জন্মে পৃথক হয়ে থাকেন। তখন তিনি ঘরের উপরের কক্ষে অবস্থান করেন যার সিঁড়ি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের তৈরী। সাহাবীগণ তাঁকে দেখতে এলেন, তিনি তাঁদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করলেন, আর তাঁরা ছিলেন দাঁড়ানো। সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন: 'ইমাম এজনে যে, মুকাদ্দিস তাঁর অনুসরণ করবে।' সুতরাং ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে, তিনি কম্ভূ করলে তোমরাও কম্ভূ করবে। তিনি সিজদা করলে তোমরাও করবে। ইমাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। তাঁরপর উন্নিশ দিন পূর্ণ হলে তিনি নেমে আসলেন। তখন লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো এক মাসের শপথ করেছিলেন। তিনি বললেন: 'এ মাস উন্নিশ দিনের।'

২৬. بَابُ إِذَا أَصَابَ ثُبُّ الْمُحْسِلِينَ إِمْرَانَةً إِذَا سَجَدَ

২৬০. পরিচ্ছেদ: মুসল্লীর কাপড় সিজদা করার সময় ঝীর পায়ে লাগা

২৭২ حَدَّثَنَا مُسْنَدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আখেরী আয়লের ঘারা ও ঘরবশতঃ ইমাম বসে সালাত আদায় করলে মুকাদ্দিশগ্রহণ করে সালাত আদায় করার দক্ষ রাখিত হয়ে পিয়েছে। (উমদাতুল কৃতি ৪খ., পৃ. ১০৬)

اللَّهُ تَعَالَى يُصْلِي وَأَنَا حِذَاءُ وَأَنَا حَابِضٌ وَرِبِّيَا أَصَابَتِي ثُوَبَةٌ إِذَا سَجَدَ قَاتِلٌ وَكَانَ يُصْلِي عَلَى الْخُمْرَةِ .

৩৭২ [মুসাফিদ (র)].....মারমূনা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : **রাসূলুল্লাহ** ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন হাতের অবস্থায় থাকা সত্রেও আমি তাঁর বরাবর বসে থাকতাম। কখনো কখনো তিনি সিজদা করার সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ে লাগতো। আর তিনি ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন।

২৬১. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

وَصَلَّى جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعْيَدٍ فِي السُّقْيَةِ قَاتِلًا، وَقَالَ الْحَسَنُ تُصَلِّيَ قَاتِلًا مَالِمَ تَشْفَقُ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعْهَا وَالْأَقْفَادُ عِدًا

২৬১. পরিষেদ : চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা

জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ ও আবু সাঈদ (রা) নৌকায় দাঢ়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। হাসান (র) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধীদের জন্যে কটকর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঢ়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর নৌকার দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ঘুরে যাবে। অন্যথায় বসে সালাত আদায় করবে

৩৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَذَّةً مُلْكَةً دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى لِطَعَامِ صَنْعَتَهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلَا صَلَّ لِكُمْ قَالَ أَنْسٌ فَقَتَلَ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدٌ مِنْ طُولِ مَالِبْسِ فَنَضَحَتْهُ بِمَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَصَنَعَتْ وَالْيَتِيمُ وَرَأَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

৩৭৪ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর দাদী মূলায়কাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন, যা তাঁর জন্যই তৈরী করেছিলেন। তিনি তা থেকে খেলেন, এরপর বলেন : উঠ, তোমাদের নিয়ে আমি সালাত আদায় করি। আনাস (রা) বলেন : আমি আমাদের একটি চাটাই আনার জন্য উঠলাম, তা অধিক ব্যবহারে কাল হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি সেটি পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের জন্য দাঢ়ালেন। আর আমি এবং একজন ইয়াতীম বালক (যুমায়রা) তাঁর পেছনে দাঢ়ালাম আর বৃক্ষ দাদী আমাদের পেছনে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন।

২৬২. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

২৬২. পরিষেদ : ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা

৩৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْيَمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ

فَالْتَّ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَ .

৩৭৪ [আবুল ওলীদ (র). মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন।]

৩৬২ . بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقِرَاشِ وَصَلَّى أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ أَنْسٌ كَثُرَ نَصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى تَوْبِيهِ

২৬৩. পরিষেদ : বিছানায় সালাত আদায় করা আনাস ইবন মালিক (রা) নিজের বিছানায় সালাত আদায় করতেন। আনাস (রা) বলেন : আমরা নবী ﷺ - এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ কেউ নিজ কাপড়ের উপর সিজদা করতো

৩৭৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي التَّسْرِيرِ مَوْلَى عَمْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَا مُبَيِّنَ يَدِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلِي فِي قَبْلَتِي فَإِذَا سَجَدَ غَرْبَنِي فَقَبضَتْ رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بِسْطَتُهُمَا قَالَتْ وَالْبَيْوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .

৩৭৫ [ইসমাইল (র). নবী ﷺ - এর স্ত্রী 'আরিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর সামনে ঘুমাতাম, আমার পা দু'খানা তাঁর কিবলার দিকে ছিল। তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন, তখন আমি পা দু'খানা সংকুচিত করতাম। আর তিনি দাঢ়িয়ে গেলে আমি পা দু'খানা সম্প্রসারিত করতাম। তিনি বলেন : সে সময় ঘরগুলোতে বাতি ছিল না।]

৩৭৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتَرَاضَ الْجَنَازَةِ .

৩৭৬ [ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র).... 'আরিশা (রা)-কে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করতেন আর তিনি ['আরিশা (রা)] রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর কিবলার মধ্যে পারিবারিক বিছানায় জানাদার মত আড়াআড়িভাবে ওয়ে থাকতেন।]

৩৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْثُ عَنْ يَزِيدٍ عَنْ عُرْوَةِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةَ مُعْتَرِضَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامُونَ عَلَيْهِ .

৩৭৭ [আবদুল্লাহ ইউসুফ (র).... 'আরিশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন, আর 'আরিশা (রা) তাঁর ও তাঁর কিবলার মাঝখানে তাঁদের বিছানায় ওয়ে থাকতেন।]

٢٦٤. بَابُ السُّجُودِ عَلَى التُّوبِ فِي شِدْدَةِ الْحَرَقَانِ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَنْشُورِ وَيَدَاهُ فِي كُبَّةٍ

২৬৪. পরিষেদ : প্রচল গ্রন্থের সময় কাপড়ের উপর সিজদা করা হাসান বসরী (র) বলেন, লোকেরা পাগড়ি ও টুপির উপর সিজদা করতো আর তাদের হাত থাকতো আন্তিমের ভিতর

٢٧٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمُفْضِلِ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَانُ عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ فَلَمَّا فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ التُّوبِ مِنْ شِدْدَةِ الْحَرَقَانِ فِي مَكَانِ السُّجُودِ .

৩৭৮ [আবুল ওলীদ ইশাম ইবন 'আবদুল মালিক (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ কেউ সিজদার সময় অধিক গ্রন্থের কাপড়ের প্রান্ত সিজদার স্থানে রাখতো।

٢٦٥. بَابُ الصُّلَوةِ فِي النَّعَالِ

২৬৫. পরিষেদ : জুতা পরে সালাত আদায় করা

٢٧٩ حَدَّثَنَا أَدْمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَّ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ فَلَمَّا يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ .

৩৭৯ [আদম ইবন আবু ইয়াস (র).....আবু মাসলামা সাইদ ইবন ইয়ায়ীদ আল-আখ্মী (র) বলেন : আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবী ﷺ কি তাঁর ন্যালাইন (চপ্পল) পরে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্য।

٢٦٦. بَابُ الصُّلَوةِ فِي الْخِفَافِ

২৬৬. পরিষেদ : মোজা পরে সালাত আদায় করা

٢٨. حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَعَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَامَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرَيْنِ عَبْدَ اللَّهِ بَالَّمْ تَوْضِعُ وَمَسْحُ عَلَى خَفَافِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُلِّمَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ فَلَمَّا صَنَعَ مِثْلَ هَذَا • قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يَعْجِبُهُ لَأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ أَخْرِ مَنْ أَسْلَمَ .

৩৮০ [আদম (র).....হাম্মাম ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জারীর ইবন 'আবদুল্লাহ

(ر)-কে দেখলাম যে, তিনি পেশাৰ কৱলেন। তাৰপৰ উয়ু কৱলেন আৱ উভয় মোজাৰ উপৰে মসেহ কৱলেন। তাৰপৰ তিনি দাঙ্গিয়ে সালাত আদায় কৱলেন। তাঁকে জিজাসা কৰা হলে তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ-কেও এতুপ কৱতে দেখেছি। ইবরাহীম (র) বলেন : এই হানীস মুহাম্মদীনৰ কাছে অত্যন্ত পসন্দনীয়। কাৰণ জারীৰ (রা) ছিলেন নবী ﷺ-এৰ শেষ মুগেৱ ইসলাম প্ৰাহণকাৰীদেৱ একজন।

٢٨١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الْمُغَfirَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ وَضَّأَتُ النُّبُّيُّ فَلَمْ يَكُنْ فَقْسَحَ عَلَى حَقِيقَةِ وَصْلِيِّ .

٣٨١ ইসহাক ইবন নাসুর (র).....মুলীৰা ইবন ত'বা (রা) থেকে বৰ্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে উয়ু কৱিয়েছি। তিনি (উয়ুৱ সময়) মোজা দুটিৰ উপৰ মসেহ কৱলেন ও সালাত আদায় কৱলেন।

٢٦٧. بَابُ إِذَا لَمْ يُتْمِمْ السُّجُودُ

২৬৭. سিজদা পূর্ণভাৱে না কৱলে

٢٨٢ أَخْبَرَنَا الصَّلَتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِينِ وَائِلٍ عَنْ حَدِيقَةِ رَأَى رَجُلًا لَا يُتْمِمُ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حَدِيقَةٌ مَا صَلَيْتَ قَالَ وَاحْسِبْهُ مَنْ لَوْ مَتْ مُتْ عَلَى غَيْرِ سُنْتِ مُحَمَّدٍ فَلَمْ يَعْلَمْ .

٣٨٢ সালত ইবন মুহাম্মদ (র).....হ্যায়ফা (রা) থেকে বৰ্ণিত যে, এক বাড়ি তাৰ ঝুক্সি সিজদা পূরোপুরি আদায় কৱছিল না। সে যখন সালাত শেষ কৱলো তখন তাকে হ্যায়ফা (রা) বললেন : তোমাৰ সালাত টিক হয়নি। রাবী বলেন : আমাৰ মনে হয় তিনি (হ্যায়ফা) এ কথাও বলেছেন, (এ অবস্থা) তোমাৰ মৃত্যু হলে তা মুহাম্মদ ﷺ-এৰ তৰীকা অনুযায়ী হৰে না।

٢٦٨. بَابُ يُؤْدِيُّ حَسْبَيْهِ وَيُجَانِفُ جَنْبَيْهِ فِي السُّجُودِ

২৬৮. পরিষেদ : সিজদায় বাহুমূল খোলা রাখা এবং দু'পাশ আলগা রাখা

٢٨٣ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ بْنُ مُضْرِبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِينِ هُرْمَزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَبْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النُّبُّيُّ فَلَمْ يَكُنْ فَرْجُ بَنِ يَدِيهِ حَتَّى يَنْدُو بِيَاضٍ إِبْطَلِيًّا • وَقَالَ الْبَيْتُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ تَحْوِةً .

٣٨٣ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়ুর (র).....আবদুল্লাহ ইবন মালিক (রা) থেকে বৰ্ণিত যে, নবী ﷺ-সালাতেৰ সময় উভয় বাহু পৃথক রাখতেন। এমনকি তাৰ বগলেৱ উভয়তা প্ৰকাশ পেতো। লাইস (র) বলেন : জাফুৱ ইবন রবী'আহ (র) আমাৰ কাছে অনুৰূপ বৰ্ণনা কৱেছেন।

۲۶۹. بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيِّ الْقِبْلَةِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ

২৬৯. پরিষেব : کیبلامبুڑী ইওয়ার ফৰীলত

পায়ের আঙুলকেও কিবলাম্বুৰী রাখবে । আবু হুমায়ন (রা) নবী ﷺ থেকে একপ বর্ণনা করেছেন ।

২৮০ حَدَثَنَا عَفْرُوْ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبْنُ الْمَهْدِيِّ قَالَ حَدَثَنَا مُنْصُورٌ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ سِيَاهِ
عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبْلَتَنَا وَأَكْلَ نَبِيَّحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ
الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ .

৩৮৪ "আমর ইবন 'আবুসাম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ
ﷺ বলেন : যে বাকি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলাম্বুৰী হয় আর আমাদের যবেহ
করা প্রাণী থায়, সে-ই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিদ্বারা আল্লাহর
যিদ্বাদ্বারীতে বিদ্যান্ত করে না ।

২৮১ حَدَثَنَا نَعِيمٌ قَالَ حَدَثَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوْفَلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى
أَمْرَتُ أَنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَاتَلُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكْلُوا
نَبِيَّحَتَنَا فَقَدْ حَرَمْتُ عَلَيْنَا بِمَا ذُفْعَمْ وَأَنْوَاهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ . وَقَالَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَثَنَا
خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونَ بْنَ سِيَاهِ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبا حَمْزَةَ وَمَا يُحِرِّمُ دِمُ
الْعَبْدِ وَمَا لَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلَاتَنَا ، وَأَكْلَ نَبِيَّحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ
مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ . وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مَرِيمٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوبَ قَالَ حَدَثَنَا حُمَيْدٌ حَدَثَنَا
أَنْسٌ عَنِ النَّبِيِّ تَعَالَى .

৩৮৫ নু'আইম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :
আমাকে লোকের বিকলক জিহাদ করায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শীকার
করবে । যখন তারা তা শীকার করে নেয়, আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলাম্বুৰী হয় এবং
আমাদের যবেহ করা প্রাণী থায়, তখন তাদের জান-মালসমূহ আমাদের জন্য হাতায় হয়ে থায় । অবশ্য
কৃজের বা সম্পদের দাবীর কথা ভিন্ন । আর তাদের হিসাব আল্লাহর কাছে । 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)
হুমায়ন (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন : মাঝমূল ইবন সিয়াহ আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজাসা করলেন :

হে আবু হায়াহ, কিসে আনুমের জাল-মাল হচ্ছে হয়? তিনি জবাব দিমেন, যে ব্যক্তি গা ইলাহা ইস্লাম-র সাক্ষ দেয়, আমাদের কেবলামুরী হয়, আমাদের মত সালাত আদায় করে, আর আমাদের স্বেচ্ছ করা প্রশ্ন খাও, সে-ই মুসলিম। অন্য মুসলিমানের মতই তার অধিকার রয়েছে। আর অন্য মুসলিমানদের মতই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ইবন আবু মারওয়াহ, ইবাহিয়া ইবন আমুব (র),... অনাম ইবন ফালিক (বা) সূত্রে নবী মুর্রে থেকে (অনুজ্ঞপ) বর্ণনা করেন।

٤٧٠. بَأْبُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ

لَيْسَ فِي الْعَشْرِيقِ وَلَا فِي الْمَقْرِبِ تِبْلَةُ الْشَّيْءِ مَعَنْ لَا شَتَّقْبَلُوا الْقِبْلَةَ بِغَانِطٍ أَوْ بِوَلِّ وَلِكْنَ هَرَقْبَلَا أَوْ غَرِيبَلَا

২৭০. পরিচ্ছেদ ৪: মদীনা, সিঙ্গারা ও (মদীনার) পূর্ব দিকের অধিবাসীদের কিবলা কিবলা পূর্ব বা পশ্চিম নয়। কারণ নবী ﷺ বলেছেন ৪ তোমরা পায়খানা বা পেশাব করতে কিবলামুরী হবে না, বরং তোমরা। উক্তর অঞ্চলের অধিবাসীরা। পূর্বদিকে কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে

٤٨٦ [حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّاً قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدِ الْبَشْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقْتَلْتُمُ الْغَانِطَ فَلَا شَتَّقْبَلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا شَتَّدْبَرُوهَا وَلِكْنَ شَرَقُوهَا أَوْ غَرِيبُوهَا قَالَ أَبُو أَيْوبَ قَدِيمَةُ الشَّامِ فَوْجَدَنَا مَرَاجِعِنَ بَيْتِ قِبْلَةِ مَسْجِدِ رَبِّنَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ * فَعَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَعَيْتُ أَبَا أَيْوبَ عَنِ الْشَّيْءِ مَعَهُ مِثْلَهُ .]

৩৮৬ [আলী ইবন 'আব্দুল্লাহ (র)....., আবু আয়ুব আনসারী (বা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর বলেছেন ৪ যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠে দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে আবু আয়ুব আনসারী (বা) বলেন ৪ আমরা যখন সিরিয়ার এলায় তখন পায়খানাটোকে কিবলামুরী বানানো পেলাম। অমরা কিছুটা দূরে বসতাম এবং আল্লাহ আ'আলাম কাছে কয়া প্রার্থনা করতাম। দুর্দান্ত (র) 'আলো (বা) সূত্রে বর্ণন যে, আমি আবু আয়ুব (বা)-কে নবী ﷺ-এর দিকট থেকে অনুজ্ঞপ বর্ণন করতে উন্নেছি।

٤٧١. بَأْبُ قِبْلَةِ الْمَسَالِ وَأَتَخِلُّوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَسْلِلَ

২৭১. পরিচ্ছেদ ৫: মহান আল্লাহর বাণী ৪ মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানস্থলে গ্রহণ কর (১২ : ১২৫)

٤٨٧ [حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّاً قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنِ بَيْنَارَ قَالَ سَأَلْتُنَا أَبْنَ عَمْرٍ عَنْ دِرْجَلِ مَلَافِ

بِالْيَتِيْنِ الْعَشَرَةِ وَلَمْ يَطْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْأَةِ أَيْثَيْ اشْرَأَهُ فَقَالَ قَلِيلُ النَّبِيُّ تَعَالَى قَلَافٌ بِالْيَتِيْنِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْأَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْرَةُ حَسَنَةٍ وَسَائِنَةٍ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقْرِبُنَّهَا حَتَّى يَطْوِفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْأَةِ .

৩৪৭ হুমায়নী (র)..... আমর ইবন দীনার (র) বলেন ৪ আমরা ইবন উমর (রা)-কে এক বাড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম—যে বাড়ি উমরার জন্যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা-মাদুরায় না’ই করে নি, সে কি তার দ্বীর সাথে সঙ্গত হতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন, নবী ﷺ এসে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন, যাকেন্তে ইবনে হায়েমের কাছে দু’রাক ‘আত সালাত আদায় করেছেন আর সাফা-মাদুরায় সাঁজি করেছেন। তোমাদের আজ্ঞা আয়াতুল হাদুসের মধ্যে রয়েছে উক্ত আদর্শ। আমরা জাখিম ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন ৪ খাফ-মদুরায় না’ই করার আগ পর্যন্ত দ্বীর কাছে থাবে ন।

৩৪৮ حدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَمِي عَنْ سَيِّدِيْ يَعْنِيْ أَبْنِ أَبْنِ سَلَيْمَانَ قَالَ سَبْعَتْ مُجَاهِدًا قَالَ أَبْنِ أَبْنِ عَمَّرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ أَبْنِ عَمَّرَ فَأَشْبَلَهُ وَالنَّبِيُّ تَعَالَى فَدَخَلَ خَرْجَ وَاجِدًا بِلَا فَارِنًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلَتْ بِلَا فَارِنًا أَصْلَى النَّبِيِّ تَعَالَى فِي الْكَعْبَةِ قَالَ لَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ الَّتِيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلَتْ فَمَّا خَرَجَ فَصَلَّى فِي رَجْبِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ .

৩৪৯ মুশাফাদ (র)..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, এক বাড়ি ইবন উমর (রা)-এর নিকট এলেন, এবং বলেন ৪ ইনি হলেন বাসলুল্লাহ উক্ত, তিনি কাবা ঘore প্রবেশ করেছেন। ইবন উমর বলেন ৪ আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম এবং দেখলাম যে, নবী ﷺ কাবা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। আমি বিলাস (রা)-কে উভয় কপাটের মাঝখানে দাঢ়ানো দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি কাবা ঘore অঙ্গুষ্ঠৈর সাথে আপার করছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কাবা ঘore করার সময় তোমার বো নিকের দুই তাত্ত্ব মধ্যখানে দুই রাক ‘আত সালাত আদায় করেছেন। আশপাশ তিনি দের হলেন এবং কাবার সামনে দু’রাক ‘আত সালাত আদায় করলেন।

৩৫০ حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ حُرَيْبٍ عَنْ عَمَّاءِ قَالَ سَبْعَتْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ تَعَالَى الْيَتِيْنَ دَعَا فِي ثَوَابِهِ كُلَّهَا وَلَمْ يُصْلِحْ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قَبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ .

৩৫১ ইসহাক ইবন নসর (র)..... ইবন অব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ যখন নবী ﷺ কাবা ঘore করেন, তখন তার সকল দিকে দু’আ করেছেন, সালাত আদায় না করেই বেরিয়ে এসেছেন এবং বের হওয়ার পর কাবার সামনে দু’রাক ‘আত মালাতে অদ্দায় করেছেন, আর বলেছেন, এই কি বলা।

٢٧٢. بَابُ التَّوْجِهِ تَحْوِي الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ تَعَالَى إِسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ وَكَبِيرٌ

২৭২. পরিষেদ : যেখানেই হোক (সালাতে) কিরলামুখী হওয়া

আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : কিরলামুখী হও এবং তাকবীর বল

٣٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءً قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِيهِ إِسْلَقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى مِثْلَ تَحْوِيَتِ الْمَقْدِسِ سِتُّ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَوْجُهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَإِذَا لَمْ تَرَى تَغْلِبَ وَجْهَكَ فِي السَّاعَةِ فَتَوْجِهْ تَحْوِيَتَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السَّلَفُونَ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ مَا وَلَهُمْ عَنْ قِتْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ تَعَالَى رَجُلٌ مِّنْ خَرْجٍ بَعْدَ مَا صَلَّى فَعَزَّ عَلَى قَوْمٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ يُصَلِّوْنَ تَحْوِيَتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّ تَوْجِهَ تَحْوِيَتَ الْكَعْبَةِ فَتَحْرُفُ الْقَوْمَ حَتَّى تَوْجَهُوا تَحْوِيَتَ الْكَعْبَةِ .

৩৯০ 'আবদুল্লাহ ইবন রাজা' (র).....'বারা' ইবন 'আবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল মুকাদ্দাসমুখী হয়ে যোল বা সতের মাস সালাত আদায় করেছেন। আর 'রাসূলুল্লাহ ﷺ' কা'বার দিকে কিরলা করা পদক্ষ করতেন। মহান আল্লাহ নায়িল করেন : "আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি।" (২ : ১৪৮) তারপর তিনি কা'বার দিকে মুখ করেন। আর নির্বোধ লোকেরা—তারা ইয়াহুনী, বলতো, "তারা এ যাবত যে কিরলা অনুসরণ করে আসছিলো, তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল ; বজুন ; (হে নবী ﷺ)-এর সঙ্গে এক বাড়ি সালাত আদায় করলেন এবং বেরিয়ে গেলেন। তিনি আসরের সালাতের সময় আনসারগণের এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাইছিলেন। তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি বললেন : (তিনি নিজেই) সাক্ষী যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ' এর সঙ্গে তিনি সালাত আদায় করেছেন, আর তিনি ('রাসূলুল্লাহ ﷺ') কা'বার দিকে মুখ করেছেন। তখন সে গোত্রের লোকজন ঘূরে কা'বার দিকে মুখ করলেন।

৩৯১ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيهِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيْضَةَ نَزَلَ فَأَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ .

৩৯১ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র).....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী
কেবল নিজের সওয়ারীর উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন—সওয়ারী তাঁকে নিয়ে যে দিকেই মুখ করত
না কেন। কিন্তু যখন ফরয সালাত আদায়ের ইম্বা করতেন, তখন নিয়ে পড়তেন এবং কিবলার দিকে মুখ
করতেন।

٢٩٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَبْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَذْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ، قَالَ وَمَا ذَاكُ ، قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَقَلَّ رَجُلٌ يَأْتِي وَاسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ . فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوجْهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنْ يَأْتِكُمْ بِهِ - وَلَكِنَّ أَنَا أَبْشِرُكُمْ أَنَّكُمْ كَمَا تَتَسَوَّنُ فَإِذَا نَسِيْتُ ذَكْرَهُنِّيْنَ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَامِ فَلَيَتَحْرِي الصَّوَابَ فَلَيَتَمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيُسْلَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

৩৯২ 'উসমান (র).....'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। রাবী ইব্রাহীম (র) বলেন : আমার জানা নেই, তিনি বেশী করেছেন বা কম করেছেন। সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাতের মধ্যে নতুন কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন : তা কী? তাঁরা বললেন : আপনি তো একপ একপ সালাত আদায় করলেন। তিনি তখন তাঁর দু'পা ঘুরিয়ে কিবলামুখী হলেন। আর দু'টি সিজদা আদায় করলেন। এরপর সালাম ফিরালেন। পরে তিনি তোমাদের দিকে ফিরে বললেন : যদি সালাত সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তবে অবশ্যই তোমাদের তা জানিয়ে নিতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেহেন ভুল করে থাক, আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। আমি কোন সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্থরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কেউ সালাত সহকে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী সালাত পূর্ণ করে। তারপর যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা আদায় করে।

٢٧٣ . بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَمْ يَرَأِ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَّلَ فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ فِي رَجْعِهِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى

୨୭୩ ପରିଷ୍କାର : କିମ୍ବଳା ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା

ভুলবশত কিবলার পরিবর্তে অন্যদিকে মুখ করে সালাত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করা যাদের মতে আবশ্যকীয় নয়। নবী ﷺ যুহরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে মুসল্লীগণের দিকে মুখ করালেন। তার পারে বাকী সালাত পূর্ণ করালেন।

مُصْلَىٰ ، وَأَيْةُ الْحِجَابِ - قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْرَتْ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْجُجْنَ فَإِنَّهُ يَكْلِمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ،
فَنَزَّلْتُ أَيْةً الْحِجَابِ ، وَأَجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقِيرَةِ عَلَيْهِ ، فَقَلَّتْ لَهُنَّ غُشْرَبَةُ رَبِّهِ إِنْ طَلَقُكُنَّ أَنْ
يُبَذِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَنَزَّلْتُ هَذِهِ الْأَيْةَ .
قَالَ ابْنُ أَبِي مَرِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي ثَوْبَانَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّهَا بِهَذَا .

৩৯৩ 'আমর ইবন 'আওন (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমর (রা)
বলেছেন : তিনটি বিষয়ে আমার অভিমত আস্ত্রাহুর ওহীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। আমি বলেছিলাম, ইয়া
রাসূলগুরু! আমরা যদি মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বানাতে পারতাম! তখন এ আয়াত নাযিল হয় ;
"তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বানাও !"(২ : ১২৫)
(বিতীয়) পর্দার আয়াত, আমি বললাম ; ইয়া রাসূলগুরু! আপনি যদি আপনার সহধর্মীগণকে পর্দার
আদেশ করতেন! কেননা, সৎ ও অসৎ সবাই তাঁদের সাথে কথা বলে। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হয়। আর
একবার নবী ﷺ - এর সহধর্মীগণ অভিমান সহকারে একত্রে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তখন আমি
তাঁদেরকে বললাম ; রাসূলগুরু! যদি তোমাদের তালাক দেন, তাহলে তাঁর রব তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে
তোমাদের চাইতে উন্নত অনুগত স্তু দান করবেন। (৬৬ : ৫) তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

অপর সনদে ইবন আবু মালয়াম (র)..... আনাস (রা) থেকে অনুকূল বর্ণিত আছে।

৩৯৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ
بَيْنَ النَّاسِ بِقُبَابِهِ فِي صَلَاةِ الصُّبُّعِ إِذْ جَاءَهُمْ أَنْ فَقَالَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْبُلْلَةَ قُرْآنًا ، وَقَدْ
أَمْرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

৩৯৫ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক
সময় লোকেরা কৃত্বা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের নিকট এক ব্যক্তি
এসে বললেন যে, এ সালাত রাসূলগুরু! - এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। আর তাঁকে কাবামুরী হওয়ার
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই তোমরা কাবার দিকে মুখ কর। তখন তাঁদের চেহারা ছিল বায়তুল মুকাবাসের
দিকে। এ কথা শনে তাঁরা কাবার দিকে মুখ করে নিলেন।

৩৯৫ حَدَّثَنَا مُسْبِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شَعْبَةِ عَنْ أَبِي هِيمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى
النَّبِيِّ ﷺ الظَّهَرَ خَمْسًا فَقَالُوا أَرِيدُونَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَالَ فَأَلَوْا صَلَّيْتُ خَمْسًا فَشَلَّيْتُ رِجْلِيَّةَ وَسَجَدْتُ
سَجْدَتَيْنِ .

৩৯৬ মুসাকাদ (র).....'আবদুল্লাহ (ইবন মাস'উদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার নবী ﷺ
যুহরের সালাত পাঁচ বার 'আত আদায় করেন। তখন মুসল্লীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : সালাতে কি কিছু বৃক্ষ করা

হয়েছে, তিনি বললেন : তা কি? তারা বললেন : আপনি যে পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তিনি নিজের পা ধূরিয়ে (কিবলামুখী হয়ে) দুই সিঙ্গদা (সিঙ্গদা সাহ) করে নিলেন।

٢٧٤. بَابُ حَكْمِ الْبُرَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

২৭৪. পরিষেবা থৃথৃ হাতের সাহায্যে পরিষ্কার করা

৩৯৬ حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْلَمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى تُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى فِي وَجْهِهِمْ فَقَامَ فَحَكَمَ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ يَنْتَهِ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْرُقُنَّ أَحَدُكُمْ قَبْلَ قَبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدْمَيْهِ لَمْ أَخْذُ طَرْفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ لَمْ رَدَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ مَكْذَا .

৩৯৬ কুতায়বা (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিবলার দিকে (দেওয়ালে) 'কফ' দেখলেন। এটা তাঁর কাছে কষ্টদায়ক মনে হলো। এমনকি তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তিনি উঠে শিয়ে তা হাত দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে দৌড়ায় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা বলেছেন, তার ও কিবলার মাঝখানে তার রব আছেন। কাজেই, তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থৃথৃ না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে তা ফেলে। তারপর চাদরের আঁচল নিয়ে তাঁকে তিনি থৃথৃ ফেললেন এবং তার এক অংশকে অন্য অংশের উপর ভাঙ করলেন এবং বললেন : অথবা সে একপ করবে।

৩৯৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَمَ لَمْ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُصَبِّنَ فَلَا يَبْصُقُ قَبْلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَبْلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى .

৩৯৭ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকের দেওয়ালে থৃথৃ দেখে তা পরিষ্কার করে দিলেন। তারপর লোকদের দিকে ফিরে বললেন : যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে সে যেন তার সামনের দিকে থৃথৃ না ফেলে। কেননা, সে যখন সালাত আদায় করে তখন তার সামনের দিকে আল্লাহ তা'আলা থাকেন।

৩৯৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطِبًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ تُخَامَةً فَحَكَمَ .

৩৯৮ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....উগ্রুল মুহিমীন হযরত 'আহিশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকের দেওয়ালে মাকের শেষা, থৃথৃ কিংবা কক্ষ দেখলেন এবং তা পরিষ্কার করলেন।

٢٧٥. بَابُ حَدَّثَ النَّعْنَاطِ بِالْمَعْصِي مِنَ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ فَطِيلَةً عَلَى قَذْرِ رَطْبِ قَافِسِيَّةٍ - وَإِنْ كَانَ يَا بِسْمَ فَلَوْ

২৭৫. পরিষেদ ৪ কাকর দিয়ে অসজিদ থেকে নাকের শ্রেষ্ঠা পরিকার করয়

ইবন 'আকাস (র) বলেছেন ৪ খনি আর্দ্র আবর্জনায় তোমার পা কেল, তখন তা খুঁইয়ে
কেলবে, আর তকনো হলে খোয়ার অয়োজন নেই

। حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْتَفْعِلَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ سَعِيدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى رَأَى نَحَّامَةً فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاهُ حَصَّانَةً فَحَكَّاهَا
فَقَالَ لَهَا تَنْخَمْ أَحْدَكُمْ فَلَا يَتَخَمُ قَبْلَ وَجْهِيْ وَلَا عَنْ يَمِينِيْ وَلَا يَمِنْيِقُ عَنْ يُسَارِيْ أَوْ تَحْتَ قَدْمِيْ الْيُسْرَىِ ।

৩৯৯ **মুসা ইবন ইসমাইল (র).....আবু হুরায়রা ও আবু সাইদ (যুবরাজ) (র)** থেকে বর্ণিত যে, রামসূলাহ
ক্ষেত্রে মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখে কাকর নিয়ে তা মুছে ফেলালেন। তারপর তিনি বললেন ৪ তোমাদের
কেউ যেন সামনের দিকে অথবা ডান দিকে কফ না কেলে, এবং সে যেন তা তার বাম দিকে অথবা তার দাঁ
পায়ের নীচে ফেলে।

٢٧٦. بَابُ لَا يَنْصُلُ مِنْ يُمْنِيْهِ فِي الصَّلَاةِ

২৭৬. পরিষেদ ৪ সালাতে ডান দিকে খুঁতু ফেলবে না

। حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتْمَةُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ
وَابْنَ سَعِيدَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى رَأَى نَحَّامَةً فِي حَاجِزِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى حَصَّانَةً فَحَكَّاهَا فَلَمْ
فَقَالَ لَهَا تَنْخَمْ أَحْدَكُمْ فَلَا يَتَخَمُ قَبْلَ وَجْهِيْ وَلَا عَنْ يَمِينِيْ وَلَا يَمِنْيِقُ عَنْ يُسَارِيْ أَوْ تَحْتَ قَدْمِيْ الْيُسْرَىِ ।

৪০০ **ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র).....আবু হুরায়রা (র) ও আবু সাইদ (যুবরাজ) (র)** থেকে বর্ণিত যে,
রামসূলাহ ক্ষেত্রে মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখলেন। রামসূলাহ ক্ষেত্রে কিছু কাকর নিলেন এবং তা মুছে
ফেলালেন। তারপর তিনি বললেন ৪ তোমাদের কেউ কফ ফেলকে তা যেন সে সামনে অথবা ডান না ফেলে।
বরং (অযোজনে) সে বী দিকে অথবা বী পায়ের নীচে ফেলবে।

৪০১ **حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍونَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَّابٌ قَالَ أَخْبَرَنِيْ فَتَنَاهُ قَالَ سَبَقْتُ أَنْسًا قَالَ قَالَ الشَّيْءُ بِغَيْرِهِ لَا
يَنْفَعُ أَحْدَكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يُمْنِيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يُسَارِيْ أَوْ تَحْتَ رِجْلِيْ ।**

৪০২ **হাফস ইবন উমর (র).....আনস (র)** থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, নবী ﷺ বলেছেন ৪ তোমাদের
কেউ যেন তার সামনে বা ডানে খুঁতু না ফেলে; বরং তার বাঁয়ে অথবা বী পায়ের নীচে ফেলে।

٢٧٧. بَابُ لِيَعْصُمُ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدْمِهِ الْيُسْرَىٰ

২৭৭. পরিষেদ : খুব্ব যেন বী দিকে অথবা বী পায়ের নীচে ফেলে

٤٠٢ حَدَّثَنَا أَدْمَقُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَبْصَرَ نَخَامَةً فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْرُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمْنَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدْمِهِ الْيُسْرَىٰ

৪০২ আদম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিন যখন সালাতে থাকে, তখন সে তার রবের সঙ্গে একত্বে কথা বলে। কাজেই সে যেন তার সামনে, ডানে খুব্ব না ফেলে, বরং তার বী দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলে।

٤٠٣ حَدَّثَنَا عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّاً حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَاهُ بِحَصَّةٍ . ثُمَّ نَهَى أَنْ يُبَرُّقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمْنَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدْمِهِ الْيُسْرَىٰ

وَعَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعْ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ نَحْوَهُ -

৪০৩ 'আলী (র).....আবু সাইদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার মসজিদের কিবলার দিকের দেওয়ালে কফ দেখলেন, তখন তিনি কাঁকর দিয়ে তা মুছে দিলেন। তারপর সামনের দিকে অথবা ডান দিকে খুব্ব ফেলতে নিষেধ করলেন। কিন্তু (প্রয়োজনে) বী দিকে অথবা বী পায়ের নীচে ফেলতে বললেন।

খুদরী (র) হমাইদ (র)-এর মাধ্যমে আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে অনুজ্ঞপ বর্ণিত আছে।

٢٧٨. بَابُ كَفَارَةِ الْبَرَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

২৭৮. পরিষেদ : মসজিদে খুব্ব ফেলার কাফ্ফারা

٤٠٤ حَدَّثَنَا أَدْمَقُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَفَارَةُ الْبَرَاقِ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيبَةٌ وَكَفَارَتُهَا دَقْنَهَا .

৪০৪ আদম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মসজিদে খুব্ব ফেলা গুণহীন, আর তার কাফ্ফারা (প্রতিকার) হল তা পুঁতে ফেলা।

٢٧٩. بَابُ دَقْنِ النَّخَامِ فِي الْمَسْجِدِ

২৭৯. পরিষেদ : মসজিদে কফ পুঁতে ফেলা

٤٠٥ حَدَّثَنَا إِشْحَقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْنَى مَأْمَارٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْحَثُ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُتَاجِرُ اللَّهُ مَا دَامَ فِي مُصْلَاهٍ وَلَا عَنْ يُعْيِنِيهِ فَإِنْ عَنْ يُعْيِنِيهِ مَلْكًا وَلَيَبْحَثُ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدِيمِهِ فَيَدْفَعُهَا .

٤٠٥ ইসহাক ইবন নাসর (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে সে তার সামনের দিকে থুথু ফেলবে না। সে যতক্ষণ তার মুসল্লায় থাকে, ততক্ষণ যদ্যান আজ্ঞাহর সঙ্গে চুপে চুপে কথা বলে। আর ডান দিকেও ফেলবে না। কেননা, তার ডান দিকে থাকেন ফিরিশতা। সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে এবং পরে তা পুনৰ্তে ফেলে।

٢٨٠. بَابٌ إِذَا بَدَرَ الْبَزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثُوبِهِ

٤٠٦ ٢٨٠. পরিষেদ : থুথু ফেলতে বাধা হলে তা কাপড়ের কিনারে ফেলবে
حدَّثَنَا مَالِكٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا رُهْبَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى
نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَمَ بِيَدِهِ وَنَذَرَ إِلَيْهِ كَرَاهِيَّةً أَوْ رُؤْيَى كَرَاهِيَّةً لِذَلِكَ وَشَدَّدَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ
فِي صَلَوةِ فَانِسَا يُتَاجِرُ رَبِّهِ ، أَوْ رَبِّهِ بَيْتَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلَا يَبْرُغُنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدِيمِهِ لَمْ
أَخْذَا طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَرَّقَ فِيهِ وَرَدَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِهِ قَالَ أَوْ يَفْعُلُ هَكَذا .

٤٠٧ মালিক ইবন ইসমাইল (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিবলার দিকে (দেওয়ালে) কফ দেখে তা নিজ হাতে মুছে ফেললেন আর তার চেহারায় অসন্তোষ প্রকাশ পেল। বা সে কারণে তার চেহারায় অসন্তোষ প্রকাশ পেলো এবং এর প্রতি তার ক্ষোভ প্রকাশ পেল। তিনি বললেন : যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সঙ্গে চুপে চুপে কথা বলে। অথবা (বলেছেন) তখন তার রব কিবলা ও তার মাঝখালে থাকেন। কাজেই সে যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে, বরং (প্রয়োজনে) তার বাঁ দিকে বা পায়ের নীচে ফেলবে। তারপর তিনি চাদরের কেল ধরে তাতে থুথু ফেলে এক অংশের উপর অপর অংশ ভাঁজ করে দিলেন এবং বললেন : অথবা একুপ করবে।

٢٨١. بَابٌ عِظَةُ الْأَئِمَّةِ النَّاسَ فِي إِقْتَامِ الصَّلَاةِ وَذِكْرُ الْقِبْلَةِ

٤٠٨ ٢٨١. পরিষেদ : সালাত পূর্ণ করার ও কিবলার ব্যাপারে লোকদেরকে ইমামের উপদেশ দান
حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّزْنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَامِنَا فَوْاللَّهِ مَا يَخْفِي عَلَى خُشُوعِكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهَرِيِّ .

٤٠٩ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি মনে কর যে, আমার দৃষ্টি (কেবল) কিবলার দিকে? আজ্ঞাহর কসম! আমার কাছে তোমাদের

ପୁଣ୍ୟ' (ବିନ୍ୟ) ଓ କିମ୍ବା' କିମ୍ବା' ଗୋପନ ଥାକେ ନା । ଅବଶ୍ୟକ ଆସାର ପେଜନ ଥେବେଳ ତୋମାଦେର ଦେଖି ।

٤٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَلْيُعُ بْنُ سَلَيْمَانَ عَنْ هَلَالٍ بْنِ عَلَيْهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا لِكَ قَالَ مَلِكٌ مَلِكٌ
بِنَ الْبَشِّيرِ صَلَوةً لَمْ رَقِيَ الْمَبْتَرَ فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ وَقَبِي الرَّكُوعُ إِذِ لَأَرَكُمْ مِنْ وَدَائِمِي كَمَا أَرَكُمْ ।

୪୦୯ ଇରାହଇରା ଇବନ ସାଲିହ (ର).....ଆମାର ଇବନ ମାଲିକ (ର) ଥେବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେଛେନ : ନବୀ ମୁହମ୍ମଦ
ଆସାଦେରେ ନିକେ ସାଲାତ ଅଦ୍ୟ ବରାତନ । ତରଫରେ ତିନି ହିଚାଡ଼େ ଉଠିଲେନ ଏବଂ ଇରଶାଦ କରାଲେନ । ତୋମାଦେର
ସଲାତ ଓ ରକ୍ତାତ ଆମି ଅବଶ୍ୟକ ତୋମାଦେର ଆମାର ପେଜନ ଥେବେ ଦେଖି, ସେମନ ଏଥମ ତୋମାଦେର ଦେଖାଇ

୨୮୨. بَابُ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدٌ بَيْنَ هَلَائِنِ

୨୮୨. ପରିଚେଦ : ଅମ୍ବକ ଗୋପନ ମଦଜିଦ ବଲା ଯାଏ କି ?

୨୯୦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا سَلَّمَ
بَيْنَ الْخَلِيلِ الَّتِي أَصْمَرَتْ مِنْ الْحَقْيَاءِ وَأَعْدَمَهَا شَيْءَ الْوَدَاعِ وَسَابِقَ بَيْنَ الْخَلِيلِ الَّتِي لَمْ تَخْصُّ مِنَ الْثَّنِيَّةِ إِلَيْهَا
مَسْجِرٌ بَيْنَ زَدِيقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ كَانَ فِيمَنْ سَابِقَ بَهَا ।

୪୦୯ 'ଆବଦୁଲାହ ଇବନ ଇଟୁଫକ (ର).....'ଆବଦୁଲାହ ଇବନ ଉମର (ର) ଥେବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ, ରାମ୍‌ମୁଖାହ ମୁକ୍ତର ଯୁକ୍ତର
ଜାନେ ତୈରୀ ହୋଇଥିବାକେ 'ହାର୍ମ୍ୟା' (ନାୟକ ହାନ) ଥେବେ 'ସାଲିହି'ଡୁଲ ଘୋଷାନ 'ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଯେ-
ଛିଲେନ : ଆର ଯେ ଯୋଡ଼ା ଯୁକ୍ତେର ଜନେ ତୈରୀ ନାହିଁ, ମେ ଥୋଡ଼ାକେ 'ନାନିଆ' ଥେବେ ଶୁଣିଏକ ଶେଷେର ମଦଜିଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଦୋଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଯାଇଲେନ । ଆର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆବଦୁଲାହ ଇବନ ଉମର (ରା) ଅପରାଧୀ ଛିଲେନ ।

୨୮୩. بَابُ الْقِسْمَةِ وَشَعِيلِ الْقِنْوَهِ الْمَسْجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقِنْوَهُ الْعَدْقُ وَالْأَنْتَانِ قِنْوَانِ الْجَمَاعَةِ أَيْضًا قِنْوَانُ مِكْلُ صِنْوَوْ وَصِنْوَانِ

୨୮୩. ପରିଚେଦ : ମଦଜିଦେ କୋନ କିମ୍ବା ଭାଗ କରା ଓ (ଖେଳୁରେର) ଛଡ଼ା ବୁଲାନେ
ଆବୁ 'ଆବଦୁଲାହ ବୁଖାରୀ (ର) ବଲେନ, ଅନ୍ତିମ - ଅନ୍ତିମ ଏକହି ଜିନ୍ଦିସର ନାମ । ଏବଂ କିବିଧିନ
ଚିନ୍ତା ଓ ଚିନ୍ତା ସେମନ ଚିନ୍ତା ଓ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنَى أَبْنَ شَهَيْدَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ الْبَشِّيرَ
بِسَالِرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَشْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرُ مَلِكٍ أَنَّهُ يَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ
إِلَى الصَّوْرَةِ وَلَمْ يَلْقَطْ إِلَيْهِ فَهُمَا تَضَعَّ الصَّلَاةُ جَاءَ فَجِلسَ إِلَيْهِ فَهُمَا كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَلْأَعْطَاهُ إِلَّا جَاءَ

الْعَبَّاسُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادِيٌّ نَفْسِي وَفَادِيٌّ عَقِيلًا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ فِي
تَوْبَةِ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْلُهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْمَرْتُ بِعَصْبِهِمْ يَرْفَعُهُ إِلَيْيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيْهِ
لَا فَتَشَرِّبَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْمَرْتُ بِعَصْبِهِمْ يَرْفَعُهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيْهِ
فَشَرِّبَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يَتَبَعَّدُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا
عَجَبًا مِنْ حِرْصِيهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْهَا بِرْهَمٌ .

ইব্রাহীম (র).....আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : নবী ﷺ -এর কাছে বাহরাইন থেকে কিছু
মাল এলো। তিনি বললেন : এগুলো মসজিদে রেখে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এ যাবত যত মাল
আমা হয়েছে তার মধ্যে এ মালই ছিল পরিমাণে 'সবচে' বৰ্ণী। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে চলে গেলেন
এবং এর দিকে ভুক্তেপও করলেন না। সালাত শেষ করে তিনি এসে মালের কাছে পিয়ে বসলেন। তিনি
যাকেই দেখলেন, কিছু মাল দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে 'আবাস (রা)' এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ !
আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও 'আকীলের (এ দু'জন বদরের মুক্তে মুসলমানদের কয়েক
ছিলেন) পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : নিয়ে যান। তিনি তা কাপড়ে তরে
নিলেন। তারপর তা উঠাতে চেঁটা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কাউকে
বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বললেন : না। 'আবাস (রা)' বললেন : তাহলে আপনি নিজেই
তা তুলে দিন। তিনি বললেন : না। তারপর 'আবাস (রা)' তা থেকে কিছু মাল রেখে দিলেন। তারপর
আবার তা তুলতে চেঁটা করলেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কাউকে
আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়। তিনি বললেন : না। 'আবাস (রা)' বললেন : তাহলে আপনিই
আমাকে তুলে দিন। তিনি বললেন : না। তারপর 'আবাস (রা)' আরো কিছু মাল নাহিয়ে রাখলেন। এবার
তিনি উঠাতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই লোভ
দেখে এতই অবাক হয়েছিলেন যে, তিনি চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত 'আবাসের দিকে তাকিয়ে
থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে একটি দিরহাম বাকী থাকা পর্যন্ত উঠলেন না।

٢٨٤. بَابُ مَنْ دُعِيَ لِطَعَامِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ أَجَابَ فِيهِ

২৮৪. পরিষেদ : মসজিদে যাকে খাওয়ার দাওয়া হয়, আর যিনি তা কবূল করেন
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ وَجَدْتُ الشَّيْءَ تَعَالَى
فِي الْمَسْجِدِ وَمَعْهُ نَاسٌ فَقَتَّتْ نَعْمَانُ أَبْوَ طَلْحَةَ قَتَّتْ نَعْمَامُ فَقَالَ لِنَعْمَمَ قُولَهُ
فَوَمَا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ .

মসজিদে পেলাম আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সাহারী। আমি দাঢ়িয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন : তোমাকে কি আরু তালুহা পাঠিয়েছেন? আমি বললাম : জী হ্যাঁ। তিনি বললেন : খাবার জন্ম। আমি বললাম : জী হ্যাঁ। তখন তাঁর আশেপাশে যারা ছিলেন, তিনি তাঁদেরকে বললেন : উঠ। তারপর তিনি চলতে শুরু করলেন। (রাবী বলেন) আর আমি তাঁদের সামনে সামনে চললাম।

٢٨٥. بَابُ التَّفْسِيرِ وَالِعِقَادِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

২৮৫. পরিষেদ : মসজিদে বিচার করা ও নারী – পুরুষের মধ্যে ‘লিংআন’ করা
 ৪১১ حَدَثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ
 سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَهُ رَجُلًا أَيْقَنَهُ فَتَلَعَّنَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

৪১১ ইয়াহুয়া (র)..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলস্বাহ! কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে দেখতে পেলে কি তাকে সে হত্যা করবে? পরে মসজিদে সে ও তার স্ত্রী একে অন্যকে ‘লিংআন’ করল। তখন আমি উপস্থিত ছিলাম।

٢٨٦. بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّيْ حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أَمْرَوْ لَا يَتَجَسِّسُ

২৮৬. পরিষেদ : কারো ঘরে প্রবেশ করলে যেখানে ইজ্জা বা যেখানে নির্দেশ করা হয় সেখানেই সালাত আদায় করবে। এ ব্যাপারে বেশী খোজাখুজি করবে না

৪১২ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ قَالَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الرُّبِيعِ عَنْ عَيْهَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ تَعَالَى أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصْلِيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ فَقَالَ فَأَشْرَقْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَكَبَرَ النَّبِيُّ تَعَالَى فَنَصَنَقْتُ خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

৪১২ ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... ইতবান ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ঘরে এলেন এবং বললেন : তোমার ঘরের কোনু স্থানে সালাত আদায় করা পদ্ধতি কর? তিনি বলেন : তখন আমি তাঁকে একটি স্থানের দিকে ইশারা করলাম। নবী ﷺ তাকবীর বললেন : আমরা তাঁর পেছনে কাতার করে দাঢ়ালাম। তিনি দু'স্থানে আত সালাত আদায় করলেন।

٢٨٧. بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبَيْتِ

وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ حَازِبٍ فِي مَسْجِدِ دَارِهِ جَمَاعَةً

২৮৭. পরিষেদ : ঘরে মসজিদ তৈরী করা

‘বারা’ ইবন ‘আবিব (রা) নিজের বাড়ীর মসজিদে জামা’আত করে সালাত আদায় করেছিলেন বুখারী শরীফ (১)-১০

٤١٢

حدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرَ قَالَ حَدَثَنِي الْبَيْتُ قَالَ حَدَثَنِي عَقِيلُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعُ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عَبْيَانَ أَبْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَهِيدٍ بِدَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِيْ وَإِنَّا أَصْلَى لِقَوْمِيْ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَأَلَ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ لَمْ أُسْتَطِعْ أَنْ أَتَبَرَّعَ إِلَيْهِمْ فَأَصْلَى بِهِمْ وَقَدْنِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِيَنِي فَتَحَصَّلَنِي فِي بَيْتِيْ فَلَجَّدَهُ مُصْلِلَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَفْعُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ عَبْيَانٌ فَغَدَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْوَ بَكْرٍ حِينَ ارْتَقَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَذِنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ أَنَّ أَصْلَى مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرَّتْ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَرَ فَقَنَّا فَصَفَقْنَا فَصَلَّى رَكْعَتِنِيْ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحِبَسْتَنَا عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَتَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ نَوْعَدْنَاهُ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَاتِلُ مِنْهُمْ أَبْنَ مَالِكَ بْنِ الدُّخِيشِينِ أَوْ أَبْنَ الدُّخِيشِينَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا تَنْقِلْ ذَلِكَ إِلَّا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيبُهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَبَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ ۖ قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ ثُمَّ سَأَلَتْ الْحُصَنَيْنِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَحَدُ بْنَيْ سَالِرٍ وَهُوَ مِنْ سَرَائِبِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَقَهُ بِذَلِكَ ۖ ۖ

৮১৩) সা'ইদ ইবন 'উফায়ের (র).....মাহমুদ ইবন রাবী' আনসারী (রা) থেকে বলিষ্ঠ যে, 'ইত্বান ইবন মালিক (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লিল্লাহু আলেম মুহাম্মদ এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আনসারগণের অন্যতম, রাসূলুল্লাহ সাল্লিল্লাহু আলেম এর কাছে হাধির হয়ে আরয় করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার দৃষ্টিশক্তি ক্রাস পেজেছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের বাসস্থানের মধ্যবর্তী নিষ্পত্তিতে পানি জমে যাওয়াতে তা পরে হয়ে তাদের মসজিদে পৌছতে এবং তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতে সমর্থ হই না। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে তাশরিফ নিয়ে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং আমি সেই স্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিই। রাবী বলেন : তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লিল্লাহু আলেম বললেন : ইনশা আল্লাহ অভিবেই আমি তা করব। 'ইত্বান (রা) বলেন : পরদিন সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লিল্লাহু আলেম ও আবু বকর (রা) আমার ঘরে তাশরিফ আনেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লিল্লাহু আলেম ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসেই জিজাসা করলেন : তোমার ঘরের কোন স্থানে সালাত আদায় করা পদ্ধতি কর ? তিনি বলেন : আমি তাঁকে ঘরের এক প্রান্তের দিকে ইংগিত করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লিল্লাহু আলেম এবং তাকবীর বললেন। তখন আমরা ও দীড়ালাম

এবং কাতারবন্দী হলাম। তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। তিনি ('ইতবান') বলেন : আমরা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বসালাম এবং তাঁর জন্য তৈরী 'রাখীরাহ' নামক বাবার তাঁর সামনে পেশ করলাম। রাবী বলেন : এ সময় মহল্লার কিছু লোক ঘরে ভীড় জমালেন। তখন উপস্থিত গোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'মালিক ইব্ন দুখাইশিন' কোথায় ? অথবা বললেন : 'ইব্ন দুখতন' কোথায় ? তখন তাঁদের একজন জওয়াব দিলেন, সে মুনাফিক। সে মহান আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালবাসে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একজপ বলো না। তুমি কি দেখছ না যে, সে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে "লা-ইলাহা ইলাহাহ" বলছে ? তখন সে ব্যক্তি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আমরা তো তাঁর সম্পর্ক ও হিত করমনা মুনাফিকদের সাথেই দেখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা তো এমন ব্যক্তির প্রতি জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় 'লা ইলাহা ইলাহাহ' বলে। রাবী 'ইব্ন শিহাব (র) বলেন : তারপর আমি মাহমুদ ইব্ন রাবী' (রা)-এর হাদিস সম্পর্কে হস্যান ইব্ন মুহাম্মদ আনসারী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি বালু সালিম গোত্রের একজন নেতৃত্বানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ হাদিস সহর্঵ন করলেন।

২৮৮. بَابُ التَّيْمَنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ يَبْشِدُ بِرِجْلِهِ التَّيْمَنِيَّ فَإِذَا خَرَجَ بَدَا بِرِجْلِهِ
الثَّيْمَنِيَّ

২৮৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা ইব্ন 'উমর (রা) প্রবেশের সময় প্রথম ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং বের হওয়ার সময় প্রথম বী পা দিয়ে শুরু করতেন
٤١٤ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى يُحِبُّ التَّيْمَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَانِهِ كَيْفَ فِي طَهُورِهِ وَتَرْجُلِهِ وَتَنْعِلِهِ .

৪১৪ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ নিজের সমস্ত কাজে যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পদ্ধতি করতেন। পরিজ্ঞাতা হাসিলের সময়, যাথা আঁচড়ানোর সময় এবং জুতা পরিধানের সময়ও।

২৮৯. بَابُ هَلْ يَنْبَغِي قَبْوُزُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيَنْخُذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدٍ لِقُولِ الشَّيْمَانِ لَعْنَ اللَّهِ الْيَمِينِ
اَنْخُذُوا قَبْوُزَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدٍ وَمَا يَكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقَبْوُزِ وَدَآئِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنْسُ بْنُ مَالِكٍ يُصَلِّي
عَنْدَ قَبْرِ فَقَالَ الْقَبْرُ اَقْبَرُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْاعْدَادِ

২৮৯. পরিচ্ছেদ : জাহিলী যুগের মুশরিকদের কবর খুড়ে ফেলে মসজিদ নির্মাণ করা

নবী ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, তারা নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে ।

আর কবরের উপর সালাত আদায় করা মাকজহ হওয়া প্রসঙ্গে 'উমর ইবন খাতাব (রা) আনাস ইবন মালিক (রা)-কে একটি কবরের কাছে সালাত আদায় করতে দেখে বললেন :

কবর ! কবর ! কিন্তু তিনি তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে বললেন নি

٤١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصِّفَّيْنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرْتَنَا كَبِيسَةً رَأَيْتَهَا بِالْحَبِيشَةِ فِيهَا شَصَابِيرَ فَذَكَرْتَنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَا بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوْرَوْا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ فَلَوْلَكَ شَرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ।

٤١٥ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্রা (র).....'আরিশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উরে হাবীবা ও উরে সালামা (রা) হাবশায় তাদের দেখা একটা পিঞ্জার কথা বলেছিলেন, যাতে বেশ কিছু মৃত্যি ছিল। তারা উভয়ে বিদ্যাটি নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি ইরশাল করলেন : তাদের অবস্থা ছিল এমন যে, কোন সৎ লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানাতো। আর তার ভিতরে ঐ লোকের মৃত্যি তৈরী করে রাখতো। কিয়ামতের দিন তারাই আল্লাহর কাছে সবচাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে গণ্য হবে।

٤١٦ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي الثَّيَاجِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِيمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حِرْ بِيَقَالُ لَهُمْ بَنُو عَسْرَوْ بْنِ عَوْفٍ فَاقْتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْنِ النَّجَارِ فَجَاءُ مُنْقَلَيِ السَّيُوفِ كَائِنِيْ أَنْظَرْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبْيَوْ بَخْرِ رِدْفَةِ وَمَلَأَ بَيْنِ النَّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَقْرَبَ أَقْرَبَ أَبْيَوْ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصْلَى حِيْثُ أَرْكَثَ الصَّلَةَ وَيُصْلَى فِي مَرَابِضِ الْفَنَمِ وَأَنَّهُ أَمْرَ بِيَنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَأِهِ مِنْ بَيْنِ النَّجَارِ فَقَالَ يَا بَيْنِ النَّجَارِ ثَأْمِنُونِيْ بِحَانِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَةَ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَنْسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قَبْوُلُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرْبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْوُلِ الْمُشْرِكِينَ فَتَبَشَّرَتْ لَمَّا بَلَغَهُ فَسُوْيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَنَقْطَعَ فَصَفَّوْا النَّخْلَ قِيلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِصَادَتِهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ + فَاغْفِرْ لِلْإِنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ।

٤١٦ মুসাফ্রা (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ মদীনায় পৌছে প্রথমে মদীনার উক এলাকায় অবস্থিত বানু 'আবর ইবন 'আওফ নামক গোত্রে উপনীত হন। তাদের সঙ্গে নবী ﷺ চৌদ্দ দিন (অপর বর্ণনায় চৰিশ দিন) অবস্থান করেন। তারপর তিনি বানু নাজিরকে ডেকে

পাঠালেন। তারা কাঁধে তলোয়ার খুলিয়ে উপস্থিত হলো। আমি যেন এখনো সে দৃশ্য দেখতে পাই যে, নবী ﷺ ছিলেন তাঁর বাহনের উপর, আবু বকর (রা) সে বাহনেই তাঁর পেছনে আর বানু নাজারের দল তাঁর আশেপাশে। অবশ্যে তিনি আবু আব্দুর আনসারী (রা)-র ঘরের সামনে অবতরণ করলেন। নবী ﷺ যেখানেই সালাতের ওয়াজ হয় সেখানেই সালাত আদায় করতে পদচ্ছ করতেন এবং তিনি ছাগল-ভেড়ার খোয়াড়েও সালাত আদায় করতেন। এখন তিনি মসজিদ তৈরী করার নির্দেশ দেন। তিনি বানু নাজারকে ডেকে বললেন : হে বানু নাজার! তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের এই বাগিচার মূল্য নির্ধারণ কর। তারা বললো : না, আগ্নাহুর কসম, আমরা এর দাম নেব না। এর দাম আমরা একমাত্র আগ্নাহুর কাছেই আশা করি। আনাস (রা) বলেন : আমি তোমাদের বলছি, এখানে মুশরিকদের কবর এবং ভগ্নাবশেষ ছিল। আর ছিল খেজুর গাছ। নবী ﷺ-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুড়ে ফেলা হলো, তারপর ভগ্নাবশেষ সমাতল করে দেওয়া হলো, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো এবং তার দুই পাশে পাথর বসানো হলো। সাহারাগণ পাথর তুলতে তুলতে ছন্দোবন্ধ করিতা আবৃত্তি করছিলেন। আর নবী ﷺ-ও তাঁদের সাথে ছিলেন। তিনি তখন বলছিলেন :

اللَّهُمَّ لَا خِيرٌ إِلَّا خِيرٌ الْآخِرَةِ + فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ .

“ইয়া আগ্নাহ ! অধিকারের কল্যাণ ছাড়া (প্রকৃতপক্ষে) আর কেন কল্যাণ নেই। আপনি আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন।”

۲۹. بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْقَنْمِ

২৯০. পরিষেদ : ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করা
 حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْقَنْمِ ثُمَّ سَمِعَتْهُ بَعْدَ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْقَنْمِ قَبْلَ أَنْ يُبَنِّيَ الْمَسْجِدَ .

৪১৭ সুলায়মান ইবন হারব (র)...আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তারপর আমি হযরত আনাস (রা)-কে বলতে আনেছি যে, মসজিদ নির্মাণের আগে তিনি (নবী ﷺ) ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করেছেন।

۲۹۱. بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْأَيْرِلِ

২৯১. পরিষেদ : উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা
 حَدَّثَنَا صَدِيقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَابِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيًّا ﷺ يَفْعَلُهُ .

৪১৮ সামাক ইবন ফাযল (র).....নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইবন 'উমর (রা)-কে

তার উটের দিকে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর ইবন 'উমর (রা) বলেছেন : আমি নবী ﷺ-কে তা করতে দেখেছি।

٢٩٢. بَابُ مِنْ حَلَّىٰ وَقَدَّامَةَ تَنَوُّرٌ أَوْ نَارًا أَوْ شَمْسًا مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَقَالَ الزُّمْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَرِضْتُ عَلَى النَّارِ وَأَنَا أَصْلِي

২৯২. পরিচ্ছেদ : চুলা, আগুন বা এমন কোন বস্তু যার উপাসনা করা হয়, তা সামনে রেখে কেবল আল্লাহর সজ্ঞাটি হাসিল করারই উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা যুক্তি (র) বলেন : আমাকে আনাস ইবন মালিক (রা) জানিয়েছেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমার সামনে আগুন (জাহানাম) পেশ করা হলো, তখন আমি সালাতে ছিলাম ৪১১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ اِنْخَسَقَ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ قَلْمَ أَرْ مَنْظَرًا كَالْبَيْمَ قَطُّ افْطَعَ .

৪১২ [আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....] 'আবদুল্লাহ ইবন 'আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার সূর্য এহণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন : আমাকে জাহানাম দেখানো হয়েছে। আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি।

٢٩٣. بَابُ كَرَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

২৯৩. পরিচ্ছেদ : কবরস্থানে সালাত আদায় করা মাকরহ ৪১২. حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِجْعَلُوا فِي بَيْوِتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَخِنُوهَا قُبُورًا .

৪১৩ [মুসাফিদ (র).....] ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের ঘরেও কিছু সালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা করবে পরিগত করবে না।

٢٩٤. بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِيعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ،
وَيُذَكَّرُ أَنْ عَلَيْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةَ الصَّلَاةِ بِخَسْفِ بَابِلِ

২৯৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর গঘনে বিখ্যাত ও আয়াবের স্থানে সালাত আদায় করা উল্লেখ রয়েছে যে, 'আলী (রা) ব্যাবিলনের অংসত্বপে সালাত আদায় করা মাকরহ মনে করতেন

٤٢١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ لَا تَنْخُلُوا عَلَى مُؤْلَأِ الْمَعْذِيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ فَلَا تَنْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ .

৪২১ ইসমা'ইল ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ও তোমরা এসব 'আয়াতপ্রাণ সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রম্ভবরত অবস্থা বাতীত প্রবেশ করবে না। কান্না না আসলে সেখানে প্রবেশ করো না, যেন তোমাদের প্রতিও এমন 'আয়াত না আসে যা তাদের উপর আপত্তি হয়েছিল।

২৯৫. بَابُ الصُّلَّةِ فِي الْبَيْتِ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَا تَنْخُلُ كُنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّورُ وَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ الْأَبِيْعَةِ فِيهَا تَمَاثِيلُ

২৯৫. পরিজ্ঞেদ : গির্জায় সালাত আদায় করা

'উমর (রা) বলেছেন : আমরা তোমাদের গির্জাসমূহে প্রবেশ করি না, কারণ তাতে মৃত্যি রয়েছে।

ইবন 'আব্বাস (রা) গির্জায় সালাত আদায় করতেন। তবে যেগুলোতে মৃত্যি ছিল সেগুলোতে নহ

৪২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَّمَةَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى كَتِيْسَةَ رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يَقَالُ لَهَا مَارِيَةٌ فَذَكَرَتْ لَهُ مَارَاتٌ فِيهَا مِنَ الصُّورِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْلَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوْرًا فِيهِ تِلْكَ الصُّورُ أَوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ .

৪২২ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, উদ্ধৃত সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার হাবশায় দেখা মারিয়া নামক একটা গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে যে সব প্রতিষ্ঠা দেখেছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ও এরা এমন সম্প্রদায় যে, এদের মধ্যে কোন সৎ বাসা অথবা বলেছেন কোন সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ বানিয়ে নিত। আর তাতে এই সব ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতো। এরা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

২৯৬. بَابُ

২৯৬. পরিজ্ঞেদ

৪২২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ عَائِشَةَ

وَعَبَدَ اللَّهُ بْنُ عَبَّاسٍ فَلَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ تَرَكَهُ طَفِيقٌ يَطْرُحُ خَمِيمَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَ بِهَا كَثْفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَتَخْنُوا قَبُورَ أَنْشِيَانِهِمْ مَسَاجِدَ يُجْزِئُ مَا صَنَعُوا .

৪২৩ আবুল ইয়ামান (র)..... ‘উবায়াদুল্লাহ ইবন ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উত্তুরা (র) থেকে বর্ণিত, ‘আবিশা ও ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেছেন : নবী ﷺ -এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর একটা চাদরে নিজ মুখমণ্ডল আবৃত করতে লাগলেন ; যখন খাস বক হওয়ার উপক্রম হলো, তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন : ইয়াহুনি ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (এ বলে) তারা যে (বিদ্যাতী) কার্যকলাপ করত তা থেকে তিনি সতর্ক করলেন।

৪২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرِيزِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَرَكَهُ فَأَنْ قَاتَلَ اللَّهُ أَيْهُوَدَ أَتَخْنُوا قَبُورَ أَنْشِيَانِهِمْ مَسَاجِدَ .

৪২৫ ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসলাহ (র)..... আবু হুরায়ারা (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা’আলা ইয়াহুনীদের ধর্ম করুন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।

২৯৭. بَابُ قُولِ التَّبِيرِ تَرَكَهُ جَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهَّرْتُ

২৯৭. পরিষেব : নবী ﷺ - এর উকি : আমার জন্যে ধর্মীয়কে সালাত আদায়ের স্থান ও পরিত্রাতা হাসিলের উপায় করা হয়েছে

৪২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الْحَكْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَرَكَهُ أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْشِيَاءِ قَبْلِيْ ، نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهَّرْتُ ، وَإِنَّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَهُ الصَّلَاةَ فَلَيُصْلَلُ ، وَأَحْلَلْتُ لِي الْفَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُعْثِرُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَيُعْثِرُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً ، وَأَعْطَيْتُ الشُّفَاعَةَ .

৪২৬ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র)..... জাবির ইবন ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে এমন পাঁচটি বিষয়া প্রদান করা হয়েছে, যা আমার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রত্যাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যা একমাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়। (২) সমস্ত ধর্মীয় আমার জন্যে সালাত আদায়ের স্থান ও পরিত্রাতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উদ্দেশ্যের যে কেউ যেখানে সালাতের ওয়াজ হয় (সেখানেই) যেন সালাত আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্যে গুরীমত হালাল করা হয়েছে। (৪) অন্যান্য নবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হওয়েন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। (৫) আমাকে (ব্যাপক) শাফা‘আতের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

٢٩٨. بَابُ نُورُ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

২৯৮. পরিচ্ছদ ৩ মসজিদে মহিলাদের খুমানো

১২৬] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِشْعَاعِيلَ قَالَ حَتَّى أَبُو أَسَّافَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيَّةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَرَّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْنَقُوهَا فَكَانَتْ مَعْنَمُ قَاتِلَتْ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةً لَهُمْ عَلَيْهَا وَشَاحَ لَهُمْ مِنْ سَيْرَهُ قَاتَلَتْ فَرَضَعَتْهُ أَوْ قَعَ مِنْهَا قَمَرَتْ بِهِ حَدِيَّةً وَهُوَ مَلْقُ فَحْسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطَّفَتْهُ قَاتَلَتْ فَالْفَسَوَهُ قَلَمْ يَجِدُهُ قَاتَلَتْ فَأَتَهُمُونَ بِهِ ذَلِكَ فَصَفَّقُوا يُفْتَشِّلُونَ حَتَّى فَتَشَرَّوْ قِيلَاهَا قَاتَلَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِقَائِمَةً مَعْنَمُ أَذْمَرَتْ الْحَدِيَّةَ فَأَتَقْتَلَتْ فَوَقَعَ بِيَنِيهِمْ قَاتَلَتْ قَاتَلَتْ هَذَا الَّذِي اتَّهَمُتُمْ بِهِ رَعْتَمْ وَإِنَّمَّةَ بَرِيَّةٍ وَهُوَ نَاهُرٌ قَاتَلَتْ نَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَتْ عَائِشَةَ فَكَانَ لَهَا خَيْرٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٍ ثَالِثَ فَكَانَتْ تَعْبِرُ فَتَخَيَّلَتْ عِنْدِي قَاتَلَتْ لَلْأَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَاتَلَتْ

وَيَوْمُ الْوِشَاعِ مِنْ شَحَاجِبِ رِبَّنَا * إِلَّا إِنَّمَّا مِنْ بَلْدَةِ الْكُفَّرِ أَنْجَانِي *

ঢালত উচিষ্ঠে ফেলত তার মাথাটো না তেবুনী মুণি মুকুড়ি আলো কেটে আলুব্বি হেড়া আলুব্বি ।

৪২৬] ডেবাইল ইবন ইস্মাইল (র).....‘আয়িশা (র)’ থেকে বর্ণিত, কোন আরব গোত্রে একটা কালো দাসী ছিল। তারা তাকে আয়ার করে দিল। সে তাদের সাথেই থেকে গেল। সে বলেছে যে, তাদের একটি যেখে গলায় পল চামড়ার ওপর মূস্যবান পাথর খচিত হাব পারে বাইরে গেল। দাসী বলেছে ও সে হাতটি হয়তো নিজে কোথাও রেখে দিয়েছিল, অথবা সেখাও পড়ে পিয়েছিল। তখন একটা চিল তা পড়ে থাক। অগুর গোশ্চত্রে টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দাসী বলেছে ও তারপর গোত্রের লেকেরা বেশ শোজার্জি করতে লাগলো। কিন্তু তারা তা পেল না। তখন তারা আয়ার উপর এর দোখ চাপাল। সে বলেছে ও তারা আয়ার উপর ভদ্রাণী কর্তৃ করলো, এমন কি তারা আয়ার সঙ্গস্থানেও ভদ্রাণী চাপাল দাসৌরি বলেছে ও আস্তাহর কসম! আমি তাদের সাথে সেই অবস্থার দোভানো ছিলাম, এমন সময় চিলটি উচ্চে ঘোড়ে থেকে হাতটি ফেলে দিল। সে বলেছে ও তাদের নামনেই তা পড়লো। তখন আমি বললাম ও গোমরা তো এর জন্মেই আমার উপর দেষ চাপিয়েছিলে। তোমরা আমার সম্পর্কে সান্দেহ করেছিলে কথচ আমি এ বস্তারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই তো সেই হুর! সে বলেছে ও তারপর সে রাসূলুল্লাহ সল্লাহু আলেক্সে ইবনাম গুহ্য বদলো। ‘আয়িশা (র)’ বলেন ও তার জন্মে মসজিদে (নববীতে) একটা তাবু অথবা ছাপড়া করে দেওয়া হয়েছিল। ‘আয়িশা (র)’ বলেন ও সে (দাসীটি) আয়ার কাছে আসতো আর আয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বললুন। সে আয়ার কাছে যখনই বসতে তখনই বলতোঁ :

وَيَوْمُ الْوِشَاعِ مِنْ شَحَاجِبِ رِبَّنَا * إِلَّا إِنَّمَّا مِنْ بَلْدَةِ الْكُفَّرِ أَنْجَانِي *

“সেই হাবের দিনটি আয়ার বস্তে আশ্চর্য ঘটল বিশেষ। জেনে রাখুন সে ঘটনাটি আয়াকে দুঃখের শহর থেকে মুক্তি দিয়েছে।”

‘আয়িশা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম : কি ব্যাপার, তুমি আমার কাছে বসলেই যে এ কথাটা বলে থাক ?’ ‘আয়িশা (রা) বলেন : সে তখন আমার কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল ।

٢٩٩. بَابُ نَعْمَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبُو قِلَابةَ عَنْ أَنْسِ قَدِيمَ رَهْطَ مِنْ مَكْلِبِ عَلَى النَّبِيِّ تَرَكَهُ فَكَانُوا فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ كَانَ أَصْحَابُ الصَّلَاةِ الْفَقَراَمَ

২৯৯. পরিষেদ : মসজিদে পুরুষদের ঘূমানো

আবু কিলাবা (রা) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন : ‘উক্ল গোত্রের কতিপয় বাস্তি নবী ﷺ – এর কাছে আসলেন এবং সুফ্ফায় অবস্থান করলেন ।’ ‘আবদুর রহমান

ইবন আবু বকর (রা) বলেন : সুফ্ফায়াসিগণ ছিলেন দরিদ্র ।

٤٢٧ حَدَّثَنَا مُسْنَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذِنَةَ كَانَ يَنَمُّ وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبٌ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ تَرَكَهُ .

৪২৭ মুসান্দাদ (র).....আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদে নববীতে ঘূমাতেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর কোন পরিবার-পরিজন ছিল না।

٤٢৮ حَدَّثَنَا ثَقِيلَةُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبْيَنْ حَازِمٌ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ تَرَكَهُ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلَيْهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ أَبْنَى عَمِّكَ قَاتَلَ كَانَ بَيْسِنَ وَبَيْسِنَةَ شَرِّ فَخَاضَبَنِي فَخَرَجَ قَلْمَ بِقَلْمَ عَنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَرَكَهُ لِإِشْبَانِ انْظَرْ أَبْيَنَ هُوَ، فَجَاءَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ رَأِيْدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ تَرَكَهُ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شَيْقِهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ تَرَكَهُ يَسْحَّهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قَمْ أَبَا تُرَابٍ، قَمْ أَبَا تُرَابٍ .

৪২৮ কৃতান্তব্য ইবন সাইদ (র).....সাহল ইবন সাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা)-এর ঘরে এলেন, কিন্তু ‘আলী (রা)-কে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ও তোমার চাচাত তাই কোথায় ? তিনি বললেন : আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু ঘটেছে। তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার কাছে দুপুরের বিশ্রাম ও করেন নি। তার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন ও দেখ তো সে কোথায় ? সে ব্যক্তি খুঁজে এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ, তিনি মসজিদে অয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন, তখন ‘আলী (রা) কাত হয়ে উঠে ছিলেন। তাঁর শরীরের এক পাশের চান্দর পড়ে পিয়েছে এবং তাঁর শরীরে মাটি লেগেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শরীরের মাটি খেড়ে দিতে দিতে বললেন : উঠ, হে আবু তুরাব ! উঠ, হে আবু তুরাব !

٤٢٩ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَهِيمُ فُضِيلٌ عَنْ أَبِيهِ حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ مُرِيْمَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَلْعَبُ نِصْفَ السَّاعَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَلْعَبُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمِعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَّةُ أَنْ تُرَى عَورَتُهُ .

٤٣٠ ইউসুফ ইবন ফিসা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সক্রাজন আসহাবে সুফিয়াকে দেখেছি, তাঁদের কারো গায়ে বড় চাদর ছিল না। হয়ত ছিল কেবল তহবিল কিংবা ছোট চাদর, যা তাঁরা ঘাড়ে বেঁধে রাখতেন। (মীচের দিকে) কারো নিস্কে সাক বা অর্ধ হাতু পর্যন্ত আর কারো টাখনু পর্যন্ত ছিল। তাঁরা লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে কাপড় হাতে ধরে একজন করে রাখতেন।

২০. بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِيمٌ سَقَرَ، وَقَالَ حَعْبُرُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى إِذَا قَدِيمٌ مِنْ سَقَرِ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ

৩০০. পরিচ্ছেদ : সফর থেকে ফিরে আসার পর সালাত কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন : নবী ﷺ সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতেন

٤٣٠ حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ يَخْلَلَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ إِبْرَهِيمُ بْنُ بَيَارٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ تَعَالَى وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَأَهُ قَالَ ضَحْنٌ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دِينٌ فَنَضَانِي وَرَادِنِي .

৪৩০ খালদ ইবন ইয়াহিয়া (র).....জবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। রাবী মিস'আর (র) বলেন : আমার মনে পড়ে রাবী মুহারিব (র) চাশতের সময়ের কথা বলেছেন। তখন নবী ﷺ বললেন : 'তুমি দু' রাক'আত সালাত আদায় কর। জবির (রা) বলেন : নবী ﷺ-এর কাছে আমার কিছু পাঞ্চনা ছিল। তিনি তা দিয়ে দিলেন এবং কিছু বেশীও দিলেন।

২০. بَابٌ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَرْكَعْ كَمْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

৩০১. পরিচ্ছেদ : তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়

٤٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَمِرِ بْنِ سَلَيْمَ

الرَّزْقِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَيْرَكِعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسْ .

৪০১) ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু কাতাদা সালামী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু’রাক’আত সালাত আদায় করে নেয়।

٢٠٢. بَابُ الْحَدِيثِ فِي الْمَسْجِدِ

৩০২. পরিষেদ : মসজিদে হাদাস হওয়া (উষ্ণ নষ্ট হওয়া)
৪২২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّزْنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّيُّ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصْلَاهِ الدِّينِ مَثَلِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمْ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمْ ارْحَمْ .

৪৩২ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে সালাতের পূর্বে পর্যন্ত যেখানে সে সালাত আদায় করেছে সেখানে যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতারা তার জন্যে দু’আ করতে থাকেন। তারা বলেন : হে আল্লাহ ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ ! তার প্রতি রহম করুন।

٢٠٣. بَابُ بَيْتَيْنِ الْمَسْجِدِ ،

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأَمْرَ عُمَرَ بِبَيْتِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَكِنْ النَّاسَ مِنْ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحْمِرَ أَوْ تُصَبِّرَ فَتَفَتَّنَ النَّاسُ ، وَقَالَ أَنَسٌ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا لَمْ لَا يَعْمَلُونَهَا إِلَّا قَبِيلًا . وَقَالَ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَتُزَخِّرِفُنَّهَا كَمَا زَخَرْفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

৩০৩. পরিষেদ : মসজিদ নির্মাণ করা

আবু সাইদ (রা) বলেন : মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী। উমর (রা) মসজিদের ভুক্তম দিয়ে বলেন : আমি লোকদেরকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে চাই। মসজিদে লাল বা হলুদ রং লাগানো থেকে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিতনায় ফেলবে। আনাস (রা) বলেন : লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে অথচ তারা একে কমই (ইবাদতের মাধ্যমে) আবাদ রাখবে। ইবন ‘আকবাস (রা) বলেন : তোমরা তো ইয়াহুদী ও নাসাৱাদের মত মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে ফেলবে

٤٢٢ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُبْتَدِئًا بِاللَّبْنِ وَسَقْفَةً الْجَرِيدَ وَعَدَهُ خَشْبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمْرٌ وَبَنَاءٌ عَلَى بَنَيَّاهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى بِاللَّبْنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعْدَادَ عَدَهُ خَشْبًا كُمْ غَيْرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْجِهَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْفَصَصَةِ وَجَعَلَ عَدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ .

৪৩৩ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে, তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রা) এতে কিছু বাড়ান নি। অবশ্য 'উমর (রা) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন এবং তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। তারপর 'উসমান (রা) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃক্ষ করেন। তিনি দেওয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-সূরক্ষি দিয়ে। খুঁটি ও দেন নকশা করা পাথরের, আর ছাদ বানান সেগুন কাঠ দিয়ে।

১. بَابُ التَّعَاوِنِ فِي بَنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمَلُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ إِلَى
الآية

৩০৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী : এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা আল্লাহর মসজিদের
রক্ষণাবেক্ষণ করবে.....(৯ : ১৭)

৪২৪ حَدَّثَنَا مُسْنِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَنَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِي أَبْنُ عَبَّاسٍ وَلَبِيْبَةَ عَلَيْهِ اتْنِطِيقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعْنَا مِنْ حَدِيثِهِ فَانْتَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَابِطٍ يُصْلِحُ فَأَخْذَ رِدَاءَ فَاحْتَبَى كُمْ أَنْشَأَ يُحَدِّثَنَا حَتَّى عَلَى ذِكْرِ بَنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُمْ تَحْمِلُ لَيْلَةً لَيْلَةً وَعُمَارٌ لَيْتَنِي لَيْتَنِي فِرَاءَ النَّبِيِّ تَعَالَى فَجَعَلَ فَيْنَقْضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيَحِي عُمَارٌ تَقْتَلُهُ الْفَتَّةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عُمَارٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَتَنِ .

৪৩৪ মুসাবাদ (র)..... 'ইকরিমা (র) বর্ণিত, তিনি বলেন : ইবন 'আব্রাস (রা), আমাকে ও তাঁর ছেলে 'আলী (র)-কে বলেন : তোমরা উভয়ই আবু সাইদ (রা)-এর কাছে যাও এবং তাঁর থেকে হাদীস তানে আস। আমরা পেলাম। তখন তিনি এক বাগানে কাজ করছেন। তিনি আমাদেরকে দেখে চাদরে হাঁটু মুড়ি

দিয়ে বসলেন এবং পরে হানীস বর্ণনা করলেন। শেষ পর্যায়ে তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ আলোচনায় আসলেন। তিনি বললেন : আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর 'আশার (রা) দুটো দুটো করে কাঁচা ইট বহন করছিলেন। নবী ﷺ তা দেখে তার দেহ থেকে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন : 'আশারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে আদেরকে আহবান করবে আস্ত্রাতের দিকে আর তারা তাকে আহবান করবে জাহানামের দিকে। আবু সাঈদ (রা) বলেন : তখন 'আশার (রা) বললেন : "আমি ফিতনা থেকে আরো হৃত কাছে পানাহ চাই।"

٢٠٥. بَابُ الْإِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَارِ وَالصَّنَاعِ فِي أَعْوَادِ الْمُبَتَرِ وَالْمَسْجِدِ

৩০৫. পরিষেদ : কাঠের মিহর তৈরী ও মসজিদ নির্মাণে কাঠমিত্রী ও রাজমিত্রীর সাহায্য গ্রহণ করা

[٤٢٥] حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعْيِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ يَعْثُرُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ مُرِيَ غَلَمَكَ النَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ .

[৪৩৫] কুতায়ার ইবন সাঈদ (র).....সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন : তুমি তোমার গোলাম কাঠমিত্রীকে বল, সে যেন আমার বসার জন্যে কাঠের মিহর তৈরী করে দেয়।

[৪৩৬] حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ امْرَأَةً قَاتَلَتْ يَرْسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنْ لِيْ غَلَامًا نَجَارًا قَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَمِلْتِ الْمُبَتَرَ .

[৪৩৬] খালদ ইবন ইয়াহইয়া.....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনার বসার জন্যে কিছু তৈরী করে দিব? আমার এক কাঠমিত্রী গোলাম আছে। তিনি বললেন : যদি তোমার ইচ্ছা হয় ; তারপর তিনি একটি হিমুর তৈরী করিয়ে দিলেন।

٢٠٦. بَابُ مِنْ بَنِي مَسْجِدًا

৩০৬. পরিষেদ : যে বাতি মসজিদ নির্মাণ করে

[৪৩৭] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمَانَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَقْبَ أَخْبَرْنِي عَمْرُو أَنْ بَكِيرًا حَدَّثَ أَنْ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنَ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ الْخُوَلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ تَعَالَى أَنْكُمْ أَكْثَرُهُمْ وَإِنَّمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ تَعَالَى يَقُولُ مِنْ بَنِي مَسْجِدًا قَالَ بَكِيرٌ حَسِبْتَ أَنَّهُ قَالَ بَيْتَنِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنِي اللَّهِ تَعَالَى بِهِ فِي الْجَنَّةِ .

[৪৩৭] ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান (র).....'উবায়দুল্লাহ' খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইবন

‘আফ্ফান’ (রা)-কে বলতে উনেছেন, তিনি যখন মসজিদে নববী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন : তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাঢ়ি করছ অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে জনেছি : যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, বুকায়ার (র) বলেন : আমার মানে হয় রাবী ‘আসিম (র) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর জন্যে জাম্মাতে অনুরূপ ঘর তৈরী করবেন।

٢٠٧. بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُوبِ النَّبِيلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ

৩০৭. পরিচ্ছেদ : মসজিদ অতিক্রমকালে তীরের ফলক ধরে রাখবে

حدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعْيِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَقِيَانُ قَالَ قَلْتُ لِعَمْرِو أَسْمَعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ

فِي الْمَسْجِدِ وَمَعْهُ سِهَامٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . أَمْسِكْ بِفِصَالِهِ .

৪৩৮. কৃতায়বা ইবন সাইদ (র).....জবির ইবন ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তীর সাথে করে মসজিদে নববী অতিক্রম করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : এর ফলকগুলো হাতে ধরে রাখ ।

٢٠٨. بَابُ الْمَرْقَدِ فِي الْمَسْجِدِ

৩০৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদ অতিক্রম করা

حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِشْعَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ مُسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا يُتَبَلِّغُ لِنَيْلَادُّ عَلَى فِصَالِهِ
لَا يَعْقِرُ بِكَفِهِ مُسْلِمًا .

৪৩৯. মুসা ইবন ইসমাইল (র).....আবু কুরদা (র)-এর পিতা ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তীর নিয়ে আমাদের মসজিদ অথবা বাজার দিয়ে চলে সে যেন তাঁর ফলক হাতে ধরে রাখে, যাতে করে তাঁর হাতে কোন মুসলমান আঘাত না পায় ।

٢٠٩. بَابُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩০৯. পরিচ্ছেদ : মসজিদে কবিতা পাঠ

حدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمَ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَنَ بْنَ ثَابِتَ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ شَدَّ اللَّهُ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيِّ
ﷺ يَقُولُ يَا حَسَنُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَللَّهُمَّ ابْرُرْعَ الْقَدْسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৪৪০ আবুল ইয়ামান (র).....আবু সালামা ইবন 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (র) থেকে বর্ণিত, হাসসান ইবন সাবিত আনসারী (রা) আবু হুরায়রা (রা)-কে আল্লাহর কসম নিয়ে এ কথার সাক্ষ চেয়ে বলেন : আপনি কি নবী ﷺ-কে একথা বলতে উন্মেছেন, হে হাসসান ! বাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে (কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের) জওয়াব দাও । হে আল্লাহ ! হাসসানকে রহম কুদুস (জিবরাইল) ('আ) ঘারা সাহায্য করুন । আবু হুরায়রা (রা) জওয়াবে বললেন : হাঁ ।

٢١٠. بَابُ أَمْسَحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১০. পরিষেব : বর্ণ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ

৪৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ إِبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبْشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَرِنِي بِرِدَائِي أَنْظَرَ إِلَيْهِمْ • رَأَدْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوتَسُ عَنْ إِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَبْشَةَ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ .

৪৪১ 'আবদুল 'আলীয় ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন আমি বাসুলুল্লাহ ﷺ-কে আমার ঘরের দরজায় দেখলাম । তখন হাবশার লোকেরা মসজিদে (বর্ণ ঘরা) অনুশীলন করছিল । বাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর নিয়ে আমাকে আড়াল করে ভাষ্টিলেন । আমি ওদের অনুশীলন দেখছিলাম ।
ইবনাহীম ইবন মুবারিক (র).....'আয়িশা (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমি নবী ﷺ -কে দেখলাম এমতাবস্থায় হাবশীরা তাদের বর্ণ নিয়ে অনুশীলন করছিল ।

٢١١. بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرْاءِ عَلَى الْمَعْتَنِيرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১১. পরিষেব : মসজিদের মিসরে ত্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা

৪৪২ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بِرِيرَةٌ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابِهِمْ قَالَتْ أَنْ شَيْتُ أَعْطَيْتُ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي وَقَالَ أَهْلُهَا أَنْ شَيْتُ أَعْطَيْتَهَا مَا بَقِيَ ، وَقَالَ سَفِيَّانُ مَرَّةً أَنْ شَيْتُ أَنْفَقْتُهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِنَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَتْهُ ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا عِنْدَهَا فَأَنْفَقْتُهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَنْفَقَهُمْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَعْتَنِيرِ ، وَقَالَ سَفِيَّانُ مَرَّةً فَصَحَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَعْتَنِيرِ قَالَ مَا بَالِ أَفْوَامٍ يَشْرِطُونَ شُرُوطًا لِيَسْ ؟ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شُرُوطًا لِيَسْ فِي كِتَابِ اللَّهِ

فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً مَرْأَةً ، رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعْدَ الْعَبَّارِ . قَالَ عَلَىٰ[؟]
قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ جَعْفُرُ بْنُ عَفْرَنَ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَةَ قَالَ
سَمِعْتُ عَائِشَةَ .

442 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, বাবীরা (রা) তাঁর কাছে
এসে কিভাবতের দেমা শোধের জন্য সাহায্য চাইলেন। তখন তিনি বললেন ও তুমি চাইলে আমি (তোমার
মূল্য) তোমার মালিককে দিয়ে দিব এ শর্তে যে, উত্তরাধিকারহস্ত থাকবে আমার। তার মালিক 'আয়িশা (রা)-
কে বললেন ও আপনি চাইলে বাবী মূল্য বাবীরাকে দিতে পারেন। বাবী সুফিয়ান (র) আর একবার বলেছেন ও
আপনি চাইলে তাকে আযাদ করতে পারেন, তবে উত্তরাধিকারহস্ত থাকবে আমাদের। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ
আসলেন তখন আমি তাঁর কাছে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন ও তুমি তাকে দ্রুত করে আযাদ করে
দাও। কারণ উত্তরাধিকারহস্ত থাকে তারই, যে আযাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্টের উপর
দাঢ়ালেন। সুফিয়ান (র) আর একবার বললেন ও এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্টের আরোহণ করে বললেন ও
লোকদের কি হলোঁ তারা এমন সব শর্ত করে যা আল্লাহর কিভাবে নেই। কেউ যদি এমন শর্ত আরোপ করে
যা আল্লাহর কিভাবে নেই, তার সে শর্তের কোন মূল্য নেই। এমনকি একপ শর্ত একশব্দের আরোপ করলেও।
মালিক (র).....'আমরা (র) থেকে বাবী'যা (রা)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তবে মিষ্টের আরোহণ করার
কথা উল্টোর করেন নি।

'আলী (রা)....'আমরা (র) থেকে অনুকরণ বর্ণনা করেছেন। জাফর ইবন 'আলেন (র) ইয়াহাইয়া (র)-এর
মাধ্যমে 'আমরা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি 'আয়িশা (রা) থেকে জনেছি।

২১২. بَابُ التَّقَاضِيِّ وَالْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

312. পরিষেব : মসজিদে খণ্ড পরিশোধের তাগাদা দেওয়া ও চাপ সৃষ্টি করা
442 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ حَمْزَةَ بْنُ الزُّفْرَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ تَقَاضَى إِنْ أَبْيَ حَذَرَ دِينَهُ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْتَفَعَ
أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَثُفَ سِجْفُ حُجْرَتِهِ فَنَادَى
يَا كَعْبُ قَالَ لَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دِينِكَ هَذَا وَأَرْمَا إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ . قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
قَالَ قُمْ فَاقْضِيهِ .

443 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....ক'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদের ভিতরে ইবন আবু
হালরাদ (র)-এর কাছে তাঁর পাওনা কধের তাগাদা করলেন। দু'জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চিত্বের
কথাবার্তা হলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘর থেকেই তাদের কথার আওয়ায় উল্লেন এবং তিনি পর্দা
বৃংগলী পরিষ্ক (১)-৩২

সরিয়ে তাদের কাছে বেরিয়ে গেলেন। আর ডাক নিয়ে বললেন : হে কা'ব! কা'ব (রা) উত্তর দিলেন, লাক্ষ্মাইক ইয়া রাসূলান্নাহ! রাসূলান্নাহ কর্তৃ বললেন : তোমার পাণ্ডা খণ্ড থেকে এতটুকু ছেড়ে দাও। আর হাতে ইশারা করে বোঝালেন, অর্থেক পরিমাণ। তখন কা'ব (রা) বললেন : আমি তাই করলাম ইয়া রাসূলান্নাহ! তখন তিনি ইবন আবু হাদরাদকে বললেন : উঠ আর বাজীটা দিয়ে দাও।

٢١٢. بَابُ كُنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرْقِ وَالْقَذَى وَالْعِيْدَانِ

৩১৩. পরিষেদ : মসজিদ কাড় দেওয়া এবং ন্যাকড়া, আবর্জনা ও কাঠ খড়ি কুড়ানো
 ৪৪৪ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا
 أَشْوَدَ أَوْ اِمْرَأَةَ سَرَّدَهُ كَانَ يَقْعُدُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَقَالُوا مَا تَمَّ قَاتَلَ أَفَلَا كُنْتُمْ أَنْتَمُونَى
 بِهِ دُلُونِيْنِ عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهِمَا فَأَتَى قَبْرَهُ فَعَصَلَ عَلَيْهَا .

৪৪৪ سُلَيْمَانُ ইবন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একজন কাল বর্ণের পুরুষ অথবা বলেছেন কাল বর্ণের মহিলা মসজিদ কাড় দিত। সে ইন্তিকাল করল। নবী ﷺ তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে ইন্তিকাল করেছে। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি তার কবরের কাছে গেলেন এবং তার জানায়ার সালাত আদায় করলেন।

٢١٤. بَابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১৪. পরিষেদ : মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা
 ৪৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حُزْنَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْزَلَ الْآيَاتِ
 مِنْ سُورَةِ الْبَقْرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ .

৪৪৫ আবদান (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মদ সম্পর্কীয় সূরা বাকারার আয়াতসমূহ নায়িল হলে নবী ﷺ মসজিদে গিয়ে সে সব আয়াত সাহাবীগণকে পাঠ করে উন্নালেন। তারপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করলেন।

٢١৫. بَابُ الْخَدْمَمِ لِلْمَسْجِدِ .

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِيْ مُحَرِّداً مُحَرِّداً لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهَا

৩১৫. পরিষেদ : মসজিদের জন্য খাদিম

ইবন 'আকাস (রা) (এ আয়াত) 'আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত আপনার জন্য উৎসর্গ

করঙাম' (৩ : ৩৫) - এর ব্যাখ্যার বলেন ও মসজিদের খিদমতের জন্ম উৎসর্গ করলাম।

٤٤٦ | حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَافِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ مِنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَوْ رَجُلًا كَانَتْ تَقْرَئُ الْمُسْجِدَ وَلَا أَرَادَ إِلَّا امْرَأَةً فَلَذِكْرُ حَدِيثِ النَّبِيِّ فَلَكَ اللَّهُ مُثْلٌ عَلَى قُبْرِهَا .

٤٤٧ | آহমদ ইবন ওয়াকিদ (র).....আবু জুয়ায়ারা (র) থেকে বর্ণিত, একজন পুরুষ অথবা বলেছেন একজন মহিলা মসজিদ ধোয় দিলেন। [রাবী সাহিত (র) বলেন] আমার মনে হয় তিনি বলেছেন একজন মহিলা। তারপর তিনি নবী ﷺ-এর ছান্স বর্ণনা করে বলেন, নবী ﷺ তার কবরে জানায়ের সালাত আদায় করাচ্ছ।

٤٤٨. بَابُ الْأَسْبِرِ أَوِ الْفَرِيمِ يُرْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ

٣١٦. পরিষেদ : কয়েদী অথবা অণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা

٤٤٧ | حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَعْوَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَكَ اللَّهُ مِنْ أَنْجِنٍ قُتِلَتْ عَلَى الْبَارِحةِ أَوْ كَلْمَةٍ تَحْوِلُهَا لِقُطْعَةٍ عَلَى الْمُصْلَةِ فَمَكْتَبَنِ اللَّهِ مِنْهُ فَارِدَتْ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظَرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرَتْ قَوْلُ أَنْجِنِ سَلِيمَانَ رَبَّ هَبَّ لِي مُلْكًا لَا يَتَبَغِي لِآخَرٍ مِنْ بَعْدِي قَالَ نَعَّ وَلَعْ فَرِدَةَ خَاسِيَا .

٤٤٨ | ইসহাক ইবন ইবরাইম (র).....আবু জুয়ায়ারা (র) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : গত রাতে কেটা এবাধি জিন দ্বারা আমার সামনে প্রকাশ পেল। রাবী বলেন, অথবা তিনি অনুরূপ কেমন কথা বলেছেন, বেল দে আমার সালাতে বাধা সৃষ্টি করে কিন্তু আস্তাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দিলেন আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তাকে মসজিদের ঝুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে তেরবেলা তোমরা স্বাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখন আমার ভাই সুলায়মান ('আ)-এর এই উকি আমার ঘৃণ হলো, "হে রব! আমকে দান কর এমন বাজ্রা, যাৰ অধিকারী অমার পুরো আৱ কেউ না হয়" (৩৮ : ৩৫) (বর্ণনকাৰ) রাবী (র) বলেন ও নবী ﷺ সেই শয়তানটিকে অপমানিত অবস্থায় ঢাকিয়ে দিলেন।

٤٤٩. بَابُ الْأَغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ وَرَبَطَ الْأَسْبِرَ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ شُرُبِيْعٌ يَأْمُرُ الْفَرِيمَ أَنْ يُجْبِسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

٣١٧. পরিষেদ : ইসলাম গ্রহণের সময় গোমল করা এবং কয়েদীকে মসজিদে বোধ

কাৰ্য্য কুরাইহ (র)। দেনাদার ব্যক্তিকে মসজিদের ঝুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিলেন

٤٤٩ | حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

بَعْثَ النَّبِيِّ فَلَمَّا حَيَّلَ قَبْلَ نَجْدِهِ فَجَاءَهُ بِرْجُلٌ مِّنْ بَنْيِ حَبْيَةَ يَقُولُ لَهُ تَمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرِيقُهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِيِّ الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَمْلِقُوهُ تَمَامَةً فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهِدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ .

887 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসূফ (র).....আবু হুরায়েরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ কয়েকজন অস্থারোহী মুজাহিদকে নজদের দিকে পাঠালেন। তারা বাস্তু হানীকা গোত্রের সুমামা ইবন উসাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে তাকে মসজিদের কুটির সাথে বেঁধে রাখলেন। নবী ﷺ তার কাছে গেলেন এবং বললেন : সুমামাকে ছেড়ে দাও। (ছাড়া পেয়ে) তিনি মসজিদে নববীর নিকটে এক খেজুর বাগানে শিয়ে সেখানে গোসল করলেন, এর পর মসজিদে প্রবেশ করে বললেন :

أشهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ .

"আমি সাক্ষাৎ দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যক্তিত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।"

٢١٨. بَابُ الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضِ وَغَيْرِهِمْ

৩১৮. পরিচ্ছেদ : রোগী ও অন্যদের জন্য মসজিদে তাঁরু স্থাপন

٤٤٩ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَصَبَّ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْقَةِ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرْعِمْهُ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةً مِّنْ بَنِي غَافَرِ إِلَّا دَمٌ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِيَنَا مِنْ قِبْلِكُمْ فَإِنَّا سَعْدٌ يَغْدُو جَرْحَهُ دَمًا فَعَاتَ فِيهَا .

889 যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া (র).....'আয়িশা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খনকের যুক্তে সাঁদ (রা)-এর হাতের শিরা যথম হয়েছিল। নবী ﷺ মসজিদে (তাঁর জন্য) একটা তাঁরু স্থাপন করলেন, যাতে কাছে থেকে তাঁর দেখান্তা করতে পারেন। মসজিদে বাস্তু গিফারেরও একটা তাঁরু ছিল। সাঁদ (রা)-এর প্রচুর রক্ত তাঁদের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় তারা ভীত-সন্ত্রন্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : হে তাঁরুর লোকেরা! তোমাদের তাঁরু থেকে আমাদের দিকে কি প্রবাহিত হচ্ছে তখন দেখা গেল যে, সাঁদের যথম থেকে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অবশেষে এতেই তিনি ইন্তিকাল করলেন।

٢١٩. بَابُ اِنْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعُلَمَاءِ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَافَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعِثْرَةٍ

৩১৯. পরিচ্ছেদ : প্রয়োজনে উট নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা

ইবন 'আকাস (রা) বলেন : নবী ﷺ নিজের উটে সওয়ার হয়ে ত ওয়াফ করেছেন

٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْوَبِيرِ عَنْ زَيْنَبِ بْنِتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَاتَلَ شَكَوْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى أَتَى أَشْتَكَى قَالَ طَوْقَى مِنْ وَدَاءِ النَّاسِ وَأَنْتَ رَاكِبَةِ فَطْفَتُ وَرَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالْطَّورِ وَكِتَابٌ مُشَطَّطُونَ .

٤٥٠ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)....উদ্ধো সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে (বিদায় হজ্জ) আমার অসুস্থতার কথা জানালাম। তিনি বললেন : সাওয়াল হয়ে লোকদের হতে বাইরে থেকে তওয়াফ করে নাও। তখন আমি (সেজাবে) তওয়াফ করলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন তিনি "সূরা ওয়াত্ত-তৃতীয় ওয়া কিতাবিম-মাসতূর" তিলাওয়াত করছিলেন।

২২০. بَابٌ

৩২০. পরিষেব

٤٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ تَعَالَى خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ تَعَالَى أَحَدُهُمَا عَبَادُ بْنُ بِشْرٍ وَأَخْسِبُ الثَّانِي أَسِيدُ بْنُ حُسَيْنٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعْهُمَا مِثْلُ الْمِعْبَاحِينَ يُضَيْئُنَانِ بَيْنَ أَيْمَانِهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَفْلَهَ .

٤٥১ মুহাম্মদ ইবনুল মুসাফ্রা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর দু'জন সাহাবী নবী ﷺ-এর নিকট থেকে অক্ষকার রাতে বের হলেন। তাঁদের একজন 'আবদাস ইবন বিশুর (রা) আর বিজীয় জন সম্পর্কে আমার ধারণা যে, তিনি ছিলেন উসাইদ ইবন হুসাইর (রা), আর উভয়ের সাথে চেরাম সদৃশ কিছু ছিল, যা তাঁদের সামনের দিকটাকে আলোকিত করছিল। তাঁরা উভয়ে যখন পৃথক হয়ে গেলেন, তখন প্রত্যেকের সাথে একটা করে রঞ্জে গেল। অবশ্যে এভাবে তাঁরা নিজেদের বাড়ীতে পৌছলেন।

২২১. بَابُ الْخُرُبَةِ وَالْمَعْرِفَةِ الْمُتَسْجِدِ

৩২১. পরিষেব : মসজিদে ছোট দরজা ও পথ বানানো

٤٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَلِيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْوُ النَّفَرِ عَنْ عَبْيِدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فِي كُلِّ أَبْوَ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَلَتْ فِي نَفْسِي مَا يُبَيِّنُ هَذَا الشَّيْءُ إِنْ يُكَفِّرَ اللَّهُ خَيْرٌ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْعَبْدُ , وَكَانَ أَبْوَ بَكْرٍ أَعْلَمُنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ

لَا تَبْكِ إِنْ أَمْنَ النَّاسُ عَلَىٰ فِي صَحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَخَذِّا خَلِيلًا مِنْ أَمْتَنِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخْوَةُ الْإِسْلَامِ وَمُوْدَتُهُ لَا يَقِنُ فِي الْمَسْجِدِ بَابُ الْأَسْدِ لَا بَابُ أَمِّي بَكْرٍ .

৪৫২ **মুহাম্মদ ইবন সিনান (র)**.....আবু সাঈদ কুন্ডী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক ভাষণে বললেন : আল্লাহর তাইআলা তাঁর এক বাস্তাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা আছে—এ দুয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের ইত্তিয়ার দিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে যা আছে—তা গ্রহণ করলেন। তখন আবু বকর (রা) কান্দতে লাগলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই বৃক্ষ কান্দছেন কেন? আল্লাহর তাঁর এক বাস্তাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা রয়েছে—এ দুয়ের একটি গ্রহণ করতে ইত্তিয়ার দিলে তিনি আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা গ্রহণ করেছেন (এতে কান্দার কি আছে?)। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ—ই ছিলেন সেই বাস্তা। আর আবু বকর (রা) ছিলেন আমাদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী। নবী ﷺ বললেন : হে আবু বকর, তুমি কান্দবে না। নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমাকে যিনি সবচাইতে বেশী ইহসান করেছেন তিনি আবু বকর। আমার কোন উচ্চতাকে যদি আমি খর্বী (অন্তরঙ্গ বন্ধু) জন্ম গ্রহণ করতাম, তবে তিনি হতেন আবু বকর। কিন্তু তাঁর সাথে রয়েছে ইসলামের আত্মত্ব ও সৌহার্দ। আবু বকরের দরজা ব্যক্তিত মসজিদের কোন দরজাই রাখা হবে না, সবই বন্ধ করা হবে।

৪৫৩ **حدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جَعْفِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ سَعْدٍ يَعْلَمُ بِنْ حَكِيرَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخَرْفَةٍ فَقَدِدَ عَلَى الْعَيْنِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَشْتَرَ عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمْنٌ عَلَىٰ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبْنِ بَكْرٍ بْنِ أَبْنِ قَحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَخَذِّا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ خَلْلَةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سُلُّوْعًا عَنِّي كُلُّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرُ خَوْخَةٍ أَبْنِ بَكْرٍ .**

৪৫৪ **আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জু'ফী (র)**.....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগের সময় এক টুকরা কাপড় মাথায় পেঁচিয়ে বাইরে এসে হিস্বরে কসলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সানা সিফাত বর্ণনার পর বললেন : জান-মাল দিয়ে আবু বকর ইবন আবু কুহাফার তাইতে অধিক কেউ আমার প্রতি ইহসান করেনি। আমি কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরপে গ্রহণ করলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামের বন্ধুত্বই উন্নত। আবু বকরের দরজা ব্যক্তিত এই মসজিদের সকল ছোট দরজা বন্ধ করে দাও।

٢٢٢. بَابُ الْأَبْوَابِ وَالْفَلَقِ لِكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ أَبْنِ جَعْفِرٍ قَالَ قَالَ لِيْ أَبْنُ أَبْنِ مَلِيكٍ يَا عَبْدُ الْمَلِكِ لَوْرَأَيْتَ مَسَاجِدَ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا

৩২২. পরিষেদ : বাযতুল্লাহ শরীকে ও অন্যান্য মসজিদে দরজা রাখা ও তালা লাগানো আবু 'আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র)। বলেন : আমাকে 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) বলেছেন যে, আমাকে সুফিয়ান (র) ইবন জুরাইজ (র) থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন : আমাকে ইবন আবী মুলায়কা (র) বলেছেন, "হে 'আবদুল মালিক! তুমি ইবন 'আকাস (রা)।—এর মসজিদ ও তার দরজাত্তে যদি দেখতে"

٤٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانُ وَقُتْبَيْةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِيمًا فَدَعَ عُمَرَ بْنَ طَلْحَةَ فَتَخَلَّفَ الْبَابُ فَنَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَمَّةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُمَرَ بْنَ طَلْحَةَ مُمْكِنًا إِلَيْهِمْ سَاعَةً مُمْكِنًا خَرَجُوا قَالَ أَبْنُ عُمَرَ فَبَرَّأَتْ فَسَأَلَ مُمْكِنًا قَبْلَهُ فَقَلَّتْ فِيهِ فِتْنَةٌ فَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَى أَنَّ أَسَأَهُ كُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْنَةً قَالَ أَبْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَى أَنَّ أَسَأَهُ كُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৫৪ আবু নু'মান ও কৃতায়বা (র)....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন মকাব আসেন তখন 'উসমান ইবন তালহা (রা)-কে ডাকলেন। তিনি দরজা খুলে দিলে নবী ﷺ, বিলাল, উসমান ইবন যায়দ ও 'উসমান ইবন তালহা (রা) ভিতরে গেলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ থাকলেন। তারপর সবাই কের হলেন। ইবন 'উমর (রা) বলেন : আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বিলাল (রা)-কে (সালাতের কথা) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : নবী ﷺ ভিতরে সালাত আদায় করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন? হালে? তিনি বললেন : দুই গুঁড়ের আবাদ্যাখি। ইবন 'উমর (রা) বলেন : কয় রাক 'আত আদায় করেছেন তা জিজ্ঞাসা করতে আমি তুলে গিয়েছিলাম।

৩২২. بَابُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২৩. পরিষেদ : মসজিদে মুশারিকের প্রবেশ

৪৫৫ حَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْثُونَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبِيلًا قَبْلَ نَجْمٍ فَجَاءَهُ مِنْ بَنْيِ حَبْنَيْفَةَ يَقُولُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرَبِطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيِ الْمَسْجِدِ .

৪৫৫ কৃতায়বা (র).....আবু হুরায়বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : বাস্তুল্লাহ ﷺ কতি পয় অশ্বারোহী সৈন্য নজদ অভিমুখে পঠালেন। তারা বানু হানীফ গোত্রের সুমামা ইবন উসাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এলেন। তারপর তাকে মসজিদের একটি খুটির সাথে বেঁধে রাখলেন।

৩২৪. بَابُ رَفْعِ الصُّورِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২৪. পরিষেদ : মসজিদে আওয়াষ উচু করা

٤٥٦ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ بْنَ مَجْمِعِ الْمَدْنِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعْدِ الْقَطَانَ قَالَ حَدَّثَنَا
الْجَعْدِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَابِيلًا فِي الْمَسْجِدِ
فَخَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِذْهَبْ فَأَتَتْهُ بِهِذِينَ فَجَنَّتْهُ بِهِمَا قَالَ مِنْ أَنْتُمَا أَوْ
مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّاغِيَّةِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلْدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتُكُمَا فِي مَسْجِدِ
رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى .

٤٥٦ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)....সাথিব ইবন ইয়ায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : আমি মসজিদে
নববীতে দোড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমার দিকে একটা কাঁকর নিষেপ করলো। আমি তাঁর
দিকে ডাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি 'উমর ইবনুল খাতাব (রা)। তিনি বললেন : যাও, এ দু'জনকে আমার
কাছে নিয়ে এস। আমি তাদের নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন : তোমরা কানো? অথবা তিনি
বললেন : তোমরা কেন স্থানের লোক? তারা বললো : আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন : তোমরা
যদি মদীনার লোক হতে, তবে আমি অবশ্যই তাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা দু'জনে রাসূলুল্লাহ
সা- -এর মসজিদে উচৈরঘরে কথা বলছে!'

٤٥٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَهِيمُ وَهُبَّ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَبْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَقَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ فِي بَيْتِهِ مُخْرَجٌ إِلَيْهِمَا رَسُولُ
اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَأَشَارَ
بِيَدِهِ أَنْ ضَمَّ الشَّطْرَ مِنْ دِيَنِكَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى قُمْ فَاقْضِيهِ .

٤٥٧ আহমদ ইবন সালিহ (র).....কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা- -এর মুগে তিনি
ইবন আবু হাদরাদের কাছে তাঁর প্রাপ্য সম্পর্কে মসজিদে নববীতে তাগাদা করেন। এতে উভয়ের আওয়ায উচু
হয়ে গেল। এমন কি সে আওয়ায রাসূলুল্লাহ সা- - তাঁর ঘর থেকে তনতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা- - তাঁর
ঘরের পর্দা সরিয়ে তাদের দিকে বের হয়ে এলেন এবং কা'ব ইবন মালিককে ডেকে বললেন : হে কা'ব!
উভয়ে কা'ব বললেন : লাক্ষণ্যক ইয়া রাসূলুল্লাহ। তখন নবী সা- - হতে ইশারা করলেন যে, তোমার প্রাপ্য
থেকে অর্ধেক ছেড়ে দাও। কা'ব (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি তাই করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ
ইবন আবু হাদরাদ (রা)-কে বললেন : উঠ এবার (বাকী) অল পরিশোধ কর।

٢٢٥. بَابُ الْحِلْقَ وَالْجَلْقُورِ فِي الْمَسْجِدِ

٣٢٥. **পরিষেবা :** মসজিদে হালকা বীধা এবং বসা

٤٥٨ **حدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَثْرَبُ بْنُ الْمَقْصُدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ**

الشَّيْءَ عَنِّي وَهُوَ عَلَى الْمُتَبَرِّ مَا تَرَى فِي صَلَةِ الْبَلِيلِ قَالَ مَنْ لِي مَنْ لِي فَإِذَا خَشِيَ أَخْدُوكُمُ الصَّبَحُ مِثْلُ

وَاحِدَةٍ فَأَوْتَرْتُ لَهُ مَا مَلَى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِجْهَلُوا أَخْرَ صَلَاتِكُمْ بِالْبَلِيلِ وَهُدَا فَإِنَّ الشَّيْءَ مَنْ يَرِهِ .

٤٥٩ **মুসাখিস (৪).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন সাহারী নবী ﷺ-এর কাছে ইস্তু করলেন, তখন তিনি মিহরে ছিলেন। আপনি রাতের শালাক কিন্তু আদায় করতে বলেন। তিনি বললেন : দু'-মু'রাক'আত করে আদায় করবে। যখন তেওয়ালের কাছে তেওয়াল যাওয়ার আশেকে হয় তখন সে আসো এক রাক'আত আদায় করে নিবে। আর এইটি আর পূর্বের স্লাভকে বিত্ত করে দেবে। [নর্কি' (র) বলেন] ইবন 'উমর (রা) বললেন : তোমর বিজ্ঞরকে বাতের দেশে সাধারণ হিসেবে এদায় কর। কেননা নবী ﷺ-এই নির্দেশ দিয়েছেন :**

٤٥٩ **حدَّثَنَا أَبُو النُّعَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو يُوبَ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى الشَّيْءِ**

وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَةُ الْبَلِيلِ فَقَالَ مَنْ لِي مَنْ لِي فَإِذَا خَشِيَ الصَّبَحُ فَأَوْتَرْتُ بِوَاحِدَةٍ تَوْبَرْهُ لَكَ مَا قَدْ

صَلَّيْتَ * قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَبِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبِينِي حَدَّثَنِي أَنَّ رَجُلًا نَادَى الشَّيْءَ

وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ .

٤٥٩ **আবু মু'মান (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক সাহারী নবী ﷺ-এর কাছে এমন সহজ আসলেন যখন তিনি শুভ্রা পিছিলেন। তিনি গিঞ্জসা করলেন ও এতের সালাত কিন্তু আদায় করতে হচ্ছে নবী ﷺ-এর বলেন। দু'-মু'রাক'আত দু'-মু'রাক'আত করে আদায় করবে। আর যখন তেওয়াল আশেকে করবে, তখন আজ্ঞা এক রাক'আত এ দায় করে নিবে। সে রাক'আত তেওয়াল আসের সালাতকে বিত্ত করে দিবে; ত্যান্তীন ইবন কসীর (র) বলেন : উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদুল্লাহ (র) আমার কাছে বলেছেন যে, ইবন 'উমর (রা) তাঁদের বলেছেন : এক সাহারী নবী ﷺ-কে সম্মোহন করে বসালেন, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন।**

٤٦- **حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِشْلَحٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبِي مَرْدَةَ مَوْلَى**

عَفِيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ وَأَقْرَبِ الْبَيْتِ قَالَ يَبْيَنُنَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ نَفْرَ ثَلَاثَةَ

فَأَقْبَلَ إِثْنَانٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَفْرٌ وَاحِدٌ . فَإِذَا أَدْعَاهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ . وَآمَّا الْأَخْرَى

فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَآمَّا الْآخَرُ ثَلَاثَةُ ذَاقِيْلَا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ عَنِ التَّفْرِيْلِ الْمُلَكَةِ . أَمَا

رَبِيعَتُ الْمُلَكَةِ /

أَحَدُهُمْ قَلَّا إِلَى اللَّهِ فَأَوَّلَهُ اللَّهُ ، وَآمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللَّهَ مِنْهُ ، وَآمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ اللَّهَ عَنْهُ .

৪৬০ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু গয়াকিদ লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ছিলেন। এমন সময় তিনজন লোক এলেন। তাঁদের দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এগিয়ে এলেন আর একজন চলে গেলেন। এ দু'জনের একজন হালকায় খালি স্থান পেয়ে সেখানে বসে পড়লেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মসজিদের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি পিঠটান দিয়ে সরে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাবার্তা থেকে অবসর হয়ে বললেন : আমি কি তোমাদের ঐ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যবর দেব ? এক ব্যক্তি তো আল্লাহর দিকে অগ্রসর হলো। আল্লাহও তাকে আশ্রয় দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি লজ্জা করলো, আর আল্লাহ তাঁ'আলাও তাকে (বর্ণিত করতে) লজ্জাবোধ করলেন। তৃতীয় ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, কাজেই আল্লাহও তার থেকে ফিরে থাকলেন।

٢٢٦. بَابُ الْإِسْتِقْبَارِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২৬. পরিষেদ : মসজিদে চিত হয়ে শোয়া

٤٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ تَعْبَادِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِهِ أَنَّ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَضْبَعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْآخَرِيْ . وَعَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَقْعُلُانَ ذَلِكَ .

৪৬১ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....'আবু আমির ইবন তাহিম (র) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (তাঁর চাচা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে চিত হয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে অয়ে থাকতে দেখেছেন। ইবন শিহাব (র) সাইদ ইবন মুসায়াব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'উমর ও 'উসমান (রা) একপ করতেন।

٢٢٧. بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ هَسِيرٍ بِالنَّاسِ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَبْيَوبُ مَالِكٍ

৩২৭. পরিষেদ : লোকের অসুবিধা না হলে রাজ্ঞায় মসজিদ বানানো বৈধ। হাসান বসরী, আয়াব এবং মালিক (র) একপ বলেছেন।

٤٦٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْتُ عَنْ عَفْيَلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَدْجَةَ الشَّبِيرَ قَاتَلَتْ لَمْ أَعْلَمْ أَبْوَيْ أَلْ وَهُمَا يَدِينَ الدِّينَ وَلَمْ يَمْرُ عَلَيْنَا يَوْمٌ أَلْ يَأْتِنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرْفَيِ النَّهَارِ بِكُرْكَةٍ وَمَشِيَةٍ . ثُمَّ بَدَا لَأَبْنِي بَكْرٍ فَابْتَشَى مَسْجِدًا يَقْتَنِي دَارِهِ فَكَانَ يُصْلِي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَابْنَاهُ ، هُمْ يَعْجِبُونَ مِنْهُ وَيَنْظَرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بِكَامَ لَا يَمْلِكُ

عَيْنِيهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافُ قَرْيَشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ .

৪৬২ ইয়াহুইয়া ইব্রাহিমের (র) নবী মুহাম্মদ-এর সহধর্মী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমার জ্ঞানমতে আমি আমার মাতা-পিতাকে সব সময় দীনের অনুসরণ করতে দেখেছি। আর আমাদের এফল কোন দিন যায়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে দিনের উভয় প্রাতে সকাল-সক্ষায় আমাদের কাছে আসেন নি। তারপর আবু বকর (রা)-এর মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি তাঁর ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ তৈরী করলেন। তিনি এতে সালাত আদায় করতেন ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মুশরিকদের মহিলা ও ছেলেমেয়েরা দেখানে দাঁড়াতো এবং এতে তারা বিশ্বিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো। আবু বকর (রা) ছিলেন একজন অধিক রোদনকারী ব্যক্তি। তিনি কুরআন পড়া শুন করলে অক্ষ সংবরণ করতে পারতেন না। তাঁর এ অবস্থা নেতৃস্থানীয় মুশরিক কুরাইশাদের শক্তিক করে তুলল।

٣٢٨. بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ وَصَلَّى أَبْنُ عَوْنَانَ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارِ يَعْلَمُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ

৩২৮. পরিষেবা : বাজারের মসজিদে সালাত আদায়

৪৬৩ মুসাফিদ (র).....আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : 'জামা'আত্তের সাথে সালাত আদায় করলে ঘর বা বাজারে সালাত আদায় করার চাইতে পঁচিশ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেমনা, তোমাদের কেউ যদি ভাল করে উঁয় করে কেবল সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, সে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত যতকার কদম রাখে তার প্রতিটির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা ক্রমাগতে উন্নীত করবেন এবং তার এক-একটি করে শুনছ মাঝ করবেন। আর মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তাকে সালাতেই গল্প করা হয়। আর সালাতের শেষে সে যতক্ষণ এই স্থানে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতাগল তার জন্যে এ বলে দু'আ করেন : ইয়া আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, ইয়া আল্লাহ! তাকে রহম করুন—যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয়, সেখানে উঁয় ভঙ্গের কাজ না করে।

٢٢٩. بَابُ تَشْبِيهِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

৩২৯. পরিষেবা : মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে এক হাতের আঙুল অথ হাতের আঙুলে প্রবেশ করানো

٤٦٤ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يَشْرِبِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَقَدْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِينِ عُمَرِ قَالَ شَبَّكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ • وَقَالَ عَاصِمٌ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيهِ فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَقَوْمَهُ لَمْ يَقُولْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ وَهُوَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو كَيْفَ يُكَيْفِي إِذَا بَقِيْتَ فِي حَتَّالَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهَذَا •

٤٦٥ **হামিদ ইবন উমর (র)**..... ইবন 'উমর বা ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলে প্রবেশ করান। 'আসিম ইবন 'আলী (র) থেকে বর্ণিত 'আসিম ইবন মুহাম্মদ (র) বলেন : আমি এ হানোস আমার পিতা থেকে অনেছিলাম, কিন্তু আমি তা স্বরূপ রাখতে পারিনি। এরপর এ হানোসটি আমাকে ঠিকভাবে বর্ণনা করেন ওয়াকিদ (র) তাঁর পিতা থেকে। তিনি বলেন : আমার পিতাকে বলতে অনেছি যে, 'আবদুজ্জাহ ইবন 'আমর (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : হে 'আবদুজ্জাহ ইবন 'আমর! যখন তুমি নিকৃষ্ট লোকদের সাথে অবস্থান করবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে?

وَلَفِظُهُ فِي جَمِيعِ الْحُمَيْدَيِّ فِي مُسْتَدِّ أَبْنِ عُمَرَ شَبَّكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ • وَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا بَقِيْتَ فِي حَتَّالَةٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجْتُ مَهْوِدَهُمْ وَأَمَانَتُهُمْ وَاحْتَلَقُوا فَصَارُوا مُكَنَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ • قَالَ فَكَيْفُ أَفْعُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَأْخُذُ مَا تَعْرِفُ وَتَدْعُ مَا تَكْرُرُ تَقْبِيلُ عَلَى خَاصِّكَ وَتَدْعُهُمْ وَعِوَانُهُمْ •

- عینی ج ৪ ص ২৬০ -

হামাদানী (র) তাঁর 'আল জাম'উ বাইনাস সাহীহায়ান' গ্রন্থে ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত হানোসে একটি বর্ণনা করেন, "নবী ﷺ এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলে প্রবেশ করান এবং বলেন : হে 'আবদুজ্জাহ! যখন তুমি নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে তখন তোমার অবস্থা কি হবে? তাঁদের অঙ্গীকার পূরণ করা হবে না ও আমানতে বেঘানত করা হবে এবং তাঁদের মতান্মেক দেখা দিবে। আর তাঁরা একটি হয়ে যাবে এবং তিনি এক হাতের আঙুল আর এক হাতে প্রবেশ করান। 'আবদুজ্জাহ (রা) বললেন : "ইয়া রাসূলুল্লাহ, তখন আমি কি করব? তিনি বললেন, যা তুমি শরী'আতসম্ভত বলে জান তা এহণ কর, আর যা শরী'আতবিরোধী বলে মনে করবে তা বর্জন করবে। আর তুমি নিজেকে নিজে বাঁচাবে, আর সাধারণ লোককে তাঁদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিবে।"—'উমদাতুল কুনী', ৪৩, পৃ. ২৬০

٤٦٥ حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةَ أَبْنِي أَبِيهِ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَالْبَنِيَّانَ يَشْدُدُونَ بَعْضَهُ وَيُشْبِكُونَ أَصَابِعَهُ .

৪৬৭ **খালাদ ইবন ইয়াহুয়া (র)**.... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্যে ইয়ারততুলা, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এ বলে তিনি

এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন।

٤٦٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ شَعِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْنُ عَوْنَى عَنْ إِبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَدَى صَلَاتِي الْعَشِيرِ قَالَ إِبْنُ سِيرِينَ قَدْ سَمِعْتُمْ أَبْوَهُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيْتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بَنِي رَكْعَتِي ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشْبَةِ مَعْرُوضَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْكَثَ عَلَيْهَا كَانَهُ خَضْبَانٌ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَفَرِ كَفِهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتِ السُّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصَرَتِ الصُّلُّا وَفِي الْقَوْمِ أَبْوَبُكُرٌ وَعُمَرُ فَهَا بَا أَنْ يُكْتَبَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ طُولُ يَقَالُ لَهُ نُوَيْبِيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسِيْتُ أَمْ قَصَرَتِ الصُّلُّا قَالَ لَمْ أَنْسِ وَلَمْ تَقْصَرْ فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ نُوَيْبِيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَنَقَدْمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْلَوَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْلَوَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ فَرِبِّيَا سَأَلَوْهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ ثَبِيْتُ أَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنَ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ .

৪৬৬ ইসহাক (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদের বিকালের এক সালাতে ইমামতি করলেন। ইবন সীরীন (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) সালাতের নাম বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে পিয়েছি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : তিনি আমাদের নিয়ে মু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদে রাখা এক টুকরা কাঠের উপর তর দিয়ে দাঢ়ালেন। তাঁকে রাগার্বিত ঘনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর ডান হাত বাঁ হাতের উপর রেখে এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। আর তাঁর ডান গাল বাম হাতের পিঠের উপর রাখালেন। ধান্দের তাড়া ছিল তাঁরা মসজিদের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। সাহারীগণ বললেন : সালাত কি সংক্ষিক্ষ হয়ে গেছে উপর্যুক্ত লোকজনের মধ্যে আবু বকর (রা) এবং উমর (রা)-ও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নথী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। আর লোকজনের মধ্যে লম্বা হাত বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিলেন, যাকে "যুল-ইয়াদাইন" বলা হতো, তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি সালাত সংক্ষেপ করা হয়েছে? তিনি বললেন : আমি ভুলিমি এবং সালাত সংক্ষেপও করা হয়েছি। এরপর (অন্যাদের) জিজ্ঞাসা করলেন : যুল-ইয়াদাইনের কথা কি ঠিক? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তারপর তিনি এগিয়ে এলেন এবং সালাতের বাদপড়া অংশটিকু আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন ও তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মতো বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। লোকেরা প্রায়ই ইবন সীরীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করতো, "পরে কি তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন?" তখন ইবন সীরীন (র) বললেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'ইমরান ইবন হসায়ন (রা) বলেছেন : তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন।'

٢٢٠. بَابُ الْمَسْجِدِ الَّتِي عَلَى طَرْقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِيعِ الَّتِي مَلَى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৩০. পরিষেদ : মদীনার রাস্তার মসজিদসমূহ এবং যে সকল স্থানে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছিলেন

٤٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضِيلُ أَبْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَحَرَّى أَسَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيَصْلِي فِيهَا ، وَيَحْدِثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَصْلِي فِيهَا ، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي فِي تِلْكَ الْأُمُكْنَةِ ۝ قَالَ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ أَبِي عَمْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَصْلِي فِي تِلْكَ الْأُمُكْنَةِ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا وَاقِفٌ نَافِعًا فِي الْأُمُكْنَةِ كُلَّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ يُشَرِّفُ الرُّوحَاءَ ۝

৪৬৭ مুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (র).....মুসা ইবন 'উকবা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সালিম ইবন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে রাস্তার বিশেষ বিশেষ স্থান অনুসর্কান করে সে সব স্থানে সালাত আদায় করতে দেবেছি এবং তিনি বর্ণনা করতেন যে, তাঁর পিতাও এসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। আর তিনিও রাস্মুল্লাহ ﷺ-কে এসব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। মুসা ইবন 'উকবা (র) বলেন : 'নাফি' (র)-ও আমার কাছে ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। তাঁরপর আমি সালিম (র)-কে জিজাসা করি। আমার জানামতে তিনি সেসব স্থানে সালাত আদায়ের ব্যাপারে 'নাফি' (র)-এর সাথে একইভাবে পোষণ করেছেন; তবে 'শারাফুর-রাওহা' নামক স্থানের মসজিদের ব্যাপারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ করেছেন।

٤٦٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْعِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عَيَّاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بَنِي الْحَلِيفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَعْرَةَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّتِي بَنِيَ الْحَلِيفَةُ ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوَةٍ وَكَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حِلْقَ أَوْ عَمْرَةَ هَبَطَ بِطْنَ وَادِ ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفَيْرِ الْوَادِي الشَّرْقِيِّ فَعَرَسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لِنِسَاءِ عِنْدِ الْمَسْجِدِ الَّتِي بِحِجَّارَةٍ وَلَا عَلَى الْأَكْمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ثُمَّ خَلِيجٌ يُصْلِي عَبْدَ اللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُلُّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِي فَدَحَا السَّيْلَ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دُفِنَ ذَلِكَ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ عَبْدَ اللَّهِ يُصْلِي فِيهِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّفِيرِ الَّذِي تَوَنَّ الْمَسْجِدُ الَّذِي يُشَرِّفُ الرُّوحَاءَ وَقَدْ كَانَ عَبْدَ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصْلِي ، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَاجَةِ الطَّرِيقِ الْيَمِنِيِّ وَأَنَّ زَاهِبَ إِلَى مَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمِيَّ بِحَجْرٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَأَنَّ أَبِي عَمْرٍ كَانَ يُصْلِي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْ

مُنْصَرِفِ الرُّوحَاءِ، وَذَلِكَ الْعَرْقُ اِنْتَهَى طَرْفَهُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ بَوْنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرِفِ
وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ أَبْشَرْتِ ثُمَّ مَسْجِدًا فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصْلِي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتَرَكُهُ عَنِ
يُسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصْلِي أَمَامَةَ إِلَى الْعَرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرْجُو مِنَ الرُّوحَاءِ فَلَا يُصْلِي الظَّهَرَ حَتَّى
يَأْتِي ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصْلِي فِيهِ الظَّهَرَ وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنَّ مَرْبِهَ قَبْلَ الصَّبْعِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ أَخِيرِ السُّحْرِ
عَرْسَ حَتَّى يُصْلِي بِهَا الصَّبْعَ، وَأَنْ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزَلُ تَحْتَ سَرَحَةَ ضَخْمَةِ بَوْنَ
الرُّوْبَيْتَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوَجَاءَ الطَّرِيقَ فِي مَكَانٍ بَطْعَ سَهْلٍ حَتَّى يَقْضِي مِنْ أَكْمَةِ بُوْيَنْ بِرِيدِ الرُّوْبَيْتَةِ
بِعِيلَيْنِ، وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَانْتَشَرَ فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَابِيَّةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُلُّ كَبِيرَةٍ وَأَنْ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ صَلَّى فِي طَرْفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةِ عَنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ
قَبْرَانِ أَوْ شَلَّانِ عَلَى الْقَبْوَرِ رَضِمَ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أَوْلَى السَّلَمَاتِ كَانَ
عَبْدُ اللَّهِ يَرْجُحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَبَيَّلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصْلِي الظَّهَرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، وَأَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَّلَ عِنْدَ سَرَحَاتِ عَنْ يُسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلِ بَوْنَ هَرْشَلِيَّ ذَلِكَ الْمَسِيلُ
لَا سِقْ يَكْرَاعُ هَرْشَلِيَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصْلِي إِلَى سَرَحَةِ هِنْ
أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنْ، وَأَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزَلُ فِي
الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مِنَ الظَّهَرَانِ قَبْلَ الْمَدِيْنَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفَرَاوَاتِ يَنْزَلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ
عَنْ يُسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ الْأَرْمَيْهِ بِحَجَرِ، وَأَنْ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزَلُ بِذِي طَوْى وَبِيَتٍ حَتَّى يُصْبِحَ يُصْلِي الصَّبْعَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ
وَمُهْسَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِيْظَةِ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَ ثَمَّةَ وَلَكِنَّ أَشْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى
أَكْمَةِ غَلِيْظَةِ، وَأَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِسْتَقْبَلَ فَرْضَتِي الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ
الْطَّوْلِيِّ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بَيْنَهُ ثُمَّ يُسَارِ الْمَسْجِدِ بِطَرْفِ الْأَكْمَةِ وَمُهْسَلِ النَّبِيِّ ﷺ أَشْفَلَ
مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السُّودَاءِ تَدَعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَةَ أَذْرَعَ أَوْ تَحْوِهَا ثُمَّ تُصْلِي مُسْتَقْبَلَ الْفَرْضَتِيِّ مِنَ الْجَبَلِ
الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ .

‘উমরা ও হজের জন্যে রওয়ানা হলে ‘মূল-হৃলায়ফা’র অবতরণ করতেন, বাবলা গাছের নীচে ‘মূল-হৃলায়ফা’র মসজিদের স্থানে ; আর যখন কেন যুক্ত থেকে অথবা হজ বা ‘উমরা করে সেই পথে ফিরতেন, তখন উপত্যকার মাঝখানে অবতরণ করতেন ; যখন উপত্যকার মাঝখান থেকে উপরের দিকে আসতেন, তখন উপত্যকার তীরে অবস্থিত পূর্ব নিম্নভূমিতে ছেট বসাতেন । সেখানে তিনি শেষ রাত থেকে ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম করতেন । এ স্থানটি পাথরের উপর নির্মিত মসজিদের কাছে নয় এবং যে মসজিদ টিলার উপর, তার নিকটেও নয় । এখানে ছিল একটি ফিল, যার পাশে ‘আবদুল্লাহ (রা)’ সালাত আদায় করতেন । এর ডিতরে কতগুলো বালির খৃপ ছিল । আর রাসূলুল্লাহ সঞ্চ এখানেই সালাত আদায় করতেন । তারপর নিম্নভূমিতে পানির প্রবাহ হয়ে ‘আবদুল্লাহ (রা)’ যে স্থানে সালাত আদায় করতেন তা সমান করে দিয়েছে । ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) [নাফি’ (র)-কে] বলেছেন : নবী সঞ্চ ‘শারায়তু-রা ওহা’র মসজিদের কাছে ছেট মসজিদের স্থানে সালাত আদায় করেছিলেন । নবী সঞ্চ যেখানে সালাত আদায় করেছিলেন, ‘আবদুল্লাহ (রা)’ সে স্থানের পরিচয় দিতেন এই বলে যে, যখন তুমি মসজিদে সালাতে দাঁড়াবে তখন তা তোমার ডানদিকে । আর সেই মসজিদটি হলো যখন তুমি (মলীনা থেকে) মক্কা যাবে তখন তা ডানদিকের রাস্তার এক পাশে থাকবে । সে স্থান ও বড় মসজিদের মাঝখানে বাবধান হলো একটি তিল নিষেপ পরিমাণে অথবা তার কাছাকাছি । আর ইবন ‘উমর (রা) ‘রাওহা’র শেষ মাঝায় ‘ইরক’ (ছেট পাহাড়)-এর কাছে সালাত আদায় করতেন । সেই ‘ইরক’-এর শেষ প্রান্ত হলো রাস্তার পাশে মসজিদের কাছাকাছি মক্কা যাওয়ার পথে রাওহা ও রাস্তার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত । এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে । ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা)’ এই মসজিদে সালাত আদায় করতেন না, বরং সেটাকে তিনি বামদিকে ও পেছনে ফেলে অগ্রসর হয়ে ‘ইরক’-এর নিকটে সালাত আদায় করতেন । আর ‘আবদুল্লাহ (রা) রাওহা থেকে বেরিয়ে এই স্থানে পৌছার আগে যোহরের সালাত আদায় করতেন না । সেখানে পৌছে যোহর আদায় করতেন । আর মক্কা থেকে আসার সময় এ পথে ভোরের এক ঘন্টা আগে বা শেষ রাতে আসলে তথায় অবস্থান করে ফজরের সালাত আদায় করতেন । ‘আবদুল্লাহ (রা)’ আরো বর্ণনা করেছেন । নবী সঞ্চ ‘রুওয়ায়তু’র নিকটে রাস্তার ডানদিকে রাস্তা সংলগ্ন প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একটা বিরাট গাছের নীচে অবস্থান করতেন । তারপর তিনি ‘রুওয়ায়তু’র ডাকঘরের দু’মাইল দূরে টিলার পাশ দিয়ে রওয়ানা হতেন । বর্তমানে গাছটির উপরের অংশ ভেঙে পিয়ে মাঝখানে খুকে গেছে । গাছের কান এখনো দাঁড়িয়ে আছে । আর তার আশেপাশে অনেকগুলো বালির খৃপ বিস্তৃত রয়েছে । ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা)’ আরো বর্ণনা করেছেন : ‘আরজ’ গ্রামের পরে পাহাড়ের দিকে যেতে যে উচ্চভূমি রয়েছে, তার পাশে নবী সঞ্চ সালাত আদায় করেছেন । এই মসজিদের পাশে দু’তিনটি কবর আছে । এসব কবরে পাথরের বড় বড় খও পড়ে আছে । রাস্তার ডান পাশে গাছের নিকটটৈ তা অবস্থিত । দুপুরের পর সূর্য জলে পড়লে ‘আবদুল্লাহ (রা) ‘আরজ’-এর দিক থেকে এসে গাছের মধ্য দিয়ে ঘেতেন এবং এই মসজিদে যোহরের সালাত আদায় করতেন । ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা)’ আরো বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সঞ্চ সে রাস্তার বাঁ দিকে বিরাট গাছগুলির কাছে অবতরণ করেন যা ‘হারশা’ পাহাড়ের নিকটবর্তী নিম্নভূমির দিকে চলে গেছে । সেই নিম্নভূমিটি ‘হারশা’-এর এক প্রান্তের সাথে মিলিত । এখান থেকে সাধারণ সড়কের দূরত্ব প্রায় এক তীর নিষেপের পরিমাণ । ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা)’ সেই গাছগুলির মধ্যে একটির কাছে সালাত আদায় করতেন, যা ছিল রাস্তার নিকটবর্তী এবং সবচাইতে উচু । ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা)’ আরো বর্ণনা করেছেন

যে, নবী ﷺ অবতরণ করতেন 'মারুদ্য যাহুরান' উপভ্যক্তির শেষ প্রান্তে নিষ্কৃতিতে, যা মদীনার দিকে যেতে হোট পাহাড়গুলোর নীচে অবস্থিত। তিনি সে নিষ্কৃতির মাঝখানে অবতরণ করতেন। এটা মক্কা যাওয়ার পথে বাম পাশে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মন্দিল ও রাস্তার মাঝে দূরত্ব এক পাথর নিষ্কেপ পরিমাণ। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) তাঁকে আরও বলেছেন যে, নবী ﷺ 'যু-জুওয়া'য় অবতরণ করতেন এবং এখানেই রাত যাপন করতেন আর মক্কায় আসার পথে এখানেই ফজরের সালাত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত আদায়ের সেই স্থানটা ছিল একটা বড় টিলার উপরে। যেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেখানে নয় বরং তার নীচে একটা বড় টিলার উপরে। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) তাঁদের কাছে আরও বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ পাহাড়ের দু'টো প্রবেশপথ সামনে রাখতেন যা তার ও দীর্ঘ পাহাড়ের মাঝখানে কা'বার দিকে রয়েছে। বর্তমানে সেখানে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেটিকে তিনি ইবন 'উমর (রা) টিলার প্রান্তের মসজিদটির বাম পাশে রাখতেন। আর নবী ﷺ -এর সালাতের স্থান ছিল এর নীচে কাল টিলার উপরে। টিলা থেকে প্রায় দশ হাত দূরে দু'টো পাহাড়ের প্রবেশপথ যা তোমার ও কা'বার মাঝখানে রয়েছে—সামনে রেখে তুমি সালাত আদায় করবে।

৩২১. بَابُ سُتُّرَةِ الْإِمَامِ سُتُّرَةُ مِنْ خَلْفِهِ

৩৩১. পরিষেব : ইমামের সূত্রাই সূক্তাদীর জন্য যথেষ্ট

৪৬৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلَ رَأِيكَنَا عَلَى حِجَارَاتِيْنَ وَأَنَا يَوْمَنِيْنَ فَدَنَاهَرْتُ الْأَحْتَلَامَ وَرَسَّوْلُ اللَّهِ تَعَالَى بُصَّلَى بِالنَّاسِ بِعِنْدِهِ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفَّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَنَانَ تَرْقَعَ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفَّ فَلَمْ يَنْكِرْ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ .

৪৭০ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্দাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ আমি একটা মানী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এলাম, তখন আমি ছিলাম সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে দেওয়াল ব্যক্তিত অন্য কিছুকে সূত্রা বানিয়ে মিনায় লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। কাতারের কিছু অংশ অতিক্রম করে আমি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলাম। গাঢ়ীটিকে চৰাতে দিয়ে আমি কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। আমাকে কেউই এ কাজে বাধা দেয়নি।

৪৭১ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمْرَ بِالْحُرْبَةِ فَتَرَوَضَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّفْرِ فَعِنْئِمْ لَمْ اتَّخَذْهَا الْأَمْرَاءُ .

৪৭০ ইসহাক (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইদের দিন যখন বের হতেন তখন

তাঁর সামনে ছাট নেয়া (বক্রম) পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিতেন। সেদিকে মুখ করে তিনি সালাত আদায় করতেন। আর লোকজন তাঁর পেছনে দাঢ়াতো। সফরেও তিনি তাই করতেন। এ থেকে শাসকগণও এটা অবলম্বন করেছেন।

٤٧١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُرْبَةَ بْنِ أَبِي جَحِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقْوُلَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَزْنَةَ الظَّهَرِ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ تَمَّرَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرَأَةُ وَالْجِمَارُ .

৪৭১ আবুল উয়ালীদ (র)..... 'আমর ইবন আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আমি আমার পিতাকে বলতে তনেছি যে, নবী ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে 'বাতহা' নামক স্থানে যোহরের দুরাক 'আত' ও আসরের দুরাক 'আত' সালাত আদায় করেন। তখন তাঁর সামনে ছড়ি পুঁতে রাখা হয়েছিল। তাঁর সম্মুখ দিয়ে (সুতরাব বাইরে) মহিলা ও গাধা চলাচল করতো।

٣٢٢. بَابُ قَدْرِكُمْ يَنْتَفِعُ أَنْ يُكُونَ بَيْنَ الْمُصْلِيِّ وَالسَّتْرِ

৩৩২. পরিচ্ছেদ : মুসল্লী ও সুতরাব মাঝখানে কি পরিমাণ দূরত্ব থাকা উচিত

٤٧২ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زَرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْغَفِيرِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ
بَيْنَ مُصْلِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَرَّ الشَّاةُ .

৪৭২ 'আমর ইবন যুরায়া (র)..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের স্থান ও দেওয়ালের মাঝখানে একটা বকরী চলার মত ব্যবধান ছিল।

٤٧٣ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلْمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ
الْعِتِيرِ مَاكَانَتِ الشَّاةُ تَجْرِيْهَا .

৪৭৩ মাঝী ইবন ইব্রাহীম (র)..... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মসজিদের দেওয়াল হিসেবের এক কাছে যে, মাঝখান দিয়ে একটা বকরীর ও চলাচল কঠিন ছিল।

٣٢٣. بَابُ الصُّلَوةِ إِلَى الْحُرْبَةِ

৩৩৩. পরিচ্ছেদ : বর্ণা সামনে রেখে সালাত আদায়

٤٧৪ حَدَّثَنَا مُسْدِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ
يُرْكِزُ لَهُ الْحُرْبَةَ فَيُصْلِلُ إِلَيْهَا .

৪৭৪ মুসান্দাদ (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর সামনে বর্ণা পুঁতে রাখা
হতো, আর তিনি সেদিকে সালাত আদায় করতেন।

٣٤٤. بَابُ الصُّلَّةِ إِلَى الْعِزَّةِ

৩৩৪. পরিচ্ছেদ : লৌহযুক্ত ছড়ি সামনে রেখে সালাত আদায়

।
٤٧٥ حَدَّثَنَا أَدْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنَ بْنُ أَبِي جُحْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْهَاجِرَةِ فَأَتَيْنَاهُ بِوْضُوِّهِ فَتَوَضَّعَ فَصَلَّى بَيْنَ الظَّهِيرَةِ وَالغَصْرِ وَبَيْنَ يَدِيهِ عِزَّةُ وَالمرَأَةُ وَالْجِنَّارُ يَمْرُّ مِنْ دُرَانِهِ .

।
৪৭৫ আদম (র).....'আগুন ইবন আবু জুহায়াফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার পিতার কাছ থেকে শনেছি, তিনি বলেছেন : একদিন দুপুরে আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনলেন। তাকে উযুব পানি দেওয়া হলো। তিনি উযুব করলেন এবং আমাদের নিয়ে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাতের সময় তাঁর সামনে ছিল লৌহযুক্ত ছড়ি, যার বাইরের দিক দিয়ে মহিলা ও গাঢ়া চলাচল করতো।

।
٤٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَبِيزِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ حَالِكَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ شَيْعَتْهُ أَنَا وَغَلَامٌ وَمَعْنَا عُكَازَةً أَوْ عَصَمًا أَوْ عِزَّةً وَمَعْنَا أَدَوَاءً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَأَوْلَنَاهُ الْأَدَوَاءَ .

।
৪৭৬ মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন বরী' (র).....'আমাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন, তখন আমি ও একজন বালক তাঁর পিছনে যেতাম। আর আমাদের সাথে ধাকতো একটা লাঠি বা একটা ছড়ি অথবা একটা ছেটি নেয়া, আরো ধাকতো একটা পানির পাত্র। তিনি তাঁর প্রয়োজন সেতে নিলে আমরা তাঁকে ঐ পাত্রটি দিতাম।

٣٤٥. بَابُ السُّرْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

৩৩৫. পরিচ্ছেদ : মক্কা ও অন্যান্য স্থানে সুতরা

।
٤٧٧ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ الْحَكْمِ عَنْ أَبِي جُحْفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظَّهِيرَةَ وَالغَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَنُصُبَ بَيْنَ يَدِيهِ عِزَّةُ وَتَوْضُعًا فَجَعَلَ النَّاسَ يَتَسْعَّونَ بِوْضُوِّهِ .

।
৪৭৭ সুলায়মান ইবন হারব (র).....'আবু জুহায়াফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন দুপুরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে তাশরীফ আনলেন। তিনি 'বাতহ' নামক স্থানে যোহর ও 'আসরের সালাত দু'-দু'রাক'আত করে আদায় করলেন। তখন তাঁর সামনে একটা লৌহযুক্ত ছড়ি পুঁতে রাখা হয়েছিল।

তিনি যখন উংকু করছিলেন, তখন সাহারীগণ তাঁর উংকুর পানি নিজেদের শরীরে (বরকতের জন্য) মসেহ করতে লাগলো।

٢٣٦. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأَسْطُوَانِ

وَقَالَ عُمَرُ الْمُعْتَلُونَ أَحَقُّ بِالسُّوَارِيِّ مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا وَدَأَى بْنُ عَمْرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أَسْطُوَانِنِ فَادْنَاهُ إِلَى سَارِيَةِ فَقَالَ صَلِّ إِلَيْهَا

৩৩৬. পরিচ্ছেদ : তৃষ্ণ (থাম) সামনে রেখে সালাত আদায়

'উমর (রা) বলেন : বাক্তিদের চাহিত মুসল্লীরাই তৃষ্ণ সামনে রাখার বেশী অধিকারী। এক সময় ইবন 'উমর (রা) দেখলেন, এক বাক্তি দুটো তৃষ্ণের মাঝখানে সালাত আদায় করছে। তখন তিনি তাকে একটি তৃষ্ণের কাছে এনে বললেন : এটি সামনে রেখে সালাত আদায় কর

٤٧٨ حَدَّثَنَا الْمَكْيُّ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَرْبِيدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَتَيْ مَعَ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي مَسْجِدٍ عِنْدَ الْأَسْطُوَانِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصَحْفِ فَقَلَّتْ يَا أبا مُسْلِمٍ أَرَأَكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأَسْطُوَانِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا .

৪৭৮ মঙ্গী ইবন ইবরাহীম (র).....ইয়ায়ীদ ইবন আবু 'উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা)-এর কাছে আসতাম। তিনি সর্বনা মসজিদে নববীর সেই তৃষ্ণের কাছে সালাত আদায় করতেন যা ছিল মাসহাফের নিকটবর্তী। আমি তাকে বললাম : হে আবু মুসলিম! আমি আপনাকে সর্বনা এই তৃষ্ণ খুঁজে বের করে সামনে রেখে সালাত আদায় করতে দেবি (এর কারণ কি?) তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ-কে এটি খুঁজে বের করে এর কাছে সালাত আদায় করতে দেবেছি।

৪৭৯ حَدَّثَنَا قَبِيْحَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَقِيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كَبَارَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ يَتَتَرَوَّنَ السُّوَارِيِّ عِنْدَ الْمَقْرِبِ • وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَنْسٍ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ .

৪৮০ কাবীসা (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের পেয়েছি। তারা মাশারিবের সময় দ্রুত তৃষ্ণের কাছে যেতেন। ত'বা (র) 'আমর (র) সুজে আনাস (রা) থেকে (এ হাদিসে) অতিরিক্ত বলেছেন : 'নবী ﷺ বেরিয়ে আসা পর্যন্ত।

٢٣٧. بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السُّوَارِيِّ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

৩৩৭. পরিচ্ছেদ : জামাআত ব্যতীত তৃষ্ণসমূহের মাঝখানে সালাত আদায় করা

٤٨٠ حدثنا موسى بن إسحاق ثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي ﷺ البيت وأسامه بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره فسأله بلالاً أين صلى قال بين العمودين المقدمين .

৪৮০ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বায়তুল্মাহ-এ প্রবেশ করেছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইবন যায়দ (রা), 'উসমান ইবন তালহা (রা) এবং বিলাল (রা)। তিনি অনেকক্ষণ ভিতরে ছিলেন। তারপর বের হলেন। আর আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর পাশে প্রবেশ করেছে। আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ কোথায় সালাত আদয় করেছেন? তিনি জবাব দিলেন : সামনের দই স্তুর্জের মাঝে।

٤٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى نَهَى
الْكَبِيْرَةَ وَأَسَامِيْةَ بْنِ زَيْدٍ وَبِلَالَ وَعُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ الْجَبَرِيْنَ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلَتْ بِلَالٌ حِينَ خَرَجَ مَا
صَنَعَ النَّبِيُّ تَعَالَى قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يُمْنِيْهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمَدَةَ دَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يُوْمَنِدُ عَلَى
سُنَّةِ أَعْمَدَةِ ثُمَّ صَلَّى • وَقَالَ لَنَا اسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، فَقَالَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِنِيْهِ •

৪৮১ “আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....”আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আর উসমান ইবন যায়দ, বিলাল এবং ‘উসমান ইবন তালহা হাজারী (রা) ক’বা শরীফে প্রবেশ করলেন। নবী ﷺ-এর প্রবেশের সাথে সাথে ‘উসমান (রা) ক’বার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা কিমুক্কল ভিতরে ছিলেন। বিলাল (রা) বের হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ কি করলেন? তিনি জওয়াব দিলেন : একটা স্তুতি বাম দিকে, একটা স্তুতি ডান দিকে আর তিনটা স্তুতি পেছনে রাখলেন। আর তখন বায়তুল্লাহ ছিল ছয়টি স্তুতি বিশিষ্ট। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] ইসমাইল (র) আমার কাছে বর্ণন করেন যে, ইমাম মালিক (র) বলেছেন যে, তাঁর (নবীর) ডান পাশে দুটো স্তুতি ছিল।

٤٨٢. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُتَنَبِّرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَ قَبْلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجْهَ الْبَابِ قَبْلَ ظَهُورِهِ فَمَشَ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَدَارِ الَّذِي قَبْلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَنْزُعِ صَلَّى بَتَوْخَى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ يَلْأَلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا يَأْسٌ أَنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوْاحِي الْبَيْتِ شَاءَ .

৪৮২ ইবন মুন্দির (র).....নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ (রা) যখন কাঁবা শরীফে প্রবেশ করতেন তখন সামনের দিকে চলতে থাকতেন এবং সরজা পেছনে রাখতেন। এভাবে এসিয়ে সিয়ে যেখানে তাঁর ও দেওয়ালের মাঝে প্রায় তিন হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকতো, সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন। তিনি সে স্থানেই সালাত আদায় করতে চাইতেন, যেখানে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছিলেন বলে বিলাল (রা) তাঁকে খবর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন : কাঁবা ঘরের যে-কোন প্রান্তে ইমাজা, সালাত আদায় করায় আমাদের কারো কোন দোষ নেই।

٢٣٩. بَابُ الصُّلَّةِ إِلَى الرُّاحِلَةِ وَالْتَّبِعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرُّحْلِ

৩৩৯. পরিষেদ : উটনী, উট, গাছ ও হাওদা সামনে রেখে সালাত আদায় করা

৪৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمَقْدُمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ عَبْيَّدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرِ عَنِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيَصِلِّيُ إِلَيْهَا قَلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَطَ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيَصِلِّيُ إِلَى أُخْرِيِّهِ أَوْ قَالَ مُؤْخِرُهُ وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ .

৪৮৩ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাবায়ি বস্তী (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর উটনীকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। ('নাফি' [র] বলেন ৪) আমি ('আবদুল্লাহ ইবন 'উমর [রা]') কে) জিজ্ঞাসা করলাম : যখন সওয়ারী নড়াচড়া করতো তখন (তিনি কি করতেন)? তিনি বলেন ৪ তিনি তখন হাওদা নিয়ে সোজা করে নিজের সামনে রাখতেন, আর তার শেষাংশের দিকে সালাত আদায় করতেন। ('নাফি' [র] বলেন ৪) ইবন 'উমর (রা)-ও একই করতেন।

٤٤٠. بَابُ الصُّلَّةِ إِلَى السُّرِيرِ

৩৪০. পরিষেদ : চৌকি সামনে রেখে সালাত আদায় করা

৪৮৪ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اعْدَلْتُمُونَا بِالْكِتَبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السُّرِيرِ فَيَقِنَّ، النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ فَيَقِنَّ، السُّرِيرَ حَتَّى أَنْسَلَ مِنْ رِجْلِي السُّرِيرَ حَتَّى أَنْسَلَ مِنْ لِحَافِي .

৪৮৪ 'উসমান ইবন আবু শায়বা (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ তোমরা আমাদেরকে কুকুর, গাধার সমান করে ফেলেছ ! আমি নিজে এ অবস্থায় ছিলাম যে, আমি চৌকির উপর থায় থাকতাম আর নবী ﷺ এসে চৌকির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। এভাবে আমি সামনে থাকা পদ্ধতি করতাম না। তাই আমি চৌকির পায়ের দিকে সরে গিয়ে চুপি চুপি নিজের লেপ থেকে বেরিয়ে পড়তাম।

٤٤١. بَابُ لِيَرْدُ الْمُعْصِلِيِّ مِنْ مَرْبِيَنْ يَدِيَهِ، وَدَدَ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشْهِيدِ فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ إِنَّ أَبِي إِلَّا أَنْ
يُقَاتِلَهُ

৩৪১. পরিষেদ : সমুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে মুসল্লীর বাধা দেখা উচিত
ইবন 'উমর (রা) তাশাহসুদে বসা অবস্থায় এবং কা'বা শরীকেও (অতিক্রমকারীকে) বাধা
দিয়েছেন এবং তিনি বলেন, সে অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকতে অধীকার করে লড়তে
চাইলে মুসল্লী তার সাথে লড়বে

٤٨٥ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ أَنَّ أَبَا
سَعِيدَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ .

حَوْفَ حَدَّثَنَا أَدْمَ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ الْمُفَيْرِةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنْوَى قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو صَالِحِ السَّمَانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدَ الْخَدْرِيَّ فِي يَوْمٍ جُمْعَةً يُصَلِّي إِلَى شَرْقِ يَسْتَرَّةِ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ
شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعْيَطٍ أَنْ يُجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَيْهِ
بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيُجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأَوَّلِيِّ فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ . ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَّاهُ إِلَيْهِ
مَالَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَالَكُ وَالآخِرُ أَخْيُوكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُكُمْ إِلَى شَرْقِ يَسْتَرَّةِ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيْسَ فَعَلَّ .
أَبِي فَلِيقَاتِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

৪৮৫ আবু মামার (র) ও আদম ইবন আবু ইয়াস (র).....আবু সালেহ সাধান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন : আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে দেখেছি। তিনি জুম্বু'আর দিন লোকদের জন্য সুতরা হিসাবে কোন
কিছু সামনে রেখে সালাত আদায় করছিলেন। আবু মু'আইত গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে দিয়ে যেতে
চাইল। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) তার বুকে ধাক্কা মারলেন। যুবকটি লজ্জা করে দেখলো যে, তাঁর সামনে দিয়ে
যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এজনো সে পুনরায় তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইল। এবারে আবু সাঈদ
খুদরী (রা) প্রথমবারের চাইতে জোরে ধাক্কা দিলেন। ফলে আবু সাঈদ (রা)-কে তিরকার করে সে
মারগুয়ানের কাছে দিয়ে আবু নাসীদ (রা)-এর বাবহারের বিকৃষ্ট অভিযোগ দায়ের করল। এদিকে তার
পরপরই আবু সাঈদ (রা)-ও মারগুয়ানের কাছে গেলেন। মারগুয়ান তাঁকে বললেন : হে আবু সাঈদ !
তোমার এই ভাতিজার কি ঘটেছে? তিনি জবাব দিলেন : আমি নবী ﷺ-কে বলতে উনেছি যে, তোমাদের
কেউ যদি লোকদের জন্য সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করে, আর কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যেতে
চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। সে যদি না মানে, তবে সে বাকি (মুসল্লী) যেন তার সাথে মুকাবিলা
করে, কারণ সে শয়তান।

٢٤٢. بَابُ أَئِمَّةِ الْمَارِبِينَ يَدِيَ الْمُصْلِّي

৩৪২. পরিষেব : মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীর জনাহ

٤٨٦ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النُّضْرِ مَوْلَى عُمَرِيْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَيْ أَبِي جَهْمِرٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَارِبِينَ يَدِيَ الْمُصْلِّيِّ فَقَالَ أَبُو جَهْمِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى لَوْ يَعْلَمُ الْمَارِبِينَ يَدِيَ الْمُصْلِّيِّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُقْفَ أَرْبِيعَنْ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يُمْرِغَ بَيْنَ يَدَيْهِ + قَالَ أَبُو النُّضْرِ لَا أَتَرِى أَقْلَمَ أَرْبِيعَنْ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنةً .

৪৮৬ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)....., বুসর ইবন সাইদেল (র) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইবন খালিদ (রা) তাকে আবু জুহায়ম (রা)-এর কাছে পাঠালেন, যেন তিনি তাকে জিজাসা করেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি উন্নেছেন। তখন আবু জুহায়ম (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চালিশ দিন/মাস/ বছর দাঢ়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। আবুন-নায়র (র) বলেন : আমার জানা নেই তিনি কি চালিশ দিন বা চালিশ মাস বা চালিশ বছর বলেছেন।

٢٤٣. بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصْلِيُّ وَكَرْهُ عُثْمَانَ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصْلِيُّ وَهُوَ يُصْلِيُّ وَهُوَ يُصْلِيُّ وَهُوَ يُصْلِيُّ وَهُوَ يُصْلِيُّ

৩৪৩. পরিষেব : কারো দিকে মুখ করে সালাত আদায়

'উসমান (রা) সালাতরত অবস্থায় কাউকে সামনে রাখা মাকজহ মনে করতেন। এ হ্রস্বম তখনই প্রযোজ্য যখন তা মুসল্লীকে অন্যমনক করে দেয়। কিন্তু যখন অন্যমনক করে না, তখন যায়দ ইবন সাবিত (রা)- এর মতানুসারে কোন ক্ষতি নেই। তিনি বলেন : একজন আরেকজনের সালাত নষ্ট করতে পারে না

٤٨٧ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي أَبْنَ صَبَّيْرٍ عَنْ مَسْرُوفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ نَكَرَ عِنْهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونِي كِلَّابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ تَعَالَى يُصْلِيَ وَإِنِّي لَيَسْتُهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجَعٌ عَلَى السُّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ أَنْ أَسْتَقْبِلَ فَأَشْكَلُ إِسْلَامًا + وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ .

৪৮৭ ইসমাইল ইবন খলীল (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী জিনিসের আলোচনা করা হল। সোকেরা বললেন : কুকুর, গাধা ও মহিলা সালাত নষ্ট করে দেয়। ‘আয়িশা (রা) বললেন : তোমরা আমাদের কুকুরের সমান করে দিয়েছ ! আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, সালাত আদায় করছেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝে ঢৌকির উপর কাত হয়ে ওয়ে থাকতাম। কোন কোন সময় আমার বের হওয়ার দরকার হতো এবং তাঁর সামনের দিকে যাওয়া অপসন্দ করতাম। এজন্যে আমি চুপে চুপে সরে পড়তাম। আ’মাশ (র) ‘আয়িশা (রা) থেকে অনুৰূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٤٤. بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّانِي

৩৪৪. পরিষেবন : ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায়

৪৮৮ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَبِّئُ وَأَنَا رَاقِدَةً مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاسِيِّهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ أَيْقَظِنِي فَأَوْتِرُتْ .

৪৮৮ মুসাফিদাস (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি তখন তাঁর বিছনায় আড়াআড়িভাবে অয়ে থাকতাম। বিত্ত পড়ার সময় তিনি আমাকেও জাগাতেন, তখন আমিও বিত্ত পড়তাম।

٤٤٥. بَابُ التَّطْرُوْعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

৩৪৫. পরিষেবন : মহিলার পেছনে থেকে নফল সালাত আদায়

৪৯১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي التَّفْسِيرِ مُوَلَّيْ عَمْرُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَاتَلَتْ كُنْتَ أَنَّمَا بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَنِي فِي شَبَّلِيَّةِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمْرَنِي فَقَبَضَتْ رِجْلِيَّ ، فَإِذَا قَامَ بِسْطَهُمَا ، قَاتَلَتْ وَالْبَيْوَتْ يَوْمَنِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحَ .

৪৮৯ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)....নবী ﷺ-এর সহধর্মী ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে অয়ে থাকতাম আর আমার পা দু’টো থাকত তাঁর কিবলার দিকে। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন আমাকে ঢোকা দিতেন, আর আমি আমার পা সরিয়ে নিতাম। তিনি দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় পা দু’টো প্রসারিত করে দিতাম। ‘আয়িশা (রা) বলেন : তখন ঘরে কোন বাতি ছিল না।

٤٤٦. بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءًا

৩৪৬. পরিষেবন : কোন কিছু সালাত নষ্ট করে না বলে যিনি মত পোষণ করেন

৪৯০ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ غَيْبَاتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَشْوَدِ عَنْ بُوَّبَةِ شَرِيفٍ ।

عائشة ح قال الأعمش وحدّثني مُسلم عن مسروق عن عائشة ذكرَ عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة ، فقالت شبّهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النّيْنَ تُكْفِي بصلبي وأين على السرير بيته وبين القبلة مُضطجعة فتبولى الحاجة فاكثرة أن أجلس فلذى النّيْنَ تُكْفِي فأشسل من عند رجلية .

৪৯০ [উমর ইবন হাফস] (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী কুকুর, গাঢ়া ও মাহলা সমস্কে আলোচনা চলছিল। ‘আয়িশা (রা) বললেনঃ তোমরা আমাদেরকে গাঢ়া ও কুকুরের সাথে তুলনা করছ। আপ্লাহর কসম ! আমি নবী ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন আমি চৌকির উপরে তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শায়িত ছিলাম। আমার প্রয়োজন হলে আমি উঠে বসা পদন্ব করতাম না। কেবল, তাঁতে নবী ﷺ-এর কষ্ট হতে পারে। আমি তাঁর পায়ের পাশ দিয়ে চুপে চুপে বের হয়ে পড়তাম।

৪৯১ [حَدَّثَنَا إِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَخْيَرٍ شَهَابٌ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّةَ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطِعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطِعُهَا شَيْءٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّيْنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تُكْفِي فَقَالَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تُكْفِي بِقَوْمٍ فَيُصْلِبُنَّ مِنَ اللَّيْلِ وَإِنَّ لِمُعْتَرِضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ .

৪৯১ [ইসহাক ইবন ইবরাহীম] (র).....নবী ﷺ-এর সহধর্মী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাস্কুলাহ কাঁধে উঠে সালাতে দাঁড়াতেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে জাড়াআড়িতাবে তাঁর পরিবর্তিক বিছানায় অয়ে থাকতাম।

৩৪৭. بَابٌ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَفِيرَةً عَلَى مَنْقِيَّهِ فِي الصَّلَاةِ

৩৪৭. পরিষেদ : সালাতে নিজের ঘাড়ে কোন জ্বেট মেরোকে তুলে নেয়া

৪৯২ [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَيْمَ الرَّزْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تُكْفِي كَانَ يُصْلِبُ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بْنَ زَيْنَبِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ تُكْفِي وَلَبِسَ الْعَاصِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ شَفَعَسِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَلَّهَا .

৪৯২ [আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ] (র).....আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাস্কুলাহ কাঁধে নেয়ে যাবানবের গর্জজাত ও আবুল আস ইবন রাবী‘আ ইবন ‘আবদ শামস (র)-এর উরসজাত কল্যাণ উচামা (রা)-কে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাঁকে রেখে নিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাঁকে তুলে নিতেন।

৩৪৮. بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاهِيرِ فِيهِ حَائِنَسٌ

৩৪৮. পরিষেদ : এফম বিছানা সামনে রেখে সালাত আদায় করা যাতে ঝাতুবতী মহিলা রয়েছে

٤٩٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زَرَّارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُشِيمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي خَالِئِنَّ مِيمُونَةَ بْنَتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِيْ حِيَالَ مُصْلَى النَّبِيِّ تَكَفَّهُ فَرِبْمَا وَقَعَ نُوبَةً عَلَى وَاتَّا عَلَى فِرَاشِيْ .

৪৯৫ 'আমর ইবন যুরারা (র).....মায়মূনা বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার বিছানা নবী ﷺ-এর মুসল্লার বরাবর ছিল। আর আমি আমার বিছানায় থাকা অবস্থায় কোন কোন সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ের উপর এসে পড়তো।

٤٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَلِيمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعْتُ مِيمُونَةَ تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ تَرْجِعُ يُصْلِيْ وَاتَّا عَلَى جَنَابِهِ ثَانِيَةً فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِيْ نُوبَةً وَاتَّا حَانِصًّ .

৪৯৬ আবু নু'মান (র)......মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি তাঁর পাশে তয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর কাপড় আমার গায়ের উপর পড়তো। সে সময় আমি হাতায় অবস্থায় ছিলাম।

৩৪৯. بَابُ هَلْ يَقْعِمُ الرَّجُلُ إِمْرَأَةً عِنْدَ السُّجُودِ لِكُنْ يَسْجُدُ

৩৪৯. পরিষেব : সিজদার সুবিধার্থে নিজ স্ত্রীকে সিজদার সময় শৰ্শ করা

٤٩৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَشْهَدُنَا عَدْلَتُمُونَا بِالْكُبْرِ وَالْحِمَارِ لَفَدْ رَأَيْتِنِي وَرَسُولُ اللَّهِ تَكَفَّهُ يُصْلِيْ وَاتَّا مُضْطَجَعَةً بَيْنَ وَبَيْنِ الْقِبَلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْجُدَ غَمْرَ رِجْلِيْ فَقَبَضَتْهُمَا .

৪৯৭ 'আমর ইবন 'আলী (র).....'আফিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাঢ়ার সমান করে বড়ই খারাপ করো। অথচ আমি নিজকে এ অবস্থায় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায়ের সময় আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে তয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করার ইচ্ছা করতেন তখন আমার পা দু'টোতে টোকা দিতেন। আমি তখন আমার পা দু'টো গুটিয়ে নিতাম।

৩৫০. بَابُ الْمَرْأَةِ تُطْرَحُ عَنِ الْمُصْلِيْ شَيْئًا مِنَ الْأَذْيَ

৩৫০. পরিষেব : মুসল্লীর দেহ থেকে মহিলা কর্তৃক নাপাকী পরিষ্কার করা

٤٩৬ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِشْلَقَ السُّرْمَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي

اَسْلَخْتُ عَنْ عَمَرِي وَبْنِ مَيْمُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَقِنَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى قَائِمٌ يُصْلَى عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمِيعُ قُرْبَشِ
فِي مَجَالِسِهِمْ ، اذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلَا تَتَظَرُّونَ إِلَى هَذَا الْمَرْأَتِي أَيُّكُمْ يَقُولُ إِلَى جَنَاحِي أَلِ فَلَانِ فَيَعْسِدُ إِلَى
فَرِشْتَاهَا وَدَمْهَا وَسَلَامًا فَيَجِئُ بِهِ لَمْ يَعْهُدْ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَثِيفَهِ فَأَنْبَغَتْ أَشْفَافُهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ
اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ بَيْنَ كَثِيفَهِ وَبَيْتِ النَّبِيِّ تَعَالَى سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَا لَبَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِهِ مِنَ الضَّحْكِ
فَأَنْطَلَقَ مُنْتَلِقًا إِلَى فَاطِمَةَ ، وَهِيَ جُوَرِيَّةٌ فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَبَيْتِ النَّبِيِّ تَعَالَى سَاجِدًا حَتَّى الْقَنْتَهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ
عَلَيْهِمْ شَسِيمَهُمْ فَلَمَّا فَضَلَّ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةَ قَالَ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ يَقْرِيشُ ، اللَّهُمَّ
عَلَيْكَ يَقْرِيشُ ، لَمْ سَمِّيَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ يَعْمَرُ ابْنَ هِشَامَ وَعَنْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنَ عَنْبَةَ
وَأَمِيَّةَ بْنَ خَلْفٍ وَعَقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعْيَطٍ وَعَمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَعَى يَوْمَ بَدرِ مُ
سْحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبٌ بَدْرٌ مُسْحِبٌ قَلِيبٌ بَدْرٌ مُسْحِبٌ وَأَشَبَّ أَصْحَابَ الْقَلِيبِ لَعْنَةً .

৪৯৬ আহমদ ইবন ইসহাক সামারী (র).....'আবদুল্লাহ (ইবন মাস'উদ [রা]) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার নিকটে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর কুরাইশের একদল তাদের
মজলিসে ছিল। এমন সময় তাদের একজন বলল : তোমরা কি এই রিয়াকারকে দেখিনি? তোমাদের এমন কে
আছে, যে অঙ্কুর গোত্রের উট যবেহ করার স্থান পর্যন্ত যেতে রায়ি ? সেখান থেকে গোবর, রক্ত ও গর্ভশয়
নিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকবে। যখন এ বাকি সিজদায় যাবে, তখন এগুলো তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে
দেবে। এ কাজের জন্য তাদের চরম ইততাগা ব্যক্তি ('উকবা ইবন আবু মু'আইত) উঠে দাঁড়াল (এবং তা
নিয়ে আসলো)। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় গেলেন তখন সে তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে
দিল। নবী ﷺ সিজদায় ছির রায়ে গেলেন। এতে তারা হাসাহাসি করতে লাগলো। এমনকি হাসতে হাসতে
একজন আরেকজনের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। (এই অবস্থা দেখে) এক বাকি ফাতিমা (রা)-এর
কাছে গেল। তিনি তখন হেটি বালিকা ছিলেন। তিনি দৌড়ে চলে আসলেন। তখনও নবী ﷺ সিজদারত
ছিলেন। ফাতিমা (রা) সেগুলো তাঁর উপর থেকে ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের লক্ষ্য করে গালমন্ড করতে
লাগলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলেন তখন তিনি বললেনঃ "আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদের ধ্রংস
কর !" "আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদের ধ্রংস কর !" তারপর তিনি নাম
ধরে বললেন, "হে আল্লাহ ! তুমি 'আমর ইবন হিশাম, উত্বা ইবন রাবী'আ, শায়বা ইবন রাবী'আ, ওয়ালীদ
ইবন উত্বা, উমায়া ইবন খালাফ, 'উকবা ইবন আবু মু'আইত এবং উমারা ইবন ওয়ালীদকে ধ্রংস কর !"
'আবদুল্লাহ (ইবন মাস'উদ [রা]) বলেন : আল্লাহর কসম ! আমি এদের সবাইকে বদর যুদ্ধের দিন নিহত লাশ
হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর তাদের হিচতে বদরের কুয়ায় নিক্ষেপ করা হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ
বলতেন : এই কুয়াবাসীদের উপর চিরকালের জন্য অভিশাপ।

بُو خَانِي

بُو خَانِي شَرِيف

تَرْمِيم ۴۰

ইশাম মুহাম্মদ ইরফন ইলমাইল বুখানী (৩০)

